ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর সহীহ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ের একটি তুলনামূলক সমীক্ষা

পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Library
401339
401339

উপস্থাপনায়
মুহাম্মদ রাইছ উদ্দিন ভূঞা

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সেপ্টেম্বর, ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর সহীহ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ের একটি তুলনামূলক সমীক্ষা

পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

401339

উপস্থাপক

মুহাম্মদ রাইছ উদ্দিন ভূঞা

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী

সিনিয়র প্রফেসর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সেপ্টেম্বর, ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

Ph.D

GIFT

401339

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ এ.বি.এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী
পিএইচ.ডি. (লন্ডন), এম.এ. (ডবল), বি.এ. অনার্স (ঢাকা)
এম.এম. (ঢাকা), এফ.আর.এ.এস

সিনিয়র অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ ও ধর্ম-দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

دكتور محمد حبيب الرحمن شودرى
الاستاذ الكبير والرئيس السابق
قسم الدراسات الاسلامية ومقارنة الاديان
جامعة داكا ، بنغلاديش

Dr. A.B.M. Habibur Rahman Chowdhury
Ph.D. (London), M.A. (Double), B.A. Hons (Dhaka)
M.M. (Dhaka), F.R.A.S.

Senior Prof. & Ex. Chairman
Dept. Of Islamic Studies & Comparative Religion
University Of Dhaka, Bangladesh
Phone : Off. 9661920-59/4310, 4313. Res. 8612992
E-mail : harchow@du.bangla.net

Ref :

Date : ০২/০৭/২০০৬

প্রত্যয়নপত্র

জনাব মুহাম্মদ রাইছ উদ্দিন ভূঞা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত **"ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর সহীহ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ের একটি তুলনামূলক সমীক্ষা"** শীর্ষক থিসিস সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে,

১. এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে লিখিত হয়েছে।

২. এটি সম্পূর্ণরূপে জনাব মুহাম্মদ রাইছ উদ্দিন ভূঞা-এর নিজস্ব এবং একক গবেষণা কর্ম। কোন যুগ্ম কর্ম নয়।

401339

৩. এটি একটি তথ্যবহুল, তাৎপর্যপূর্ণ ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে, ইতোপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষাতেই এই শিরোনামে পি- এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য কোন গবেষণা সন্দর্ভ লিখা হয় নি।

এই গবেষণা সন্দর্ভটি পি-এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য সন্তোষজনক। আমি এই গবেষণা নিবন্ধের চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পড়েছি এবং পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

১-৭-০৬

(ডঃ এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী)
তত্ত্বাবধায়ক ও প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি দৃঢ় প্রত্যয়ে ঘোষণা করছি যে, "ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর সহীহ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ের একটি তুলনামূলক সমীক্ষা" শিরোনামে পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য প্রণীত এই গবেষণা সন্দর্ভটি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী, প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই মৌলিক গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব রচনা। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে কোন গবেষক কর্তৃক পি-এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য এ শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচিত হয় নি।

মুহাম্মদ রাইছ উদ্দিন ভূঞা

Dhaka University Institutional Repository

.প্রস্তাবনা

ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) ছিলেন হাদীস শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। তাঁদের জীবনের সবচেয়ে বড় অবদান হল সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম। এ অভিসন্দর্ভের মূল লক্ষ্য হল ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনার পর তাঁদের শ্রেষ্ট অবদান সহীহাইনের সংকলন পদ্ধতি, অবস্থান, শর্তাবলী, শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়ের ওপর গবেষণার মাধ্যমে গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে একটি তুলনামূলক সমীক্ষা উপস্থাপন করা।

ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁদের সমগ্র জীবন সাধনা করে মহানবী (সাঃ)-এর অমীয় বাণী শিক্ষা, সংকলন, সংরক্ষণ, সহীহ ও য'ঈফ হাদীসসমূহের ওপর অসাধারণ গবেষণা এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে কেবল সহীহ হাদীসের এক সুসংবদ্ধ সংকলন তৈরী করেন। যার ফলে মহানবী (সাঃ)-এর সহীহ হাদীসগুলো আমরা একত্রে পেয়ে উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি।

ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) ছিলেন হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর এক অনন্য সাধারণ হাদীস শাস্ত্রবিদ। আর এ শতাব্দী ছিল হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ। এ যুগেই সিহাহ সিত্তাহ্ সংকলকগণ নিজ নিজ পদ্ধতি ও শর্তানুসারে সীমাহীন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাঁদের প্রখ্যাত গ্রন্থসমূহে হাদীস সংকলন করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁদের প্রধান মাপকাঠি ছিল 'ইসনাদ'। ফলে হাদীসের মতনের তুলনায় ইসনাদের প্রতিই তাঁরা অধিক গুরুত্বারোপ করেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) এ ক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র ও অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তাঁরা সনদের সাথে মতনের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। তাঁরাই সর্ব প্রথম কঠিন এবং দুর্বোধ্য হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহকারে গ্রন্থ সংকলনের কাজে হাত দেন। আর তা নিঃসন্দেহে হাদীস শাস্ত্রে তাঁদের এক অতুলনীয় অবদান। হাদীস শাস্ত্রে তাঁদের এসব অবদান সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গবেষণা হওয়া একান্তই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অতীব বিস্ময়ের ব্যাপার, আমাদের জানামতে এ যাবৎ কোন গবেষক তাঁদের এসব অতি মূল্যবান অবদানের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নে এগিয়ে আসেন নি।

তাঁদের কর্মবহুল জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কেও সূক্ষাতিসূক্ষ্ম আলোচনা ও পর্যালোচনায় তেমন কেউই ব্রতী হন নি। এ ছাড়া হাদীস শাস্ত্রে তাঁদের সংকলিত গ্রন্থদ্বয়ের মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তুলনামূলক কোন আলোচনায় তেমন কেউ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন নি।

অথচ প্রাতঃস্মরণীয় এ ইমামদ্বয়ের কর্মমুখর জীবন ও তাঁদের অনন্যসাধারণ অবদান সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম আমাদের জন্য নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় দিশারী স্বরূপ। এসব কথা বিবেচনা করেই গবেষণা সন্দর্ভের জন্য আমরা এই তথ্যবহুল বিষয়টি নির্বাচন করেছি।

প্রাথমিক পর্যায়ে এ গবেষণাকর্মে হাত দিয়ে এগিয়ে চলার পথে আমরা নানাবিধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হই। কারণ এমনিতেই হিজরী তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীর মনীষীগণের জীবনী সম্পর্কীয়

Dhaka University Institutional Repository

উপকরণ উদ্ধার করা বেশ দুরূহ ব্যাপার। জীবনী গ্রন্থকার এবং ঐতিহাসিকগণ ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর জীবনের অতি সামান্য তথ্যই তাঁদের গ্রন্থসমূহে তুলে ধরেছেন। ফলে তাঁদের শৈশব, কৈশোর এবং জীবন-যৌবনের অনেক কিছুই আমাদের অজানা থেকে যায়। এ ছাড়া তাঁদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ের তুলনামূলক আলোচনার সন্ধান লাভ করা তো ছিল রীতিমত এক অসাধ্য ব্যাপার। অধিকন্তু তাঁদের জীবন চরিত এবং কর্ম সাধনা সম্পর্কে লিখিত প্রামাণ্য গ্রন্থের সংখ্যাও খুব বেশী নয়। ফলে আমরা ঐতিহাসিক, জীবনী গ্রন্থকার ও রিজাল শাস্ত্রবিদগণের মূল গ্রন্থাবলী থেকে অধিকাংশ তথ্য সংগ্রহ করেছি।

বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তাঁদের লিখিত অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে বলে জানা যায়। এ গুলো বিশ্বের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে অজ্ঞাত অবস্থায় ছড়িয়ে থাকায় এবং কিছু কিছু গ্রন্থ কালচক্রের আবর্তনে বিলুপ্তির কারণে অধিকাংশই আমাদের হস্তগত হয় নি। আমাদের নিকট প্রাপ্ত তাঁদের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী ও অন্যান্য জ্ঞান তাপস মনীষীগণের লিখিত গ্রন্থমালার আলোকেই তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবন ও সহীহ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ের একটি তুলনামূলক সমীক্ষা যথাসম্ভব উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

তাঁদের জীবন গাঁথা ও সহীহাইন সম্পর্কিত তুলনামূলক সমীক্ষা লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে যেমন বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে আমরা সাহায্য-সহায়তা নিয়েছি, তেমনি ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) ও তাঁদের সহীহাইন সম্পর্কে লিখিত কিছু কিছু পাণ্ডুলিপি থেকেও উপাদান গ্রহণ করেছি। অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুকে আমরা যথাক্রমে আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে প্রত্যেক অধ্যায়ের জন্য পৃথক পৃথক শিরোনাম নির্ধারণ করেছি।

প্রথম অধ্যায়ে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরা হয়েছে। কেননা, ব্যক্তির সামাজিক মান-মর্যাদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর বংশীয় পরিচয়, পারিবারিক পরিচিতি, ব্যক্তিগত জ্ঞান-গরিমা, শিক্ষা-দীক্ষা, কর্মোদ্দীপনা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন। এ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেই প্রথম অধ্যায়ে তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত বিধৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে ‘হাদীস ও সহীহ শব্দের বিশ্লেষণ’। যেহেতু আমাদের অভিসন্দর্ভের মূল শিরোনাম “ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর সহীহ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ের একটি তুলনামূলক সমীক্ষা”-এর মধ্যে ‘হাদীস’ ও ‘সহীহ’ শব্দ দু'টি রয়েছে, তাই এ শব্দগুলোর বিশ্লেষণ ও এতদ্‌সম্পর্কিত কিছু আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। সেজন্য আমরা এ অধ্যায়ে হাদীসের ব্যাখ্যা, উৎপত্তি, সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং হাদীসের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের কথা সংক্ষেপে তুলে ধরেছি। সেই সাথে ‘সহীহ’ শব্দের ব্যাখ্যা, বিভিন্ন মুহাদ্দিস ও ইমামগণের দৃষ্টিতে সহীহ হাদীসের শর্তাবলী এবং প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় হচ্ছে ‘সহীহাইন সংকলনে অনুসৃত নীতিমালা ও উভয়ের অবস্থান’। সহীহাইন সংকলনে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) নিজস্ব কিছু নীতিমালা গ্রহণ করেছেন। এ

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়ে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এবং সাথে সাথে হাদীস শাস্ত্রে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এর অবস্থান তুলনামূলকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে 'সহীহাইনের শর্তাবলী, শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য'। এ অধ্যায়ের প্রথমে সহীহাইনের যে নির্দিষ্ট শর্তাবলী রয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে। তারপর সহীহাইনের শ্রেষ্ঠত্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এ অধ্যায়ের শেষের দিকে পৃথক পৃথকভাবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এর বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করে উভয়ের মধ্যে একটি তুলনামূলক সমীক্ষা তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে 'সহীহাইনের হাদীসের প্রকারভেদ, উভয়ের অকাট্যতা ও জ্ঞান অর্জন'। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) যে সমস্ত হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন, তা কত প্রকার এবং উভয়ের সংকলিত হাদীসগুলোর অকাট্যতা ও এর দ্বারা জ্ঞান অর্জিত হয় কি না, হলে কোন প্রকার জ্ঞান অর্জিত হয়, তা জানারও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই অত্র অধ্যায়ে উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আলোচনা উপস্থাপন করেছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম হল 'সহীহাইনের শরূহাত ও মুস্তাখরাজাত গ্রন্থাবলী'। হাদীস বিজ্ঞানে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম এক অনন্য স্থান দখল করে আছে। এ গ্রন্থদ্বয়ের ওপর অসংখ্য শরূহ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে, যা বিশ্বের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে। এ ছাড়া এ গ্রন্থদ্বয়ের ওপর প্রচুর মুস্তাখরাজাত গ্রন্থাবলীও রচিত হয়েছে। অত্র অধ্যায়ে সে বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনাম রয়েছে 'ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শায়খগণ থেকে পৃথক পৃথকভাবে হাদীস সংকলন'। ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) বিভিন্ন শায়খ থেকে পৃথক পৃথকভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁরা দু'জন একসাথে একই রাবী থেকে সচরাচর হাদীস বর্ণনা করেন নি। পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে তার যথার্থ বিশ্লেষণ একান্ত অপরিহার্য। আর এ উদ্দেশ্যেই আমরা এ অধ্যায়ে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শায়খগণ থেকে আলাদা আলাদাভাবে হাদীস বর্ণনার কারণগুলো তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

অভিসন্দর্ভের শেষ অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে 'সহীহাইনের একটি তুলনামূলক সমীক্ষা'। এতে সব ক'টি অধ্যায় সামনে রেখে তার চুলচেরা বিশ্লেষণপূর্বক একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রয়াস চালিয়ে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে অতি সংক্ষেপে একটি তুলনামূলক সমীক্ষা উপস্থাপন করেছি।

অধ্যায়গুলোর শেষে বর্ণিত হয়েছে উপসংহার। এতে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) এবং তাঁদের জীবনের উল্লেখযোগ্য অবদান সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মূল্যায়নের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর সহীহ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ের একটি তুলনামূলক সমীক্ষা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনায় আমি বিশেষভাবে অত্র গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ডঃ এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী-এর প্রতি একান্ত কৃতজ্ঞ। কেননা, তিনি আমার জন্য যে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও শ্রম স্বীকার করেছেন, নিরন্তর উৎসাহ-উদ্দীপনা যুগিয়েছেন এবং অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছেন, সত্যিই তার তুলনা হয় না। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শুধু আজ কেন, কোনদিনই তাঁর এ ঋণ আমার পক্ষে পরিশোধ করা সম্ভব নয়। এ ছাড়া আমার আরেক শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ 'আবদুল বাকী, যিনি গবেষণা কাজে আমাকে সীমাহীন প্রেরণা যুগিয়েছেন এবং অনেক কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করে আমার থিসিসটি আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছেন, এ জন্য তাঁর নিকটও আমি কৃতজ্ঞ।

আমার এ গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে যে সকল প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, ঢাকা পাবলিক লাইব্রেরী, মাদ্রাসা-ই-'আলিয়া লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী ও ইসলামিক ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী অন্যতম। এ সকল প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

দেশ-বিদেশের অনেক সুনিপুণ সুধী ও পণ্ডিতবর্গের কাছ থেকে যে মূল্যবান পরামর্শ ও সহানুভূতি পেয়েছি, সে কথাও আজ অতীব শ্রদ্ধার সাথে বারবার স্মরণ করছি। নানা অন্তরায় ও প্রতিকূলতার মাঝে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য যেসব বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনেরা আমাকে উৎসাহ ও সাহস যুগিয়েছেন তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

মুহাম্মদ রাইছ উদ্দিন ভূঞা

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

‘আরবী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত

ا - অ	ق - ক	اَوْ - উ
ب - ব	ك - ক	وَ - ওয়া
ت - ত	ل - ল	وِ - বি, ভি
ث - স	م - ম	وِيْ - বী, ভী
ج - জ	ن - ন	وُ - উ
ح - হ	و - ব,ও, ভ	وُوْ - ঊ
خ - খ	ه - হ	يَ - য়্যা
د - দ	ء - ’	يَا - য়্যা
ذ - য	ي - য়	يِ - য়ি
ر - র	ـَا	يِيْ - য়ী
ز - য	ـِ ا	يُ - ইউ
س - স	ـُ ه	يُوْ - ইউ
ش - শ	ا ـَ ا	عَ - ‘আ
ص - স	ـِيْ ا	عَا - ‘আ
ض - য	و ـُ ـ	عِ - ‘ই
ط - ত	اَ - আ	عِيْ - ‘ঈ
ظ - য	ا - আ	عُ - ‘উ
ع - ‘	اِ - ই	عُوْ - ‘ঊ
غ - গ	اِيْ - ঈ	
ف - ফ	اُ - উ	

ع = সাকিন হলে ْ চিহ্ন ব্যবহৃত হয় ; যথা نَعْتٌ = না‘ত।

Dhaka University Institutional Repository

সংকেতসূচি

'আইনী	ঃ	বদরুদ্দীন আবূ মুহাম্মদ মাহমূদ ইব্ন আহমদ ইব্ন মূসা ইব্ন আহমদ ইব্ন 'আইনী
আন্ নুজূমুয যাহিরাহ্	ঃ	আন্ নুজূমুয যাহিরাহ্ ফী মুলূকি মিস্রা ওয়াল কাহিরাহ
আবূ হাতিম	ঃ	মুহাম্মদ 'আবদুর রহমান ইব্ন আবী হাতিম
আবূ জা'ফর আত-তাহাভী	ঃ	আবূ জা'ফর আত-তাহাভী ওয়া আসারুহু ফিল হাদীস
আল-বিদায়াহ্	ঃ	আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্
আস্-সুবকী	ঃ	তাজুদ্দীন 'আবদুল ওয়াহ্হাব আস্-সুবকী
ওয়াফাইয়াত	ঃ	ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান ওয়া আম্বাই আবনাইয্ যামান
ইব্ন খাল্লিকান	ঃ	কাযী আহমদ 'ওরফে ইব্ন খাল্লিকান
ইব্নুস সালাহ	ঃ	ইমাম হাফিয আবূ 'আমর 'উসমান ইব্ন 'আবদির রহমান ইব্ন 'উসমান ইব্ন মূসা আশ-শাফি'ঈ 'ওরফে ইব্নুস-সালাহ্
ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী	ঃ	আবুল ফযল শিহাবুদ্দীন শাফি'ঈ 'ওরফে হাফিয ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী
কাশফুয্ যুনূন	ঃ	কাশফুয্ যুনূন 'আন্ আসামিল কুতুবি ওয়াল ফুনূন
খাতীব	ঃ	হাফিয আবূ বকর আহমদ ইব্ন 'আলী 'ওরফে আল-খাতীব আল-বাগদাদী
খ্রিঃ	ঃ	খ্রিস্টীয় সন

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ	ঃ ডক্টর
তা. বি.	ঃ তারিখ বিহীন
দ্রঃ	ঃ দ্রষ্টব্য
পৃঃ	ঃ পৃষ্ঠা
মাঃ	ঃ মাসিক
মুকাদ্দিমাতু ইব্‌নিস্‌ সালাহ্‌	ঃ কিতাবু 'উলূমিল হাদীস 'ওরফে মুকাদ্দিমাতু ইবনিস্‌ সালাহ্‌
মৃঃ	ঃ মৃত্যু
যাহাবী	ঃ আবূ 'আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মদ শামসুদ্দীন 'ওরফে ইমাম যাহাবী
রাঃ	ঃ রাযিয়াল্লাহু 'আনহু
রহঃ	ঃ রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহি
সং	ঃ সংস্করণ
সূয়ূতী	ঃ হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী
সাম'আনী	ঃ 'আবদুল করীম ইব্‌ন মুহাম্মদ আস্‌ সাম'আনী
হামাভী	ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ্‌ ইয়াকূত আল-হামাভী
হাফিয ইব্‌ন কাসীর	ঃ আবুল ফিদা ইমামুদ্দীন ইসমা'ঈল ইব্‌ন শায়খ আবূ হাফস শিহাবুদ্দীন 'ওরফে হাফিয ইব্‌ন কাসীর
হাফিয সাখাভী	ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদির রহমান
হিঃ	ঃ হিজরী সন

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রত্যয়নপত্র
ঘোষণা পত্র
প্রস্তাবনা
কৃতজ্ঞতা স্বীকার
প্রতিবর্ণায়ন
সংকেতসূচি

প্রথম অধ্যায়

ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ... ১৪-৭৬

□ **ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি /১৫**

- নাম, জন্ম ও বংশ পরিচয় /১৬
- জ্ঞান-চর্চার পরিবেশ /১৮
- শৈশব কালে জ্ঞান-সাধনা /১৯
- শিক্ষা জীবন ও মেধা /২০
- ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর একটি স্বপ্ন /২৪
- হাজ্জে গমন ও হাদীস শিক্ষা /২৫
- হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিদেশ ভ্রমণ /২৬
- হাদীস সংগ্রহে বিশেষ সতর্কতা /২৭
- হাদীস লিখন পদ্ধতি /২৮
- মহাপুরুষ হিসেবে ইমাম বুখারী (রহঃ) /২৮
- শিক্ষকগণ /৩০
- ছাত্রমণ্ডলী /৩২
- গ্রন্থসমূহ /৩৩
- চারিত্রিক গুণাবলী /৩৫
- জীবনের শেষ মুহূর্ত /৩৬
- ইন্তিকাল /৩৮
- ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মর্যাদা সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর অভিমত /৪১

Dhaka University Institutional Repository

☐ ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি / ৫৮

- নাম, জন্ম ও বংশ পরিচয় /৫৮
- শিক্ষা জীবন /৫৯
- অধ্যাপনা /৬১
- হাদীস অন্বেষণে বিদেশ ভ্রমণ /৬১
- হাদীস সংকলন /৬২
- হাদীস সংগ্রহে সাবধানতা /৬৩
- শিক্ষকগণ /৬৪
- ছাত্রমণ্ডলী /৬৫
- গ্রন্থসমূহ /৬৬
- ব্যক্তি জীবন ও পাণ্ডিত্য /৬৭
- মনীষীগণের দৃষ্টিতে ইমাম মুসলিম (রহঃ) /৬৮
- ইন্তিকাল /৭৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

হাদীস ও সহীহ শব্দের বিশ্লেষণ ৭৭-১৫৩

☐ হাদীস শব্দের ব্যাখ্যা /৭৮

- পবিত্র কুর'আনে হাদীস শব্দের ব্যবহার /৮২
- হাদীসের উৎপত্তি /৮৪
- হাদীস সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস /৯০
- হাদীসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য /৯৪

☐ সহীহ শব্দের তাৎপর্য /১০০

- হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য শর্তাবলী /১০১
- ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে সহীহ হাদীসের শর্তাবলী /১০১
- ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মতে সহীহ হাদীসের শর্তাবলী /১০৩

Dhaka University Institutional Repository

◆ ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর মতে সহীহ হাদীসের শর্তাবলী /১০৩
◆ ইমাম নাসা'ঈ ও ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ)-এর মতে সহীহ হাদীসের শর্তাবলী /১০৪
◆ ইমাম তিরমিযী (রহঃ)-এর মতে সহীহ হাদীসের শর্তাবলী /১০৫
◆ ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্ (রহঃ)-এর মতে সহীহ হাদীসের শর্তাবলী /১০৬

☐ প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহ /১০৭

◆ সহীহ বুখারী /১০৭
◆ সহীহ মুসলিম /১০৯
◆ সুনানে নাসা'ঈ /১১২
◆ সুনানে আবূ দাউদ /১১৪
◆ জামি' তিরমিযী /১১৭
◆ সুনানে ইব্‌ন মাজাহ্ /১২০
◆ মুওয়াত্তা ইমাম মালিক /১২৫
◆ জামি' সুফিয়ান সাওরী /১৩৫
◆ মুসনাদে আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্বল /১৩৭
◆ সুনানে দারিমী /১৪৩
◆ আল্ মুস্তাদরাকে হাকিম /১৪৬
◆ সহীহ ইব্‌ন হিব্বান /১৫০

তৃতীয় অধ্যায়

সহীহাইন সংকলনে অনুসৃত নীতিমালা ও উভয়ের অবস্থান ১৫৪-১৮৯

☐ সহীহ বুখারীর নীতিমালা /১৫৫
☐ সহীহ মুসলিমের নীতিমালা /১৬৬
☐ সহীহাইনের অবস্থান /১৭০

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সহীহাইনের শর্তাবলী, শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য ১৯০-২৩৮

- ☐ সহীহাইনের শর্তাবলী / ১৯১
- ☐ সহীহাইনের শ্রেষ্ঠত্ব /২১৪
    - ♦ এক. সহীহাইনে বিশুদ্ধতার শর্তাবলী /২১৫
    - ♦ দুই. কিতাবুল্লাহ্‌র পর গ্রন্থ দু'টি সর্বাধিক সহীহ গ্রন্থ /২১৬
    - ♦ তিন. সহীহাইনের সনদ /২১৭
    - ♦ চার. সহীহাইন প্রথম সহীহ সংকলন /২১৭
    - ♦ পাঁচ. সর্বাধিক সহীহ হাদীস /২১৮
    - ♦ ছয়. হাদীসের স্বরূপ /২১৯
    - ♦ সাত. সংকলনে বিশুদ্ধতার দাবি /২২০
    - ♦ আট. 'আলিমগণের গুরুত্ব প্রদান /২২৩
    - ♦ নয়. মুস্তাখরাজাত /২২৪
    - ♦ দশ. মুসলিম উম্মাহ-এর প্রাধান্য /২২৫
    - ♦ এগার. রাবীগণের মর্যাদা /২২৫
    - ♦ বার. শায়খাইনের কঠোর পরিশ্রম /২২৬
    - ♦ তের. শায়খাইনের পাণ্ডিত্য /২২৭
    - ♦ চৌদ্দ. শায়খাইনের ব্যক্তিত্ব /২২৮
- ☐ সহীহ বুখারীর বৈশিষ্ট্য /২৩০
- ☐ সহীহ মুসলিমের বৈশিষ্ট্য /২৩৪

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সহীহাইনের হাদীসের প্রকারভেদ, উভয়ের অকাট্যতা ও জ্ঞান অর্জন.২৩৯-৩৩৩

- সহীহাইনের হাদীসের প্রকারভেদ /২৪০
- সহীহাইনের হাদীসের অকাট্যতা /২৬২
- সহীহাইনের হাদীস দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জন /২৮৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

সহীহাইনের শরূহাত ও মুস্তাখরাজাত গ্রন্থাবলী ৩৩৪-৩৬৭

- সহীহ বুখারীর শরূহাত /৩৩৫
- সহীহ মুসলিমের শরূহাত /৩৫০
- মুস্তাখরাজাত গ্রন্থাবলী /৩৫৬

সপ্তম অধ্যায়

ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর
শায়খগণ থেকে পৃথক পৃথকভাবে হাদীস সংকলন ৩৬৮-৩৯০

- শায়খাইন ছিলেন মুজতাহিদ /৩৬৯
- বয়সের ব্যবধান ও শ্রবণের সূচনায় তারতম্য /৩৭০
- শায়খগণের সনদ বা রিওয়ায়াত পরম্পরার স্বল্পতা ও আধিক্য /৩৭১
- শায়খাইনের স্মরণশক্তির ব্যবধান /৩৭১
- শায়খাইন সকল নির্ভরযোগ্য রাবী থেকেই হাদীস সংগ্রহ করেন নি /৩৭২
- ভ্রমণ উপকরণ ও শায়খগণের সাথে সাক্ষাত /৩৭৫
- সূত্রের আধিক্য ও নির্বাচন প্রক্রিয়া /৩৭৬

Dhaka University Institutional Repository

- উত্তম সনদ ও অন্যান্য সূক্ষ্ম বিষয়াদি /৩৭৮
- রাবীগণের গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠিতে মতপার্থক্য /৩৮১
- কোন কোন রাবীর ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য /৩৮৩
- মানবিক স্বভাবের অনুবর্তিতা /৩৯০

অষ্টম অধ্যায়

সহীহাইনের একটি তুলনামূলক সমীক্ষা ৩৯১-৩৯৮

- হাদীস গ্রহণে রাবীর সাক্ষাতের তারতম্য /৩৯২
- হাদীস গ্রহণে রাবীগণের যোগ্যতার তারতম্য /৩৯২
- ইমাম মুসলিম (রহঃ) ছিলেন ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর ছাত্র /৩৯৩
- জামি‘ ও সুনান গ্রন্থ /৩৯৪
- সুলাসিয়াত /৩৯৪
- যাচাইয়ের কষ্টি পাথরে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম /৩৯৫
- হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নে সাধনা /৩৯৫
- রাবীগণের ন্যায়-নিষ্ঠা ও পূর্ণ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তারতম্য /৩৯৫
- শায ও মু‘আল্লাল না হওয়ার ক্ষেত্রে তারতম্য /৩৯৬
- স্মরণশক্তির প্রখরতা (যাকাওয়াত) /৩৯৬
- উম্মত কর্তৃক মর্যাদা প্রদান /৩৯৬
- স্বপ্নে হাদীস সংকলনের ইঙ্গিত /৩৯৭
- হাদীসের শিরোনাম প্রদান /৩৯৭
- ‘আলিমগণের মতামত /৩৯৮

উপসংহার ৩৯৯-৪০৩

গ্রন্থপঞ্জি ৪০৪-৪২৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

- ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
- ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

পৃথিবীতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর হাদীস সংরক্ষণে আত্ম-নিয়োগ করে যাঁরা তাঁর এ মহান বাণীর প্রচার ও প্রসারে জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং বিশ্ববাসীর সম্মুখে রাসূলে করীম (সাঃ)-এর মহান আদর্শ ও জীবনধারা পেশ করেছেন, ইমাম[১] বুখারী (রহঃ) (১৯৪/৮০৯-২৫৬/৮৭০) তাঁদের অন্যতম।

ইমাম বুখারী (রহঃ) ছিলেন অসাধারণ স্মরণশক্তির অধিকারী । তাই মাত্র নয় বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুর'আন হিফয করেন। আর অল্প বয়সেই মুখস্থ করেন হাজার হাজার হাদীস।[২]

---

১. ইমাম (امام) শব্দটি একবচন। বহুবচন আ'ইম্মা (ائمة) এর অর্থ চিহ্ন, নিদর্শন, কিতাব, আদর্শ, পথ, নেতা ইত্যাদি। পবিত্র কুর'আনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন ঃ
১. *আল-কুর'আনুল কারীম,* সূরা আল-বাকারা, আয়াত ঃ ১২৪ (قَالَ اِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا)
২. *আল-কুর'আনুল কারীম,* সূরা ইয়াসীন, আয়াত ঃ ১২ (وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِى اِمَامٍ مُّبِيْنٍ)
৩. *আল-কুর'আনুল কারীম,* সূরা হুদ, আয়াত ঃ ১৭ (وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰى اِمَامًا وَّرَحْمَةً)
৪. *আল-কুর'আনুল কারীম,* সূরা আল-হিজর, আয়াত ঃ ৭৯ (وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ)

পারিভাষিক অর্থে, জামা'আতে অনুষ্ঠিত সালাতের নেতাকে 'ইমাম' বলা হয়। সালাতের আহকাম সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞানসম্পন্ন যে কোন মুসলিম ইমাম হতে পারেন। যে কোন যোগ্য ব্যক্তিকেই ইমাম রূপে নিযুক্ত করা যায়। আবার সমাজের নেতা অর্থে খলীফাদের প্রতি এবং সম্মান প্রদর্শনার্থে ইসলামের বিখ্যাত 'আলিমগণের প্রতি 'ইমাম' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। যেমন ঃ ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম গাযালী (রহঃ) প্রভৃতি।

উল্লেখ্য, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-কে বিখ্যাত 'আলিম হিসাবে তাঁদের দু'জনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে 'ইমাম' বলা হয়।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৪০২/১৯৮২), পৃঃ ১৭৩-১৮০।

২. আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায,* ২য় খণ্ড, ৩য় সং (দা'ইরাতুল-মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, ডিকান, ১৩৭৬/১৯৫৬), পৃঃ ৫৫৫ ; মুফতী 'আমীমুল ইহ্সান, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস,* বাংলা অনুবাদ ঃ মাওলানা শরীফ মোঃ ইউসুফ (ইসলামী একাডেমী, ঢাকা বাংলাদেশ, ১৪১১/১৯৯০), পৃঃ ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর গোটা জীবনেতিহাস পর্যালোচনা করলে এ সত্যই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেন রাসূলে করীম (সাঃ)-এর অমর বাণী অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং সংরক্ষণের জন্যই তাঁকে এ দুনিয়ায় সৃষ্টি করেছেন। এ কারণেই হয়ত 'ইলমি হাদীসের জটিল ও কঠিন বিষয়সমূহ তাঁর নিকট সহজ হয়ে যেত। যার ফলে হাদীস শাস্ত্রে তিনি যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, তা আর কারও পক্ষে সম্ভব হয় নি। শুধু তাঁর যুগেই নয় কিংবা তাঁর দেশেই নয়, বরং সকল যুগে ও সকল দেশে যত মহান ব্যক্তি 'ইলমি হাদীসের সাধনা করেছেন তাঁরা সকলেই এ পর্যায়ে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন। তাই তিনি কালজয়ী এবং সর্বজনীন।

নাম, জন্ম ও বংশ পরিচয়

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর আসল নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবূ 'আবদুল্লাহ, উপাধি 'আমীরুল মু'মিনীন ফিল্ হাদীস।' পিতার নাম ঃ ইসমা'ঈল, পিতামহের নাম ইবরাহীম, প্রপিতামহের নাম মুগীরাহ।[৩] ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর পূর্ব-পুরুষগণের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেন, তিনি হলেন মুগীরাহ। সে সময় নিয়ম ছিল, যাঁর হাতে কোন লোক ইসলাম কবূল করে, সেই নও-মুসলিম তাঁরই সাথে সম্পর্কের খ্যাতি অর্জন করবে। মুগীরাহ যেহেতু বুখারার তৎকালীন আমীর আল্-ইয়ামানুল জু'ফীর হাতে ইসলাম কবূল করেন, তাই তিনি জু'ফী নামে খ্যাতি লাভ করেন। এই খেতাবটি পুরুষানুক্রমে অব্যাহত থাকে। এ জন্য ইমাম বুখারী (রহঃ) জু'ফী নামেও সমধিত পরিচিত।[৪]

তাঁর পিতামহের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া না গেলেও পিতা ইসমা'ঈল যে বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এ কথা সর্বজনবিদিত। তিনি ইমাম মালিক (রহঃ) (৯৩/৭১১-১৭৯/৭৯৫) এবং বিখ্যাত হাদীস শাস্ত্রবিদ হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ (রহঃ)[৫] (মৃঃ ১৬৭/

---

৩. ইব্নুল 'ইমাদ, ***শাযারাতুয্ যাহাব,*** ২য় খণ্ড (মাকতাবাতুল-কুদসী, কায়রো, মিসর, ১৩৫০/১৯৩১), পৃঃ ১৩৪ ; খাতীব বাগদাদী, ***তারীখু বাগদাদ,*** ২য় খণ্ড, ১ম সং (মাকতাবাতুল খানজী, কায়রো, মিসর, ১৩৪৯/১৯৩০), পৃঃ ৬ ; যাকারিয়া আন্-নববী, ***তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত,*** ১ম খণ্ড (কায়রো, মিসর), পৃঃ ৬৭-৬৮।

৪. ইব্নুল 'ইমাদ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৩৪ ; খাতীব বাদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬ ; যাকারিয়া আন-নববী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬৭-৬৮; আহ্মাদ 'আলী সাহারাণপূরী, ***মুকাদ্দিমাতু সহীহিল বুখারী,*** ১ম সং (নূর মুহাম্মদ, আসাহ্হুল মাতাবি', করাচী, ১৩৫৭/১৯৩৮), পৃঃ ৩ ; ড. যুবায়ের সিদ্দিকী, ***Hadith Literature,*** Calcatta university, 1961, p. 89.

৫. হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ্ ইব্ন দীনার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ ছিলেন। তিনি ইব্ন আবী মুলাইকাহ্, কাতাদাহ্, আনাস ইব্ন সীরীন প্রমুখ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেন। ইব্নুল মুবারক, কা'নাবী প্রমুখ হাদীস বিশারদ তাঁর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেন। 'আল্লামা ওয়াহীব (রহঃ) বলেনঃ حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ سَيِّدُنَا وَأَعْلَمُنَا হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ্ (রহঃ) আমাদের নেতা ও সকলের চেয়ে জ্ঞানী ছিলেন। তিনি হাজার হাজার হাদীসের হাফিয ছিলেন। তিনি একজন 'আবিদ ও 'আবরী ভাষা জ্ঞানের পণ্ডিত ছিলেন। ইউনুস (রহঃ) বলেন ঃ مَاتَ حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ فِى الصَّلاَةِ হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ্ ১৬৭/৭৮৩ সনে নামায পড়া অবস্থায় ইন্তিকাল করেন।

আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২০২-২০৩।

৭৮৩)-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ)[৬] (মৃঃ ১৮১/৭৯৭)-এর সান্নিধ্য লাভ করেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় পিতার গুণাবলী সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তারীখে কাবীরে' অনেক তথ্য পরিবেশন করেছেন।[৭]

ইমাম বুখারী (রহ) ১৯৪ হিজরীর ১৩ই শাওয়াল মুতাবেক ১৯শে জুলাই ৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে শুক্রবার জুমু'আর নামাযের পর মুসলিম অধ্যুষিত ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাভূমি 'বুখারা' নগরে [৮] জন্মগ্রহণ করেন।[৯]

---

৬. 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক একজন প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ ও হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনি ১১৮/৭৩৬ সনে মারভ (مَرو)-এ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যশিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি সিরিয়া, হিজায, ইয়ামন, মিসর, কূফা ও বসরার বিভিন্ন শহর ও নগর পরিভ্রমণ করে তথাকার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেন। হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি যে একজন বড় পর্যটক ছিলেন, তা সকলেই স্বীকার করেন। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহঃ)-এর মতে সে যোগে হাদীসের জন্য এত দূর-দূরান্তর সফরকারী আর একজনও ছিল না। আবূ উসামা (রহঃ) বলেন ঃ مَا رَأيتُ رَجلاً اطلبَ العِلْمَ فِى الأفَاقِ مِن ابنِ المُبَارَك ইব্নুল মুবারক অপেক্ষা দেশ-বিদেশে অধিক হাদীস অন্বেষণকারী আর কোন ব্যক্তি আমি দেখি নি। তাঁর উস্তাযের সংখ্যা ছিল চার হাজার। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন ঃ حَملتُ عَن اَربعِ الافِ شَيخٍ فَرَوَيتُ عَن الفٍ مِّنهُم আমি চার হাজার উস্তাযের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেছি এবং তার মধ্যে এক হাজার উস্তাযের হাদীস আমি অন্যদের নিকট বর্ণনা করেছি।

ইব্নুল মুবারক বিপুল সংখ্যক লোককে 'ইলমি হাদীস শিক্ষা প্রদান করেছেন। এ প্রসংগে ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন ঃ حَدَّثَ عَنه خَلقٌ لا يُحْصَونَ مِن اَهْلِ الاَقاليمِ ইসলামী জাহানের এত লোক তাঁর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেছেন যে, তাদের সংখ্যা নির্ধারণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। নিঃসন্দেহে তিনি 'ইলমি হাদীসের একজন বড় ইমামের মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। হাদীস চর্চা ছিল তাঁর চব্বিশ ঘন্টার অন্যতম কাজ। তাঁর মতে যখন হাদীস আলোচনা করা হয়, তখন যেন রাসূলে করীম (সাঃ)-এর সংস্পর্শ ও সাহচর্য লাভ হয়। তিনি ১৮১/৭৯৭ সনে ইন্তিকাল করেন।

আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৫১ ; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,* ১ম খণ্ড (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা, ১৪০২/১৯৮২), পৃঃ ৩৯।

৭. ইব্ন কাসীর, *আল্-বিদায়াহ্ ওয়ান্ নিহায়াহ্,* ১১শ খণ্ড, নতুন সং (দারুল ফিক্র, বৈরুত, লেবানন, ১৩৯৮/১৯৭৭), পৃঃ ২৭ ; ইব্নুল 'ইমাদ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৩৪।

৮. বুখারা উজবেকিস্তান প্রজাতন্ত্রে অবস্থিত। বর্তমানে এই নগরটি মধ্য এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। এটি 'জীহুন' নদীর তীরে মা-ওয়ারাউন নাহর এলাকার একটি প্রধান নগররূপে গণ্য, যা সমরকন্দ হতে ৩০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

মাওলানা মুহাম্মদ 'আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস,* ৩য় সং (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৩৯৯/১৯৭৮), পৃঃ ৪৮৮।

৯. ইব্ন হাজার, *তাহ্যীবুত তাহ্যীব,* ৯ম খণ্ড (দা'ইরাতুল মা'আরিফ আন্-নিযামিয়াহ, হায়দারাবাদ, ডিকান, ১৩২৬/১৯০৮), পৃঃ ৪২ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

বংশ পরিচয় ঃ আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুগীরাহ ইব্ন বারদিযবাহ আল-জু'ফী আল-বুখারী।[১০]

জ্ঞান-চর্চার পরিবেশ

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর জ্ঞান-চর্চার পরিবেশও ছিল তাঁর অনুকূলে। কেননা, যে পরিবারে মুসলিম জাহানের গৌরব ইমাম বুখারী (রহঃ) জন্মগ্রহণ করেন, সেই পরিবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল জ্ঞান-চর্চা। জ্ঞানী-গুণীদের পরিবেশেই তিনি বড় হন। তাঁর গুণী পিতা ছিলেন একজন উচ্চ জ্ঞান সম্পন্ন 'আলিম এবং বিত্তশালী ব্যক্তি। তাই তাঁর নিকট গুণের মর্যাদাও ছিল অপরিসীম। ইমাম বুখারী (রহঃ) শৈশবকালে তাঁর পিতাকে হারান। পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি একটি গ্রন্থাগারও লাভ করেন। এই গ্রন্থাগারে বসেই অহর্নিশি চলতে থাকে তাঁর গভীর জ্ঞান-সাধনা ও গবেষণা ।

ইমাম বুখারী (রহঃ) মাত্র ১৬ বছর বয়সে 'ইলমি হাদীসের দু'জন সুবিখ্যাত ইমাম 'আবদুল্লাহ ইব্নুল মুবারক (রহঃ) (১১৮/৭৩৬-১৮১/৭৯৭) এবং ইমাম ওয়াকী' ইব্নুল জাররাহ্ (রহঃ)[১১] (১২৯/৭৪৭ -১৯৭/৮১২)-এর হাদীসের গ্রন্থাবলী মুখস্থ করেন।[১২]

---

১০. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬।

১১. ওয়াকী' ইব্নুল জাররাহ (রহঃ) একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ ছিলেন। তিনি ১২৯/৭৪৬ সনে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। ফিকহ্শাস্ত্রে তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতানুসারী ছিলেন। তিনি ইসমা'ঈল ইব্ন আবী খালিদ, আ'মাশ, সুফিয়ান সাওরী, আওযা'ঈ প্রমুখের নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর নিকট থেকে 'আবদুল্লাহ ইব্নুল মুবারক, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আদাম, আহ্মদ ইব্ন হাম্বল, ইব্নুল মাদীনী, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মু'ঈন, আবূ বকর ইব্ন আবী শায়বা প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেন। সুফিয়ান সাওরীর ইন্তিকালের পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে হাদীস বর্ণনায় আত্মনিয়োগ করেন। অনেকের মতে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি সুফিয়ান সাওরী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মু'ঈনের মতে তিনি ইমাম আওযা'ঈর সমকক্ষ ছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট 'আবিদ ব্যক্তি হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর সহচর ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আকসামের বর্ণনামতে তিনি সর্বদা রোযা রাখতেন এবং প্রতি রাতে একবার করে পবিত্র কুর'আন খতম করতেন। তাঁর পিতা জাররাহ্ বায়তুল মালের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। খলীফা হারূনুর-রশীদ ওয়াকী'-কে কাযীর পদে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সম্মত হন নি। বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর মাতার উত্তরাধিকারী হিসাবে এক লক্ষ দিরহাম লাভ করেন। তিনি স্থূলকায় দেহের অধিকারী ছিলেন। অনেকের মতে তিনি ছিলেন বক্র-চক্ষু। তিনি কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। প্রসিদ্ধ ছয়টি সহীহ হাদীস গ্রন্থেই তাঁর বর্ণিত হাদীস স্থান লাভ করেছে। ১৯৬/৮১১ সনে তিনি হাজ্জ পালন শেষে মক্কা হতে প্রত্যাবর্তন কালে পথিমধ্যে ১৯৭/৮১২ সালের ১০ ই মুহাররম কায়দ নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন এবং সে স্থানেই তাঁকে দাফন করা হয়। তখন বাগদাদের খলীফা ছিলেন আমীন ইব্ন হারূন।

ইব্ন সা'দ, *আত্-তাবাকাতুল-কুবরা,* ৬ষ্ঠ খণ্ড (বৈরুত, লেবানন, তা.বি.), পৃঃ ৩৯৪ ; ইব্নুল জাওযী, *সিফাতুস্ সাফওয়া,* ৩য় খণ্ড (হায়দারাবাদ, ডিকান, ১৯৭৫), পৃঃ ১০১-১০৩ ; মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল্-বুখারী, *আত্-তারীখুল কাবীর,* ৪র্থ খণ্ড (হায়দারাবাদ, ডিকান, ১৯৭৭), পৃঃ ১৭৯।

১২. আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি যখন কোন হাদীস পাঠ করতেন তখন শুধু হাদীসের মতন এবং সনদ মুখস্থ করেই ক্ষান্ত হতেন না ; বরং প্রত্যেক বর্ণনাকারীর জীবন-বৃত্তান্ত জেনে নিতেন। বিশেষভাবে তিনি এ বিষয়টি লক্ষ্য করতেন যে, হাদীসশাস্ত্রে এই বর্ণনাকারীর মর্যাদা কতটুকু ? তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কি? তাঁর স্মরণ শক্তি কেমন ? তিনি জ্ঞান অর্জনের জন্য কতদূর ভ্রমণ করেছেন ? তাঁর উস্তায কয়জন? তাঁদের নাম কি ? এবং তাঁর ছাত্র কারা ইত্যাদি।[১৩]

ইমাম বুখারী (রহঃ) যে সময়ে হাদীস ও অন্যান্য বিষয়ের ওপর পড়াশুনা ও গবেষণা করে হাদীস সংগ্রহে মনোনিবেশ করেছেন, সে সময়ের পরিবেশ-পরিস্থিতি সবই ছিল তাঁর অনুকূলে। তাঁর জন্মকালীন সময় ছিল 'আব্বাসীয় খলীফাদের যুগ। সে সময় 'আব্বাসীয় খলীফার তরফ থেকে বুখারায় একজন গভর্নর নিযুক্ত থাকতেন। সে যুগে সারা বিশ্বে মুসলিম জাতির একটি বিশেষ মর্যাদা ও প্রভাব ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় মুসলিম জাতি অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করছিল। মহানবী (সাঃ)-এর অমিয় বাণী তথা 'ইলমি হাদীসের তা'লীমের ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এমন কি সে সময় মর্যাদা ও সম্মান লাভের মানদণ্ড ছিল 'ইলমি হাদীস। অর্থাৎ যিনি 'ইলমি হাদীস-এর যতবেশী পারদর্শী, তিনি ততবেশী মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। যেমন আজকের যুগকে 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি'র যুগ বলা হয়, ঠিক তেমনিভাবে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর যুগকে 'ইলমি হাদীসে'র যুগ বলা যেতে পারে। এমন সময় ও পরিবেশেই ইমাম বুখারী (রহঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

শৈশবকালে জ্ঞান-সাধনা

অতি শৈশবেই ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর পিতা মুহাদ্দিস ইসমা'ঈলকে হারান। ইয়াতীম পুত্রের স্নেহময়ী মাতা তাঁর তা'লীম-তারবিয়াতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১৪] অতি অল্প বয়সেই জ্ঞান অর্জনের প্রতি তাঁর যে গভীর আগ্রহ, জ্ঞান আহরণের যে অসাধারণ শক্তি, আর যে গবেষণা ও সাধনায় তিনি রত ছিলেন, তা এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) একদিন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবেন। তিনি হবেন বিশ্বজয়ী, লাভ করবেন বিশ্বজোড়া খ্যাতি। বস্তুত

---

১৩. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭।

১৪. প্রসংগত উল্লেখ্য, ইমাম বুখারী (রহঃ) বাল্যকালেই দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অন্ধ হয়ে যান। তাঁর স্নেহময়ী মাতা অন্ধ ছেলেকে নিয়ে বড় বড় ডাক্তার ও হেকিমের শরণাপন্ন হয়েও কোন উপকার পেলেন না। অনন্যোপায় মহিয়সী জননী আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দু'আ করতে থাকেন। এ সময় একবার তিনি হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ)-কে স্বপ্নে দেখতে পেলেন। স্বপ্নযোগে তিনি তাঁকে বলছেন ঃ তোমার প্রাণঢালা দু'আ ও অবিরাম ক্রন্দনের ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার পুত্রধনের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। নিদ্রাভঙ্গের পর জননী দেখলেন, সত্যিই স্বপ্নটি বাস্তব রূপ লাভ করেছে। তাঁর পুত্র বালক মুহাম্মদ দৃষ্টিশক্তি লাভে ধন্য হয়েছেন।

খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০; মুহাম্মদ আবুল হুসাইন, *তাবাকাতুল হানাবিলাহ,* ২য় খণ্ড, (দারুল মা'আরিফাহ্ বৈরুত, তা. বি.), পৃঃ ২৭৪; আস্-সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফি'ইয়্যাতুল কুবরা,*

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম বুখারী (রহঃ)-ই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি, যাঁর খ্যাতি শুরু হয় ছাত্র জীবন থেকেই। তদানীন্তন যুগের বিদ্যোৎসাহী মহলে তাঁর আলোচনা হত তখন সর্বত্র। তাঁর অসাধারণ মেধার প্রশংসা সবাই করতেন। এমন কি তাঁর খ্যাতির দীপ্তি এত বিস্তৃত হল যে, সেই সময় যাঁরা 'ইলমি হাদীসের কোন সংকলন প্রকাশ করতেন, তাঁরা তাতে এই বাক্যটি লিপিবদ্ধ করতেন "আমার সংকলিত হাদীসসমূহকে ইমাম বুখারী (রহঃ) বিশুদ্ধ হাদীস বলে স্বীকার করেছেন।"[১৫] অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর ন্যায় মহান হাদীস শাস্ত্রবিদ যখন এই হাদীসসমূহকে বিশুদ্ধ বলে গ্রহণ করেছেন, তখন এই সম্পর্কে আর কারও কোন প্রকার সন্দেহ বা প্রশ্ন থাকতে পারে না।

শিক্ষা জীবন ও মেধা

ইমাম বুখারী (রহঃ) অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। শৈশব হতেই তাঁর মেধা ও স্মৃতিশক্তি সকলকে চমৎকৃত করে। তিনি যখন মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা লাভে রত ছিলেন, সেই সময়েই তাঁর মনে হাদীস শিক্ষার একান্ত বাসনা জাগ্রত হয়। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহঃ) নিজেই বলেন ঃ

أُلْهِمْتُ حِفْظَ الْحَدِيْثِ وَأَنَا فِى الْكُتَّابِ ، قَالَ : وَكَمْ أَتَى عَلَيْكَ إِذْ ذَاكَ ؟ فَقَالَ عَشْرُ سِنِيْنَ أَوْ أَقَلُّ[১৬]

'মকতবের প্রাথমিক লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকার সময়ই হাদীস মুখস্থ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমার মনে ইলহাম হয়। এ সময় তাঁর বয়স কত ছিল জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, দশ বছর কিংবা তারও কম।'

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর স্মরণশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি তাঁর স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে বলেন ঃ আমি জীবনে একবার যা শ্রবণ করতাম, তা আর কখনও ভুলতাম না। এ সম্পর্কে হাশেদ ইব্ন ইসমা'ঈল (মৃঃ ২৬১/৮৭৪) বলেন ঃ 'আমি এবং ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীস অধ্যয়নের জন্য এক উস্তাযের নিকট একই সাথে যাতায়াত করতাম। শ্রদ্ধেয় উস্তায যে হাদীস পড়াতেন আমি সবগুলো লিখে নিতাম। ইমাম বুখারী (রহঃ) লিখতেন না। তাঁকে বললাম, তুমি যখন উস্তাযের নিকট হতে কোন হাদীস লিখ না তখন তোমার আসা-যাওয়ায় কি লাভ ? এর ষোল দিন পর ইমাম

১ম খণ্ড, (আল-মাতবা'আতুল হুসায়নিয়াহ্, মিসর), পৃঃ ৪ ; ইব্ন কাসীর, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৭ ; মুল্লা 'আলী ক্বারী, *মিরকাতুল মাফাতীহ ফী শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ,* ১ম সং (মাজলিসু ইশা'আতিল মা'আরিফ, মুলতান ১৩৮৬/১৯৬৬), পৃঃ ১৩।

১৫. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৪ ; ইব্ন হাজার, *হুদা আস্ সারী* (দারু ইহ্ইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, বৈরুত, লেবানন, ১৪০২/১৯৮১), পৃঃ ৪৮৩।

১৬. ইব্ন হাজার, *ফাতহুল বারী* (দারু ইহ্ইয়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, বৈরুত, লেবানন, ১৪০২/১৯৮১), পৃঃ ৪৪৮ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬ ; মুহাম্মদ আবূ যাহু, *আল হাদীসু ওয়াল মুহাদ্দিসূন* (দারুল কিতাবিল 'আরাবী, বৈরুত, লেবানন, ১৪০৪/১৯৮৪), পৃঃ ৩৫৩ ; *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭৮- ৪৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

বুখারী (রহঃ) আমাকে বললেন ঃ এসো আমি যা মুখস্থ করেছি, তা তোমার লেখার সাথে মিলিয়ে দেখি। ঐ সময় আমি পনের হাজার হাদীস উস্তাযের নিকট হতে লিখেছিলাম। ইমাম বুখারী (রহঃ) সমস্ত হাদীস সহীহ শুদ্ধভাবে আমাকে শুনালেন এবং তাঁর হাদীস শুনে আমার লেখাকে সংশোধন করলাম। তারপর তিনি বললেন ঃ আপনি ধারণা করেছিলেন আমি উস্তাযের নিকট যাতায়াত করে অযথা সময় নষ্ট করছি। প্রকৃতপক্ষে আমি তা করি নি ; বরং আপনি সমস্ত হাদীস খাতায় লিখেছেন তা আমি খাতায় না লিখে মুখস্থ করেছি। তখন আমরা অনুভব করলাম, ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর প্রখর স্মৃতিশক্তিকে টপকানো কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।[১৭]

তাঁর বাল্যকালের একটি ঘটনা 'আল্লামা সালিম ইব্ন মুজাহিদ (রহঃ) এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ একদিন আমি মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইব্ন সালাম বয়কান্দী (রহঃ) (মৃঃ ২২৫/৮৩৯)-এর খিদমতে হাযির হলাম। তিনি বলেন, আর কিছুক্ষণ পূর্বে এলে এমন এক অদ্ভূত প্রতিভাবান বালকের সাথে তোমার সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য হত, যাঁর ৭০ হাজার হাদীস কণ্ঠস্থ আছে। তার কথা শুনে আমি বিস্মিত হলাম এবং ঐ বালকের সাথে সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে তাঁর সন্ধানে বের হয়ে পড়লাম। সৌভাগ্যক্রমে পথেই তাঁর সাথে দেখা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, বৎস ! তুমি নাকি ৭০ হাজার হাদীস কণ্ঠস্থ রাখার দাবী করে থাক ? উত্তরে তিনি বলেন ঃ জী হাঁ ! বরং তা অপেক্ষাও অধিক হাদীস আমার কণ্ঠস্থ আছে। হাদীস মারফূ' হোক কিংবা মাওকূফ এদের অধিকাংশ রাবীর আবাসভূমি, মৃত্যুসন ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় আমি বলে দিতে পারি।[১৮]

---

১৭. আস্-সুবকী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৪-১৫ ।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ حَاشِدُ بنُ إسمَاعِيلَ : كَانَ ابُو عَبدِ اللهِ مُحمدُ بنُ إسمَاعِيلَ يَختَلِفُ مَعَنَا إلى مَشَايخِ البَصْرَةِ وَهو غُلَامٌ فلاَ يَكتبُ ، حَتّى أتى عَلى ذٰلكَ أيامٌ ، وَكُنّا نَقولُ لَهُ : إنكَ تَختلفُ مَعَنَا وَلا تَكتبُ ، فَمَا مَعنَاكَ فِيمَا تَضعُ ؟ فَقالَ لَنا بَعدَ سِتةَ عَشرَ يَومًا : إنكمَا قَد أكثرتُمَا عَلَيَّ وَألحَحتما ، فَاعرِضَا عَلَيَّ مَا كَتبتمَا ، فَأخرجْنَا مَا كَانَ عِندَنَا ، فَزَادَ عَلى خَمسةَ عَشرَ ألفِ حَدِيثٍ فَقرأهَا كُلَّهَا عَن ظَهرِ قَلبٍ ، حَتّى جَعلنَا نُحكِم كُتبنَا عَلى حِفظِه ثُم قَالَ : أتَروْنَ أنِّي أختلِفُ هَدرًا وأضيعُ أيَامِي ؟ فَعَرفْنَا أنّه لا يَتَقدمُه أحدٌ -

১৮. আস্-সুবকী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৮ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৪ ; কাসতালানী, *ইরশাদুস্ সারী লি শারহি সহীহিল বুখারী* (দারু ইহ্ইয়াইতু তুরাসিল 'আরাবী, বৈরুত, লেবানন,তা.বি.), পৃঃ ৩৩।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ سَليمُ بنُ مُجَاهِدٍ : كُنْتُ عِندَ مُحمَّدِ بن سَلَامٍ البِيكَنْدِي ، فَقَالَ لِي : لَو جِئتَ قَبْلَ رَأيتُ صَبيًّا يَحفظُ سَبعينَ الفَ حَدِيثٍ ، قَالَ فَخَرَجْتُ فِي طَلبِه حَتّى لَقِيتُه ، فَقلتُ أنتَ الَّذِي تَقولُ : أنَا احفَظُ سَبعِين الفَ حَدِيثٍ ؟ فَقَالَ نَعمْ ، وَأكثَر مِنه ، وَلَا أجِيئُكَ بِحدِيثٍ من الصَّحَابةِ أو التَّابعِينَ الا عَرفتُ مولدَ أكثرِهم وَوَفاتِهم وَمَسَاكنَهُم -

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস সংগ্রহের জন্য বিদেশ যাবার পূর্বে একদিন মুহাম্মদ ইব্ন সালাম বয়কান্দী ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে বলেন ঃ বৎস ! আমার গ্রন্থসমূহে কোন প্রকার ভুল দেখতে পেলে তুমি নিঃসংকোচে তা সংশোধন করে দিতে পার। এতে বিস্ময় বোধ করে এক ব্যক্তি বয়কান্দীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ মহাত্মন! নওজোয়ানটি কে ? 'আল্লামা বয়কান্দী উত্তর করলেন ঃ هَذَا الَّذِى لَيْسَ مِثْلُهُ [১৯]

'ইনি এমন এক ব্যক্তি যার সমকক্ষ কেউ নেই।' ঐতিহাসিকগণ ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে আরও বেশ কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে ছোট বেলার একটি ঘটনা হল ঃ তখন তাঁর বয়স মাত্র এগার বছর। সে যুগে বুখারা নগরীতে শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস 'আল্লামা দাখেলী (রহঃ) অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। একদিন তিনি যখন তাঁর ছাত্রবৃন্দকে পাঠ দিচ্ছিলেন, সে সময় ইমাম বুখারী (রহঃ) হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হন এবং দারসে যোগদান করেন। 'আল্লামা দাখেলী একটি হাদীসের সনদ এভাবে বর্ণনা করেন ঃ

حَدَّثَنَا سُفِيَانُ عَنْ اَبِى زُبَيْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ

'সুফিয়ান আবূ যুবায়ের হতে, তিনি ইবরাহীম হতে বর্ণনা করেছেন।' সংগে সংগে ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রতিবাদ করে বলেন ঃ اِنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ لَمْ يَرْوِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ

'আবূ যুবায়ের ইবরাহীম হতে আদৌ কোন হাদীস বর্ণনা করেন নি।' একটি অপরিচিত ও অল্পবয়স্ক বালকের এরূপ প্রতিবাদে 'আল্লামা দাখেলী বিচলিত ও চমকিত হয়ে উঠেন ও রুক্ষভাবে দু'চারটি শক্ত কথা শুনিয়ে দেন। কিন্তু বালক বুখারী (রহঃ) দমবার পাত্র ছিলেন না। তিনি অতি বিনম্রে আরয করলেন ঃ اِرْجِعْ اِلَى الاَصْلِ اِنْ كَانَ عِنْدَكَ

'মহাত্মন, যদি আপনার নিকট আসল বর্ণনা লিপি থাকে তাহলে মেহেরবানী করে আপনি তা দেখুন।' 'আল্লামা দাখেলী তখনই গৃহে গিয়ে আসল বর্ণনা লিপি উত্তমরূপে দেখে নিজের ভুলের কথা বুঝতে পারলেন। তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে উক্ত হাদীসের সনদ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে ইমাম সাহেব উত্তর দেন- "আবূ যুবায়ের নন বরং 'আদির পুত্র যুবায়ের ইবরাহীম হতে বর্ণনা করেছেন।" 'আল্লামা দাখেলী নতশিরে এ বর্ণনার বিশুদ্ধতা স্বীকার করে নেন। তারপর তিনি তাঁর সম্মুখস্থ কিতাবেও ভুল সংশোধন করে নেন ও বলেন ঃ বৎস তুমি যা বলেছ, তাই ঠিক, আমিই ভুল করেছিলাম।[২০]

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মেধা ও স্মরণশক্তি পরীক্ষার আরও একটি ঘটনা ঃ একদিন তিনি ইসলামী বিদ্যাপীঠ বাগদাদে উপস্থিত হলে স্থানীয় হাদীস বিশারদগণ তাঁকে একটু পরখ করার ব্যবস্থা করলেন এবং একশত হাদীস একত্র করলেন। ঐ হাদীসসমূহের মূল হাদীস ও সনদের মধ্যে গড়মিল এবং নানা প্রকার ওলট-পালট করে সাজানো হল। এরপর দশজন 'আলিম নির্দিষ্ট

---

১৯. *হুদা আস্-সারী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৪।

২০. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬ - ৭ ; আস্ সুবকী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪ ; মুহাম্মদ আবূ যাহ্‌ু, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

করা হল; যারা ঐ সমস্ত ভুল হাদীস থেকে পরপর দশটি করে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সম্মুখে পেশ করবেন ও সেগুলো সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য জিজ্ঞেস করবেন। সংবর্ধনার নামে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে তা করা হল। প্রত্যেকটি হাদীসের বিশুদ্ধতা অস্বীকার করে ইমাম বুখারী (রহঃ) শুধু এতটুকু বললেন যে, এরূপ কোন হাদীস আছে বলে আমি মনে করি না। একশত হাদীস পেশ করার পর তিনি ঐ সমস্ত হাদীসের বিশুদ্ধতা অস্বীকার করলেন এবং সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত মন্তব্য আরম্ভ করলেন যে, অমুক ব্যক্তি প্রথমে এই হাদীসটি পেশ করেছেন। এতে এই এই ভুল আছে। এর প্রকৃত রূপ এই। ভুল হাদীসসমূহ তাঁর সম্মুখে যেরূপ ধারাবাহিকভাবে পেশ করা হয়েছিল সে ভূল হাদীসগুলোরও পুনরাবৃত্তির ধারাবাহিকতায় কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে নি। কি স্মরণ শক্তি ! একশত ভুল হাদীস একবার মাত্র শুনে হুবহু ধারাবাহিকতাসহ কণ্ঠস্থ করে নিতে সক্ষম হলেন। পরখকারীগণের নিকট এ বিষয়টি ছিল অতীব বিস্ময়কর।[২১]

আরও একটি ঘটনা ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) একবার সমরকন্দে উপস্থিত হলেন। তখন প্রায় চারশত মুহাদ্দিস তাঁর সম্মুখে সমবেত হন। তাঁরা ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর হাদীস সম্পর্কে গভীর ও ব্যাপক জ্ঞানের খ্যাতি পূর্বেই শুনতে পেয়েছিলেন। এ কারণে তাঁরা তাঁকে পরীক্ষা করতে ইচ্ছা করলেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা কতকগুলো হাদীসের মূল বাক্যাংশ উহার সনদ সূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে অপর একটি হাদীসের সনদের সাথে জুড়ে দিলেন এবং সনদগুলো ওলট-পালট করে রাখলেন। তারপর হাদীসগুলো ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সম্মুখে পাঠ করলেন এবং এর সত্যতা ও যথার্থতা যাচাই করার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানালেন।

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর নিকট এই সমস্ত হাদীস ছিল দর্পণের মত উজ্জ্বল। কাজেই কোথায় মূলকথা ও কোন স্থানে এর সনদে ওলট-পালট করা হয়েছে, তা তাঁর বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হল না। এতটুকু সময়ও লাগল না। তিনি এক একটি হাদীস পাঠ করে এর দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করতে শুরু করলেন এবং শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি হাদীসকে তিনি তার আসল-রূপে নিজস্ব সনদসহ সজ্জিত করে সমাগত মুহাদ্দিসগণের সম্মুখে পেশ করলেন। মুহাদ্দিসগণ ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর এই জবাবকে একান্ত সত্য বলে গ্রহণ করলেন ও স্বাগত জানালেন।[২২]

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর তীক্ষ্ম স্মরণশক্তির কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে-

إِنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ فِى الْكِتَابِ فَيَحْفَظُهُ مِنْ نَظْرَةٍ وَاحِدَةٍ -[২৩]

---

২১. মুহাম্মদ আবূ যাহু, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৫৪ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২০ ; *হুদা আস্-সারী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৬ ; আস্-সুবকী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬।

২২. সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী শারহু তাকরীবিন নববী* (আল-মাতবা'আতুল খায়রিয়্যাহ, মিসর ১৩৫৭/১৯৩৮), পৃঃ ১০৬-১০৭ ; মুহাম্মদ আবূ যাহু, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৫৪ ; তাহির আল-জাযাইরী, *কিতাবু তাওযীহিন-নযর ইলা উসূলিল আসার*, ২য় খণ্ড, (আল্ মাতবা'আতুল জামালিয়্যাহ্, মিসর ১৩২৯/ ১৯১১), পৃঃ ১০৪ ; *হুদা আস্-সারী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৬।

২৩. তাহির আল্-জাযাইরী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০৪ ; ইবন কাসীর, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৮ ; আস্-সুবকী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি একবার মাত্র কিতাব পড়তেন এবং একবার দেখেই সমস্ত কিতাব মুখস্থ করে ফেলতেন।

ইমাম বুখারী (রহঃ) যে কেবল সঠিকভাবে হাদীস কণ্ঠস্থ করে রাখার ব্যাপারেই ঐকান্তিক আগ্রহ ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন তা নয়, তিনি সহীহ ও গাইর সহীহ হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে হাদীসের দোষ-ত্রুটি যাচাই করার দুরূহ কাজেও প্রবল আগ্রহ ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন। হাদীসের রাবীগণের পুঙ্খানুপুঙ্খ অবস্থা, তাঁদের সাধুতা ও বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা, স্মৃতিশক্তি ও বর্ণনাক্ষমতা, চরিত্র ও ব্যবহারিক জীবন, বাসস্থান ও শিক্ষা-দীক্ষার স্থান, জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ এবং রাবীগণের পারস্পরিক সাক্ষাত প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য অবগত হওয়ার জন্য অন্তরে এক আকুল আগ্রহ ও প্রবল প্রেরণা অনুভব করতেন।

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর শিক্ষাযুগের প্রারম্ভকালে বুখারার বিদ্যালয়সমূহে যে সমস্ত প্রতিভাবান ও খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'আল্লামা মুহাম্মদ ইব্ন সালাম বয়কান্দী, ইউসূফ বয়কান্দী, 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ খুসনদী, ইবরাহীম ইব্ন আল-আশ'আস। ইমাম বুখারী (রহঃ) এসব মনীষীর নিকট হতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত স্বীয় আবাসভূমিতে অবস্থান করে তিনি উল্লিখিত হাদীসশাস্ত্রবিদ পণ্ডিতগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেন। এ অল্প বয়সেই তিনি হাদীসশাস্ত্রে এমন সূক্ষ্ম জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন যে, হাদীসের প্রসিদ্ধ মুদাররিসগণও তাঁর উপস্থিতিতে বিব্রত বোধ করতেন। কারণ তাঁদের মনে এরূপ দ্বিধা ও সংশয় জাগ্রত হত যে, কি জানি কখন কোন দুর্বল মুহূর্তে ভ্রান্তি বা ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে যায় এবং একটি ছোট্ট বালকের নিকট লজ্জিত হতে হয়।[২৪]

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর একটি সপ্ন

ইমাম বুখারী (রহঃ) ছিলেন হাদীসের একজন মহান পণ্ডিত। তিনি মহানবী (সাঃ)-এর একনিষ্ঠ অনুসারী ও সুন্নাতের পাবন্দ ছিলেন। এ পর্যায়ে তাঁর দেখা একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্বপ্নের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

একবার তিনি রাসূলে করীম (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখলেন যে, মহানবী (সাঃ)-এর দেহ মুবারকে মাছি বসে আছে, আর ইমাম বুখারী (রহঃ) সেই মাছিগুলোকে পাখা দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। 'ওলামায়ে কিরাম এ স্বপ্নের তা'বীর এভাবে করলেন যে, আপনি ভবিষ্যতে ' ইল্মি হাদীসের খিদমত করবেন তথা ভুল হাদীসসমূহকে চিহ্নিত করে তার মূলোৎপাটনের ব্যবস্থা করে বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের সংকলন করবেন।[২৫] কেননা, মহানবী (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখার অর্থ হল ঃ

---

২৪. তাহির আল্-জাযাইরী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১০৫ ; মুহাম্মদ আবূ যাহ্‌উ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩৫৫।

২৫. ইব্নুল 'ইমাদ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৩৪ ; যাকারিয়া আন্ নববী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৭৪ ; *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৯ ; সিদ্দিক হাসান, *আল্ হিত্তাহ্ ফী যিকরিস সিহাহ আস-সিত্তাহ্* (কানপুর, ভারত ১২৮৩/১৮৬৬), পৃঃ ৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

আসলেই তাঁকে দেখা। যেমন মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ رَاٰنِى فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ فِى صُوْرَتِى - [২৬]

যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে প্রকৃতপক্ষে আমাকেই দেখে। কেননা শয়তান অবশ্যই আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। বস্তুত ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীস সংকলনের এ মহান দায়িত্ব অত্যন্ত যত্ন সহকারে পালনে আজীবন সাধনা করেছেন। এ মহান দায়িত্ব পালনে তিনি যে অধ্যবসায় ও পরিশ্রম করেছেন তাঁর কোন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এটি শুধু তাঁরই বৈশিষ্ট্য। আর এ বৈশিষ্ট্যের কারণেই তিনি হয়েছেন মহান এবং অনন্য সাধারণ।

হাজ্জে গমন ও হাদীস শিক্ষা

ইমাম বুখারী (রহঃ) সর্বপ্রথম ২১০/৮২৫ সনে তাঁর মাতৃভূমি থেকে সফর শুরু করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৬ বছর। তিনি মা ও বড় ভাই আহ্মদের সাথে হাজ্জপর্ব পালনার্থে মক্কা মুয়ায্যামায় গমন করেন। এর পূর্বে তিনি বুখারায় অবস্থানকারী সকল মুহাদ্দিসের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ সমাপ্ত করেছিলেন।[২৭]

হাজ্জপর্ব সুসম্পন্ন হওয়ার পর মা এবং বড় ভাই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেও তিনি হিজায বা 'আরবের বিশিষ্ট মুহাদ্দিসীনের নিকট 'ইলমি হাদীসের উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে অবস্থান করেন। তিনি মক্কা মুয়ায্যমা থেকে মদীনা মুনাওওয়ারা এবং মদীনা মুনাওওয়ারা থেকে মক্কা-মুয়ায্যমায় বারে বারে গমনাগমন করেন, আর হাদীস শিক্ষায় মনোযোগ দেন। এভাবে তিনি দীর্ঘ ছয় বছর হিজাযে অবস্থান করেন। হাদীস শিক্ষার সাথে সাথে ইমাম বুখারী (রহঃ) লেখনীও পরিচালনা করেছিলেন পূর্ণমাত্রায়। এ লেখনী ও গ্রন্থ প্রণয়ন সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন ঃ

لَمَّا طَعَنْتُ فِى ثَمَانِي عَشْرَةَ صَنَّفْتُ كِتَابَ قَضَايَـا الصَّحَابَـةِ وَالتَّـابِعِيْنَ ثُـمَّ صَنَّفْتُ التَّارِيْخَ فِى الْمَدِيْنَةِ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ اَكْتُبُ فِى اللَّيَالِى الْمُقْمِرَةِ [২৮]

আঠার বছর অতিক্রমকালে আমি সাহাবা ও তাবে'ঈগণের বিচার-ফয়সালা সম্পর্কে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করি। অতঃপর আমি মদীনায় রাসূলে করীম (সাঃ)-এর কবরের নিকটে বসে 'আত্তারীখুল কাবীর' গ্রন্থ রচনা করি। আর চন্দ্রদীপ্ত রাতে এই লেখনীর কাজ সম্পন্ন করি।

---

২৬. বুখারী, *আল-জামি'উস্ সহীহুল বুখারী*, ২য় খণ্ড, ৩য় সং (নূর মুহাম্মদ আসাহ্হুল মাতাবি', করাচি, ১৩৮১/১৯৬১), পৃঃ ১০৩৬।

২৭. আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১২২।

২৮. আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১২২, ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭ ; আস্-সুবকী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিদেশ ভ্রমণ

ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বহু দেশ ও নগর পরিভ্রমণ করেছেন। এক-একটি শহরে উপস্থিত হয়ে সম্ভাব্য সকল হাদীস তিনি আয়ত্ত করেন। তারপর তিনি অন্য শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। বিশাল বিশাল ইসলামী রাজ্যের এমন কোন উল্লেখযোগ্য শহর ছিল না, যেখানে তিনি উপস্থিত হয়ে হাদীস সংগ্রহ করেন নি। অর্থাৎ, ইমাম বুখারী (রহঃ) ইসলামী বিশ্বের অধিকাংশ স্থান হতেই হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেছেন।

'আল্লামা যাহাবী (রহঃ)[২৯] (৬৭৩-১২৭৪/৭৫৩-১৩৫২) এ প্রসঙ্গে বলখ, বাগদাদ, মক্কা, বসরা, কূফা, আসকালান, হিম্‌স, দামিশ্‌ক প্রভৃতি শহরের নাম উল্লেখ করেছেন। আর কোন্ শহরের কোন্ মুহাদ্দিস হতে তিনি হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেছিলেন, তার নামও লিখে দিয়েছেন ;[৩০] কিন্তু এই তালিকা পূর্ণাঙ্গ নয় বলেই মনে হয়। 'আল্লামা খাতীব বাগদাদী (রহঃ) (মৃঃ ৪৬৩/১০৭০) ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর এই দেশ সফর সম্পর্কে এক কথায় বলেছেন ঃ

رَحَلَ فِى طَلَبِ العِلْمِ اِلىٰ سَائِرِ مُحَدِّثِى الأَمْصَارِ - [৩১]

---

২৯. শামসুদ্দীন আবূ 'আবদিল্লাহ আত্-তুরকুমানী আল্-ফারিকী আদ্-দিমাশ্‌কী আয্-যাহাবী একজন 'আরব ঐতিহাসিক, মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ ছিলেন। তিনি ৬৭৩/১২৭৪ সনে দামিশ্‌কে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দামিশ্‌ক, কায়রো, মিসর, মক্কা প্রভৃতি দেশের শতাধিক মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ থেকে হাদীস এবং ফিক্‌হশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে ইউসুফ আল্-মিয্‌যী, 'উমর ইব্‌ন কাওওয়াস, আহ্‌মদ ইব্‌ন হিবাতুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আসাকির, 'আবদুল খালিক, 'উমর ইব্‌নুল কিন্‌দী, আত্-তূসারী, আবুল হাসান 'আলী ইব্‌ন আহ্‌মদ আল্-'ইরাকী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তিনি শিক্ষা গ্রহণের পর দামিশ্‌কে উম্মুস্-সালিহ মাদ্‌রাসায় হাদীসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরবর্তী জীবনে তিনি অন্ধ হয়ে গেলেও দিবারাত জ্ঞানানুশীলনের জন্য অফুরন্ত কর্মশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর বহু সংখ্যক ভাল ছাত্র ছিলেন। তাঁদের মধ্যে তাবাকাতুশ্-শাফি'ঈয়্যাতুল কুব্‌রা প্রণেতা 'আবদুল ওয়াহ্‌হাব আস্-সুবকী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থের মধ্যে বেশ কয়টি প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে নানাভাবে উচ্চ মর্যাদা লাভ করে। বাস্তবিক পক্ষে ক্লাসিক্যাল যুগোত্তর সকল 'আরবী গ্রন্থ প্রণেতাগণের ন্যায় তিনিও ছিলেন একজন সংকলক, কিন্তু তাঁর গ্রন্থসমূহ সতর্ক রচনাকৌশল ও বিরামহীন উপমার উল্লেখ দ্বারা ছিল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এ সকল বৈশিষ্টের জন্য তাঁর হাদীস বিষয়ক গ্রন্থাবলী---বিশেষভাবে 'ইলমুর-রিজাল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তিনি ৭৪৮/১৩৪৭ মতান্তরে ৭৫৩/১৩৫২ সনে দামিশকে ইন্‌তিকাল করেন। তাঁকে বাবে সাগীরে দাফন করা হয়।
ইসলামী বিশ্বকোষ, ২১শ খণ্ড, পৃঃ ৫৮৭-৫৮৯।

৩০. আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১২২।

৩১. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৪ ; ইব্‌নুল 'ইমাদ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

'ইলমি হাদীসের সন্ধানে বিভিন্ন শহরের সকল মুহাদ্দিসের নিকটই তিনি উপস্থিত হয়েছেন। হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইমাম বুখারী (রহঃ) যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করেছেন, সে সম্পর্কে একটি ব্যাপক ধারণা দানের উদ্দেশ্যে তিনি নিজেই বলেন ঃ

دَخَلْتُ اِلَى الشَّامِ وَ مِصْرَ وَالْجَزِيْرَةِ مَرَّتَيْنِ وَاِلَى الْبَصْرَةِ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَاَقَمْتُ بِالْحِجَازِ السِّتَّةَ اَعْوَامٍ وَلاَ اَحْصِى كَمْ دَخَلْتُ اِلَى الْكُوْفَةِ وَ بَغْدَادَ مَعَ الْمُحَدِّثِيْنَ[৩২]

আমি সিরিয়া, মিসর ও জাযীরায় দু' দু'বার করে গিয়েছি। বসরা গিয়েছি চারবার। হিজাযে ক্রমাগত ছয় বছর পর্যন্ত অবস্থান করেছি। আর কূফা ও বাগদাদে যে আমি কতবার গমন করেছি এবং মুহাদ্দিসগণের খিদমতে হাযির হয়েছি, তা গণনা করতে পারব না।

এভাবে ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মক্কা মুয়ায্যমা ও মদীনা মুনাওওয়ারা সহ দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এমনি করে প্রায় চল্লিশ বছর তিনি দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন।

হাদীস সংগ্রহে বিশেষ সতর্কতা

ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীস সংগ্রহে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন। একটি ঘটনা উল্লেখ করলে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। একবার তিনি কয়েক'শ মাইল পথ অতিক্রম করে এক হাদীসবেত্তার নিকট উপস্থিত হন। উপস্থিত হয়েই তিনি লক্ষ্য করলেন যে, সেই হাদীস বিশারদ একটি ঘোড়াকে ধরতে ব্যস্ত। কিন্তু কিছুতেই ঘোড়াটিকে ধরতে পারছেন না। ঘোড়াটিকে বশে আনতে না পেরে তিনি একটি শূন্য থলে হাতে নিয়ে ঘোড়াটিকে খাবার দেয়ার ভান করলেন। নির্বোধ পশু তার চালাকি বুঝতে না পেরে তার হাতে ধরা দিল। কিন্তু এ সামান্য ঘটনাটি তীক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন বিচক্ষণ হাদীস সংগ্রহকারী ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে বিচলিত করে তুলল এবং সাথে সাথে তিনি বললেন ঃ

لاَ اٰخُذُ الْحَدِيْثَ عَمَّنْ يَكْذِبُ عَلَى الْبَهَائِمِ

'যে ব্যক্তি নির্বোধ পশুকে ধোকা দিতে পারে, আমি তার কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করব না।' অতঃপর তিনি সে ব্যক্তির কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহ না করেই ফিরে আসলেন। তিনি গভীরভাবে চিন্তা করলেন, যে ব্যক্তি একটি নির্বোধ পশুকে মিথ্যা প্ররোচনা দিয়ে ধরতে পারে, তার ওপর তো নির্ভর করা যায় না। এতেই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি কতটুকু নিষ্ঠা ও সতর্কতার সাথে হাদীস সংগ্রহ করতেন।[৩৩]

---

৩২. মুহাম্মদ আবূ যাহু, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩৪৪।

৩৩. মুহাম্মদ হানীফ গাঙ্গূহী, *যাফরুল মুহাস্সিলীন বি আহ্ওয়ালিল্ মুসান্নিফীন,* মা'আ ইযাফাতে জাদিদাহ (হানীফ বুক ডিপো, দেওবন্দ, জেলাঃ সাহারাণপুর, ইউ.পি. তা.বি.), পৃঃ ৯৬-৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস লিখন পদ্ধতি

হাদীস লিখার সময় ইমাম বুখারী (রহঃ) এক অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন ঃ

مَا كَتَبْتُ فِى الصَّحِيْحِ اِلاَّ اغْتَسَلْتُ قَبْلَ ذَالِكَ وَصَلَّيْتُ -[৩৪]

আমি এই সহীহ গ্রন্থে এক একটি হাদীস লিখার পূর্বে গোসল করেছি ও দু'রাকা'আত করে নফল নামায আদায় করেছি। এমনটি না করে আমি একটি হাদীসও লিপিবদ্ধ করি নি ।

প্রত্যেকটি হাদীস লিখার পূর্বে গোসল করা ও দু'রাকা'আত নফল নামায পড়ার পদ্ধতি মক্কা ও মদীনা উভয় স্থানেই তিনি অবলম্বন করেছেন। এক একটি হাদীস লিখার পূর্বে তিনি সে সম্পর্কে সর্বতোভাবে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। প্রকৃতই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীস কি না, দৃঢ় নিশ্চিত না হয়ে তিনি একটি হাদীসও সংকলিত করেন নি। তিনি নিজেই এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

مَا اَدْخَلْتُ فِيْهِ حَدِيْثاً حَتَّى اسْتَخَرْتُ الله تَعَالَى وَصَلَّيْتُ وَتَيَقَّنْتُ صِحَّتَهُ -[৩৫]

আমি প্রত্যেকটি হাদীস সম্পর্কে আল্লাহ্‌র নিকট হতে ইস্তিখারার মারফত না জেনে, এবং এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে দৃঢ় নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে বিশ্বাসী না হয়ে সংযোজিত করি নি।

মহাপুরুষ হিসেবে ইমাম বুখারী (রহঃ)

ইমাম বুখারী (রহঃ) ছিলেন দুনিয়াত্যাগী মানুষ। এই ক্ষণস্থায়ী জগতের প্রতি বা এখানের দ্রব্য-সামগ্রীর প্রতি তাঁর কোন লোভ বা আকর্ষণ ছিল না। তিনি ছিলেন মহান আল্লাহ্‌র প্রিয় রাসূল (সাঃ)-এর খাঁটি অনুসারী। তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র প্রেমিক। আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ প্রেমে মুগ্ধ হয়ে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় ও অন্বেষণে এবং প্রিয় নবী (সাঃ)-এর মহান আদর্শের অনুসরণে জীবন অতিবাহিত করেছেন। ওয়ারিশসূত্রে লব্ধ যাবতীয় সম্পদ তিনি জ্ঞান আহরণে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেছেন। এ কারণে কোন কোন সময় তাঁকে চরম দারিদ্রের সম্মুখীনও হতে হয়েছে। কিন্তু কোন কষ্টই তাঁর সাধনার পথ থেকে তাঁকে বিরত রাখতে পারে নি। বাধা-বিঘ্ন এসেছে এবং তাঁর সংকল্পের দেয়ালে আঘাত খেয়ে তা ফিরে গেছে। সংকল্পের দৃঢ়তায় তিনি ছিলেন অনন্য। পরহেযগারী ছিল তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দুনিয়াত্যাগ ছিল তাঁর আদর্শ। খ্যাতি ছিল তাঁর বিশ্বব্যাপী। সারা দুনিয়ার জ্ঞানী-গুণী সমৃদ্ধশালী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবর্গ তাঁর খিদমতে হাযির হতেন এবং ভক্তি শ্রদ্ধার অর্ঘ্যস্বরূপ বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান হাদিয়া তুহ্‌ফা পেশ করতেন। এসব জিনিসপত্র তিনি নিজের নিকট রাখতেন না ; বরং যথাসময়ে তা হস্তান্তর করে ফেলতেন।

---

৩৪. *তাহ্‌যীবুত্ তাহ্‌যীব,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৯ ; আস্-সুবকী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৭ ; ইব্‌নুল 'ইমাদ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৩৬।

৩৫. বদরুদ্দীন 'আইনী, *মুকাদ্দামা 'উমদাতুল ক্বারী* (দারুল-ফিক্‌র, মিসর, ১৩০৮/১৮৯০), পৃঃ ৫ ; *তাহ্‌যীবুত্ তাহ্‌যীব,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

একবার একটি সম্পদের মূল্য ক্রেতার তরফ থেকে পাঁচ হাজার দিরহাম বলা হলে, ইমাম বুখারী (রহঃ) কোন কথা দিলেন না, কেবল্ বললেন, চিন্তা করে দেখব, আপনি আগামীকাল আসুন। একটু পরে আর একজন ব্যবসায়ী এসে বললেন ; আমি দশ হাজার দিরহাম দিব। ইমাম বুখারী (রহঃ) বললেন ঃ আপনাকে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। কেননা, আমি মনে মনে চিন্তা করেছিলাম, ইতোপূর্বে যিনি পাঁচ হাজার দিরহাম বলেছেন, তাকে দিব। লোকটি বললেন ঃ হুযূর ! আপনি তো তাকে কোন কথা দেন নি। ইমাম বুখারী (রহঃ) বললেন, ঠিকই আমি তাকে কথা দেই নি ; কিন্তু আমি মনে মনে ভেবেছিলাম যে, তাকেই এই জিনিসটি দিব। আর মনের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা নিয়তের খবর জানেন। যেমন আল্লাহ্ রাব্বুল 'ইয্যত ঘোষণা করছেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ -[৩৬]

আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং নিভৃতে তার মন যা চিন্তা করে, সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।

তাই ইমাম বুখারী (রহঃ) পাঁচ হাজার দিরহামের ক্ষতি স্বীকার করলেন এবং পূর্ববর্তী ব্যবসায়ীর নিকট পাঁচ হাজার দিরহামে সম্পদটি বিক্রয় করলেন। এই ছিল ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর পরহেযগারীর একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত।[৩৭]

একবার তিনি সালাতে রত ছিলেন। এ অবস্থায় একটি বিষাক্ত বিচ্ছু পরিধেয় বস্ত্রের ভিতর থেকে সালাতের অবস্থায় তাঁকে দংশন করে যাচ্ছিল। সালাত শেষে তিনি খাদিমকে বললেন, দেখ, আমাকে কোন বিষাক্ত প্রাণী দংশন করেছে। খাদিম দেখল, একটি বিষাক্ত বিচ্ছু তাঁর দেহের সতেরটি জায়গায় দংশন করেছে ; তদুপরি তিনি নামায ভঙ্গ করেন নি ।[৩৮]

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর এই গ্রন্থ রচনায় যে সাধনা করেছেন, তা যেমন বর্ণনাতীত তেমনই কল্পনাতীত। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চিকিৎসক তাঁর প্রস্রাব পরীক্ষা করে বিস্মিত হয়ে বলল, জনাব ! আমার পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আপনি অনেক দিন যাবৎ কোন প্রকার তরকারী ভক্ষণ করেন না। প্রকৃত ঘটনা না বললে আপনার রোগ নির্ণয় করে

---

৩৬. *আল্ কুর'আনুল কারীম,* সূরা ক্বাফ, আয়াত ঃ ১৬।

৩৭. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১১- ১২ ; আস্-সুবকী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১১ ; *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮০।

৩৮. *তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১২ ; *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮০।

মূল 'আরবী ঃ

كَانَ محمدُ بنُ اسماعِيلَ يُصلِّى ذَاتَ يوم فلَسَعه الزّنبورُ سَبعَ عشَرَ مَرَّةً ، فلمَّا قَضٰى صَلاتَه قالَ: انظُروا اِيش هَذا الذِى اذَانِى ؟ فَنَظرُوا فاِذَا الزّنبورُ قَدْ ورَمَه فِى سَبعةَ عشرَ مَوضِعًا ولَم يَقطَعْ صَلاتَه

Dhaka University Institutional Repository

সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন তিনি বললেন, যখন থেকে রাসূলে করীম (সাঃ)-এর মহান হাদীস শাস্ত্রের খিদমত শুরু করেছি তখন থেকে অর্থাৎ বিগত ৪০ বছর ধরে শুষ্ক রুটি ভিন্ন আর কিছুই খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি নি। এ কথা শুনে চিকিৎসক বললেন ঃ জনাব, আপনার যে রোগ, তা দূর করতে হলে আপনাকে অবশ্যই শুধু শুষ্ক রুটি খাওয়ার নীতি পরিত্যাগ করতে হবে, তরকারী জাতীয় অন্য কিছুও খেতে হবে।[৩৯]

শিক্ষকগণ

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর শিক্ষকমণ্ডলীর সংখ্যা এক হাজারের উর্ধ্বে। এ প্রসংগে স্বয়ং তিনি বলেন ঃ আমি এক হাজার আশিজন মুহাদ্দিস হতে হাদীস শুনেছি এবং লিখেছি,[৪০] তাঁরা সকলেই ছিলেন সমকালীন যুগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস। তাঁর শিক্ষকমণ্ডলীর সকলের নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়, কারণ সকল মুহাক্কিক 'আলিম ও ঐতিহাসিকগণের মতে, তাঁর সমস্ত শিক্ষকের নাম আজ পর্যন্ত জানা সম্ভব হয় নি।

তবুও যে কয়জনের নাম ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন দেশের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হল ঃ

১. মক্কা মুয়ায্যমা ঃ আবুল ওয়ালীদ আহমদ ইবনুল আয্রাকী (মৃঃ ২২৮/৮৪২), 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ, ইসমা'ঈল ইব্ন সালেম আসসায়েগ, আবূ বকর 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়ের, আল-হুমায়দী (রহঃ) (মৃঃ ২১৯/৮৩৪) প্রমুখ।

২. মদীনা মুনাওওয়ারা ঃ ইব্রাহীম ইব্নুল মুনযার আল্ খুযামী (মৃঃ ২৩৬/৮৫০), মুতরাফ ইব্ন 'আবদুল্লাহ, ইব্রাহীম ইব্ন হামযাহ, আবূ সাবেত মুহাম্মদ ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ, 'আবদুল 'আযীয ইব্ন 'আবদুল্লাহ প্রমুখ।

৩. বসরা ঃ ইমাম আবূ 'আসেম আন্-নাবীল (মৃঃ ২১২/৮২৭), সাফওয়ান ইব্ন 'ঈসা, মুহাম্মদ ইব্ন 'আর-'আরাহ (মৃঃ ২৩১/৮৪৫), বাদাল ইবনুল মুহবার (মৃঃ ২১৫/৮৩০), হারমী ইব্ন 'আমারাহ, আফ্ফান ইব্ন মুসলিম (মৃঃ ২২০/৮৩৫), সুলায়মান ইব্ন হারব (মৃঃ ২২৪/৮৩৮), আবুল ওয়ালীদ তায়ালিসী (মৃঃ ২২৭/৮৪১), মুহাম্মদ ইব্ন সেনান, 'আরিম (মৃঃ ২২৪/৮৩৮) ইত্যাদি। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, আমি হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে চার বার বসরা গমন করেছি।

---

৩৯. *হুদা আস্-সারী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮১ ;
৪০. ইবনুল 'ইমাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

৪. কূফা ঃ 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মূসা, আবূ না'ঈম (মৃঃ ২১৯/৮৩৪), আহমদ ইব্‌ন ইয়া'কূব, ইসমা'ঈল ইব্‌ন আব্বান, আল হাসান ইবনুর রাবী' (মৃঃ ২২১/৮৩৫), খালিদ ইব্‌ন মুখাল্লাদ (মৃঃ ২১৩/৮২৮), সা'ঈদ ইব্‌ন হাফছ, তালক ইব্‌ন গান্নাম, 'আমর ইব্‌ন হাফস, 'উরওয়াহ, কাবীসা ইব্‌ন 'উকবাহ (মৃঃ ২১৫/৮৫৫) ও আবূ গাসসান (মৃঃ ২১৯/৮৩৪) প্রমুখ।

৫. বাগদাদ ঃ ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (মৃঃ ২৪১/৮৫৫), মুহাম্মদ ইব্‌ন সায়েক, মুহাম্মদ ইব্‌ন 'ঈসা আত্‌তিবা' (মৃঃ ২২৪/৮৩৮), সারীজ ইব্‌ন নু'মান আল-জাওহারী প্রমুখ। কূফা এবং বাগদাদ সফর প্রসংগে ইমাম বুখারী (রহঃ) নিজেই বলেছেন ঃ

لَا اُحْصِى كَمْ دَخَلْتُ اِلَى الْكُوْفَةِ وَ بَغْدَادَ مَعَ الْمُحَدِّثِيْنَ

আমি মুহাদ্দিসগণের সাথে কতবার যে কূফা এবং বাগদাদ সফর করেছি তা গণনা করে শেষ করতে পারব না।

৬. সিরিয়া ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ আল ফারইয়াবী (মৃঃ ২১২/৮২৭), আদম ইব্‌ন আবী ইয়াস (মৃঃ ২২০/৮৩৫), আবুল ইয়ামান হাকাম ইব্‌ন নাফি' (মৃঃ ২২১/৮৩৫) ও হায়াত ইব্‌ন শুরায়হ (মৃঃ ২২৪/৮৩৮) প্রমুখ।

৭. বুখারা ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম আল-বায়কান্দী (মৃঃ ২২৫/৮৩৯), 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আল-মুসনাদী (মৃঃ ২২৯/৮৪৩) ও হারূন ইবনুল আশ'আস প্রমুখ।

৮. মিসর ঃ 'উসমান ইব্‌ন সালেহ, সা'ঈদ ইব্‌ন আবী মারইয়াম (মৃঃ ২২৪/৮৩৮), 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালেহ, আহমদ ইব্‌ন শাবীব, আবূ 'আব্দুল্লাহ্ আসবাগ ইব্‌ন ফারজ (মৃঃ ২২৫/৮৩৯), সা'ঈদ ইব্‌ন 'ঈসা, সা'ঈদ ইব্‌ন কাসীর ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ প্রমুখ।

৯. জাযীরা ঃ আহমদ ইব্‌ন 'আবদুল মালিক আল হারানী, আহমদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল হারানী, 'আমর ইব্‌ন খালফ ও ইসমা'ঈল ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ আররাকী প্রমুখ।

১০. খুরাসান ঃ 'আলী ইব্‌নুল হাসান ইব্‌ন শাকীক (মৃঃ ২১৫/৮৩০), 'আবদান (মৃঃ ২২১/৮৩৫), মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল, মাক্কী ইব্‌ন ইবরাহীম (মৃঃ ২১৫/৮৩০), ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বাশীর, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবান (মৃঃ ২৪৪/৮৫৮), হাসান ইব্‌ন সুজা' (মৃঃ ২৪৪/৮৫৮), ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মূসা, কুতাইবাহ (মৃঃ ২৪০/৮৫৪), আহ্‌মদ ইব্‌ন আবিল ওয়ালীদ আল হানাফী, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (মৃঃ ২২৬/৮৪০), বিশর ইব্‌নুল হাকাম, ইসহাক ইব্‌ন রাহ্‌ওয়াইহ্ (২৩৭-৮/৮৫১-২) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (মৃঃ ২৪৫/৮৫৯)।[৪১]

এ ছাড়া আরও যে সমস্ত শিক্ষকের নিকট থেকে তিনি হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেছেন, তাঁদের নাম ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ আল্-আনসারী, 'আলী ইব্‌ন 'ইয়াশ (মৃঃ ২১৯/৮৩৪), ইমাম ইব্‌ন খালিদ, আবূ মিসহাব 'আব্দুল্লাহ্, 'আবদুল আ'লা ইব্‌ন মিসহার (রহঃ) (মৃঃ ২১৮/৮৩৩), আবূ

---

৪১. যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭১- ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

আইয়ূব সুলাইমান ইব্ন বিলাল, 'আলী ইবনুল মাদীনী (মৃঃ ১৬১/৭৭৭-২৩৪/৮৪৮), ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মু'ঈন (মৃঃ ২৩৩/৮৪৭), আবূ বকর ইব্ন আবী শায়বা (মৃঃ ২৩৫/৮৪৯), 'উসমান ইব্ন আবী শায়বা (মৃঃ ২৩৯/৮৫৩), মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আয্-যাহলী (মৃঃ ২৫৮/৮৭১), আবূ হাতিম রাবী, 'আব্দ ইব্ন হুমায়দ (মৃঃ ২৪৯/৮৬৩), আমেদ ইব্ন নফরাদ, 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আমালী, 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই আল্-খাওয়ারেযামী (মৃঃ ২৯০/৯০২) ও হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ কোবায়েলী প্রমুখ।

ছাত্রমণ্ডলী

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর ছাত্র সংখ্যা সম্পর্কে দু'টি মতামত পাওয়া যায়।

এক. তাঁর সর্বমোট ছাত্র সংখ্যা ছিল নব্বই হাজার।

দুই. এক লক্ষ। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেক খ্যাতনামা 'আলিম ও মুহাদ্দিস রয়েছেন। প্রসিদ্ধ ছাত্রবৃন্দের নাম নিম্নরূপ ঃ

১. হাফিয আবূ 'ঈসা আত-তিরমিযী (রহঃ) (২০৯/৮২৪-২৭৯/৮৯২)।

২. মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ (রহঃ) (২০২/৮১৭ অথবা ২০৪/৮১৯ অথবা ২০৬/৮২১-২৬১/৮৭৫)।

৩. আবূ 'আবদুর রহমান আন-নাসা'ঈ (রহঃ) (২১৫/৮৩০-৩০৩/৯১৫)।

৪. আবূ হাতিম সালেহ ইব্ন মুহাম্মদ (রহঃ)।

৫. আবূ জাররাহ ইব্ন খুযাইমা (রহঃ)।

৬. মুহাম্মদ ইব্ন নাসির মারওয়াযী (রহঃ) (মৃঃ ২৯৪/৯০৬)।

৭. আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ ফারবারী (মৃঃ ৩২০/৯৩২)।

৮. ইব্ন জাযবাতার হাফিয (রহঃ)।

৯. আবূ যুর'আহ্ আহমদ ইবনুল হুসাইন ইব্ন 'আলী ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন হাকাম (রহঃ) (মৃঃ ৩৭৫/৯৮৫)।

১০. মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ মতীন (মৃঃ ২৯৭/৯০৯)।

১১.আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইব্ন ইসহাক আল্-হারুভী আল্-ইমাম (রহঃ)(মৃঃ২৮৫/৮৯৮)।

১২. সালেহ ইব্ন মুহাম্মদ জায্রাহ আল্-হাফিয (রহঃ)।

১৩. আবূ বকর ইব্ন খুযাইমা (রহঃ) (মৃঃ ২২৩/৮৩৭-৩১১/৯২৩)।

১৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সা'ঈদ।

১৫. আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (মৃঃ ২১২/৮২৭)।

১৬. সা'ঈদ ইব্ন আবী মারইয়াম (১৪৪/৭৬১-২৪৪/৮৫৮)।

১৭. আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন নাসির (২০২/৮১৭-২৯৪/৯০৬)।

১৮. হাফিয ইবরাহীম ইব্ন মা'কাল ইবনুল হাজ্জাজ আন্-নাসাফী (রহঃ) (মৃঃ ২৯৪/৯০৬ ।

১৯. হাফিয হাম্মাদ ইব্ন শাকির আন্-নাসাভী (রহঃ) (মৃঃ ৩১১/৯২৩)।

Dhaka University Institutional Repository

২০. আবূ তালহা মানসূর ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন কারীনা আল্-বাযদূভী (মৃঃ ৩২৯/৯৪০)।
যাঁদের মাধ্যমে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সহীহ বুখারীর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটেছে তাঁদের সংখ্যা প্রধানত চারজন।

এক. হাফিয আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ ফারবারী (রহঃ) (মৃঃ ৩২০/৯৩২)।

দুই. হাফিয ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মা'কাল ইবনুল হাজ্জাজ আন্-নাসাফী (রহঃ) (মৃঃ ২৯০/৯০২)।

তিন. হাফিয হাম্মাদ ইব্‌ন শাকির আন্-নাসাভী (রহঃ) (মৃঃ ৩১১/৯২৩)।

চার. আবূ তালহা মানসূর ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন কারীনা আল্-বাযদূভী (মৃঃ ৩২৯/৯৪০)।

উল্লেখ্য, প্রথমোক্ত ব্যক্তির মাধ্যমেই সহীহ বুখারীর হাদীসসমূহ অনেক বেশী প্রসার লাভ করেছে।[৪২]

গ্রন্থসমূহ

ইমাম বুখারী (রহঃ) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন ঠিকই, কিন্তু বিশ্ব-মুসলিমের জন্য রেখে গেছেন ইসলামী জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসেবে বেশ কতগুলো অমূল্য ও বিরাট গ্রন্থ। তাঁর মহামূল্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে দু'টি বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ। একটি 'সহীহুল বুখারী'-- হাদীস সংকলন এবং অপরটি 'তারীখুল কাবীর'।[৪৩] নিম্নে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সংকলিত গ্রন্থাবলীর নাম প্রদত্ত হল ঃ

১. আল্-জামি'উস সহীহ ঃ (الْجَامِعُ الصَّحِيْحُ) এটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি ও অনবদ্য অবদান। হাদীস শাস্ত্রের এই বিশ্বস্ততম গ্রন্থটি সম্পর্কে পরবর্তী মনীষীর একটি উক্তি উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট মনে করছি। 'আল্লামা 'আইনী (রহঃ) (মৃঃ ৮৫৫/১৪৫১) বলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 'আলিমকুল এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, মহান আল্লাহ্‌র মহাগ্রন্থ আল্-কুর'আনুল কারীমের পরই সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম অপেক্ষা অধিকতর বিশুদ্ধ গ্রন্থ দুনিয়াতে আর নেই।

২. আত্-তারীখুল কাবীর ঃ (التَّارِيْخُ الْكَبِيْرُ) প্রথিতযশা ইমাম ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াইহ্ গ্রন্থখানি পাঠ করে পুলক-বিহবল অবস্থায় আমীর 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন তাহির খুরাসানীর সামনে উপস্থাপিত করে আনন্দ-গদগদ কণ্ঠে বলেছিলেন, "হে আমীর ! আমি আপনাকে একটি যাদু দেখাচ্ছি।"[৪৪] এটি দাক্ষিণাত্যে হায়দরাবাদের দা'ইরাতুল মা'আরিফ উসমানিয়া থেকে ১৯৫৮-১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

৩. আত্-তারীখুল আওসাত ঃ (التَّارِيْخُ الْأَوْسَطُ) এটি মধ্যম আকারের ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

৪. আল-জামি'উল কাবীর ঃ (الْجَامِعُ الْكَبِيْرُ) ।

---

৪২. যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭২।

৪৩. মুহাম্মদ আবূ যাহ্, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৫৫ ; মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৯৬।

৪৪. আস্-সুবকী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

৫. আসামিস্-সাহাবা ঃ (اَسَامِى الصَّحَابَةِ) এটি সাহাবাগণের নামসমূহ সম্পর্কে প্রথম সংকলিত গ্রন্থ। পরবর্তী যুগে এ সম্পর্কে যারা কালজয়ী গ্রন্থ রচনা করেছেন, তারা এ গ্রন্থ থেকে অকুণ্ঠ সাহায্য গ্রহণ করেছেন। কিন্তু প্রথম পথিকৃত হিসেবে সম্পূর্ণ কৃতিত্বের দাবীদার হচ্ছেন ইমাম বুখারী (রহঃ)।

৬. জুযউ রাফ'ইল ইয়াদাইন ঃ (جُزْءُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ) নামাযে হস্তদ্বয় উত্তোলন সম্পর্কে এ পুস্তিকাখানি লেখা হয়েছে। এতে হস্তত্তোলনের বিপক্ষের রিওয়ায়াতগুলোর অতি সূক্ষ্ম ও সার্থক সমালোচনা যুক্তিযুক্ত ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

৭. কিতাবুল মাবসূত ঃ (كِتَابُ الْمَبْسُوْطِ) 'আল্লামা খলিলী তাঁর 'আল-ইরশাদ' গ্রন্থে এ বইটির কথা বারংবার উল্লেখ করেন।

৮. খায়রুল কালাম ফিল কিরা'আতি খাল্‌ফাল ইমাম ঃ (خَيْرُ الْكَلَامِ فِى الْقِرَاةِ خَلْفَ الْاِمَامِ) এতে ইমামের পিছনে মুক্তাদী কর্তৃক সূরা ফাতিহা পঠনের সপক্ষে দলীল-প্রমাণাদির সূক্ষ্ম আলোচনা অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে।

৯. আত্-তারীখুস্ সাগীর ঃ (اَلتَّارِيْخُ الصَّغِيْرُ) এটি ইমাম সাহেবের অতুলনীয় অবদান। সুখের বিষয় এটি ভারতের এলাহাবাদ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

১০. কিতাবুল খালকি আফ'আলিল 'ইবাদ ঃ (كِتَابُ الْخَلْقِ اَفْعَالِ الْعِبَادِ) এতে সাহাবী ও তাবে'ঈগণের অনুসৃত রীতি হিসেবে বাতিল ফিরকাসমূহের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে।

১১. কিতাবুয্-যু'আফা ওয়াল কাবীর ঃ (كِتَابُ الضُّعَفَاءِ وَالْكَبِيْرِ) এতে বর্ণানুক্রমিকভাবে দুর্বল রাবীগণের নাম ও বিস্তৃত বিবরণ সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

১২. আল-মুসনাদুল কাবীর, আত্-তাফসীরুল কাবীর ঃ (اَلْمُسْنَدُ الْكَبِيْرُ، اَلتَّفْسِيْرُ الْكَبِيْرُ) ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর অন্যতম শাগির্দ 'আল্লামা ফারবারী (রহঃ) এই গ্রন্থদ্বয়ের কথা উল্লেখ করেছেন।

১৩. কিতাবুল ওয়াহ্‌দান ঃ (كِتَابُ الْوَحْدَانِ) এটি আগ্রা থেকে মুদিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

১৪. কিতাবুল 'ইলাল ঃ (كِتَابُ الْعِلَلِ) এতে হাদীসের দোষ-ত্রুটি নির্ধারণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১৫. কিতাবুল কুনা ঃ (كِتَابُ الْكُنٰى) এটি ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদে দা'ইরাতুল মা'আরিফ উসমানিয়া থেকে মুদ্রিত হয়েছে।

১৬. কিতাবুল আশরিবা ঃ (كِتَابُ الْاَشْرِبَةِ) ইমাম আবুল হাসান দারাকুতনী (মৃঃ ৩৮৫/৯৯৫) তাঁর 'আল-মু'তালাফ ওয়াল মুখতালাফ' নামক গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন।

১৭. আল্-আদাবুল মুফরাদ ঃ (اَلْاَدَبُ الْمُفْرَدُ) এটি রাসূলে করীম (সাঃ)-এর মহান জীবনাদর্শ ও নিষ্কলুষ আচার ব্যবহারের আলোচনা সম্বলিত একখানা অতি উপাদেয় গ্রন্থ। ভূপালের

Dhaka University Institutional Repository

প্রখ্যাত মনীষী ও অগণিত গ্রন্থ প্রণেতা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁ (মৃঃ ১৩০৭ /১৮৯০) এর একখানা চমৎকার পূর্ণাঙ্গ ফারসী অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয় শায়খ 'আবদুল গাফ্‌ফার (রহঃ) একে উর্দূতে ভাষান্তরিত করে প্রকাশ করেছেন।

১৮. কিতাবুর রিকাক ঃ (كِتَابُ الرِّقَاقِ) হাজী খালীফা কৃত কাশফুয্ যুনূনে এর উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়া ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বয়ং তাঁর কিতাবের বিশেষ বিশেষ স্থানে এই হাদীস গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করেছেন।

১৯. বির্‌রুল ওয়ালিদাইন ঃ (بِرُّ الْوَالِدَيْنِ) এ গ্রন্থে পিতামাতার প্রতি ছেলে-মেয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা স্থান পেয়েছে।

২০. কিতাবুল ফাওয়ায়িদ ঃ (كِتَابُ الْفَوَائِدِ)।

২১. কিতাবুল হিবাহ্ ঃ (كِتَابُ الْهِبَةِ)।

২২. কাযায়াস-সাহাবাতি ওয়াত্ তাবি'ঈন ঃ (قَضَايَا الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ) এ গ্রন্থটি ইমাম বুখারী (রহঃ) সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল আঠার বছর। তারপর তিনি 'তারীখুল কাবীর' গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করেন।[৪৫]

চারিত্রিক গুণাবলী

ইমাম বুখারী (রহঃ) অত্যন্ত আল্লাহ্ ভীরু ছিলেন। পরনিন্দা, গীবত, শেকায়েত তিনি মোটেও পছন্দ করতেন না। মহান আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান-খায়রাত করার ক্ষেত্রে তিনি থাকতেন অগ্রগামী। তিনি অল্পে তুষ্ট থাকতেন ও সাদাসিধা জীবন-যাপন করতেন। ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সততা ও বিশ্বস্ততা জনশ্রুতিতে পরিণত হয়েছিল। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। 'আল্লামা ইসমা'ঈল 'আজালুনী (রহঃ) (মৃঃ ১১৬২/১৭৪৮) বলেন ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) 'ইল্‌মি হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের সময় একবার তিনি সমুদ্র পথে কোথাও যাচ্ছেন, সফরকালীন সময়ের খরচ বাবদ এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা সাথে নিলেন। পথিমধ্যে সেই নৌযানের একজন ধূর্ত আরোহীর সাথে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সম্পর্ক গড়ে উঠে। কথা প্রসংগে তিনি তাঁর স্বর্ণ মুদ্রার কথা সেই লোকটিকে বলে ফেলেন। লোকটি ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর স্বর্ণমুদ্রাগুলো হাতিয়ে নেয়ার জন্য ফন্দি করে উচ্চ স্বরে বিলাপ শুরু করে। তার এই আর্তনাদে সকলেই উৎকণ্ঠিত হয়ে তার কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে জানায় যে, তার এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা চুরি হয়ে গেছে। লোকেরা এ কথা শুনে সকলের মাল-সামানে তল্লাশী চালায়। ইমাম বুখারী (রহঃ) এই লোকটির দূরভিসন্ধি বুঝতে পেরে টাকার থলেটি এমনভাবে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন, যাতে কেউ টের না পায়। পরিশেষে তল্লাশী চালিয়ে যখন স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেল না তখন সবাই তাকে ভর্ৎসনা করতে লাগল। জাহাজটি কূলে ভিড়লে যাত্রীরা সকলেই নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে রওয়ানা দিল। কিন্তু সেই লোকটি ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস

---

৪৫. *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯১- ৪৯২।

Dhaka University Institutional Repository

করল যে, আপনার স্বর্ণমুদ্রার থলেটি কি করলেন ? ইমাম বুখারী (রহঃ) বললেন ঃ আমি তখনই তা সমুদ্রে ফেলে দিয়েছি, লোকটি আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আপনি এতগুলো স্বর্ণমুদ্রা কিভাবে ফেলে দিলেন ? ইমাম বুখারী (রহঃ) বললেন ঃ তোমার কি ধারণা যে, আমি আজীবন অক্লান্ত সাধনার দ্বারা বিশ্বস্ততার যে অমূল্য সম্পদ অর্জন করেছি তা সামান্য কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রার মোহে বিনষ্ট করে দিব ? [৪৬]

জীবনের শেষ মুহূর্ত

ইমাম বুখারী (রহঃ) অত্যন্ত ভদ্র, সাহসী ও পবিত্র স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। আত্মসম্মানবোধে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজাগ ও সচেতন। তিনি রাজা-বাদশাহদের দরবারের ধারই ধারতেন না ; বরং তা হতে শত যোজন দূরে থাকতেই চেষ্টা করতেন প্রাণপণে। তিনি মনে করতেন তাদের সংসর্গে এলে সঠিকভাবে ধর্মপথে চলা সম্ভব হবে না।

এক সময় বুখারার শাসনকর্তা ছিলেন খালিদ ইব্‌ন আহ্‌মদ আয্-যাহলী । তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর নিকট লোক মারফত নির্দেশ পাঠালেন ঃ

أَنْ احْمِلْ إِلَيَّ كِتَابَ الْجَامِعِ وَالتَّارِيْخِ لِأَسْمَعَ مِنْكَ

আপনি আপনার সংকলিত হাদীস (জামি') ও ইতিহাস গ্রন্থ নিয়ে আমার নিকট আসুন, আমি আপনার নিকট হতে তা শ্রবণ করতে চাই। ইমাম বুখারী (রহঃ) এই নির্দেশ মেনে নিতে সুস্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করলেন এবং দূতকে বলে পাঠালেন ঃ

قُلْ لَهُ أَنَا لَا أُذِلُّ الْعِلْمَ وَلَا أَحْمِلُهُ إِلَى أَبْوَابِ السَّلَاطِيْنِ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ فَلْيَحْضُرْنِي فِيْ مَسْجِدِيْ أَوْ فِيْ دَارِيْ فَإِنْ لَمْ يُعْجِبْكَ هٰذَا فَأَنْتَ سُلْطَانٌ۔ [৪৭]

বাদশাহকে আমার এই কথা পৌঁছে দাও যে, আমি হাদীসকে অপমান করতে ও তাকে রাজা-বাদশাহদের দরবারে নিয়ে যেতে পারব না। তাঁর প্রয়োজনে তিনি যেন আমার নিকট মসজিদে কিংবা আমার ঘরে উপস্থিত হন। আর আমার এই প্রস্তাব তার পছন্দ না হলে কি করা যাবে, তিনি তো বাদশাহ।

---

৪৬. মুহাম্মদ হানীফ গাঙ্গূহী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০২-১০৩।
৪৭. আস্-সুবকী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী (রহঃ)[৪৮] (মৃঃ ৮৫২/১৪৪৮) বলেন ঃ

فَكَانَ سَبَبُ الْوَحْشَةِ بَيْنَهُمَا هٰذَا- ৪৯

এটাই ইমাম বুখারী (রহঃ) ও বাদশাহর মধ্যে দূরত্ব ও মনোমালিন্যের কারণ । কিন্তু ইমাম হাকিম (রহঃ) এই মনোমালিন্যের অন্য কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেন ঃ

سَبَبُ مُفَارَقَةِ اَبِى عَبْدِ اللهِ الْبُخَارِىِّ الْبُلْدَانَ الْخَالِدُ بْنُ اَحْمَدَ خَلِيْفَةُ ابْنُ طَاهِرٍ سَأَلَهُ اَنْ يَحْضُرَ مَنْزِلَهُ فَيَقْرَأَ التَّارِيْخَ وَالْجَامِعَ عَلَى اَوْلَادِهِ فَامْتَنَعَ ذَالِكَ وَقَالَ لَايَنْبَغِى اَنْ اَخُصَّ بِالسَّمَاعِ قَوْمًا دُوْنَ قَوْمٍ - ৫০

আবূ 'আবদুল্লাহ যে কারণে বুখারা শহর পরিত্যাগ করে চলে যান, তা এই যে, বাদশাহ খালিদ ইব্‌ন আহ্‌মদ তাঁকে প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে তাঁর সন্তানদেরকে ইতিহাস ও হাদীস (জামি') গ্রন্থ পড়াবার আদেশ করেছিলেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) এ আদেশ পালন করতে অস্বীকার করে বলে পাঠান যে, এই কিতাব আমি বিশেষভাবে কিছু লোককে শুনাব ও কিছু লোককে শুনাব না, তা কিছুতেই হতে পারে না। কারণ, এতে করে এই পবিত্র শিক্ষাকে অপমানিত ও হেয় প্রতিপন্ন করা হবে। অধিকন্তু পিপাসাতুর ব্যক্তিরা স্বয়ং কূপের কাছে হাজির হয়ে থাকে। কূপ কখনও তৃষ্ণার্তদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ায় না। তাই যার ইচ্ছা হবে, তিনি স্বয়ং সানন্দে আমার

---

৪৮. তাঁর পুরো নাম ঃ আবুল ফযল শিহাবুদ্দীন আহ্‌মদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আহ্‌মদ আল্‌-কিনানী আল্‌-'আসকালানী। তিনি হাদীস শাস্ত্রের হাফিয, বিশেষজ্ঞ, ঐতিহাসিক এবং ফকীহ্‌ ছিলেন। তিনি ৭৭৩/১৩৭১ সনে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিজায, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেন। হাফিয যায়নুদ্দীন 'ইরাকী (রহঃ) (মৃঃ ৮০৬/১৪০৩) ছিলেন তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণের অন্যতম। ইব্‌নুল মুলাক্কিন (রহঃ) (৮১৪/১৪১১) প্রমুখ ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদগণের নিকট থেকে তিনি ফিক্‌হ্‌শাস্ত্রের জ্ঞান আহরণ করেন। তিনি সুদীর্ঘ একুশ বছর যাবৎ মিসরের প্রধান বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সাহিত্যে ও কবিতায় বিশেষ পারদর্শিতা থাকলেও হাদীস শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। 'তাহ্‌যীবুত্‌-তাহ্‌যীব', 'তাক্‌রীবুত্‌-তাহ্‌যীব' 'আল্‌-ইসাবা'সহ শতাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছাড়াও সহীহ বুখারীর সর্বাধিক বিশ্বস্ত ও বিশ্ববিশ্রুত ভাষ্যগ্রন্থ 'মুকাদ্দামা' খণ্ড ছাড়া বৃহদায়তন তেরটি খণ্ডে সমাপ্ত 'ফাতহুল বারী' ছিল তাঁর জীবনের অবিস্মরণীয় শ্রেষ্ঠ অবদান। তিনি ৮৫২/১৪৪৮ সনে ইন্‌তিকাল করেন।

সুয়ূতী, ***জীবনী গ্রন্থ 'তাবাক্বাতুল হুফফায'*** (তাহকীক ঃ 'আলী মুহাম্মদ 'ওমর, কায়রো, মাকতাবা ওয়াহ্‌বাহ, ১ম সংস্করণ ১৩৯৩/১৯৭৩), পৃঃ ৫৪৭-৫৪৮ ; Dr. Aftab Ahmad Rahmani, ***Hafiz Ibn Hajar al Asqualani and his Contribution for Hadith Literature,*** Rajshahi University, 1967.

৪৯. আস্‌-সুবকী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৪ ; *তাহ্‌যীবুত্‌ তাহ্‌যীব*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৩ ; *হুদা আস্‌-সারী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১।

৫০. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৩ ; *হুদা আস্‌-সারী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১-২।

Dhaka University Institutional Repository

সমজিদ বা বাড়ীতে এসে শিক্ষা লাভ করতে পারবেন। শিক্ষার পথে আমি কারও জন্য কোনরূপ অন্তরায় সৃষ্টি বা বিধি নিষেধ আরোপ করতে পারি না। আপনি যদি আমার এ ব্যবস্থাবলম্বনে একান্তই নারায হন আর বল প্রয়োগে আমার শিক্ষাদান কার্যে বাধা প্রদানে বদ্ধপরিকর হন, তবে আমি এ ব্যাপারে আদৌ শঙ্কিত নই। কারণ, আপনার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আমার এই শিক্ষাদান কার্য যদি বন্ধ হয়ে যায়, তবে আমি রোজ হাশরে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে এই বলে ক্ষমার্হ হতে পারব যে, স্বেচ্ছায় আমি শিক্ষাদান বন্ধ করি নি।[৫১]

হাদীসে কুদসীর মধ্যে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং ঘোষণা করেছেন-- "যারা আমার প্রিয়পাত্রের সাথে দুশমনী করে আমি স্বয়ং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি।" এখানেও ঠিক তাই হল। ইমাম সাহেবের নিকট হতে এরূপ অপ্রত্যাশিত জবাব পেয়ে গভর্নর ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেন।

তারপর তিনি তাঁকে শহর হতে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে এক কূটকৌশলের আশ্রয় নেন। তিনি কতিপয় কুচক্রীর সাহায্যে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর 'আকীদা ও বিশ্বাসের ওপর মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে অল্পবুদ্ধি ও হুজুগপ্রিয় সাধারণ মুসলিম জনমণ্ডলীকে বিভ্রান্ত ও দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলেন। প্রচার করা হল যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) কুর'আন মাজীদের বচনগুলোকে 'মাখলূক' বলে বিশ্বাস করেন। এ নিয়ে শহরময় তুমুল আন্দোলনের ঢেউ উঠল ও অশান্তির প্রবল অগ্নিশিখা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। সুযোগ বুঝে গর্ভনর তাঁকে শহর ত্যাগের হুকুম জারী করলেন। নির্দোষিতা প্রমাণের সুযোগ পর্যন্ত তাঁকে দেয়া হয় নি।[৫২]

ইন্‌তিকাল

ইমাম বুখারী (রহঃ) উপরোক্ত ঘটনাসমূহ ও বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার ফলে বুখারার শাসনকর্তা ও জনগণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে একদিন প্রিয় জন্মভূমির মায়াজাল কাটিয়ে বুখারা থেকে চির বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। সত্যের এই নির্ভীক সৈনিক তবুও অসত্য ও অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করলেন না।

ইমাম সাহেব বুখারা হতে হিজরত করে সমরকন্দ নামক স্থানে উপস্থিত হলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা সেখানেও তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাতে লাগল। ফলে তিনি সমরকন্দ হতে হিজরত করেন ও তথাকার অধিবাসীদের অনুরোধে 'খরতংক' নামক নিভৃত পল্লীতে পৌঁছে তাঁর এক নিকটাত্মীয় গালিব ইব্‌ন জিবরিলের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন।[৫৩] সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। এ অবস্থায় সমরকন্দবাসীর পক্ষ হতে উপর্যুপরি দরখাস্ত আসতে থাকলে তিনি তথায় যাওয়ার মনস্থ করেন। কিন্তু পরে জানতে পারলেন যে, বুখারায় তাঁর বিরুদ্ধে

---

৫১. আস্-সুবকী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৪।

৫২. আস্-সুবকী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৪-১৫ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৩-৩৪।

৫৩. ইব্‌নুল 'ইমাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩৫ ; ইব্‌ন কাসীর, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩০; *তাহ্‌যীবুত্ তাহ্‌যীব*, প্রাগুক্ত,পৃঃ ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

ছড়ানো বিদ্বেষের অগ্নিশিখা সমরকন্দকেও গ্রাস করেছে। এ অবস্থায় মনের দুঃখে রাত্রিকালে নামাযান্তে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করে বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ قَدْ ضَاقَتْ عَلَىَّ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ فَاقْبِضْنِى اِلَيْكَ- [৫৪]

"হে আল্লাহ্ ! এই বিশাল পৃথিবী আমার প্রতি সংকীর্ণ হয়ে গেছে। অতএব এখন তুমি আমাকে তোমার নিকট নিয়ে যাও।" পরে সমরকন্দবাসী ভুল বুঝতে পেরে সকলেই একমত হয়ে ইমাম সাহেবকে তথায় নিয়ে যেতে ইচ্ছা করলে তিনি মোজা ও পাগড়ী পরিধান করে দু'ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে সওয়ারীর ওপর আরোহণের জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু ১৫/২০ কদম অগ্রসর হয়েই বললেন ঃ "আমাকে ছেড়ে দাও, আমার দুর্বলতা বেড়ে চলেছে"। তৎক্ষণাৎ তাঁকে সেস্থানে বসানো হল।

তিনি ওপরের দিকে হাত তুলে কাতর কণ্ঠে আল্লাহ্‌র কাছে আকুল আবেদন জানালেন। তাঁর দেহ-মন এত দুর্বল ও শ্রান্ত বোধ হতে লাগল যে, তিনি আর এক মুহূর্তও থাকতে না পেরে সেখানেই শুয়ে পড়লেন।[৫৫] তাঁর পবিত্র শরীর হতে অজস্র ধারায় অবিরাম ঘাম বেরুতে লাগল। তার পরক্ষণেই সব শেষ হয়ে গেল। ইসলাম গগণের এ পূর্ণ শশধর ২৫৬ হিজরী সনের ১লা শাওয়াল মুতাবেক ৩১ শে আগষ্ট ৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে শুক্রবার 'ইশার নামাযের সময় 'ঈদুল ফিতরের পূর্ববর্তী দিবাগত রাতে সমরকন্দের অন্তর্গত 'খরতংক' নামক গ্রামে ১৩ দিন কম ৬২ বৎসর বয়সে চিরতরে অস্তমিত হয়ে গেল। সহস্র বন্ধু-বান্ধব ও লক্ষ লক্ষ ভক্তকে শোক-সাগরে ভাসিয়ে ও অশ্রুজলে ভিজিয়ে ইমামুল মুহাদ্দিসীন 'আল্লামা মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহঃ) ইহধাম ত্যাগ করেন।[৫৬] (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন।)

তাঁর নশ্বর দেহ থেকে প্রাণবায়ু বহির্গত হওয়ার পরও অবিরল ধারায় স্বেদবিন্দু নির্গত হচ্ছিল। যথা সময়ে তাঁকে উত্তমরূপে গোসল করিয়ে কাফনের ব্যবস্থা করা হল। এখন কোথায় তাঁকে দাফন করা হবে, তা নিয়ে লোকসমাজে বিরোধ দেখা দিল। অবশেষে বহু বাদানুবাদের পর সর্বসম্মতিক্রমে মৃত্যুস্থান 'খরতংক' পল্লীর নিভৃত কোণে তাঁর অন্তিম সমাধি রচনার কথাই স্থির করা হল। পবিত্র 'ঈদুল ফিতরের দিন যুহরের নামাযান্তে তাঁকে তাঁর চির বিশ্রাম কক্ষে শয়ন করিয়ে সকলে অশ্রুসিক্ত নয়নে নিজ নিজ গন্তব্যে প্রস্থান করলেন।

---

৫৪. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩৪ ; আস্-সুবকী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৪ ; ইব্‌নুল ইমাদ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৪৫ ; *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১-২।

৫৫. আস্-সুবকী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৫।

৫৬. ইব্‌নুল 'ইমাদ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৩৫ ; ইব্‌ন কাসীর, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩০ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬; *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯৩ ; যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬৮ ; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৩-১২৪।

Dhaka University Institutional Repository

কথিত আছে, ইমাম ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর কবরের চতুষ্পার্শ্বের মাটি সুগন্ধ ও সুঘ্রাণময় হয়ে যাওয়ায় অনেকে তা নিয়ে যেতে থাকে। এজন্য কবরটি রক্ষাকল্পে উহার চারিদিক প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করা হয়।[৫৭]

আররাক বলেন ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) অন্তিম কালে অসিয়ত করে যান, তাঁকে যেন সুন্নাত মুতাবেক তিন খণ্ড বস্ত্র দ্বারা কাফন দেয়া হয়।[৫৮]

তিনি ঔরসজাত কোন সন্তান-সন্ততি রেখে যান নি বটে, তবে ইসলাম জগতে তাঁর হাজার হাজার আধ্যাত্মিক বা রূহানী সন্তান বিদ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর এই দুঃখপূর্ণ জীবনাবসানে বিশ্ব-মুসলিম সুধীসমাজ এমন কি আপামর জনসাধারণও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভা ও অনন্য সাধারণ বিদ্যাবত্তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পার্থিব সম্পদ ও ধন-ঐশ্বর্য অনেক সময় মানুষের বিচার-বুদ্ধিকে অন্ধ করে, আচরণকে উদ্ধত করে এবং তার লোভ ও স্বার্থপরতা বৃদ্ধি করে। এভাবে ধন-সম্পদ তাকে অন্যায় অথবা সন্দেহযুক্ত কাজে লিপ্ত হওয়ার প্ররোচনা দিতে থাকে। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহঃ) ছিলেন এসবের ব্যতিক্রম। তিনি সর্বদা আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত ছিলেন এবং মহানবী (সাঃ)-এর আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। আর যারা আল্লাহ্‌কে সত্য সত্যই ভয় করেন এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, একদিন মহান আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হতে হবে এবং প্রত্যেক পার্থিব আচরণের জন্য তাঁর সম্মুখে জওয়াবদিহি করতে হবে, ধন-সম্পত্তি কখনই তাঁদেরকে স্বার্থান্ধ করে তুলতে পারে না।

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে যা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন তা নেহায়েত সামান্য ছিল না। ঐ টাকা খাটিয়ে যে ব্যবসা তিনি পরিচালনা করতেন, তাই যথেষ্ট ছিল। তদুপরি তিনি সর্বদাই ন্যায়-অন্যায় এবং বৈধতা-অবৈধতার প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতেন, ফলে তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য কোনদিনই কোনরূপ স্বার্থপরতা ও লোভ ইত্যাদি দ্বারা কলুষিত হতে পারে নি। মৃত্যুকালে তিনি আবূ হাফস নামক জনৈক শিষ্যকে বলেছিলেন ঃ আমার ধন-সম্পত্তির মধ্যে হারাম অথবা সন্দেহযুক্ত কিছু নেই।[৫৯]

---

৫৭. ইব্‌ন কাসীর, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩০ ; ইব্‌নুল ইমাদ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৫ ; *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯৩।

৫৮. *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯৩।

৫৯. ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *ইমাম বুখারী* (প্রকাশনা ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৭৯), পৃঃ ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মর্যাদা সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর অভিমত

সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ইমাম বুখারী (রহঃ) ছিলেন এমনই মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের অধিকারী যে, তৎকালে তাঁর সমকালীন ও সহপাঠিরা' তো বটেই এমন কি তাঁর বহু সংখ্যক সম্মানিত শিক্ষকও সর্বদা তাঁর প্রশংসা করতেন। আর তাঁর অনুজদের দ্বারা যে পরিমাণ মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের গুণগান হয়েছিল, তা বলারই অপেক্ষা রাখে না।

পৃথিবীর সমস্ত প্রশংসাকারী ও গুণগ্রাহী এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় যুগের ইমাম ছিলেন এবং তিনি ছিলেন তাঁর যুগের এক দুর্লভ ব্যক্তিত্ব। উপরন্তু তাঁর ন্যায় এত উন্নত ও পবিত্র সত্তার আবির্ভাব ইতোপূর্বে আর ঘটে নি। তাঁর মর্যাদা, সম্মান ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে মনীষীগণ যে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তা এ অল্প পরিসরে পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। তাই তন্মধ্য হতে অল্প ক'টি উদ্ধৃতি নিম্নে পেশ করা হল।

আবুল 'আব্বাস ইব্ন সা'ঈদ বলেন ঃ কেউ যদি ত্রিশ হাজার হাদীসও লিপিবদ্ধ করে নিয়ে আসে, তবুও মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহঃ) আনীত "আত্-তারীখুল কাবীর"-এর প্রতি আমি মুহ্তাজ থেকেই যাব।[৬০]

হাশিদ ইব্ন ইসমা'ঈল (রহঃ)[৬১] (মৃঃ ২৬১/৮৭৪) বলেন ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) যখন কেবল মাত্র যৌবনে পদার্পণ করেছেন, তখনই বসরার হাদীস বিশারদগণ হাদীসের অন্বেষণে তাঁর পিছনে ছুটতে থাকতেন। অবশেষে, অপারগ হয়ে চলার পথে তাদেরকে নিয়ে রাস্তায় বসে হাদীসের দারস দিতেন, তাতেই হাজার হাজার ছাত্রের সমাগম হত, যাঁদের অধিকাংশই তাঁর মুখনিঃসৃত

---

৬০. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৮ ; *হুদা আস্-সারী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৫ ; *তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব*, প্রগুক্ত, পৃঃ ৪২।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ ابو العَبَاسِ بْنُ سَعِيد لَو انّ رَجلا كَتَبَ ثَلاثِيْنَ الف حَدِيْثٍ لِمَا اِستَغنى عَن كِتَابِ التَّارِيخ تَصْنِيفِ مُحَمَّدِ بِن إسماعِيلَ البُخَارِيِّ-

৬১. হাশিদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন 'ঈসা আল্-বুখারী প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও তাঁর যুগে হাদীসের ইমাম ছিলেন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে 'ওবায়দুল্লাহ' ইব্ন মূসা, ওয়াহাব ইব্ন জারীর, মাক্কী ইব্ন ইব্রাহীম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর তাঁর ছাত্রদের মধ্যে মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আল্-ফারবারী, বকর ইব্ন মুনীর, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক আস্-সামারকান্দী, আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আদাম আশ্শাশী ছিলেন উল্লেখযোগ্য।

আবূ জা'ফর আল্-মাসনাদী (রহঃ) বলেন ঃ حُفَّاظُنا ثَلاثَةٌ مُحَمَّدُ بْنُ اِسماعِيلَ وَ حَاشِدُ بنُ اِسماعِيلَ وَ يَحْيى بنُ سُهَيلٍ - আমাদের মধ্যে প্রখ্যাত হাফিযুল হাদীস হলেন তিনজন। যথা ঃ ১. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল ২. হাশিদ ইব্ন ইসমা'ঈল এবং ৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুহাইল। হাশিদ ইব্ন ইসমা'ঈল ২৬১/৮৭৪ সনে ইন্তিকাল করেন।

আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ করে ফেলতেন।[৬২] তিনি আরও বলেন ঃ

وَكَانَ عَبدُ اللهِ عِندَ ذَلكَ شَاب لَم يُخرِ جُ وَجْهَه - [৬৩]

আবূ 'আবদুল্লাহ তখন কেবল সাবালক হয়েছেন। তাই তাদের সামনে তিনি তাঁর চেহারা ঢেকে রাখতেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) যখন বসরায় পদার্পণ করলেন, তখন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াসার বলেন ঃ [৬৪] - دَخل اليَوم سَيِّد الفُقَهَاء আজ ফকীহ্কুল সম্রাট বসরায় শুভাগমন করলেন।

বিন্দার (মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার) (রহঃ)[৬৫] (মৃঃ ২৫২/৮৬৬) বলেন ঃ সারা বিশ্বে হাফিযুল হাদীস হচ্ছেন চারজন ঃ (১) রায় নগরীতে আবূ যুর'আহ্ [৬৬] ; (২) নীশাপুরে মুসলিম

৬২. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৪-১৫ ; মুহাম্মদ আবুল হুসাইন, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৭৬-২৭৭।

মূল 'আরবী ঃ

قَال حَاشِدُ بنُ إسمَاعِيلَ وَكَانَ أهلُ المَعْرِفةِ مِن أهلِ البَصْرةِ يعدونَ خَلفَه فِى طَلبِ الحَدِيثِ وَهُوَ شَابٌّ حَتى يَغلبوه عَلى نَفسِه وَيُجلِسونَه فِى بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَيَجتمِعُ عَليه أُلوفٌ اكثرُهُمْ مِمَّنْ يَكتبُ عَنه -

৬৩. মুহাম্মদ আবুল হুসাইন, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৭৭ ; যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৭০।

৬৪. যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৭০ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৬।

৬৫. আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ইব্ন 'উসমান আল্-বসরী ছিলেন প্রখ্যাত একজন মুহাদ্দিস ও ইমাম। বিন্দার ছিল তাঁর উপনাম, তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে 'আবদুল 'আযীয আল্-'আত্তার, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ, 'উমর ইব্ন 'আলী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তাঁর থেকে এক দল লোক হাদীস শিক্ষা করেন। তাঁদের মধ্যে ইব্ন খুযাইমাহ্, আবুল 'আব্বাস আস্-সিরাজ, বগুবী, ইব্ন সা'য়িদ, ইব্ন আবী দাঊদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিহাহ্-সিত্তাহ্ সংকলক সব ক'জন মুহাদ্দিসই তাঁর ছাত্র। সহীহ বুখারীতে ২০৫ ও সহীহ মুসলিমে ৪৬০টি হাদীস তাঁর নিকট থেকে গৃহীত হয়েছে। তিনি অসংখ্য হাদীসের হাফিয ও তাঁর যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং 'ইলমি হাদীসের ইমাম ছিলেন। আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন ঃ

كَتَبتُ عَن بنْدَارٍ خَمسِينَ الف حَدِيثٍ

আমি বিন্দার (মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার) থেকে পঞ্চার হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি।

ইব্ন খুযাইমাহ্ (রহঃ) বলেন ঃ إمَامُ أهلِ زَمَانِه فِى العِلمِ وَالاخْبَارِ مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ

মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (বিন্দার) তাঁর যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও 'ইলমি হাদীসের প্রখ্যাত ইমাম ইলেন। তিনি ২৫২/৮৬৬ সনে ইন্তিকাল করেন।

আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫১১।

৬৬. 'ওবায়দুল্লাহ্ ইব্ন 'আবদুল করীম ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন ফুরুখ আল্-কুরাশী আবূ যুর'আহ্ আর-রাযী ছিলেন হাদীসের একজন বিখ্যাত হাফিয। তিনি ২০০/৮১৫ সনে জন্মগ্রহণ করেন। আবূ যুর'আহ্ মক্কা, মদীনা, 'ইরাক, সিরিয়া, জাযীরাহ্, খুরাসান ও মিসর ইত্যাদি দেশে পরিভ্রমণ করে তথাকার বড় বড় মুহাদ্দিস ও শিক্ষাবিদগণের নিকট থেকে 'ইলমি হাদীস শিক্ষা করেন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আবূ নু'আইম, কাবীসাহ্, খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম, কা'নাবী

Dhaka University Institutional Repository

ইবনুল হাজ্জাজ, (৩) সমরকন্দে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদুর রহমান আদ-দারিমী এবং (৪) বুখারায় মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল্-বুখারী (রহঃ)। [৬৭]

তিনি আরও বলেন ঃ [৬৮] - مَا قَدِمَ عَلَيْنَا مِثْلُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ -

মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল (রহঃ)-এর ন্যায় কোন লোক ইতোপূর্বে আর আমাদের মধ্যে আর্বিভূত হন নি।

ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে সর্বপ্রথম অবলোকন করার পর তিনি বলেছিলেন ঃ

مَرْحَبًا بِمَنْ أَفْتَخِرُ بِهِ مُنْذُ سِنِيْنَ - [৬৯]

সুদীর্ঘকাল থেকে কালান্তরে যাঁকে নিয়ে আমি গর্ববোধ করতে পারি তাঁকে স্বাগতম ।

ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বয়ং বলেন'ঃ 'আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ)[৭০] আমাকে কখনও কখনও খুরাসানের মাশায়িখ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন যে, তাঁদের মধ্যে বড় শায়খ কে কে ? উত্তরে আমি

ও মুহাম্মদ ইব্ন সাবিক প্রমুখ। তাঁর ছাত্র সংখ্যা ছিল অসংখ্য। তার মধ্যে আবূ হাফস, মুসলিম, আবূ হাতিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজাহ্, নাসা'ঈ রাহিমাহুমুল্লাহ্ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর সম্পর্কে হাফিয যাহাবী (রহঃ) বলেন ঃ كَانَ مِنْ أَفْرَادِ الدَّهْرِ حِفْظًا وَذَكَاءً وَإِخْلَاصًا وَعِلْمًا وَعَمَلًا

আবূ যুর'আহ্ স্মরণশক্তি, প্রতিভা ও মেধাশক্তি, ইসলামী জ্ঞান, দ্বীন পালন ও সহীহ 'আমলের দিক দিয়ে ছিলেন অতুলনীয়। তিনি এক লক্ষ সনদের হাদীস লিখে নিয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণের সাক্ষ্য এই ঃ كَانَ يَحْفَظُ سَبْعَمِائَةَ الف حَدِيثٍ তিনি সাত লক্ষ হাদীসের হাফিয ছিলেন। আবূ যুর'আহ্ আর-রাযী ২৬৪/৮৭৭ সনে ইন্তিকাল করেন।

আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৫৭-৫৫৮ ; মুহাম্মদ আবূ যাহ্, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৪৫-৩৪৬ ; ইব্ন কাসীর, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৭।

৬৭. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৬ ; *তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩ ; যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৮।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ بِنْدَارٌ (محمدُ بنُ بشار) : حُفَاظُ الدُّنْيَا أَرْبَعَةٌ : أبو زُرْعَةَ بِالرَّيِّ ، وَمُسْلِمُ بنُ الحَجَّاجِ بِنَيْسَابور ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحمنِ الدَارِمِي بِسَمَرْقَنْدَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إسماعيلَ البُخَارِيّ بِبُخَارِى-

৬৮. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৭।

৬৯. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৭ ; *হুদা আস্-সারী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৩ ; যাকারিয়া আন-নববী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৯।

৭০. 'আলী ইবনুল মাদীনী একজন বড় মাপের মুহাদ্দিস ছিলেন। হাদীস শিক্ষায় যাঁরা তাঁর উস্তায ছিলেন, তাঁদের তালিকা দীর্ঘ। তা দেখলে সহজেই ধারণা করা যায় যে, তিনি হাদীস শিক্ষায় অদম্য উৎসাহে

Dhaka University Institutional Repository

তাঁকে মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম (রহঃ)-এর কথা জ্ঞাপন করতাম। কিন্তু তিনি তাঁকে চিনে উঠতে পারেন নি। অবশেষে একবার তিনি আমাকে বললেন, হে বৎস ! তুমি আমাদের কাছে যার কথাই বলবে, তাঁকেই আমরা খুরাসানের বড় শায়খরূপে গ্রহণ করে নিব।[৭১]

হামিদ ইব্‌ন 'আলী একবার 'আলী ইব্‌নুল মাদীনী (রহঃ) (মৃঃ ২৩৪/৮৪৮)-এর নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহঃ)-এর উক্তি পেশ করে বলেন ঃ আমি 'আলী ইব্‌নুল মাদীনী ব্যতিরেকে আর কারও কাছে নিজেকে তুচ্ছ বলে ভাবতে পারি না। একথা শুনে 'আলী ইব্‌নুল মাদীনী রহস্য করে বললেন ঃ

ذَرُوْا قَوْلَه هُوَ مَا رَاٰى مِثْلَ نَفْسِه - [৭২]

তাঁর কথা ছাড় । সে তাঁর সমকক্ষ আর কাউকে দেখতে পায় নি ।

দেশ-দেশান্তর পরিভ্রমণ করেছেন। মক্কা, মদীনা, বাগদাদ, কূফা প্রভৃতি হাদীসকেন্দ্র ও হাদীসসমৃদ্ধ শহরসমূহ ঘুরে ঘুরে তিনি রাসূলে করীম (সাঃ)-এর হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেন। ইয়ামন শহরে তিনি এ উদ্দেশ্যেই একাদিক্রমে তিন বৎসরকাল অতিবাহিত করেন। কিন্তু ইয়ামনে অবস্থানের সময় তিনি হাদীসের প্রাথমিক ছাত্র ছিলেন না ; বরং এর পূর্বেই তিনি হাদীসের এক বিরাট সম্পদ স্বীয় বক্ষে ধারণ করেছিলেন। তিনি 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর, হাম্মদ ইব্‌ন যায়দ, সুফিয়ান ইব্‌ন 'উয়াইনাহ, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদুল কাত্তান, 'আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহ্‌দী, আবূ দাউদ তায়ালিসী প্রমুখ বড় বড় মুহাদ্দিসগণের নিকট হতে হাদীস গ্রহণ করেন।

হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে তিনি অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি উব্বাদ ইব্‌ন সুহাইব নামক একজন বর্ণনাকারী সূত্রে ত্রিশ হাজার হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন ; কিন্তু পরে তার সত্যবাদিতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হওয়ায় তিনি তা সবই প্রত্যাখ্যান ও অগ্রাহ্য করেন।

তিনি একজন দক্ষ গ্রন্থ-প্রণেতাও ছিলেন, হাদীস সম্পর্কিত 'ইলমের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইতোপূর্বে অপর কোন মুহাদ্দিসই এসব বিষয়ে কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি। তিনি ১৬১/৭৭৭ সনে বসরা নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৩৪/৮৪৮ সনে ইন্তিকাল করেন।

আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৪২৮-৪২৯ ; ইব্‌ন হাজার, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩৫৪ ; মুহাম্মদ আবূ যাহ্, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩৪৩ ।

৭১. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৭ ; *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৩ ; যাকারিয়া আন্ -নববী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬৯।

মূল 'আরবী ঃ

وَقَالَ البخارِيُّ : كَانَ عَلِيُّ بنُ المَدِيْنِيِّ يَسَالُنِى عَن شُيوخِ خُرَاسانَ ، فكُنتُ اَذكُرُ له مُحمَّدَ بَنَ سَلَامٍ فلا يَعرِفُه اِلىٰ اَنْ قالَ لِى يومًا : يَا أباَ عَبدِ اللهِ كلُّ مَن اَثنيتُ عَليه فَهو عِندنا الرِّضَا -

৭২. *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৩ ; *তাহ্‌যীবুত্ তাহ্‌যীব,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২ ; যাকারিয়া আন-নববী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

ফাত্‌হ ইব্‌ন নূহ (রহঃ) বলেন ঃ আমি একবার 'আলী ইব্‌নুল মাদীনী (রহঃ)-এর দরবারে আগমন করে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল্‌-বুখারী (রহঃ)-কে তাঁর ডান পার্শ্বে উপবিষ্ট দেখতে পেলাম এবং প্রত্যক্ষ করলাম, 'আলী ইব্‌নুল মাদীনী যখনই কোন হাদীস বর্ণনা করছেন তখনই তাঁর দিকে ফিরে তাকাচ্ছেন- যেন তিনি তাঁকে ভয় পাচ্ছেন।[৭৩]

'আমর ইব্‌ন 'আলী আল্‌-ফাল্লাস (রহঃ) বলেন ঃ

حَدِيثٌ لَا يَعْرِفُهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ لَيْسَ بِحَدِيثٍ -[৭৪]

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহঃ) অবগত নন, এমন কোন হাদীস থাকতেই পারে না। আবূ মাস'আব মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর আল-মাদীনী (রহঃ) বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহঃ) আমাদের মধ্যকার সেরা ফকীহ্‌ এবং আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (রহঃ)-এর চেয়েও অধিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তাঁর সভাষদগণের একজন বলে উঠল, সম্ভবত আপনি একটু বাড়িয়েই বলেছেন। জবাবে আবূ মাস'আব (রহঃ) (মৃঃ ২৯২/৯০৪) বললেন ঃ "তুমি যদি ইমাম মালিক (রহঃ)-কে পেতে এবং ইমাম মালিক ও ইমাম বুখারী (রহঃ) উভয়ের চেহারার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে, তবে নির্দ্বিধায় বলে উঠতে, ফিক্‌হ এবং হাদীস শাস্ত্রে উভয়ের মধ্যে এতটুকুও ব্যবধান নেই।"[৭৫]

আবূ বকর ইব্‌ন আবী শায়বা (রহঃ) (মৃঃ ২৩৫/৮৪৯) এবং 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমাইর (রহঃ) (মৃঃ ২৩৪/৮৪৮) বলেন ঃ

مَا رَأَيْنَا مِثْلَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ-[৭৬]

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল (রহঃ)-এর ন্যায় এতবড় বিশাল ব্যক্তিত্ব ইতোপূর্বে আমরা আর কাউকে দেখতে পাই নি।

---

৭৩. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৮ ; *হুদা আস্‌-সারী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৩ ।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ فَتحُ بنُ نُوحٍ : اتيتُ عَلِيَّ بنَ المَدِينيِّ فرأيتُ مُحَمَّدَ بنَ إسماعِيلَ جَالِسًا عَنْ يَمِينِه ، وكَانَ إذا حَدَّثَ التَفتَ إليه كأنه يَهابُه -

৭৪. *হুদা আস্‌-সারী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৩ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৮ ; যাকারিয়া আন্‌-নববী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৯ ; ইব্‌ন কাসীর, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৯।

৭৫. *হুদা আস্‌-সারী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮২ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৯।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ أبو مُصعبٍ محمدُ بنُ ابى بَكرٍ المَدِينيُّ : محمدُ بنُ إسماعيلَ أفقهُ عندنَا وَأبصَرُ مِن ابنِ حَنبلٍ فقَال له رَجلٌ من جُلسَائه : جاوزتَ الحَدَّ ، فقال أبو مُصعَب لو أدركتَ مَالكًا وَنظرتَ إلى وَجْهه ووَجهِ مُحمدِ بن إسماعيلَ لقلتَ : كِلاهُمَا وَاحدٌ فى الفِقْهِ والحَدِيثِ -

৭৬. ইব্‌ন কাসীর, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৮ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৯ ; যাকারিয়া আন্‌-নববী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

মাহমুদ ইব্নুন্ নাযার আশ্-শাফি'ঈ (রহঃ) বলেন ঃ আমি বসরা, সিরিয়া, কূফা, হিজাযসহ প্রভৃতি বহু নগরীতে পরিভ্রমণ করেছি এবং তথাকার সেরা জ্ঞানী, গুণী ও পণ্ডিতকে দেখেছি, যখনই তাঁদের মধ্যে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর আলোচনা এসেছে, অবাক হয়ে শুনলাম, নির্বিশেষে সবাই নিজেদের ওপর তাঁকে প্রাধান্য দিয়ে বক্তব্য পেশ করছেন।[৭৭]

সালেহ ইব্ন মুহাম্মদ আল বাগদাদী (রহঃ) বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহঃ) বাগদাদে অবস্থানকালে আমি তাঁর থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস পেতাম । তাতেই তাঁর মজলিসে বিশ হাজারেরও বেশী জ্ঞানান্বেষী সমবেত হয়ে পড়ত ।[৭৮]

ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (রহঃ) (মৃঃ ১৬৪/৭৮০) বলেন ঃ খুরাসানে হাফিযুল হাদীসের সংখ্যা চারজনে এসে শেষ হয়ে যায়। যথা ঃ আবূ যুর'আহ আর-রাযী, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহঃ), মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ (রহঃ), 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদুর রহমান আদ্-দারিমী (রহঃ)।[৭৯]

তিনি আরও বলেন ঃ مَا اَخرَجَتْ خُرَاسَانُ مِثْلَ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمَاعِيْلَ -[৮০]

খুরাসানে মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহঃ)-এর মত জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ আর কেউ জন্ম গ্রহণ করেন নি।

ইয়া'কূব ইব্ন ইব্রাহীম আদ্-দাওরাকী (রহঃ) (মৃঃ ২৫২/৮৬৬) বলেন ঃ

مُحَمَّدُ بنُ اِسمَاعِيلَ فَقِيهُ هَذِهِ الاُمَّةِ -[৮১]

মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল হচ্ছেন এ উম্মতের জ্ঞানসমৃদ্ধ ফকীহ্ ।

---

৭৭. *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৫ ; ইব্ন কাসীর, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৮ ; যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬৯ ; *তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৯ ।

৭৮. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২০ ; যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৭০ ।

মূল 'আরবী ঃ

قَال صَالحُ بنُ مُحمدِ البَغْدَادِيُّ : كَانَ مُحمدُ بنُ اِسْمَاعِيلَ يَجلِسُ بِبَغْدَادَ وَكُنتُ اَستمِلى لَه وَيَجتَمِعُ فِى مَجلِسِه اَكثرُ مِن عِشْرِيْنَ الفًا -

৭৯. *তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪ ; আস্-সুবকী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৭ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২১ ; যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬৮ ।

৮০. *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮২ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২১০ ; যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬৮ ; ইব্ন কাসীর, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৮ ; *তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪ ; মুহাম্মদ আবুল হুসাইন, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৭৭।

৮১. *তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪ ; আস্-সুবকী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৯ ; ইব্ন কাসীর, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৯ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২২ ।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুর রহমান আল-ফকীহ্ বলেন ঃ একদা বাগদাদবাসীরা মিলে মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহঃ)-এর নিকট ছন্দাকারে একটি চিরকুট লিখে পাঠালেন ঃ

الْمُسْلِمُوْنَ بِخَيْرٍ مَا بَقِيْتَ لَهُمْ - - - - - - وَلَيْسَ بَعْدَكَ خَيْرٌ حِيْنَ تُفْتَقَدُ-- [৮২]

মুসলিম মিল্লাত কুশলেই আছে যতদিন আপনি তাঁদের মধ্যে বিদ্যমান । আপনি বিহনে তাদের মধ্যে আর কোন কল্যাণ থাকবে না ।

ফযল ইব্নুল 'আব্বাস আর-রাযী (রহঃ) বলেন ঃ প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছি--এমন কোন হাদীস পেশ করতে পারি কি-না, যা ইমাম বুখারী (রহঃ) অবগত নন, কিন্তু কোন ক্রমেই তা আর সম্ভব হয়ে উঠে নি । অথচ আবূ যুর'আহ্ (রহঃ)-এর নিকট এমন অসংখ্য হাদীস উপস্থাপন করেছি যা তিনি আদৌ অবগত নন ।[৮৩]

আবূ হাতিম আর-রাযী (রহঃ)[৮৪] (মৃঃ ২৭৭/৮৯০) বলেন ঃ খুরাসানের স্নেহকূল থেকে তোমাদের মাঝে সৌভাগ্যক্রমে এমন এক ব্যক্তিত্বের আর্বিভাব ঘটেছে, যাঁর থেকে বড় হাফিযুল

---

৮২. ইব্ন কাসীর, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৮ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২২ ; *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৫ ।

৮৩. *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৫ ।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ فَضلُ بنُ الْعبَّاسِ الرَّازِىُّ : جَهَدتُ الجُهْدَ علَى أَن أَجِيَ بِحدِيثٍ لايعرفُه فما أَمكَنَنِى ، وَأنَا اَغرَبُ عَلَى ابِى زُرْعَةَ عَدَدَ شَعْرِه -

৮৪. মুহাম্মদ ইব্ন ইদ্রীস ইব্নুল মুনযার ইব্ন দাঊদ ইব্ন মিহরান আবূ হাতিম আল্-হানযালী আর-রাযী হাদীস বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর সমপর্যায়ের মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি ১৯৫/৮১০ সনে জন্মগ্রহণ করেন। ২০৯/৮২৪ সনে তিনি হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাহ্‌রাইন, মিসর, রামলাহ্, দামিশ্‌ক এবং তারসূস ইত্যাদি দেশে পায়ে হেঁটে সফর করেন। তার পর হিমস প্রত্যাবর্তন করে মক্কায় উপনীত হন এবং সেখান থেকে 'ইরাকে পৌঁছেন। এই দীর্ঘ সফর যখন তিনি সমাপ্ত করেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র বিশ বছর। তিনি তাঁর পুত্র 'আবদুর রহমানকে একবার বলেছিলেন ঃ

يَا بُنَيَّ مَشَيتُ علَى قَدَمِى فِى طَلَبِ الحَدِيثِ اكثَرَ مِنْ الَفِ فَرسَخٍ

হে প্রিয় পুত্র ! আমি হাদীসের সন্ধানে পায়ে হেঁটে হাযার ফার্লং-এরও বেশী পথ অতিক্রম করেছি।

'ইরাক পৌঁছে বসরা শহরে তিনি আট মাস পর্যন্ত অবস্থান করেন। এখানে নিদারুণ অর্থাভাবে পতিত হওয়ার কারণে তিনি স্বীয় ব্যবহার্য পোশাক-পরিচ্ছদ পর্যন্ত বিক্রয় করতে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত বিক্রয় করার মত অন্য কোন বস্তুই তাঁর নিকট অবশিষ্ট থাকল না। ফলে কয়েকদিন পর্যন্ত উপবাস থাকতে বাধ্য হন। কিন্তু এই কঠিন দারিদ্র ও নিদারুণ অসহায় হয়েও তিনি হাদীস শিক্ষার কাজ অব্যাহত রাখেন। বস্তুত এরূপ কষ্ট স্বীকার করেই তিনি 'ইলমি হাদীস শিক্ষা করেন এবং শেষ পর্যন্ত হাদীসের এক প্রখ্যাত হাফিয ও বিশেষ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ইমাম হওয়ার মর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হন। ২৭৭/৮৯০ সনে তিনি ইন্‌তিকাল করেন।

ইব্ন কাসীর, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫৯ ; আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫৬৭-৫৬৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস খুরাসানে আর জন্মান নি এবং যাঁর চেয়ে জ্ঞানসম্পন্ন 'আলিম বাগদাদে আর শুভাগমন করেন নি।[৮৫]

মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (রহঃ) (মৃঃ ২২৫/৮৩৯) বলেন ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) যেসব হাদীসকে জোরালোভাবে সমর্থন করতেন, সেসব হাদীসের ওপর তিনি লিখতেন ।

رَضِى الفَتٰى ، فَقِيلَ : مَنْ هٰذَا الفَتٰى ؟ -- هُوَ الَّذِى لَيْسَ مِثْلُهُ مُحَمَّدُ بْنُ اِسمَاعِيل [৮৬]

"যুবক হাদীসটিকে বিশুদ্ধরূপে গ্রহণ করেছে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল যুবকটি কে? উত্তরে তিনি বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহঃ), যাঁর সমকক্ষ সে নিজেই।"

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন জা'ফর (রহঃ) (মৃঃ ২৪৩/৮৫৭) বলেন ঃ আমার যদি ক্ষমতা থাকত, তাহলে আমি আমার জীবন থেকে একটা অংশ কেটে মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহঃ)-এর জীবনের সাথে সংযোজন করে দিতাম। কারণ, আমি মারা গেলে তো কেবল একজন ব্যক্তি মারা গেল, পক্ষান্তরে মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহঃ)-এর তিরোধানে জ্ঞান ভাণ্ডার উজাড় হয়ে যাবে।[৮৭]

রাজা ইব্ন আল-মুরজী (রহঃ) (মৃঃ ২৪৯/৮৬৩) বলেন ঃ

هُوَ اٰيَةٌ مِنْ اٰيَاتِ اللهِ يَمْشِى عَلٰى ظَهْرِ الاَرْضِ -[৮৮]

মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী হচ্ছেন মহান আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অন্যতম একটি নির্দশন, যা জ্বলজ্বলে অবস্থায় ধরণীর বুকে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) (২০৬/৮২১-২৭৯/৮৯২) বলেন ঃ 'ইরাক এবং খুরাসান অঞ্চলে সনদ শাস্ত্র, তারীখ ও হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ক্রটি নির্ণয়ে মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহঃ)-এর চেয়ে দূরদর্শী অভিজ্ঞ এবং ধীমান জীবনে আমি আর কাউকে দেখি নি।[৮৯]

---

৮৫. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৩ ; *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৪ ।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ أبو حَاتِمِ الرَّازِىُّ : يقدمُ عَليكمُ رَجلٌ مِن اَهلِ خُراسانَ ، لَم يخرُجْ مِنها أحفَظُ مِنه ، وَلا قَدم العِرَاقَ أعلمُ مِنه -

৮৬. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৩।

৮৭. *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৪।

মূল 'আরবী ঃ

قَال يَحيٰى ابنُ جَعْفَرَ : لَو قَدرتُ ان أَزِيدَ فى عُمرِ مُحمدِ بن إسماعِيلَ لفَعلتُ ، فَاِن مَوتِى يكونُ مَوتَ رجلٍ وَاحدٍ ، وَ مَوت مُحَمدِ بنِ إسماعيلَ ذهابُ العِلْمِ -

৮৮. ইব্ন কাসীর, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৯ ; *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৩- ৪৮৪।

৮৯. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৭ ; আস্-সুবকী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬ ; *তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫ ; যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াইহ্ (রহঃ)[৯০] (মৃঃ ২৩৭/৮৫১) বলেন ঃ হে জ্ঞানান্বেষী হাদীস বিশারদগণ ! এই যুবকটির দিকে দৃষ্টিপাত কর এবং তাঁর থেকে যা পার হাদীস লিপিবদ্ধ কর। কারণ, সে যদি হাসান ইব্‌ন আবুল হাসান অর্থাৎ হাসান বসরী (রাঃ)-এর যুগেও এ পৃথিবীতে পদার্পণ করত, তবুও তাঁর হাদীসের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রতি মানুষ মুখাপেক্ষী হত।[৯১]

আহমদ ইব্‌ন নাসর আল্-খাফফাফ (রহঃ) (মৃঃ ২৯৯/৯১১) বলেন ঃ হাদীস শাস্ত্রে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহঃ) ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াইহ্, আহমদ ইব্‌ন হাম্বল এবং অন্যান্য হাদীস বিশারদ অপেক্ষা বিশগুণ অধিক অভিজ্ঞ। তিনি আরও বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহঃ)-এর সামান্যতম সমালোচনা যে করল, আমার তরফ থেকে তার ওপর হাজার অভিশাপ। তিনি তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন এভাবে--

---

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ التِّرمِذِىُّ : وَلَم أَرَ أَحدًا بِالعِرَاقِ وَلا بِخُراسَانَ فِى مَعنَى العِلَلِ والتَّارِيخ ومَعرِفَةِ الاَسَانِيدِ أعلمَ مِنْ مُحمدِ بن إسماعِيلَ -

৯০. তাঁর পুরো নাম ঃ ইস্‌হাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মাখলাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আবূ ইয়া'কূব আল্-হানযালী আল্-মিরওয়াযী। তিনি ইব্‌ন রাহ্‌ওয়াইহ্ নামে প্রসিদ্ধ। আর এ রাহ্‌ওয়াইহ্ হল তাঁর পিতা ইব্‌রাহীমের উপাধি। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর তিনি 'ইরাক, হিজায, ইয়ামন, শাম ইত্যাদি শহর ও নগরের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, হাদীস বিশারদ ও ফকীহ্‌গণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন। তাঁর উস্‌তাযগণের মধ্যে জারীর ইব্‌ন 'আবদুল হামীদ আর-রাযী, সুফিয়ান ইব্‌ন 'উয়াইনাহ্, ওয়াকী' ইব্‌নুল জাররাহ্, ইব্‌ন 'উলাইয়াহ্ এবং 'আবদুর রায্‌যাক ইব্‌নুল হুমাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর তাঁর ছাত্র সংখ্যাও ছিল অসংখ্য। তার মধ্যে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল্-বুখারী, মুসলিম ইব্‌নুল হাজ্জাজ, আবূ 'ঈসা আত্-তিরমিযী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তিনি অনন্যসাধারণ তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন। অসংখ্য হাদীস তাঁর মুখস্থ ছিল। কয়েক সহস্র হাদীস তিনি কিতাব না দেখেই ছাত্রদেরকে পড়াতে পারতেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন ঃ

مَا سَمِعتُ شَيئًا قَطُّ اِلاَّ حَفِظتُه وَلاَ حَفِظتُ قَطُّ شَيئًا فَنَسِيتُه

আমি যা কিছু শুনি, তা সবই মুখস্থ করে ফেলি এবং যা মুখস্থ করি, তা আর কখনও ভুলি না। ইমাম ইব্‌ন রাহ্‌ওয়াইহ্ ২৩৮/৮৫২ সনে নীশাপূরে ৭৭ বৎসর বয়সে ইন্‌তিকাল করেন।
মুহাম্মদ আবূ যাহ্, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩৫০-৩৫১ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩৪৫।

৯১. ইব্‌ন কাসীর, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৮ ; *তাহ্‌যীবুত্ তাহ্‌যীব,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ إسحاقُ بنُ رَاهْوَيَه : يَا مَعشَرَ أَصحابِ الحَدِيثِ اُنظُروا إلى هٰذا الشَّابِّ واكتُبُوا عَنه فانَّه لَو كَانَ فِى زَمَنِ الحَسَنِ بنِ أَبِى الحَسَنِ (أى البصرىّ) لاَحتَاجَ اِلَيهِ النَّاسُ لِمَعرِفَتِه بِالحَدِيثِ وفِقهِهِ -

Dhaka University Institutional Repository

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ التَّقِيُّ الْفَتَى لَمْ أَرَ مِثْلَهُ -[৯২]

এমন পরিচ্ছন্ন, সংযমী, বিশুদ্ধ ও খাঁটি মানুষটি আমাদের নিকট এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যার সমতুল্য আমি আর কাউকে দেখি নি।

'আলী ইব্ন হাজার (রহঃ) (মৃঃ ৮৫২/১৪৪৮) বলেন ঃ অনুপম তিন মনীষীর জন্ম দিয়েছে খুরাসান। (১) রায় নগরীতে আবূ যুর'আহ্ আর-রাযী ; (২) বুখারা নগরীতে মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহঃ) এবং (৩) সমরকন্দ অঞ্চলে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদুর রহমান আদ্-দারিমী।

কিন্তু আমার মতে مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عِنْدِيْ أَبْصَرُهُمْ وَأَعْلَمُهُمْ وَأَفْقَهُهُمْ -[৯৩]

তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, প্রখ্যাত 'আলিম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ্ হচ্ছেন মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহঃ)।

'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্দুর রহমান আদ্ দারিমী সামারকান্দী (রহঃ) বলেন ঃ হারামাইন তথা পবিত্র মক্কা ও মদীনা, হিজায, সিরিয়া, কূফা ও বসরা প্রভৃতি অঞ্চলের মহান পণ্ডিতবর্গকে দেখেছি, কিন্তু আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহঃ)-এর ন্যায় এমন সর্বব্যাপী জ্ঞানী আর কাউকে পাই নি।

তিনি আরও বলেন ঃ আমাদের সবার চেয়ে জ্ঞানী, ফকীহ, হাদীস অন্বেষী ও বিষয়বস্তুর গভীরে পৌঁছে অবগাহনকারী গবেষক হচ্ছেন মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহঃ)।[৯৪]

'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ আল্ জু'ফী আল মুসনাদী (রহঃ) (মৃঃ ২২৯/৮৪৩) বলেন ঃ

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ إِمَامٌ ، فَمَنْ لَمْ يَجْعَلْهُ إِمَامًا فَاتَّهِمْهُ - [৯৫]

মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহঃ) হচ্ছেন একজন যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম। যে তাঁকে এ স্বীকৃতি দিল না, সে তাঁর প্রতি সঠিক আচরণ করল না।

---

৯২. আস্-সুবকী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৮ ; যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬৯ ; *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৫; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৮।

৯৩. ইব্ন কাসীর, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৯ ; *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৪ ; যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬৯ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৮।

৯৪. *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৪।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَبدِ الرَّحمنِ الدَّارِمِيُّ السَّمَرْقَنْدِيُّ : قَد رَأَيتُ العُلَماءَ بِالحَرَمَينِ وَالحِجَازِ وَالشَّامِ وَالعِرَاقَينِ فَمَا رَأَيتُ فِيهِمْ أَجْمَعَ مِن أَبِي عَبدِ اللهِ مُحمدِ بنِ اسماعيلَ البُخَارِي وَقَالَ : أَفقَهُنَا و أَعلَمُنَا و أَغوَصُنَا وأَكثَرُنا طَلَبًا -

৯৫. যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬৯ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৮ ; *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৫ ; *তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আয্-যাহ্‌লী (রহঃ) (১৭০/৭৮৬-২৫৮/৮৭১) বিভিন্ন সময় হাদীসের সূত্রে বর্ণিত ব্যক্তিদের নাম, উপনাম ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করতেন। তীর যেমন অবলীলায় তার লক্ষ্য ভেদ করে যায়, তেমনি ইমাম বুখারী (রহঃ) আদ্যোপান্ত তা বলে যেতেন-- যেন তিনি قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ সূরাটি মুখস্থ পাঠ করে যাচ্ছেন।[৯৬]

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাম্মাদুল আমালী (রহঃ) বলেন ঃ

وَدِدْتُ اَنِّى شَعْرَةً فِى صَدْرِ مُحَمَّدِ ابنِ اِسمَاعِيْلَ -[৯৭]

হায় আফসোস ! আমি যদি মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহঃ)-এর বিশাল বক্ষে একখানা পশম হিসাবে বিদ্যমান থাকার পরম সৌভাগ্য লাভ করতে পারতাম।

স্বয়ং ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ

আমার পরম আশা, আমি কারও গীবত বা নিন্দা করেছি এমন অভিযোগ যেন কেউ উত্থাপন করতে না পারে। এমতাবস্থায় যেন আমি আমার মহান আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করতে পারি।

তিনি আরও বলেন ঃ হাজার হাজার শায়খ থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছি ; কিন্তু আমার নিকট এমন কোন হাদীস নেই, আমি যার সনদ আদ্যোপান্ত বর্ণনা করতে পারব না।[৯৮]

আবূ বকর আল আ'ইয়ান (রহঃ) (মৃঃ ২৪০/৮৫৪) বলেন ঃ আমরা যখন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ আল্-ফারইয়াবী (রহঃ)[৯৯] (মৃঃ ২১২/৮২৭)-এর দরজায় বসে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল

---

৯৬. *হুদা আস্-সারী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৮ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২১ ; যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৯ ; ইব্‌ন কাসীর, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৯ ; ইব্‌নুল 'ইমাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩৫ ।

৯৭. *হুদা আস্-সারী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৫ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৮ ; যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭০।

৯৮. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০-১৩ ; *হুদা আস্-সারী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮০ ; ইব্‌ন কাসীর, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৯ ; ইব্‌নুল 'ইমাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩৫ ; যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৮ ; মুহাম্মদ আবুল হুসাইন, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৭৬ ; আস্-সুবকী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯।

মূল 'আরবী ঃ

وقَالَ الْبُخَارِىُّ : اِنِّى لَا رجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أحدٌ يُطَالِبُنِى أَنِّى اِغْتَبْتُه ، وَقَالَ كَتَبْتُ عَنْ اَلْفِ شَيْخٍ وَاَكْثَرُ ، مَا عِنْدِى حَدِيْثٌ اِلاَّ واَذْكُرُ اِسْنَادَه -

৯৯. তাঁর পুরো নাম ঃ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন ওয়াকিদুয্ যাবী। তিনি একজন প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ, 'ইবাদত গুযার, পরহেযগার ও হাদীসের হাফিয ছিলেন। তিনি 'ওমর ইব্‌ন যার, আওযা'ঈ, সুফিয়ান আস-সাওরী ও জারীর ইব্‌ন হাযিম (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেন। ইমাম বুখারী, 'আব্বাস আত্ তুরকুফী, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'ঈদ ইব্‌ন আবী মারইয়াম (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ كَانَ مِنْ اَفْضَلِ أهلِ زَمَانِه তিনি তাঁর যুগে উত্তম ব্যক্তিগণের অন্যতম ছিলেন। ইব্‌ন রানজুবিয়্যাহ্ (রহঃ) বলেন ঃ مَا رَأَيْتُ اَوْرَعَ مِنْه আমি তাঁর মত পরহেযগার আর কাউকে দেখি নি। তিনি ২১২/৮২৭ সনে ইন্তিকাল করেন।

আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করতাম, তখন তাঁর মুখে শশ্রুও গজায় নি। ইমাম বুখারী (রহঃ) পূর্ণিমা রাতে নবী করীম (সাঃ)-এর রাওযা পাকের পার্শ্বে বসে যখন "আত্ তারীখুল কাবীর" প্রণয়ন করেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠার বৎসর।[১০০]

না'ঈম ইব্ন হাম্মাদ (রহঃ) (মৃঃ ২২৮/৮৪২) বলেন ঃ

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فَقِيْهُ هٰذِهِ الأُمَّةِ -[১০১]

মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল (রহঃ) এ উম্মতের একজন ফকীহ্ বা সেরা পণ্ডিত।

'আবদান ইব্ন 'উসমান (রহঃ) (মৃঃ ২১২/৮৩৫) বলেন ঃ

مَا رَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ شَابًّا أَبْصَرَ مِنْه -[১০২]

মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল অপেক্ষা অধিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন যুবক আমার চোখে আমি আর কখনও দেখি নি।

ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সালাম বলেন ঃ হাদীস শাস্ত্রের প্রবাদ পুরুষ যথা--সা'ঈদ ইব্ন আবী মারইয়াম আল্-মিসরী (মৃঃ ২২৪/৮৩৮), না'ঈম ইব্ন হাম্মাদ (মৃঃ ২২৮/৮৪২), হুমাইদী (মৃঃ ২১৯/৮৩৪), হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (মৃঃ ২১৭/৮৩২), ইসমা'ঈল ইব্ন আবী উওয়াইস (মৃঃ ২২৬/৮৪০), আল-'আরাবী, আল্-হাসান আল্-খাল্লাল, ইব্ন 'উইয়াইনা (রহঃ)-এর শিষ্য মুহাম্মদ ইব্ন মায়মূনা, মুহাম্মদ ইব্ন আল-'আলা, আল্-আশাজ্জ (মৃঃ ২৫৭/৮৭০), ইব্রাহীম ইব্নুল মুনযির আল-খুযামী (মৃঃ ২৩৬/৮৫০) এবং ইব্রাহীম ইব্ন মূসা আল্-ফাররা (রহঃ)-এর ন্যায় যুগশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতবর্গও মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহঃ)-কে সম্মান করতেন এবং জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও প্রখর দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে সবাই নিজেদের ওপর তাঁকে প্রাধান্য দিতেন।[১০৩]

---

১০০. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৭-১৫ ।

১০১. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৭ ; *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৩ ; *তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪।

১০২. যাকারিয়া আন-নববী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৭ ; *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮২ ; *তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৪ ।

১০৩. *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮২ ; যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৭১ ।

মূল 'আরবী ঃ

وقَالَ إِبرَاهِيمُ بنُ مُحمدِ بن سَلَامٍ : ان الرتُوتَ (أى الرؤساء) من أَصْحابِ الحَديثِ مِثلَ : سَعِيدِ بنِ أبِي مَرْيَمَ المِصرِيِّ ، ونُعيم بنِ حمَّادٍ ، والحُمَيْدِيِّ ، والحَجَّاجِ بنِ منهالٍ واسماعِيلَ بن أَبِي أُوَيْسٍ، والعَرَبِيِّ ، والحَسَنِ الخَلَّالِ ، ومحمدِ بنِ مَيمُون صَاحِبِ ابنِ عُيَيْنَةَ ، ومُحمدِ بنِ العَلَاءِ والأَشَجِّ ، وابراهِيمَ بنِ المُنذِرِ الخزَامِي ، وإبراهِيمَ بنِ مُوسَى الفَرَّاءِ كُلهمْ كَانُوا يَهَابُونَ مُحمدَ بنَ إِسماعِيلَ ، ويَقضُونَ لَه عَلَى أَنفُسِهِم فِي النَّظَرِ والمَعرِفَةِ -

Dhaka University Institutional Repository

কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ সাকাফী (রহঃ) (মৃঃ ২৪০/৮৫৪) ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর উস্তায ছিলেন। তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, আমি বহুদিন ধরে প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণের খিদমতে অবস্থান করছি এবং যুগ যুগ ধরে তাঁদের কাছ থেকে অমূল্য জ্ঞান আহরণ করছি। কিন্তু আমার জ্ঞানবুদ্ধি উন্মেষ হওয়ার পর থেকে মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল (রহঃ)-এর মত সর্বগুণে গুণান্বিত আর কাউকে দেখি নি। ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর অনন্য সাধারণ প্রতিভা ও অতুলনীয় কর্মশক্তি দ্বারা রাসূলে করীম (সাঃ)-এর প্রিয় আমানতকে পরম বিশ্বস্ততার সাথে আহরণ করে সমস্ত জগদ্বাসীর জন্য যে অফুরন্ত কল্যাণ সাধন করেছেন, জগদ্বাসীও তাঁর যথাযথ গুরুত্ব অনুধাবন করতে এবং যথার্থ মূল্য দিতে আদৌ কার্পণ্য করে নি।[১০৪]

সমসাময়িক বিশিষ্ট 'আলিম আবুল হাসান আহ্মদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ 'আজালী (রহঃ) (মৃঃ ২৬১/৮৭৪) ইমাম বুখারী (রহঃ) সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন ঃ "আমি ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হাফিযুল হাদীস আর কাউকে দেখি নি।" ইমাম মুসলিম (রহঃ) সর্বগুণে গুণান্বিত ছিলেন বটে ; তবে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর ন্যায় তিনি ব্যাপক মর্যাদা ও কৃতিত্ব লাভ করতে সমর্থ হন নি। ইমাম বুখারী (রহঃ) যখন কোন বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা শুরু করতেন তখন আবূ যুর'আহ্ ও আবূ হাতিম রাযীর মত মহা বিদ্বান ব্যক্তিগণও তন্ময় হয়ে মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করতেন। এই উভয় মনীষী মন্তব্য করতে গিয়ে আরও বলেন, ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বয়ংই--ছিলেন এক উম্মত স্বরূপ, যিনি শ্রেষ্ঠতর জ্ঞানী এবং সর্বশাস্ত্রে ছিলেন পূর্ণ ওয়াকিফহাল। ইমাম আয্-যাহ্লী থেকেও তিনি কতক বিষয়ে ছিলেন অধিকতর জ্ঞানবান।[১০৫]

ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযাইমাহ্ (রহঃ)[১০৬] (২২৩/৮৩৭-৩১১/৯২৩) বলেন ঃ

---

১০৪. ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪২- ৪৩ ; *হুদা আস্-সারী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮২ ।

১০৫. ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৩।

১০৬. মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক আবূ বকর ইব্ন খুযাইমাহ্ আন্-নীশাপূরী হাদীস বিজ্ঞানের একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি রায়, বাগদাদ, বসরা, কূফা, সিরিয়া, জাযীরাহ্, মিসর ও ওয়াসত প্রভৃতি স্থান সফর করেন এবং বহু সংখ্যক খ্যাতনামা হাদীসবিদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর উস্তাযগণের মধ্যে ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়াইহ্ ও মুহাম্মদ ইব্ন হুমাইদ আর-রাযী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে মাহ্মূদ ইব্ন গায়লান, ইসহাক ইব্ন মূসা, আবী কুদামাহ্ আস্-সারাখসী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হাদীস শিক্ষার জন্য বিশেষ উৎসাহ ও সংকল্পপরায়ণ ছিলেন। ইমাম দারা কুতনী (রহঃ) বলেন ঃ كَانَ ابنُ خُزَيمَةَ اِمَامًا ثَبْتًا مَعْدُومَ النَّظِيْرِ ইব্ন খুযাইমাহ্ হাদীসের লব্ধ প্রতিষ্ঠ ইমাম ও তিনি নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। তাঁর কোন তুলনা হয় না। তিনি হাদীস ও দ্বীনী মাস'আলা মাসা'য়িল সম্পর্কে বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ৩১১/৯২৩ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

মুহাম্মদ আবূ যাহু, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৪৭-৩৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

مَا رَأَيْتُ تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاءِ أَعْلَمَ بِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ أَحْفَظَ لَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بِنِ إسماعيْلَ الْبُخَارِيِّ - [১০৭]

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী অপেক্ষা হাদীসশাস্ত্রে অধিক অভিজ্ঞ এবং এর অধিক সংরক্ষণকারী এ আকাশের নীচে আমি আর কাউকে দেখতে পাই নি।

হাফিয মূসা ইব্‌ন হারূন (রহঃ) (২১৪/৮২৯-২৯৪/৯০৬) বলেন ঃ সৌর জগতের সমগ্র মুসলিম সমাজ একত্র হয়ে সমবেত চেষ্টা করলেও ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর ন্যায় একজন লোক বের করতে পারবে না।[১০৮]

'আল্লামা তাকীউদ্দীন ইব্‌ন তাইমিয়াহ (রহঃ)[১০৯] (মৃঃ ৭২৮/১৩২৭) বলেন ঃ ইমাম বুখারী

---

১০৭. যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭০ ; তাকীউদ্দীন নাদাভী, ***মুহাদ্দিসীন-ই-'ইযাম আওর উনকে কারনামে***, ১ম সং (মাজলিস-ই-নাশরিয়াতে ইসলাম, করাচী, ১৪০৪/১৯৮৩), পৃঃ ১৪৫-১৪৬।

১০৮. ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৩।

১০৯. তাঁর পুরো নাম ঃ তাক্বীউদ্দীন আবুল 'আব্বাস আহ্‌মদ ইব্‌নুল মুফতী শিহাবুদ্দীন 'আবদুল হালীম ইব্‌ন 'আবদুস্ সালাম ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবিল কাসিম আল্-হাররানী। ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়াহ্ (রহঃ) মূলত হার্‌রানের এবং পরে দামিশ্‌কের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা ও দাদা ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ মুফতী ও মুজতাহিদ। তাঁদের নিকটই তাঁর 'ইল্‌মের হাতে খড়ি হয়। বিশ বছর বয়স হওয়ার পূর্বেই তিনি ফাত্‌ওয়া দেয়ার যোগ্য বিবেচিত হন এবং একুশ বছর বয়সে তিনি দারুল হাদীস শিক্ষাঙ্গনে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়াহ্ তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ, উসূলে ফিকহ, গণিত, এলজাবরা, ফারা'য়িয, কালামশাস্ত্রসহ সে যুগের সকল বিদ্যায় সমকালীন মুসলিম বিশ্বের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, ইব্‌ন তাইমিয়াহ্ যে হাদীস জানেন না, সেটি হাদীসই নয়। যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮) বলেন ঃ ফাতওয়া দেয়ার ব্যাপারে তিনি নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুসরণ করতেন না ; বরং সর্বদা অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে ফাতওয়া দিতেন। একজন মুজতাহিদ হওয়ার যোগ্যতা তাঁর ছিল। তাঁকে বিচারপতির পদ দেয়া হয়। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ৭১২ হিজরীতে তিনি তাতারী হামলাকারীদের বিরুদ্ধে সিরীয় সৈন্য দলের সাথে যুদ্ধে গমন করেন।

বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন। বড় বড় তিন শতাধিক (খণ্ডে বিভক্ত) কিতাবসমূহ ছাড়াও তাঁর রয়েছে অসংখ্য রেসালা ও ফাতওয়া। মিনহাজুস সুন্নাহ্, আর-রাদ্দু 'আলাল মানতিক্বিঈন, ইক্বতিযাউস সিরাতিল মুসতাক্বীম, আস-সিয়াসাতুশ শার'ইয়্যাহ্ প্রভৃতি গ্রন্থ ছাড়াও সম্প্রতি সৌদি 'আরব সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ৩৭ খণ্ডে সমাপ্ত তাঁর বৃহদায়তন ফাতাওয়া সংকলন 'মাজমূ'উল ফাতাওয়া' ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়াহ্'র বিশ্বজোড়া খ্যাতি তুঙ্গে এনে দিয়েছে।

তাঁর সংস্কারধর্মী তৎপরতায় ক্ষুব্ধ তৎকালীন 'আলিম সমাজের চক্রান্তে আটবারে মোট সাত বছর ইব্‌ন তাইমিয়াহ্‌কে জেলখানায় কাটাতে হয়। সেখানে বসে তিনি ১৯ খণ্ডে মোট পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করেন। জেলখানায় ছোট ভাই যয়নুদ্দীন 'আবদুর রহমান তাঁকে দেখাশুনা করতেন এবং শেষবারে তিনি ভাইয়ের সাথে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেন। কবর পূজার বিরুদ্ধে কলম ধরায় তথাকথিত হিংসুক 'আলিমদের চক্রান্তে শেষবারে তাঁকে আড়াই বছরের জেল দেয়া হয় এবং

Dhaka University Institutional Repository

(রহঃ) ছিলেন ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিশিষ্ট ইমাম এবং ইজতিহাদ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি।[১১০]

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী (মৃঃ ৮৫২/১৪৪৮) যথার্থই বলেছেন, ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর প্রশংসায় পরবর্তীদের উক্তিসমূহ যদি উদ্ধৃত করা যায়, তাহলে কাগজ শেষ হয়ে যাবে এবং আয়ু নিঃশেষিত হয়ে যাবে। এ যেন এক অতল সাগর বিশেষ। [১১১]

ইমাম মুসলিম (রহঃ) একদিন ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর কপালে চুম্বন করে বললেন ঃ

دَعْنِى حَتّٰى أُقَبِّلَ رِجْلَيْكَ يَا أُسْتَاذَ الأُسْتَاذِيْنَ وَسَيِّدَ الْمُحَدِّثِيْنَ وَ طَبِيْبَ الْحَدِيْثِ فِى عِلَلِهٖ - [১১২]

আমাকে আপনার পদযুগল চুম্বন করার অনুমতি দিন হে সমস্ত উস্‌তাযের উস্‌তায মুহাদ্দিসগণের শ্রেষ্ঠ এবং হাদীসের রোগের চিকিৎসক !

ইমাম মুসলিম (রহঃ) আরও বলেন ঃ কোন বিদ্বেষী ছাড়া আপনার প্রতি কেউ অসন্তুষ্ট হতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি-- পৃথিবীতে হাদীসশাস্ত্রে অভিজ্ঞ আপনার সমতুল্য দ্বিতীয় আর কেউ নেই।[১১৩]

সেখানে অবশেষে তাঁকে দোয়াত কলম হতেও বঞ্চিত করা হয়। এর পরেই তিনি অসুখে পড়েন এবং বিশ দিন পর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দু'ভাই মিলে ৮০ বার পবিত্র কুর'আন খতম করেন। ৮১ বারে ২৭ পারায় সূরা 'ক্বামার' শেষ হলে ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়াহ্ ৭২৮/১৩২৭ সনে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। ইন্না লিল্লাহি..........। কুর'আন-সুন্নাহ্‌র অকুতোভয় সিপাহ্‌সালার, কপর্দকহীন চিরকুমার, যুগশ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ, মুজতাহিদ, মর্দে মুজাহিদ ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়াহ্'র মৃত্যুতে সারা দেশে শোকের ছায়া নামে। সুদূর ইয়ামন ও চীনদেশেও তাঁর গায়েবানা জানাযার খবর পাওয়া যায়। দু'লক্ষ শোকাতুর পুরুষ ও পনের হাজার মহিলা ইমামের জানাযায় শরীক হন। দামিশ্‌কের সূফী সাধকগণের জন্য সংরক্ষিত গোরস্থানে স্বীয় ভাই শারফুদ্দীন 'আবদুল্লাহ্'র পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

ইব্‌ন রজাব, *কিতাবুয্ যা'য়িল 'আলা তাবাক্বাতিল হানাবিলাহ্*, ৪র্থ খণ্ড (দারুল মা'আরিফাহ্, বৈরুত, লেবানন, ১৩৭২/১৯৫৩), পৃঃ ৩৮৭-৪০৮ ; সুয়ূতী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫১৬-৫১৭ ; দাঊদী, *তাবাক্বাতুল মুফাস্‌সিরীন*, ১ম খণ্ড (মাকতাবা ওয়াহ্‌বাহ্, কায়রো, মিসর, ১৩৯২/১৯৭২, তাহ্‌কীক ঃ 'আলী মুহাম্মদ 'ওমর), পৃঃ ৪৫-৪৯ ; সালাহুদ্দীন, *দা'ওয়াতু শায়খিল ইসলাম*, ১ম সং (জোগাবাঈ, নয়া দিল্লী, ভারত, ১৯৯২), পৃঃ ২৭-৩৪।

১১০. ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৪।

১১১. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৪।

১১২. মুহাম্মদ আবুল হুসাইন, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৭৩ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০৪ ; যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৭০ ; *হুদা আস্-সারী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৮।

১১৩. *হুদা আস্-সারী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৮ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৯ ; যাকারিয়া আন-নববী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭০ ; ইব্‌নুল 'ইমাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩৪ ।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ : لَايُبْغِضُكَ إِلَّا حَاسِدٌ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَيْسَ فِى الدُّنْيَا مِثْلُكَ -

Dhaka University Institutional Repository

'আব্দুল ওয়াহিদ ইব্ন আদম তাওয়াবিসী বলেন ঃ এক রাতে আমি স্বপ্নযোগে রাসূলে করীম (সাঃ)-কে দেখতে পেলাম। তিনি সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) সহ এক স্থানে অপেক্ষমান অবস্থায় যেন কারও পথ পানে চেয়ে আছেন। সালাম বিনিময়ের পর আমি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ) ! আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কার আগমন প্রতীক্ষা করছেন ? রাসূলে করীম (সাঃ) জাওয়াব দিলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈলের প্রতীক্ষায় রয়েছি। তিনি আরও বলেন ঃ কিছুদিন গত হওয়ার পরই আমি হঠাৎ করে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর ইন্তিকালের খবর পেলাম। তখন আমি ঠিকমত হিসাব করে স্বপ্নের তারিখ ও সময় মিলিয়ে নিলাম। তাতে দেখতে পেলাম যে, ঠিক সেইদিন এবং সেই সময়ের মধ্যেই ইমাম বুখারী (রহঃ) মৃত্যু বরণ করেন ।[১১৪] এই স্বপ্নের মাধ্যমে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর পবিত্র আত্মা ইহধাম ত্যাগ করে অমরধামের সেই অনন্তলোকে আতিথ্য গ্রহণ করলে স্বয়ং রাসূলে করীম (সাঃ) তাঁর সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে অতিথির অভ্যর্থনা করেন।

নজম ইব্ন ফুযাইল নামক এক বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম (সাঃ) তাঁর রাওযা মুবারক থেকে বেরিয়ে এসেছেন এবং ইমাম বুখারী (রহঃ)-ও তাঁর পিছনে অনুসরণ করছেন। মহানবী (সাঃ) যে যে স্থানে পা রেখে অগ্রসর হচ্ছেন, ইমাম বুখারী (রহঃ)-ও তাঁর অনুসরণ করতে গিয়ে ঠিক ঐ সমস্ত স্থানসমূহে পা রেখে হাঁটছেন।[১১৫]

---

১১৪. *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯৩ ; ইব্নুল 'ইমাদ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৩৫ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩৪ ; আস-সুবকী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৪।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ عبدُ الوَاحِدِ بنُ ادم الطَّوَاويسيُّ : رَأيتُ النَّبىَّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم فِى النَّوم وَمَعه جَمَاعَةٌ مِن أَصْحَابِهِ وَهُوَ وَاقِفٌ فِى مَوْضِعٍ ، ذِكْرِهِ فَسَلَّمْتُ عَليهِ فَرد السَّلَام ، فَقلتُ مَا وُقُوفُكَ يَا رَسُوْلَ الله ؟ فَقَالَ انتَظِرُ مُحمدَ بنَ إسمَاعِيلَ البُخَارِىّ ، فَلمَّا كَانَ بَعدَ ايَّامٍ بَلغَنِى مَوتُه فَنَظرنَا فَإذا هُوَ قَدْ مَاتَ فِى السَّاعَةِ الَّتِى رَأيتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَيلهِ وَسَلم فِيهَا-

১১৫. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১০ ; *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৯ ; আস্ সুবকী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৮।

মূল 'আরবী ঃ

قَال النجمُ بنُ الفُضَيل : رأيتُ النَّبىُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم فِى المَنَام خَرجَ مِنْ قَرَيَة ماستى ، وَمُحمدُ بنُ إسمَاعِيلَ خَلفَه فَكانَ النَّبِىُ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ اذَا خَطا خُطْوةً يَخطُو مُحمدُ بنُ إسمَاعِيلَ وَيَضعُ قدمَه عَلى خُطوةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَيلهِ وَسَلمَ وَيَتَّبِعُ اثرَهَ-

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর বিশিষ্ট ছাত্র ফারবারী বলেন ঃ আমি রাসূলে করীম (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ। আমি বললাম, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈলের নিকট যাচ্ছি। মহানবী (সাঃ) বললেন, তাঁকে আমার সালাম জানিও।[১১৬]

প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আবূ যায়দ মারওয়াযী (মৃঃ ২৯৮/৯১০) বর্ণনা করেন ঃ আমি একদিন পবিত্র কা'বা ঘর সংলগ্ন স্থানে শায়িত ছিলাম, এমন সময় স্বপ্নে দেখতে পেলাম, রাসূলে করীম (সাঃ) সাদা পোশাক পরিহিত অবস্থায় আমার সামনে হাযির। তিনি আমাকে সম্বোধন করে বলেন, হে আবূ যায়দ ! তুমি আর কতকাল ধরে ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর কিতাব পড়াতে থাকবে? ওসব ছেড়ে দিয়ে এখন আমার কিতাব শিক্ষা শুরু কর। আমি সবিনয়ে নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনার কিতাব কোন্টি ? তখন মহানবী (সাঃ) স্নিগ্ধ কণ্ঠে জাওয়াব দিলেন, 'মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহঃ) যে অনবদ্য হাদীস গ্রন্থখানা সংকলন করেছেন, সেটিই হচ্ছে আমার কিতাব। [১১৭]

---

১১৬. *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৯ ; যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬৮ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১০ ; আস-সুবকী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৮।

মূল 'আরবী ঃ

قالَ محمدُ بنُ يوسفَ الفربَرىُّ : رَايتُ النَّبىَّ صَلى اللهُ عيله وسَلَّمَ فِى النَّومِ فقَالَ لِى ، أينَ تُريدُ ؟ فقلتُ أرُيدُ محمدُ بنَ إسماعيلَ البخارِىَّ ، فقَالَ اقرأه مِنّى السَّلامَ –

১১৭. *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৯ ; যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মৃত্যুর পর যাঁরা অমর, অবিস্মরণীয় ও মানুষের হৃদয়পটে চিরভাস্বর হয়ে রয়েছেন, ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁদের অন্যতম। তিনি তাঁদেরই একজন, যাঁদের তিরোধান মানব সমাজে অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি করে। তিনি সেই ব্যক্তিত্ব যিনি জীবনের সুদীর্ঘ একটি অধ্যায় হাদীস শিক্ষা, সংগ্রহ, অধ্যাপনা ও সংকলনের কাজে ব্যয় করেন। অক্লান্ত পরিশ্রম, কঠোর সাধনা, তীক্ষ্ম স্মরণশক্তির দ্বারা যিনি উম্মাতের অতি উল্লেখযোগ্য এক ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শ্রেষ্ঠ অবদান হলো তাঁর প্রণীত কালজয়ী হাদীস গ্রন্থ 'সহীহ মুসলিম'। সুদীর্ঘ পনের বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অবিশ্রান্ত সাধনার মাধ্যমে 'সহীহ মুসলিম' সংকলিত হয়। তাঁর পবিত্র জীবন হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণ সাধনায় আলোকদীপ্ত। তিনি গোটা জীবনব্যাপী রাসূলে করীম (সাঃ)-এর হাদীসের হিফাযতই করেছেন। যার ফলে সমগ্র মুসলিম মিল্লাত উপকৃত হয়েছে।

নাম, জন্ম ও বংশ পরিচয়

ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর নাম 'মুসলিম', পিতার নাম হাজ্জাজ। তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম 'আবুল হুসাইন' এবং উপাধি 'আসাকিরুদ্দীন'। 'আরবের একটি বিখ্যাত গোত্রের নাম ছিল 'কুশাইরা', ইমাম মুসলিম (রহঃ) সেই গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। খুরাসানের প্রসিদ্ধ শহর নীশাপূর[১১৮] ছিল তাঁর আবাসভূমি।[১১৯]

---

১১৮. নীশাপূর ইরান বা পারস্যের খুরাসান প্রদেশের চারটি প্রধান শহর (যথা ঃ নীশাপূর, মারভ, হিরাত ও বাল্খ)-এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মধ্যযুগের ইরানের অন্যতম বড় শহর।

নামটির উৎস প্রাচীন ফারসী নীউ-শাহপুহর (সুন্দর শাপূর) ঃ আর্মানী ভাষায় বলা হয় নিউ-শাপুহ, 'আরবীতে নায়সাবূর বা নীসাবূর, নূতন ফারসীতে নেশাপুর, ইয়াকূত-এর আমলে উচ্চারিত হত নিশাউর, বর্তমানে নীশাপূর। সরকারীভাবে কখনও কখনও শহরটিকে ইরানশাহ্-এর উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হত। বাংলা সাহিত্যে বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিক-কবি 'ওমর খাইয়্যাম-এর জন্মস্থানরূপেই শহরটি বেশী পরিচিত। অধুনা নীশাপূর রূপটিই বেশী প্রচলিত। কবি মোহিতলাল মজুমদার তাঁর "নাদির শাহের জাগরণ" কবিতাতে 'আরবী উচ্চরণরূপটির প্রতিরূপ গ্রহণ করেছেন, "নাইশাপুরের ধূলিতলে.........."। নীশাপূর শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাদশাহ্ ১ম আরদাশীর-এর পুত্র ১ম শাহপুহর। তিনি এ অঞ্চলে তুরানী পাহলিচাককে বধ করেন। কোন কোন লেখক বলেছেন যে, বাদশাহ ২য় শাহপুহর-এর শাসনামলের আগে শহরটির পত্তন হয় নি। ব্যাপক অর্থে--আত্-তাবাসায়ন, কূহিস্তান, নিসা, বেওয়ারদ, আবারশাহর, জাম, বাখারস, তোস বা তূস, যোযান ও ইসপারা'ঈন, এই জেলাগুলো নিয়ে নীশাপূর অঞ্চল গঠিত হয়েছে।

ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৪শ খণ্ড, পৃঃ ১৫৪।

১১৯. আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

হিজরী ২০২/৮১৭ মতান্তরে ২০৬/৮২১ খ্রিঃ অথবা ২০৪/৮১৯ সনে খুরাসানের অন্তর্গত নীশাপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[১২০]

তাঁর জন্মের সঠিক সন সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। তবে ঐতিহাসিকগণের নিরীক্ষণে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ২০৬/৮২১ সনে জন্মগ্রহণ করেন।

বংশ পরিচয় ঃ আল্-ইমাম আল্-হাফিয হুজ্জাতুল ইসলাম 'আসাকিরুদ্দীন আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নীশাপূরী। ইমাম মুসলিম (রহঃ) ছিলেন عُلُوْمُ الحَدِيْثِ বা হাদীস শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। বিশ্বের সকল হাদীস বিশারদ তাঁকে এ বিষয়ের একজন শ্রেষ্ঠ ইমাম বলে ঐকমত্য পোষণ করেন।[১২১]

সে যুগের বড় বড় মুহাদ্দিসগণ তাঁর নিকট হতে হাদীস শিক্ষা ও অধ্যয়ন করেছেন। তাঁর প্রতিভা ও যোগ্যতার অকপট স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁর সমকালীন ও পরবর্তীকালের বহু মনীষী।

শিক্ষা জীবন

ইমাম মুসলিম (রহঃ) মাতা-পিতার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন এবং উত্তম শিক্ষা লাভ করেন। সর্বপ্রথম তাঁর পিতা হাজ্জাজ আল-কুশাইরী (রহঃ) তাঁকে প্রাথমিক শিক্ষা দান শুরু করেন।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) নিজ জন্মভূমি নীশাপূরেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি অসাধারণ মেধা ও ধী-শক্তির অধিকারী ছিলেন। যার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই আনুষাঙ্গিক সকল বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে 'ইলমি হাদীসের' প্রতি মনোনিবেশ করেন।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) বার বা চৌদ্দ বছর বয়সে 'ইলমি হাদীস' অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর যুগের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদগণের নিকট হতে তিনি হাদীস শিক্ষা করেন। তাঁদের মধ্যে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত-তামীমী আন-নীশাপূরী (রহঃ) (মৃঃ ২২৬/৮৪০), আল-কা'নাবী (রহঃ) (মৃঃ ২২১/৮৩৫), আহমদ ইব্ন ইউনুস (রহঃ) (মৃঃ ২২৭/৮৪১), ইসমা'ঈল ইব্ন আবী উওয়াইস (রহঃ) (মৃঃ ২২৬/৮৪০), সা'ঈদ ইব্ন মানসূর (রহঃ) (মৃঃ ২২৭/৮৪১) প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।[১২২] অল্পদিনের মধ্যে ইমাম মুসলিম (রহঃ) নিজ সাধনা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে হাদীস শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করে ইমামের মর্যাদায় উন্নীত হন।

---

১২০. আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫৮৮ ; ইব্ন খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল-আ'ইয়ান ওয়া আম্বাই আব্নাইয যামান,* ৪র্থ খণ্ড, (মায়মানিয়া প্রেস, মিসর, ১৩১০/১৮৯২), পৃঃ ২৮০।

প্রসংগত উল্লেখ্য , হাফিয যাহাবী (রহঃ)-এর মতে ইমাম মুসলিম (রহঃ) হিজরী ২০৪ সনে জন্মগ্রহণ করেন। ইব্নুল আসীর এবং ইব্ন খাল্লিকানের মতে তিনি হিজরী ২০৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

তাকীউদ্দীন নাদাভী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৬৭।

১২১. সুবহী সালিহ, *'উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহূ,* ১ম সং (দারুল 'ইলম, বৈরুত, লেবানন, ১৪০৫/১৯৮৪), পৃঃ ৩৬৮।

১২২. আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি 'আউন ইব্‌ন সালাম' আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (১৬৪/৭৮০-২৪১/৮৫৫), ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর শাগির্‌দ হারমালাহ্‌ (রহঃ) (মৃঃ ২০৪/৮১৯), এবং প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াইহ্‌ (রহঃ)-এর নিকট থেকেও হাদীস শ্রবণ করেন।[১২৩]

ঐতিহাসিকগণের মতে, ইমাম মুসলিম (রহঃ) যে সময় মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আয্‌-যাহ্‌লী নীশাপূরী ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া নীশাপূরীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেন, ঠিক সেই সময়ে ইমাম বুখারী (রহঃ)-ও তাঁদের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করতেন। ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া হাদীস শাস্ত্রে যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম ছিলেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) হাদীস অধ্যয়নকালে তাঁদের উস্‌তায মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আয্‌-যাহ্‌লীর সাথে একটি বিশেষ মাস'আলায় ভিন্নমত পোষণ করেন। ক্রমেই এই মতবিরোধ এতই তীব্র আকার ধারণ করে যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) ইমাম যাহ্‌লীর পাঠকেন্দ্র ত্যাগ করে চলে আসেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে একদিন ইমাম যাহ্‌লী স্বীয় পাঠ কক্ষে ঘোষণা করেন যে, ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সাথে যেন তার কোন শিষ্য মিলিত না হয়। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সাথে ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি ইমাম বুখারী (রহ)-এর সাথে মিলিত হতেন এবং তাঁর নিকট হতে হাদীস শিক্ষা করতেন। এ বিষয়টি ইমাম যাহ্‌লী (রহঃ) স্বীয় ছাত্রদের মাধ্যমে অবগত হয়ে সহসা ঘোষণা দিলেনঃ

الا مَنْ كَانَ يَقُوْلُ بِقَوْلِ الْبُخَارِيْ فِيْ مَسْئَلَةٍ فَلْيَعْتَزِلْ مَجْلِسَنَا

'বিশেষ একটি মাস'আলায় যে ব্যক্তি ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মতের সাথে একমত পোষণ করে, সে যেন আমার এই মজলিস হতে চলে যায়।' এই ঘোষণা শোনার সাথে সাথে ইমাম মুসলিম (রহঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং পাঠকক্ষ ত্যাগ করলেন। তিনি অত্যন্ত ভদ্রতা ও বিনয়ের সাথে ইমাম যাহ্‌লীর নিকট হতে শ্রুত হাদীসসমূহের লিখিত সম্পদ ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তারপর তিনি যাহ্‌লীর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন।[১২৪]

আজীবন ইমাম বুখারী (রহ)-এর প্রতি ছিল তাঁর দারুণ ভক্তি ও ভালবাসা। তিনি তাঁর 'সহীহ' সংকলনে বুখারীর 'সহীহ'-এর অনুসরণ করেন।[১২৫] ইমাম মুসলিম (রহঃ) হাদীস শাস্ত্রে

---

১২৩. *Encyclopaedia of Islam.* Ej- Brill - v, vi - p - 756 ; ইব্‌ন খাল্লিকান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৮০ ; সুবহী সালিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৯৮।

১২৪. মুহাম্মদ আবূ যাহ্‌, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫১০ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০৩।

১২৫. মুস্‌তাফা সাবাঈ, *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত্‌ তাশ্‌রী'ইল ইসলামী* (আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, লেবানন, ১৩৯৬/১৯৭৬), পৃঃ ৪৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

বিশাল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি যে হাদীসের ইমাম ছিলেন এ বিষয়ে হাদীসতত্ত্ববিদগণ সম্পূর্ণ একমত।[১২৬]

অধ্যাপনা

ইমাম মুসলিম (রহঃ) হাদীস শিক্ষা গ্রহণের পর 'ইলমি হাদীসের অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর নিকট হতে অসংখ্য ব্যক্তি হাদীস শিক্ষা করেন, অধিকন্তু সেই যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণও তাঁর নিকট হতে হাদীস শিক্ষা করেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) হতে যারা 'ইলমি হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আবূ হাতিম আর-রাযী, মূসা ইব্‌ন হারূন, আহমদ ইব্‌ন সালামা, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সা'য়িদ, মুহাম্মদ ইবন মাখলাদ, আবূ ইসহাক, ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সুফিয়ান, আবূ মুহাম্মদ, আহমদ ইব্‌ন 'আলী কালানসী , ইমাম তিরমিযী (রহঃ) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১২৭]

তাঁরা সকলেই হাদীস শাস্ত্রে ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অবশ্য ইমাম তিরমিযী ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর সূত্রে মাত্র একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১২৮]

প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণের মন্তব্য এই যে, ইমাম মুসলিম (রহঃ) হাদীস শাস্ত্রে বিশাল ও মহাজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁরা সকলেই ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর অতি উচ্চ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বীকার করেন।

হাদীস অন্বেষণে বিদেশ ভ্রমণ

ইমাম মুসলিম (রহঃ) 'ইলমি হাদীস শিক্ষা লাভ করার উদ্দেশ্যে তৎকালীন মুসলিম জাহানের প্রায় সকল কেন্দ্রেই গমন করেন। বিশেষত 'ইরাক, হিজায, সিরিয়া, মিসর, রায়, ইয়ামেন প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করে তথায় অবস্থানকারী হাদীসের শ্রেষ্ঠ উস্‌তায ও মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াইহ্‌ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা, মুহাম্মদ ইব্‌ন মিহরান জামাল, আবূ গাস্‌সান, সা'ঈদ ইব্‌ন মানসূর, আবূ মুসাইয়্যেব প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) 'ইরাক, হিজায, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি স্থানে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর অনেক উস্‌তায এবং অন্যদের নিকট থেকেও হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণ করেন।[১২৯]

---

১২৬. সুবহী সালিহ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩৬৮।
১২৭. আয্‌-যাহাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫৮৮ ; মাওলানা মুহাম্মদ 'আব্দুর রহীম, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫৩১।
১২৮. *তাহ্‌যীবুত্‌ তাহ্‌যীব,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৭ ; ইব্‌ন খাল্লিকান, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৮০ ; আয্‌-যাহাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫৮৮।
১২৯. মুসতাফা সাবাঈ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৪৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস সংকলন

ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শ্রেষ্ঠ অবদান তাঁর সংকলিত 'সহীহ মুসলিম'। তিনি বিভিন্ন মুসলিম দেশের জ্ঞানকেন্দ্র সফর শেষে সুদীর্ঘ পনের বছর অক্লান্ত পরিশ্রম, অবিশ্রান্ত সাধনার মাধ্যমে চার লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং সেগুলো হতে এক লক্ষ পুনরাবৃত্ত হাদীস বাদ দিয়ে তিন লক্ষ হাদীস সংকলন করেন।[১৩০] এই তিন লক্ষ হাদীস যথেষ্ট যাচাই বাছাই করে সবদিক থেকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও সহীহ বলে প্রমাণিত হাদীসসমূহ নির্বাচন করে তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।[১৩১]

অর্থাৎ তিন লক্ষ হাদীস হতে বার হাজারের কিছু বেশী হাদীস তিনি নির্বাচন করেন এবং বাকীগুলো পরিত্যাগ করেন। একাধিকবার উদ্ধৃত হাদীসও এর অন্তর্ভুক্ত। আর তা বাদ দিয়ে হিসাব করলে মোট হাদীস সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় চার হাজার।[১৩২] তিনি এ গ্রন্থের হাদীসসমূহকে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেন নি। তিনি এতে ইসনাদের ওপর বিশেষ জোর দেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর গ্রন্থে এক একটি হাদীস বিভিন্ন ইসনাদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, যা একই ধরনের বা সামান্য পরিবর্তিত বিভিন্ন মতন-এর সূচনা হিসেবে কাজ করে। এ ধরনের নতুন ইসনাদ মূল গ্রন্থে 'হা' (তাহ্‌ভীল) অক্ষর দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে। এ গ্রন্থের শুরুতে ইমাম মুসলিম (রহঃ) উসূলুল হাদীস-এর একটি মূল্যবান উপক্রমণিকা (মুকাদ্দিমা) সংযোজন করেছেন।[১৩৩] গ্রন্থটি প্রণয়ন শেষ হলে ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাকে তৎকালীন প্রখ্যাত হাফিযুল হাদীস ইমাম আবূ যুর'আহ্ (রহঃ)-এর সামনে উপস্থাপন করেন। এ সম্পর্কে ইমাম মুসলিম নিজেই বলেছেন ঃ

عَرَضْتُ كِتَابِى هٰذَا عَلٰى اَبِى زُرْعَةَ الرَّازِىِّ فَكُلُّ مَا اَشَارَ اَنَّه لَهٗ عِلَّةً تَرَكْتُهٗ وَكُلُّ مَا قَالَ اِنَّهٗ صَحِيْحٌ وَلَيْسَ لَهٗ عِلَّةٌ خَرَّجْتُهٗ -[১৩৪]

---

১৩০. আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৮৯ ; যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১২২।

১৩১. ইব্ন খাল্লিকান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৮০।

১৩২. *তাদরীবুর রাবী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০ ; মুসতাফা সাবাঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৪৯।

১৩৩. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *ইমাম তাহাভী (রহঃ) জীবন ও কর্ম* (গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০৪/১৯৯৮), পৃঃ ৪৮ ; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৮।

প্রসংগত উল্লেখ্য, এ গ্রন্থে তাফসীর সম্পর্কিত হাদীস সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে 'আবদুল 'আযীয (রহঃ) গ্রন্থটিকে জামি'-এর অন্তর্ভুক্ত করেন নি। তবে কাশফুয-যুনূন-এর সংকলক এ'কে আল-জামি' বলে উল্লেখ করেছেন।

হাজী খলীফা, *কাশফুয যুনূন, 'আন্ আসামিল কুতুবি ওয়াল ফুনূন*, ২য় খণ্ড, ১ম সং (মাতবা'আতুল 'আলম, মিসর, ১৩১০/১৮৯৩), পৃঃ ৫৫৫-৫৫৮।

১৩৪. নববী, *মুকাদ্দামা সহীহ মুসলিম*, পৃঃ ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

আমি এই গ্রন্থখানি ইমাম আবূ যুর'আহ্ আর্ রাযীর নিকট পেশ করেছি। তিনি যে যে হাদীসের সনদে ক্রটি আছে বলে ইঙ্গিত করেছেন, আমি তা পরিত্যাগ করেছি। আর যে যে হাদীসকে তিনি সহীহ বা ক্রটি মুক্ত বলেছেন, আমি কেবল তা-ই এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম মুসলিম (রহঃ) কেবলমাত্র নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর নির্ভর করেই কোন হাদীসকে সহীহ মনে করেন নি ; বরং প্রত্যেকটি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সমসাময়িক অন্যান্য মুহাদ্দিসের মতামতও চেয়েছেন। সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মতামত দিয়েছেন, কেবল সেটিই তিনি তাঁর গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। এ সম্পর্কে তাঁর নিজের উক্তি ঃ

لَيْسَ كُلَّ شَيْئٍ عِنْدِىْ صَحِيْحٌ وَضَعْتُهُ هُهُنَا وَاِنَّمَا وَضَعْتُ هُهُنَا مَا اَجْمَعُوْا عَلَيْهِ -[১৩৫]

কেবল আমার বিবেচনায় সহীহ হাদীসসমূহই আমি এ গ্রন্থে শামিল করি নি ; বরং সেসব হাদীসই সন্নিবেশিত করেছি, যার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ একমত।

ইমাম শারকী (রহঃ) বলেন ঃ অমি ইমাম মুসলিম (রহঃ)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে,

مَا وَضَعْتُ شَيْئًا فِى كِتَابِى هٰذَا الْمُسْنَدِ اِلاَّ بِحُجَّةٍ ، وَمَا اَسْقَطْتُ مِنْهُ شَيْئًا اِلاَّ بِحُجَّةٍ -[১৩৬]

আমার এ গ্রন্থে আমি প্রমাণ ছাড়া যেমন কোন কিছু সন্নিবেশ করি নি, তেমনি প্রমাণ ছাড়া কোন কিছু বাদও দেই নি।

এভাবে দীর্ঘ পনের বছর অবিশ্রান্ত সাধনা, গবেষণা ও যাচাই-বাছাই এর পর ইমাম মুসলিম (রহঃ) সহীহ হাদীসসমূহের এক সুসংবদ্ধ সংকলন তৈরী করেন।[১৩৭]

হাদীস সংগ্রহে সাবধানতা

ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁর এই কিতাবের বিন্যাস ও সংকলনে প্রভূত সতর্কতা অবলম্বন করেন। যে যুগে তিনি এই কিতাব সংকলন করেন, তখন হাদীস জাল করার একটি দুষ্ট ক্ষত ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করে। মূলত এ কারণেই তিনি তাঁর গ্রন্থের প্রারম্ভে একটি মুকাদ্দিমা (ভুমিকা) সংযোজন করেন। এই মুকাদ্দিমায় তিনি হাদীসের মূলনীতি ও বাছাই সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের অবতারণা করেন। তাঁর সহীহ গ্রন্থে হাদীস সন্নিবেশকালে এই শর্ত করেছেন যে, সকল রাবীকে 'আদিল ও সিকাহ্ হতে হবে, হতে হবে ক্রটিমুক্ত। এমন ব্যক্তির হাদীস তাঁর গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন, যে হাদীসের রাবী ও মারবী 'আনহু-এর মধ্যে সমবয়স্কতা বিদ্যমান। একই সাথে তিনি লক্ষ্য রেখেছেন যাতে কেবল সেসব হাদীসই গ্রহণ করা যায়, যার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইজমা' (ঐকমত্য) হয়েছে। কোন হাদীস যদি তাঁর মাপকাঠি অনুসারে সহীহ হয় এবং অন্য মুহাদ্দিসের নিকট সন্দেহজনক হয়, তবে সেটিও বাদ দিয়েছেন । কিন্তু কারও কারও মতে এত সতর্কতা সত্ত্বেও

---

১৩৫. মুসলিম, *আস্-সহীহ্ লি-মুসলিম,* ১ম খণ্ড (দারুল ফিক্র, বৈরুত, লেবানন, ১৪০৩/১৯৮২), পৃঃ ১৭৪।

১৩৬. আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫৭০।

১৩৭. *তাদরীবুর রাবী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

সহীহ মুসলিমে এমন কিছু হাদীস অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইজমা' স্থাপিত হয় নি। ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর নিকট ইজমা' অর্থ ইজমা'বি উম্মত নয় ; বরং সে যুগের বিখ্যাত শায়খগণের ইজমা'। শায়খ বলতে ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মু'ঈন 'উসমান ইব্‌ন আবী শায়বা ও সা'ঈদ ইব্‌ন মানসূর (রহঃ) প্রমুখকে বুঝায়।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) হাদীসের রাবীগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। প্রথম শ্রেণীতে রয়েছেন সেসব মুহাদ্দিস, যারা দিয়ানাত (সততা), সিকাহাত (বিশ্বস্ততা) এবং 'ইল্‌ম ও যুহ্‌দে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছেন সেসব হাদীসবিদ, যাঁরা প্রথম শ্রেণীর রাবীগণের চেয়ে কিঞ্চিৎ নিম্নমানের। তৃতীয় শ্রেণীর রাবীগণকে সাধারণভাবে অবিশ্বস্ত সাব্যস্ত করা হয়। ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁর এই কিতাবে প্রথম শ্রেণীর রাবীগণের হাদীস লিপিবদ্ধ করার শর্ত নিরূপণ করেন। কিন্তু প্রয়োজন বশত দ্বিতীয় শ্রেণীর রাবীগণের হাদীসও তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীর রাবী সম্পর্কে পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহ তিনি আদৌ তাঁর কিতাবে অন্তর্ভুক্ত করবেন না। ইমাম মুসলিম (রহঃ) ও ইমাম বুখারী (রহঃ) উভয়ের কিতাবকেই বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর গণ্য করা হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও এমন বহু রাবী আছেন যাঁদের থেকে ইমাম বুখারী (রহঃ) রিওয়ায়াত করেছেন ; কিন্তু ইমাম মুসলিম (রহঃ) করেন নি। কিংবা ইমাম মুসলিম (রহঃ) রিওয়ায়াত করেছেন ; কিন্তু ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁকে নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করেন নি। তার কারণ হল, তাঁরা তাঁদের কিতাবে সিকাহাতের যে-সব শর্ত নিরূপণ করেছেন, সেই মাপকাঠিতে এসব রাবী পুরোপুরি উত্তীর্ণ হন না। এমন কয়েকশ' রাবী আছেন, যাঁরা ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর কিতাবে গৃহীত হয়েছেন ; কিন্তু ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁদের নিকট থেকে কোন রিওয়ায়াত গ্রহণ করেন নি। অনুরূপভাবে এমন কয়েকশ' রাবীও আছেন, যাঁরা ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর কিতাবে স্থান পেলেও ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁদেরকে তাঁর শর্তের মাপকাঠিতে পুরোপুরি উত্তীর্ণ দেখতে পান নি। তাই তিনি তাঁদের নিকট থেকে কোন রিওয়ায়াত গ্রহণ করেন নি।[১৩৮]

শিক্ষকগণ

ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর বহু শিক্ষক রয়েছেন। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন ঃ

১. ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আত্‌-তামীমী আন্‌-নীশাপূরী আল-কা'নাবী (রহঃ) (মৃঃ ২১৪/৮২৯)।
২. আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (রহঃ) (মৃঃ ২২৭/৮৪১)।
৩. ইস্‌মা'ঈল ইব্‌ন আবী উওয়াইস (রহঃ) (মৃঃ ২২৬/৮৪০)।
৪. সা'ঈদ ইব্‌ন মানসূর (রহঃ) (মৃঃ ২২৭/৮৪১)।
৫. 'আউন ইব্‌ন সালাম (রহঃ)।
৬. ইমাম আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্বল (রহঃ) (মৃঃ ২৪১/৮৫৫)।

---

১৩৮. মুহাম্মদ হাসান রহমতী, *ইমাম মুসলিম ও সহীহ মুসলিম প্রবন্ধ,* ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা (জুলাই-সেপ্টেম্বর -১৯৯৬), পৃঃ ৪২- ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

এ সকল প্রখ্যাত হাদীসবিদ ছাড়া আরও অনেকের নিকট তিনি 'ইলমি হাদীস' অধ্যয়ন করেন।[১৩৯] যেমন ঃ

৭. ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর শাগিরদ হারমালাহ্ (রহঃ) (মৃঃ ২০৪/৮১৯)।

৮. প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইস্হাক ইব্ন রাহওয়াইহ্ (রহঃ) (মৃঃ ২৩৭/৮৫১)-এর নিকট থেকেও তিনি হাদীস শোনেন। কাজেই তিনিও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর উস্তায।

৯. ইমাম বুখারী (রহঃ) নীশাপুরে আগমন করলে, ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁকে উস্তায হিসাবে বরণ করে নেন। তাঁর হাদীস বিষয়ক বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার হতে যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞান আহরণ করেন।

১০. আবদুল্লাহ ইব্ন মুসলিম (রহঃ) ।

১১. ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সুফিয়ান (রহঃ) ।

১২. মুহাম্মদ ইব্ন মাখলাদ (রহঃ) (মৃঃ ৩৩১/৯৪২)।

১৩. আহমদ ইবন সালামা (রহঃ) (মৃঃ ২৮৬/৮৯৯)।

১৪. মূসা ইব্ন হারূন (রহঃ) (মৃঃ ২১৪/৮২৯)।

১৫. আবূ আওয়াল (রহঃ) ।

১৬. মুহাম্মদ ইব্ন মিহরান জামাল (রহঃ) (মৃঃ ২৩৯/৮৫৩)।

১৭. অবূ গাস্সান (রহঃ) (মৃঃ ২১৯/৮৩৪)।

১৮. সা'ঈদ ইব্ন মানসূর (রহঃ) (মৃঃ ২২৭/৮৪১)।

১৯. আবূ মুসাইয়্যেব (রহঃ)।[১৪০]

ছাত্রমণ্ডলী

ইমাম মুসলিম (রহঃ) 'ইলমি হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার ছিলেন। তাঁর যুগের বড় বড় মুহাদ্দিসগণ তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর বহু ছাত্র ছিল। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

১. ইব্রাহীম ইব্ন আবী তালিব (রহঃ) (মৃঃ ২৯৫/৯০৭)।

২. আবূ বকর ইব্ন খুযাইমা (রহঃ) (মৃঃ ২২৩/৮৩৭)।

৩. সাররাজ (রহঃ) (মৃঃ ৩১৩/৯২৫)।

৪. আবূ 'আওয়ানাহ্ (রহঃ) (মৃঃ ৩১৭/৯২৯)।

৫. আবূ হামিদ ইব্ন আশ্-শারকী (রহঃ) (মৃঃ ৩২৫/৯৩৬)।

---

১৩৯. আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৮৮।

১৪০. *Encyclopaedia of Islam.* Ej- Brill- v, vi - p - 756 ; ; ইব্ন খাল্লিকান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৮০।

Dhaka University Institutional Repository

৬. আবূ হামিদ ইব্ন আহমদ ইব্ন হামাদান আল্-আ'মাশী (রহঃ) (মৃঃ ৩১১/৯২৩)।
৭. ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সুফিয়ান আল্-ফকীহ্ (রহঃ)।
৮. মক্কী ইব্ন 'আবাদান (রহঃ)।
৯. 'আবদুর রহমান ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) (মৃঃ ৩২৭/৯৩৮)।
১০. মুহাম্মদ ইব্ন মাখলাদ আল্-'আত্তার (রহঃ) (মৃঃ ৩৩১/৯৪২)।
১১. আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা আত্-তিরমিযী (রহঃ) (মৃঃ ২৭৯/৮৯২)।
১২. মূসা ইব্ন হারূন (রহঃ) (মৃঃ ২১৪/৮২৯)।
১৩. আহমদ ইব্ন সালামা (রহঃ) (মৃঃ ২৮৬/৮৯৯)।
১৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'য়িদ (রহঃ)।
১৫. আবূ হাতিম আর রাযী (রহঃ) (মৃঃ ২৭৭/৮৯০)।
১৬. আহ্মদ ইব্ন 'আলী কালানসী (রহঃ) প্রমুখ।[১৪১]

গ্রন্থসমূহ

ইমাম মুসলিম (রহঃ) অনেক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে অধিকাংশই হাদীস সম্পর্কীয়। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত হাদীস সংকলন হল আস-সহীহু লি-মুসলিম। এছাড়াও তাঁর নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীর কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় ঃ

১। আল-মুসনাদুল কাবীর 'আলার রিজাল (المُسْنَدُ الكَبِيرُ عَلَى الرِّجَالِ)।
২। কিতাবু আল-জামি' 'আলাল আবওয়াব (كِتَابُ الجَامِعِ عَلَى الأَبْوَابِ)।
৩। কিতাবুল আসমা ওয়াল কুনা (كِتَابُ الأَسْمَاءِ وَالكُنَى)।
৪। কিতাবুত্ তাময়ীয (كِتَابُ التَّمْيِيزِ)।
৫। কিতাবুল 'ইলাল ওয়া কিতাবুল ওয়াহ্দান (كِتَابُ العِلَلِ وَكِتَابُ الوُحْدَانِ)।
৬। কিতাবুল ইফরাদ (كِتَابُ الأَفْرَادِ)।
৭। কিতাবুল আকরান (كِتَابُ الأَقْرَانِ)।
৮। কিতাবু সাওয়ালাতিহী আহমদ ইব্ন হাম্বল (كِتَابُ سُؤَالَاتِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ)।
৯। কিতাবু হাদীসি 'আমর ইব্ন শু'আইব (كِتَابُ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ)।
১০। কিতাবুল ইনতিফা' বি উহুবিস্ সিবা' (كِتَابُ الإِنْتِفَاعِ بِأُهُبِ السِّبَاعِ)।
১১। কিতাবু মাশায়িখি মালিকি ওয়া কিতাবু মাশায়িখি আস্-সাওরী
(كِتَابُ مَشَايِخِ مَالِكٍ وَكِتَابُ مَشَايِخِ الثَّوْرِيِّ)।
১২। কিতাবু মাশায়িখি শু'বা (كِتَابُ مَشَايِخِ شُعْبَةَ)।
১৩। কিতাবু ইফরাদিশ শামিয়ীন (كِتَابُ إِفْرَادِ الشَّامِيِّينَ)।

---

১৪১. আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৮৮ ; মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

১৪। কিতাবু মান লায়সা লাহু ইল্লা রাবিন ওয়াহিদ (كِتَابُ مَنْ لَيْسَ لَه اِلاَّ رَاوٍ وَاحِدٌ)।
১৫। কিতাবুল মুখাযরামিন (كِتَابُ الْمُخَضْرَمِيْن)।
১৬। কিতাবু আওলাদিস সাহাবা (كِتَابُ اَوْلاَدِ الصَّحَابَة)।
১৭। কিতাবু আওহামিল মুহাদ্দিসীন. (كِتَابُ اَوْهَامِ الْمُحَدِّثِيْن)।
১৮। কিতাবুত্ তাবাকাতিত্ তাবি'ঈন (كِتَابُ طَبَقَاتِ التَّابِعِيْن)।
১৯। আল্-জামি'উল কাবীর (الْجَامِعُ الْكَبِيْرُ)।
২০। কিতাবু রুআতিল ই'তিবার (كِتَابُ رُوَاةِ الاِعْتِبَار)।
২১। মুসনাদে ইমাম মালিক (مُسْنَدُ اِمَامِ مَالِكٍ) ইত্যাদি।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) সাহাবীগণের জীবনী বিষয়ক 'আল-মুসনাদুল কাবীর' রচনায় হাত দিলেও তা শেষ করে যেতে পারেন নি। একমাত্র 'আস্-সহীহু লি মুসলিম' ছাড়া তাঁর রচনাবলীর আর কোনটিই বর্তমানে পাওয়া যায় না।[১৪২] ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর গ্রন্থাবলীর মধ্যে সহীহ মুসলিম গ্রন্থটিই সমগ্র জগতে সমধিক প্রচার, প্রসার ও সমাদর লাভ করেছে।

ব্যক্তি জীবন ও পাণ্ডিত্য

ব্যক্তি জীবনে ইমাম মুসলিম (রহঃ) ছিলেন অত্যন্ত সরল ও অমায়িক প্রকৃতির মানুষ। জীবনের শুরু থেকে তিনি তাকওয়া পরহেযগারী ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। পবিত্র কুর'আনের বাণী ঃ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ [১৪৩]

হে বিশ্বাসী সমাজ ! মহান আল্লাহ্কে যথার্থভাবে ভয় কর এবং প্রকৃত মুসলমান না হয়ে ইন্তিকাল কর না।

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ - [১৪৪]

হে ঈমানদারগণ, তোমরা মহান আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।

পবিত্র কুর'আনের এ সকল আয়াতের ওপর 'আমল করে ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাকওয়া ও পরহেযগারীর অধিকারী হন। জীবনে তিনি কখনও কারও গীবত বা পরনিন্দা করেন নি। কেননা, এ সম্পর্কে তিনি সর্বদা মহান আল্লাহ্র এই আদেশ অনুসরণ করেছেন।

---

১৪২. আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫৮৮ ; *তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৮ ; ***Encyclopaedia of Islam.*** Ej- Brill - v, vi - p - 756
১৪৩. *আল্-কুর'আনুল কারীম,* সূরা আলে 'ইমরান, আয়াত ঃ ১০২।
১৪৪. *আল্-কুর'আনুল কারীম,* সূরা আত্-তাওবা, আয়াত ঃ ১১৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا - اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ، وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ الرَّحِيْم - [১৪৫]

'হে মু'মিনগণ ! তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ এবং কারও গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান কর না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে ? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাওবা কবূলকারী পরম দয়ালু।' আত্মনির্ভরতা ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়েও তিনি কখনও কোন দানশীল ব্যক্তির দারস্থ হন নি । অথচ হাদীস বিদ্যায় বিপুল পারদর্শিতা অর্জন করার দিক দিয়ে সমসাময়িকদের মাঝে কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। কারও কারও মতে তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর চেয়েও উচ্চস্থান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনা করে হাদীস শিক্ষা করেন এবং হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মুসলিম দুনিয়ায় পরিভ্রমণ করেন। বহু ত্যাগ ও কষ্টের মাধ্যমে মহানবী (সাঃ)-এর নির্ভরযোগ্য ও সহীহ হাদীসগুলো একত্রিত করে সহীহ মুসলিম গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) কেবলমাত্র সহীহ মুসলিমই লিপিবদ্ধ করেন নি ; বরং হাদীস সম্পর্কিত অন্যান্য গ্রন্থাবলীও রচনা করেছেন। যার কারণে তাঁর পাণ্ডিত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। তিনি সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য জীবনব্যাপী কাজ করে গেছেন। তিনি ছিলেন অন্যতম হাদীস বিশারদ। হাদীসের সনদ ও মতনের নির্ভরযোগ্যতা ছাড়া কোন অবস্থাতেই তাঁর সহীহ মুসলিম গ্রন্থে কোন হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন না। হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞানে তিনি ছিলেন খুবই অভিজ্ঞ এবং মহাপণ্ডিত। ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর মহামূল্যবান সংকলনসমূহ ও রচনাবলী তাঁর গভীর জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্যের অকাট্য প্রমাণ বহন করে। কাজেই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ইমাম মুসলিম (রহঃ) ছিলেন 'ইলমি হাদীসের একজন মহাপণ্ডিত।

মনীষীগণের দৃষ্টিতে ইমাম মুসলিম (রহঃ)

ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর প্রতিভা ও যোগ্যতার অকপট স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁর যুগ ও পরবর্তী যুগের বহু মনীষী। ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর উস্তায মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদিল ওয়াহ্‌হাব আল-ফার্‌রা (রহঃ) (মৃঃ ২৭২/৮৮৫) বলেন ঃ ইমাম মুসলিম (রহঃ) হলেন মানব জাতির মধ্যে অন্যতম 'আলিম

---

১৪৫. *আল্-কুর'আনুল কারীম,* সূরা আল্ হুজুরাত, আয়াত ঃ ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

ও 'ইলমের সংরক্ষণকারী। আমি তাঁর সম্পর্কে শুধু ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না।[১৪৬] আবূ বকর আল-জারূদীও ঠিক একই মন্তব্য করেছেন। মুসলিমা ইব্ন কাসিম (রহঃ) বলেন ঃ ইমাম মুসলিম (রহঃ) ছিলেন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য উঁচু মর্যাদার একজন ইমাম।[১৪৭]

ইমাম আবী হাতিম (রহঃ) (১৯৫/৮১০-২৭৭/৮৯০) বলেন ঃ আমি রায় নগরীতে তাঁর নিকট থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি। তিনি অন্যতম একজন বিশ্বস্ত হাফিযুল হাদীস। হাদীস বিষয়ে তাঁর ছিল গভীর জ্ঞান। আমার পিতাকে তাঁর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ঃ ইমাম মুসলিম (রহঃ) হলেন অত্যন্ত সত্যবাদী।[১৪৮] তিনি আরও বলেছেন ঃ হাদীসের হাফিয বলতে চারজনকেই বুঝায়। তাঁরা হলেন ঃ আবূ যুর'আহ্, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল, আদ-দারিমী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)।

ইবনুল আখরাম (রহঃ) (২৫০/৮৬৪-৩৪৪/৯৫৫) বলেন ঃ আমাদের এই শহরে তিনজন হাদীস বিশারদের জন্ম হয়েছে। তাঁরা হলেন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, ইব্রাহীম ইব্ন আবী তালিব ও মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহঃ)।[১৪৯]

---

১৪৬. *তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৭ ।

মূল 'আরবী ঃ

وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهّابِ الفَرَّاءُ شَيْخُ مُسْلِمٍ : كَانَ مُسلمٌ مِن عُلماءِ الناسِ وأَوْعِيةِ العِلمِ ، مَا عَلِمتُه إلاَّ خَيرًا -

১৪৭. *তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৭-১২৮ ।

মূল 'আরবী ঃ

قال مَسلمةُ بنُ قَاسِمٍ : ثِقَةٌ جَلِيلُ القَدْرِ مِن الأَئمَّةِ -

১৪৮. *তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৮ ; আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫৮৯ ; আবূ মুহাম্মদ আর-রাযী, *কিতাবুল জারহ্ ওয়াত্ তা'দীল,* ৮ম খণ্ড, ১ম সং (দা'ইরাতুল মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, ডিকান, ১৩৭২/১৯৫২), পৃঃ ১৮২-১৮৩।

মূল 'আরবী ঃ

قال ابنُ أَبِى حَاتِمٍ : كَتَبتُ عَنه بِالرَّى ، وكان ثِقَةً مِنَ الحُفَّاظِ ، له مَعرِفةٌ بِالحَدِيثِ سُئِلَ أبِى عَنه فقالَ صَدُوقٌ -

১৪৯. *তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৭- ১২৮।

মূল 'আরবী ঃ

قَال ابنُ الأَخْرَمَ : إِنما أَخرَجتْ مَدِينَتُنا هٰذه مِنْ رِجَالِ الحَدِيثِ ثَلاثةٌ ، محَمدَ بنَ يَحيىٰ ، وإبراهيمَ بنَ أبِى طَالِبٍ ومُسلمَ ابنَ الحَجَّاجِ -

Dhaka University Institutional Repository

আহ্‌মদ ইব্‌ন সালামাহ (রহঃ)[১৫০] (মৃঃ ২৮৬/৮৯৯) বলেন ঃ আমি আবূ যুর'আহ্ ও আবূ হাতিমকে তাঁদের যুগের অন্যান্য মাশায়েখের ওপর হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ইমাম মুসলিম (রহঃ)-কে প্রাধান্য দিতে দেখেছি।

হাফিয আবূ কুরাইশ (রহঃ) (মৃঃ ৩১৩/৯২৫) বলেন ঃ পৃথিবীতে হাদীসের হাফিয মাত্র চারজন। মুসলিম তাঁদের অন্যতম।[১৫১]

ইব্‌ন খাল্লিকান (রহঃ)[১৫২] ইমাম মুসলিম (রহঃ)-কে সহীহ হাদীস গ্রন্থের অধিকারী হাদীসের

---

১৫০. আবুল ফাযল আহমদ ইব্‌ন সালামাহ্ আন্-নীশাপূরী. হাদীস বিজ্ঞানের একজন প্রখ্যাত হাফিয ছিলেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) যখন বালখ ও বসরায় হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গমন করেন, তখন আহ্‌মদ ইব্‌ন সালামাহ্ তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন। তিনি বহু সংখ্যক প্রখ্যাত হাদীস বিশারদের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, কুতায়বাহ্ ইব্‌ন সা'ঈদ, ইব্‌ন রাহ্ওয়াইহ্, আবূ কুরাইব এবং 'উসমান ইব্‌ন আবী শায়বা প্রমুখ। তাঁর কাছ থেকে আবূ যুর'আহ্ আর-রাযী, ইব্‌ন ওয়ারাহ, আবূ হামিদ ইব্‌নুশ্ শারকী, আবুল ফযল মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী হাদীস শাস্ত্রের হুজ্জাত। অগাধ জ্ঞানের অধিকারী এবং উত্তম চরিত্রে বিভূষিত। তিনি ২৮৬/৮৯৯ সনে নীশাপূরে ইন্‌তিকাল করেন।

আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৩৭।

১৫১. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৬ ; আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৮৯।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ ابو قُرَيْشٍ الحَافِظُ : حُفَّاظُ الدُّنْيَا أَرْبَعَةٌ ، فَذَكَرَ مِنهُمْ مُسلمًا -

১৫২. 'আল্লামা শামসুদ্দীন আবুল 'আব্বাস আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন খাল্লিকান আল্-বার্‌মাকী আল্-ইরবিলী আশ্-শাফি'ঈ ছিলেন একজন 'আরব গ্রন্থকার। তিনি ৬০৮/১২১১ সনে মূসিলের নিকটবর্তী ইর্‌বিল (Arbela)-এ জন্মগ্রহণ করেন। এখানেই তিনি পিতা ব্যতীত উম্ম আল্-মুআয়্যিদ যায়নাব বিনত 'আবদুর রহমান এবং ইব্‌নুল মুকার্‌রাম আস্-সূফীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তারপর মূসিলে কামালুদ্দীন' মূসা ইব্‌ন ইউনুস-এর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। এরপর ৬২৬/১২২৮ সনে হাল্‌ব-এ আজ্-জাওয়ালীকী এবং ইব্‌ন শাদ্দাদের নিকট এবং তারপর দামিশ্‌কে শিক্ষা লাভ করেন। ৬৩৬/১২৩৮ সনে তিনি কায়রো যান এবং সেখানে কাযী'উল কুযাত ইউসুফ ইব্‌ন আল্-হাসান আস্-সিনজারীর সহকারী নিযুক্ত হন। ৬৫৯/১২৬০ সনে তিনি কাযি'উল কুযাত নিযুক্ত হয়ে দামিশ্‌কে গমন করেন। কিন্তু ৬৭৮/১২৭৯ সনে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে পদচ্যুত হন। ইব্‌ন খাল্লিকান কায়রোর মাদ্‌রাসা আল-ফাখরিয়্যায় সাত বছর অধ্যাপনা করেন। অতঃপর তাঁকে পুনরায় তাঁর পূর্বপদ প্রদান করা হয়। কিন্তু ৬৮০/১২৮১ সনে তিনি দ্বিতীয়বার পদচ্যুত হন। তারপর ১৬ই রজব ৬৮১ হিজরী, ২০শে অক্টোবর ১২৮২ খ্রিষ্টাব্দে, শুক্রবার দিন মাদ্‌রাসা আল-আমীনিয়্যায় অধ্যাপকের পদে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় ইন্‌তিকাল করেন। ৬৫৪/১২৫৬ সনে কায়রোতে তিনি তাঁর সর্বপ্রধান গ্রন্থ وَفِيَاتُ الأَعْيَانِ وَأَنْبَاءُ أَبْنَاءِ الزَّمَانِ রচনা শুরু করেন। দামিশ্‌কে চাকুরীর

Dhaka University Institutional Repository

অন্যতম ইমাম ও হাফিয এবং মুহাদ্দিসকূলের প্রধান স্তম্ভ বলে উল্লেখ করেছেন।[১৫৩]

ইমাম মুসলিম (রহঃ) সম্পর্কে প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণের অভিমত এরূপ ঃ ইমাম মুসলিম (রহঃ) হাদীস শাস্ত্রে বিশাল ও মহাজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, তিনি যে হাদীস শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন এ বিষয়ে বিশ্বের সকল হাদীস বিশেষজ্ঞ সম্পূর্ণ একমত।[১৫৪] তাঁরা সকলেই ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর অতি উচ্চ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বীকার করেন। ইমাম আবূ যুর'আহ্ এবং আবূ হাতিম (রহঃ) স্বীয় যুগের বড় বড় মাশায়িখ হতে ইমাম মুসলিম (রহঃ)-কে সর্বোচ্চ স্থান দিতেন।

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম ইস্হাক ইব্ন রাহ্ওয়াইহ্ (রহঃ) (মৃঃ ২৩৭/৮৫১) ইমাম মুসলিম (রহঃ)-কে বললেন ঃ যতদিন মহান আল্লাহ্ আপনাকে মুসলমানদের মধ্যে জীবিত রাখবেন, ততদিন তাঁরা কল্যাণ হতে বঞ্চিত হবে না।[১৫৫]

ইমাম হাকিম (রহঃ) (মৃঃ ৪০৫/১০১৪) বলেন ঃ ইমাম মুসলিম (রহঃ) ছিলেন দীর্ঘাকৃতির। মাথার চুল ও দাড়ি ছিল সাদা। পাগড়ির একটি দিক দু'কাধের মাঝখানে ছেড়ে দিতেন। তিনি ছিলেন কাপড় ব্যবসায়ী।[১৫৬]

'আল্লামা খাতীব বাগদাদী[১৫৭] (রহঃ) (মৃঃ ৪৬৩/১০৭০) বলেন ঃ

খাতিরে কিছু সময়ের জন্য তিনি এ কাজ স্থগিত রাখতে বাধ্য হন। অবশেষে ৬৭২/১২৭৪ সনে তিনি তা সমাপ্ত করেন। তাঁর স্বহস্তে লিখিত এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। যেহেতু এ শ্রেণীর প্রাচীন গ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্যান্য অধিকাংশ গ্রন্থই বিনষ্ট হয়ে গেছে। সেজন্য এই গ্রন্থটি জীবন-চরিত ও সাহিত্যের ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক।

ইব্ন কাসীর, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১৩ ; আস্-সুবকী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৪ ; ***সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ***, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৪-১২৫।

১৫৩. ইব্ন খাল্লিকান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৮০।
১৫৪. সুবহী সালিহ্, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩৬৮।
১৫৫. *তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৭-১২৮।
১৫৬. সাফিউদ্দীন, *খুলাসাতু তাহযীবিল কামাল*, ২৭শ খণ্ড (কায়রো,মিসর, ১৩২২/১৯০৪), পৃঃ ৫০৫ ; *তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৭।
১৫৭. আবূ বকর আহ্মদ ইব্ন 'আলী সাবিত ইব্ন মাহ্দী আল বাগদাদী ছিলেন হাদীসের হাফিয, ইমাম এবং 'ইরাক ও শামের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস। তিনি ৩৯২/১০০১ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দারযীজানের খাতীব ছিলেন। তিনি বিশাল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। হাদীস অন্বেষণের উদ্দেশ্যে তিনি বসরা, কূফা, রায়, মক্কা, মদীনা, দামিশ্ক ইত্যাদি দেশ সফর করেন। তাঁর প্রখ্যাত শিক্ষকগণের মধ্যে ইব্রাহীম ইব্ন মাখলাদ, হাসান ইব্ন 'আলী আন্-নীশাপূরী, আবুল কাসিম 'আবদুর রহমান আস্-সিরাজ, মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবূ 'আবদুল্লাহ আল্-হুমাইদী, 'আবদুল 'আযীয আল্-কাত্তানী, 'আবদুল্লাহ ইব্ন আহ্মদ আস্-সামারকান্দী প্রমুখ প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ ইসহাক সীরাযী আল্-ফকীহ্ খাতীব

Dhaka University Institutional Repository

أَحَدُ الاَئِمَّةِ مِنْ حُفَّاظِ الحَدِيْثِ وَهُوَ صَاحِبُ المُسْنَدِ الصَّحِيْحِ -[১৫৮]

সহীহ মুসলিমের প্রণেতা হচ্ছেন-- হুফফাযুল হাদীসের অন্যতম একজন ইমাম। আবূ 'আলী আল হুসাইন ইব্ন 'আলী আন-নীশাপূরী (রহঃ)[১৫৯] (মৃঃ ৩৪৯/৯৬০) বলেন ঃ

বাগদাদী সম্পর্কে বলেন ঃ

اَبُوبكرِ الخَطِيبُ يشبه بالدارَقُطنِى ونُظَرَائِه فِى مَعرِفَةِ الحَدِيثِ وَحِفظِهِ

হাদীসের জ্ঞান এবং সংরক্ষণে আবূ বকর আল্-খাতীব ছিলেন ইমাম দারা কুত্নীর সমকক্ষ।

শুজা' আয্ যাহ্লী বলেন ঃ والخَطِيبُ اِمامٌ مُصَنِّفٌ حَافِظٌ لَم يُدرِك مِثلَه

খাতীব বাগদাদী ইমাম, গ্রন্থ প্রণেতা ও হাদীসের হাফিয ছিলেন। তাঁর সমপর্যায়ে কেউ পৌঁছাতে পারেন নি। তিনি বহু গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। এ সম্পর্কে 'আল্লামা সাম'আনী (রহঃ) বলেন ঃ

لَهُ سِتَّةٌ وخَمسُونَ مُصَنَّفًا

খাতীব বাগদাদী রচিত গ্রন্থ সংখ্যা ৫৬টি । ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'দূন (রহঃ) বলেন ঃ

تَصَانِيفُ ابنِ ثَابتٍ الخَطِيبِ * الذمن الصَّبِى الغَضِ الرُّطبِ
يَرَاهَا اِذ رَوَاهَا مَن حَوَاهَا * رِيَاضًا لِلفَتَى اليَقِظِ الَّلبِيبِ
وَيَأخذُ حسن مَا قَدْ صَاعَ مِنْهَا * بِقَلبِ الحَافِظِ الفَطِنِ الاَرِيبِ
فَأيَةُ رَاحَةٍ ونَعِيم عَيشٍ * تُوَازِى كتبها بَل اَىَّ طيبٍ

তিনি ৪৬৩/১০৭০ সনে ইন্তিকাল করেন।

আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১৩৫-১১৪০।

১৫৮. মুহাম্মদ আবুল হুসাইন, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৩৭ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০০।

১৫৯. হাসান ইব্ন 'আলী ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন দাউদ আবূ 'আলী আন্-নীশাপূরী একজন অন্যতম মুহাদ্দিস ও হাফিযুল হাদীস ছিলেন। তিনি ২৭৭/৮৯০ সনে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর তিনি খুরাসান, হিজায, শাম, 'ইরাক, মিসর, জাযীরাহ্, জিবাল প্রভৃতি দেশে সফর করে সেখানকার বড় বড় 'আলিম ও শিক্ষাবিদগণের নিকট থেকে 'ইলমি হাদীস শিক্ষা করেন। তাঁর উস্তাযগণের মধ্যে ইব্রাহীম ইব্ন আবী তালিব, 'আলী ইব্নুল হুসাইন, জা'ফর ইব্ন আহ্মদ আল-হাফিয, হুসাইন ইব্ন ইদ্রীস, হাসান ইব্ন সুফিয়ান, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর আল-কূফী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

তাঁর সম্পর্কে আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকিম (রহঃ) বলেন ঃ

هُوَ وَاحِدُ عَصْرِه فِى الحِفْظِ والاِتْقَانِ والوَرَعِ والمُذَاكَرَةِ والتَصْنِيفِ

'আবদুর রহমান ইব্ন মুন্দাহ্ বলেন, আমি আমার আব্বাকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন ঃ

مَارَأيتُ فِى اختلافِ الحَدِيثِ والاِتقَانِ احفَظَ من اَبِى عَلِى النَّيسَابُورِىِّ -

আবূ 'আলী নীশাপূরী ৩৪৯/৯৬০ সনে ইন্তিকাল করেন।

আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯০২-৯০৫।

Dhaka University Institutional Repository

مَا تَحْتَ اَدِيْمِ السَّمَاءِ اَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمِ بْنِ الحَجَّاجِ فِى عِلْمِ الحَدِيْثِ -[১৬০]

হাদীস শাস্ত্রে মুসলিম ইব্‌নুল হাজ্জাজ (রহঃ)-এর এ গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ আকাশের নীচে আর নেই।

আবূ 'আমর আল-মুসতামেলী (রহঃ) (মৃঃ ২৮৪/৮৯৭) বলেন ঃ ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (রহঃ) ২৫১ হিজরীতে আমাদেরকে বলতেন আমরা লিখতাম, তবে তা-ই লিখতাম যা ইমাম মুসলিম (রহঃ) নির্বাচন করে দিতেন। একবার ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (রহঃ) ইমাম মুসলিম (রহঃ)-কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

لَنْ نَعْدَمَ الْخَيْرَ مَا اَبْقَاكَ اللهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ -[১৬১]

কখনও কল্যাণ বিলীন হবে না, যতদিন মুসলিম জাতির মধ্যে মহান আল্লাহ্ আপনাকে জীবিত রাখেন।

আবূ বকর আল-জারূদী (রহঃ)' বলেন ঃ মুসলিম ইব্‌নুল হাজ্জাজ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ; আর তিনি ছিলেন 'ইল্‌মি হাদীসে মহাজ্ঞানী।[১৬২]

আবূ 'আমর মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন হামাদান আল্‌-হীরী (রহঃ) (মৃঃ ৩১৭/৯২৯) বলেন ঃ আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী ও মুসলিম ইব্‌নুল হাজ্জাজ আন্‌-নীশাপূরী (রহঃ) মনীষীদ্বয়ের ব্যাপারে আবুল 'আব্বাস ইব্‌ন সা'ঈদ ইব্‌ন 'উকদাহ (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এ দু'জনের মধ্যে বড় 'আলিম কে ? জবাবে তিনি বলেন ঃ উভয়ই সমমানের বিজ্ঞ 'আলিম। আমি একাধিকবার এভাবে জিজ্ঞেস করেছি। কিন্তু বার বারই তিনি একই উত্তর দিয়েছেন।[১৬৩]

---

১৬০. আয্‌-যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৮৯ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০১ ; ইব্‌ন খাল্লিকান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৯৪ ; ইব্‌ন কাসীর, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৩ ; ইব্‌নুল 'ইমাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৪৪।

১৬১. সাফিউদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫০৫ ; আয্‌-যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৮৮-৫৮৯ ; ইব্‌ন কাসীর, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৩।

১৬২. *তাহ্‌যীবুত্ তাহ্‌যীব*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৭-১২৮ ।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ أَبُوبَكرِ الجَارُودِىُّ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بنُ الحَجَّاجِ ، وكَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ العِلْمِ -

১৬৩. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০২ ; আয্‌-যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৮৯ ; ইব্‌ন কাসীর, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৩-৩৪।

মূল 'আরবী ঃ

قال أبو عَمرو مُحمدُ بنُ أَحمدَ بنِ حَمدانَ الحيرى ، سَمِعتُ أبا العَبَّاسِ ابنَ سَعيدِ بن عقدةَ وسَألتُه عنْ مُحمدِ بنِ إسماعيلَ البخارىّ ومُسلمِ بنِ الحَجَّاجِ النَيسابورىّ أيُّهما أعلمُ ؟ فقالَ كان مُحمدُ بنُ أسماعيلَ عَالمًا ومسلمُ عَالم ، وكَرَّرْتُ عليهِ مِرارًا ، وهو يُجيبنى بمثلِ هٰذا الجوابِ .... -

Dhaka University Institutional Repository

'আল্লামা খাতীব বাগদাদী (রহঃ) (মৃঃ ৪৬৩/১০৭০) বলেন ঃ মূলত ইমাম মুসলিম (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর পদাংক অনুসরণ করে চলেন এবং তাঁর 'ইলম ও প্রজ্ঞার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। ফলে একসময় তিনি তাঁর সমকক্ষ হয়ে পড়েন।[১৬৪]

মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার বিন্দার (রহঃ) (মৃঃ ২৫২/৮৬৬) বলেন ঃ হাদীসের হাফিয মাত্র চার জন। রায় নগরীর আবূ যুর'আহ, নীশাপূরের মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সমরকন্দের 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদুর রহমান আদ্-দারিমী এবং বুখারার মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল বুখারী (রহঃ) ।[১৬৫]

ইন্‌তিকাল

ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর মৃত্যু সম্পর্কে একটি অভিনব ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। হাফিয আবূ বকর আহ্‌মদ ইব্‌ন 'আলী আল-খাতীব (মৃঃ ৪৬৩/১০৩৮) তাঁর 'তারীখে বাগদাদ' নামক গ্রন্থে লিখেন ঃ ইমাম মুসলিম (রহঃ) জ্ঞানানুশীলনে, সন্দেহ ভঞ্জনে এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুসন্ধান কার্যে ছিলেন বিশেষ পারদর্শী ও ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন । এ সব কাজে তাঁর জুড়ি মেলা ছিল ভার, আর তিনি এতে খুব আনন্দও অনুভব করতেন। তাঁর এই নিরলস জ্ঞান অনুশীলন ও চর্চার জন্য রীতিমত বড় বড় মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হত। জ্ঞান-পিপাসু ও জ্ঞানানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে তাঁদের সন্দেহ ভঞ্জন মানসে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্থাপন করতেন, আর তিনি খুশী মনে, অম্লানবদনে প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে প্রশ্নকারীদের সংশয় দূর করতেন । হাদীস আলোচনার জন্য এ ধরনের এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বড় বড় পণ্ডিত ও হাদীস বেত্তাগণ যোগদান করেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) ছিলেন এ সভার পুরোভাগে। তাই ইমাম সাহেবের ওপর যথাসময়ে চারদিক থেকে প্রশ্নের অবতারণা হতে থাকে। তিনি স্মিতহাস্যে নির্ভীকচিত্তে এক এক করে সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি একখানা অতি দুর্লভ হাদীস সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। দুঃখের বিষয়, সেই হাদীস সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (রহঃ) অবহিত ছিলেন না । তাই তিনি নিরুত্তর হয়ে সভাস্থল ত্যাগ করে বাড়ীর দিকে পা বাড়ালেন। তারপর তিনি হাদীসটি অনুসন্ধান করার জন্য পাঠাগারের নির্জন কক্ষে প্রবেশ করে সবাইকে সতর্ক করে দেন যে, কেউ যেন ঐ কক্ষাভ্যন্তরে ঢুকে

---

১৬৪. ইব্‌ন কাসীর, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৪, খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০২।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ الخَطيبُ : إنَمَا قفا مُسلمٌ طَرِيقَ البُخارى ، ونَظَر فِى عِلمِه وحَذا حَذوَهُ -

১৬৫. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৬।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ بندَارٌ (محمدُ بنُ بشار) : حُفّاظُ الدُنيَا أَرْبَعةٌ ، ابو زُرْعَةَ بالرَّى ، ومسلمُ بنُ الحَجّاج بنَيسَابُور ، وعَبدُ اللهِ بنُ عَبدِ الرَّحمن الدارِمىّ بِسَمَرقند ، ومحمدُ بنُ اسماعيلَ البخارىّ بِبُخَارَى -

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর অনুসন্ধান কাজে অন্তরায় সৃষ্টি না করে। এমন সময় কোন এক ভক্ত হাদীয়া স্বরূপ এক ঝুড়ি খেজুর নিয়ে তাঁর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হন। পরিবারের একজন জানতে চাইলেন ঃ এক্ষুণি তোহ্ফাস্বরূপ এক ঝুড়ি খেজুর এসেছে, তার কি বিহীত করা হবে। ইমাম মুসলিম (রহঃ) বললেন ঃ এর বিধি ব্যবস্থা পরে হবে, আপাতত তা আমার কাছে রেখে দাও। তারপর তিনি হাদীস অনুসন্ধানের কাজে ব্যাপৃত হলেন। এদিকে তিনি তন্ন তন্ন করে হাদীসের গ্রন্থমালা মন্থন করে চলছেন, আর এই কর্মব্যস্ততা ও তন্ময়তার ফাঁকে সামনে রক্ষিত খেজুরের ঝুড়ি থেকে অন্য মনস্কতাবে একটির পর একটি করে খেজুর মুখে পুরছেন। এভাবে তিনি হাদীস অনুসন্ধানে এত বিভোর ছিলেন যে, সীমার অতিরিক্ত খেজুর খাওয়ার কথা আদৌ ভাবতে পারেন নি। তাঁর ঈপ্সিত হাদীস খানা প্রাপ্ত হয়ে যখন তিনি স্বস্তি লাভ করলেন, তখন উষার আলো পূর্বাকাশে ভোরের আগমন বার্তা ঘোষণা করল এবং ইতোমধ্যে ঝুড়ির সমস্ত খেজুরই শেষ হয়ে গেছে। এভাবে অত্যধিক পরিমাণ খেজুর খাওয়ার ফলে অচিরেই তাঁর পরিপাক যন্ত্রে প্রতিক্রিয়া শুরু হয় এবং তিনি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন। এ পীড়ার আর উপশম হল না। কয়েকদিন ধরে তিনি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করলেন। তারপর একদিন বিশ্বনিয়ন্তার দরবার থেকে 'ইলমি নববীর এই ধারক ও বাহক ইমাম মুসলিম কুশাইরী (রহঃ)-এর নামে আমন্ত্রণ এল । সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ২৬১ হিজরীর ২৫শে রজব রোববার গোধূলি সন্ধ্যায় নশ্বর জাহানের সাথে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে তিনি অবিনশ্বর লোকে প্রস্থান করেন। পরদিন তাঁর লাশ নাসিরাবাদ নামক পল্লী কাননের সমাধিগর্ভে চিরশয্যায় শায়িত করা হয়।[১৬৬]

---

১৬৬. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০৩ ; *তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৭ ; আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৯০ ; ইব্ন খাল্লিকান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৮১ ; *তাহ্যীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৬ ; *তাদরীবুর রাবী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬২- ৩৬৩ ;

মূল 'আরবী ঃ

قالَ مُحمدُ بنُ عبدِ اللهِ النَّيسابورىُّ سَمِعتُ أبَا عَبدِ اللهِ مُحمدَ بنَ يعقوبَ يقولُ سَمِعتُ احمدَ بنَ سلمةَ يقولُ : عَقدَ لِأبى الحُسَين مُسلمِ بن الحَجَّاج مَجلسَ لِلمُذاكَرةِ فذُكِرَلَه حَديثٌ لَم يَعرفْه فانصَرفَ الى مَنزِلِه وَأوقَدَ السِّرَاجَ ، وقالَ لِمَنْ فى الدَّارِ ، لَايَدْخُلَنَّ احدٌ مِّنكمْ هذَا البَيْتَ ، فقِيلَ لَه أُهدِيتْ لَنا سلة فِيها تَمرٌ ، فقالَ قَدّمُوها إلَىَّ ، فَقدَّمُوهَا اِليهِ ، فكانَ يطْلُبُ الحَديثَ ويَاخُذُ تَمرَةً تَمرةً يَمضَغُها ، فأصبَحَ وقد فَنى التمرُ ووجَدَ الحديثَ ، وقال أيضًا سَمعتُ محمدَ بنَ يعقوبَ أبَا عبدِ اللهِ الحَافظَ يقولُ : توفى مسلمُ بنُ الحَجَّاجِ عِشيةَ يومِ الاَحَدِ ودُفنَ يومَ الاِثْنينِ لِخَمسٍ بَقِيْنَ مِن رَجَبَ سَنةَ إحدٰى وستينْ ومأتَين -

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর মৃত্যুর পর প্রখ্যাত হাদীসবিদ আবূ হাতিম রাযী (রহঃ) একদিন তাঁকে স্বপ্নে দেখতে পেয়ে তাঁর অবস্থা ও কুশল জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ পাক আমার জন্য দয়াপরবশ হয়ে বেহেশতের সুবিস্তৃত কাননকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তাই আমি স্বাধীনভাবে এখন যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করতে পারি। অনুরূপভাবে আবূ 'আলী যাগুরী নামক আর একজন খ্যাতিমান হাদীস বেত্তাকে তাঁর মৃত্যুর পর কেউ স্বপ্নে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কী করে আপনার এই মুক্তিলাভ সম্ভব হল ? তদুত্তরে তিনি স্বপ্নেই তাঁকে সহীহ মুসলিমের কতকাংশ দেখিয়ে বলেন ঃ এই হাদীস খণ্ডের দৌলতেই জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব হয়েছে ।[১৬৭]

---

১৬৭. *তাদরীবুর রাবী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

হাদীস ও সহীহ শব্দের বিশ্লেষণ

- হাদীস শব্দের ব্যাখ্যা
- সহীহ শব্দের তাৎপর্য
- প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস ও সহীহ শব্দের বিশ্লেষণ

হাদীস শব্দের ব্যাখ্যা

'হাদীস' শব্দটি 'হাদ্স' (حَدَثٌ) ধাতু হতে উৎপন্ন হয়েছে। যার অর্থ এমন নবোদ্ভূত বস্তু, যা পূর্বে ছিল না।[১] রাসূলে করীম (সাঃ) শরী'আত বিষয়ে নব উদ্ভাবিত মত ও পন্থাকে 'মুহদাসাহ' (مُحْدَثَــةٌ) নামে অভিহিত করেছেন।[২] আর এজন্যই 'হাদীস' শব্দটি কথা বা বাণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ কথা বা বাণী একটার পর একটা শব্দ আকারে মুখ হতে বা লেখনীর মাধ্যমে নতুনভাবে বের হয়ে আসে।[৩] এতদ্ব্যতীত বর্ণনা, সংবাদ, নতুন ও অনাদির বিপরীত প্রভৃতি অর্থেও 'হাদীস' শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৪]

---

১. (حَدَثٌ .....هُو كونُ الشيئِ لَم يَكُنْ) আবুল হাসান আহমদ ইব্ন ফারিস যাকারিয়া, *মু'জামু মিকইয়াসিল লুগাহ,* ২য় খণ্ড (তাহ্কীক : 'আবদুস সালাম মুহাম্মদ হারুন, দারুল ফিক্‌র, বৈরুত, লেবানন, ১৩৯৯/১৯৭৯), পৃঃ ৩১।

২. (وشَرُّ الامُور مُحدثَاتُـهَا وكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وكُلُّ بِدعَةٍ ضَلاَلَـةٌ) হুসাইন ইব্ন মাসউদ বগবী, *মিশকাতুল মাসাবীহ,* ১ম খণ্ড, আল-ই'তিসাম বিল কিতাবি ওয়াস্ সুন্নাহ অধ্যায়, ৩য় সং (আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, লেবানন, ১৪০৫/১৯৮৫), পৃঃ ৫১।

৩. (ক) (والحَديثُ مِنْ هٰذا لِاَنَّهُ كَلامٌ يَحْدُثُ منه الشَّئُ) ১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।
(খ) (واَمَّا الحَدِيثُ فَهُوَ فِى اللُّغةِ الكَلَامُ الَّذِى يُتَحَدَّثُ بِه وَيُنْقَلُ بِالصوتِ والكِتَابةِ) নাসিরুদ্দীন আলবানী, *আল-হাদীসু হুজ্জিয়্যাতুন,* ১ম সং (দারুস সালাফিয়্যাহ, কুয়েত, ১৪০৬/১৯৮৬), পৃঃ ১৫।

৪. ক. (الحَدِيـثُ هُو اسمٌ مِّنَ التَّحْدِيثِ وهُوَ الإِخْبَارُ) ডঃ সুবহী সালেহ, *'উলূমুল হাদীস,* ২য় সং (দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়, দামেস্ক, ১৩৮৩/১৯৬৩), পৃঃ ৩।
খ. (الحَدِيـثُ الجَدِيدُ والخَبَرُ) বুত্বরুস আল-বুস্তানী, *কুতরুল মুহীত্ব,* ১ম খণ্ড (মাকতাবা লুবনান, বৈরুত, ১৯৬৯ সালের ছাপা হতে ফটোকৃত), পৃঃ ৩৬৮।
গ. HADITH, Narrative, Talk, *Encyclopaedia Of Islam* (Leiden : E.J. Brill, 1971), Vol. 111, P.23.
ঘ. HADIS, Narratives, *Encyclopaedia Americana* (New york, 1949), Vol. XIII.P. 609.
ঙ. (الحَدِيثُ نَقِيضُ القَدِيم) মুহাম্মদ জামালুদ্দীন, *লিসানুল 'আরব,* ২য় খণ্ড (দারুল ফিক্‌র বৈরুত, লেবানন), পৃঃ ১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস শব্দের উৎপত্তি 'উহদূসাহ' (اُحْدُوْثَه) ধাতু হতেও হয়ে থাকে। যার অর্থ, নবজাত বা নব উদ্ভূত এবং এর বহুবচন 'আহাদীস' (اَحَادِيْث)।[৫] স্মতব্য যে, বৈয়াকরণিকগণের দৃষ্টিতে নিয়ম বহির্ভূতভাবে হলেও হাদীস-এর বহুবচন 'আহাদীস' শব্দটি বহুল প্রচলিত।

মোটকথা 'হাদীস' শব্দটির ধাতুগত ব্যবহার যেভাবেই হোক না কেন, সেখানে ইখবার বা সংবাদ দেয়ার অর্থ স্পষ্ট।

'হাদীস' সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর অভিমত ঃ হাদীসের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে ইমাম সাখাভী (রহঃ) বলেন ঃ

اَلحَدِيْثُ فِى اللُّغَةِ ضِدُّ الْقَدِيْمِ - وَفِى اِصْطِلَاحِهِمْ قَوْلُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلُهُ وَتَقْرِيْرُهُ وَصِفَتُهُ حَتَّى فِى الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ فِى الْيَقْظَةِ وَالنَّوْمِ - [৬]

অভিধানে 'হাদীস' (নতুন) কাদীম (পুরাতন)-এর বিপরীত অর্থবোধক। আর মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদীস বলতে বুঝায় রাসূলে করীম (সাঃ)-এর কথা, কাজ, সমর্থন-অনুমোদন এবং তাঁর গুণ বৈশিষ্ট্য। এমন কি জাগরণ ও নিদ্রাবস্থায় তাঁর গতিবিধিও এর অন্তর্ভুক্ত।

সহীহ বুখারীর ভূমিকায় বলা হয়েছে ঃ

فَهُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِه اَقْوَالُ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَاَفْعَالُه وَاَحْوَالُه - [৭]

হাদীস, এমন জ্ঞান, যার সাহায্যে নবী করীম (সাঃ)-এর কথা, কাজ এবং তাঁর অবস্থা জানা যায়।

'আল্লামা বদরুদ্দীন 'আইনী ও নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান বলেছেন ঃ

عِلْمُ الْحَدِيْثِ هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ اَقْوَالُ النَّبِىِّ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَفْعَالُه وَاَحْوَالُه- [৮]

---

৫. ৪ (ক) নং টীকা দ্রষ্টব্য ; ফাদার লুইস মালূফ, *আল্-মুনজিদ,* 'আরবী-উর্দূ অভিধান (দারুল ইশা'আত করাচী, ১৯৬৭), পৃঃ ২৩৩।

৬. ইব্ন হাজার, *হাশিয়া নুযহাতুন নাযার ফী তাওযীহি নুখবাতিল ফিক্র* (কলিকাতা, ১৮৬২ খ্রিঃ), পৃঃ ৫।

৭. আহ্মদ 'আলী সাহারাণপূরী, *মুকাদ্দিমাতু সহীহিল বুখারী,* ১ম সং (নূর মুহাম্মদ, আসাহ্হুল মাতাবি', করাচী, ১৩৫৭/১৯৩৮), পৃঃ ১৫।

৮. সিদ্দীক হাসান খান, *আল-হিত্তাহ্ ফী যিকরিস্ সিহাহ সিত্তাহ্* (কানপুর, ভারত, ১২৮৩/১৮৬৬), পৃঃ ২৪।

মহানবী (সাঃ)-এর কথা বলতে বুঝায় هُوَ الْكَلَامُ الْعَرَبِىُّ তাঁর 'আরবী ভাষায় উচ্চারিত কথা। তা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। আর তাঁর কাজ বলতে বুঝায় هِىَ الاُمُوْرُ الصَّادِرَةُ عِنْدَ الَّتِى امرنَا اِتِّبَاعَهُ فِيْهَا طَبْعًا وَخَاصَّةً বদরুদ্দীন 'আইনী, *মুকাদ্দিমাতু 'উমদাতিল ক্বারী শারহি সহীহিল বুখারী,* ১ম খণ্ড (দারুল ফিক্র, বৈরুত, লেবানন), পৃঃ ১১।

Dhaka University Institutional Repository

'ইলমি হাদীস এমন বিশেষ জ্ঞান, যার সাহায্যে নবী করীম (সাঃ)-এর কথা, কাজ ও অবস্থা জানতে পারা যায়।

মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থের ভূমিকায় শাহ 'আব্দুল 'আযীয মুহাদ্দিস দেহ্লভী (রহঃ)[৯] বলেনঃ

عِلمُ الحَدِيْثِ فِي اصْطِلَاحِ جمْهُورِ المُحَدِّثِيْنَ يُطْلَقُ عَلٰى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلِه وَتَقْرِيْرِه -

মুহাদ্দিসীনের সমর্থিত পরিভাষায় 'ইলমি হাদীস বলতে বুঝায় নবী করীম (সাঃ)-এর কথা, কাজ ও সমর্থন-অনুমোদনের বিবরণ।

হাফিয ইব্ন হাজার 'আসকালানী (রহঃ)-এর ভাষায় ঃ

اِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ كَانُوا يُطْلِقُوْنَ اِسْمَ الْحَدِيْثِ عَلٰى مَا يَشْمَلُ آثَارَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَتَابِعِيْهِمْ وَفَتَاوَاهُمْ وَيَعُدُّوْنَ الْحَدِيْثَ الْمَرْوِيَّ بِاِسْنَادَيْنِ حَدِيْثَيْنِ-[১০]

পূর্বকালের মনীষীগণ সাহাবা, তাবি'ঈন ও তাবি' তাবি'ঈনের মুখের কথা ও কাজের বিবরণ এবং তাঁদের ফাতাওয়া-এর ওপর 'হাদীস' শব্দ ব্যবহার করতেন। আর দু'টি স্বতন্ত্র সূত্রে বর্ণিত একটি বিবরণকে তাঁরা দু'টি হাদীস গণনা করতেন।

---

৯. শাহ্ 'আবদুল 'আযীয মুহাদ্দিস দেহ্লভী (১৭৪৬-১৮২৪) ছিলেন প্রখ্যাত তাফসীরবিদ, হাদীসবিদ ও ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম নেতা। তিনি দিল্লীর মাদ্রাসা-এ রহীমিয়ায় ষাট বছর শিক্ষকতা করেন। এ মাদ্রাসাটি ছিল তাঁর দাদা শাহ্ 'আবদুর রহীম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ১৭৬২ সনে পিতা শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ)-এর ইন্তিকালের পর তিনি এর প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্-এর ন্যায় তিনিও কুর'আনের নীতির আলোকে খাঁটি ইসলামের পুনরুদ্ধারে প্রয়াসী হন এবং পবিত্র কুর'আনের ভাষ্য (আংশিক) ও অন্যান্য বহু গ্রন্থ রচনা করেন। শিক্ষকতা, ধর্ম প্রচার ও লেখনীর মাধ্যমে তিনি সে যুগের ইসলামী চিন্তাধারার ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেন। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহ্লভী (রহঃ) ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদের পরিকল্পনা করলেও তিনি এর ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারেন নি। এই ভার পড়ে শাহ্ 'আবদুল 'আযীযের ওপর। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি সায়্যিদ আহ্মদ বেরেলবীকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়ে প্রচার কার্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং এর পরিণতি দেখে যেতে পারেন নি। তিনি মুসলমানদের উন্নতিকল্পে ইংরেজী শিক্ষার বৈধতার সমর্থনে ফাত্ওয়া প্রদান করেন।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৭২, পৃঃ ১৫৫।

১০. তাহের দিমাশ্কী, *তাওযীহুন নাযার ইলা উসূলিল আসার* (আল্-মাতবা'আতুল জামালিয়্যাহ্, কায়রো, মিসর, ১৩২৯/১৯১১), পৃঃ ৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

নওয়াব সিদ্দীক হাসান (রহঃ)[১১]-এরও এই অভিমত। তিনি হাদীসের সংজ্ঞাদান প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

وَكَذَالِكَ يُطْلَقُ عَلىٰ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ وَفِعْلِه وَتَقْرِيْرِه وَعَلىٰ قَوْلِ التَّابِعِى وَفِعْلِه وَتَقْرِيْرِه -[১২]

অনুরূপভাবে সাহাবীর কথা, কাজ ও সমর্থন এবং তাবি'ঈর কথা, কাজ ও সমর্থনকেও 'হাদীস' নামে অভিহিত করা হয়।

তবে পার্থক্য এই যে, পূর্ববর্তী মনীষীগণের ন্যায় তিনি এতে তাবি' তাবি'ঈগণের কথা ও কাজের বিবরণকে 'হাদীস' বলেন নি। কিন্তু সাহাবা ও তাবে'ঈগণের ন্যায় তাবি' তাবি'ঈনের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণও যে পবিত্র কুর'আন-হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং বাস্তব রূপায়ণের দৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়, তাতে তার কোন সন্দেহ নেই। হাদীস ও তাফসীরের কিতাবসমূহে এই ধরনের প্রামাণ্য যেসব কথা সাহাবা, তাবি'ঈ ও তাবি' তাবি'ঈ হতে বর্ণিত হয়েছে, তাকেও এক সাথে হাদীসের পর্যায়ে গণ্য করা হয়েছে। অবশ্য ঐসবের পারিভাষিক নাম বিভিন্ন। প্রসিদ্ধ হাদীসবিদ হাফিয সাখাভী বলেছেন ঃ

وَكذا اٰثار الصَّحابَةِ و التَّابِعِينَ وَغيرِهم وَفَتاوَاهُمْ مِمَّا كَانَ السَّلَفُ يُطْلِقُوْنَ عَلىٰ كُلٍ حَدِيثًا -[১৩]

অনুরূপভাবে সাহাবা, তাবি'ঈন ও অন্যান্য (তাবি' তাবি'ঈ)-এর আ-সা-র ও ফাতাওয়া-এর প্রত্যেকটিকে পূর্ববর্তী মনীষীগণ হাদীস নামে অভিহিত করতেন।

---

১১. তাঁর প্রকৃত নাম সাইয়্যেদ নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান বাহাদুর আবূ তালিব আল-কানূজী আল বুখারী। তিনি ১২৪৮ হিজরী মোতাবেক ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে কনৌজে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাওলানা শায়খ 'আব্দুল 'আযীয ইব্‌ন শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ)-এর দৌহিত্র শায়খ মুহাম্মদ ইয়া'কূব দেহ্‌লভী-এর নিকট তাফসীর ও হাদীস শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এরপর তিনি ভূপালে গমন করে সেখানকার বেগম শাহজাহানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বেগম তাঁকে মু'তামাদ আল মুহাম ও নওয়াব খান বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ব্রিটিশ ভারতের মুজাহিদ আন্দোলনের অতিশয় উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। তিনি গ্রন্থ রচনা দ্বারা এই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত বিপ্লবী শিক্ষা প্রচার করেন। তিনি চার শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে রয়েছে, আবজাদুল-'উলূম, বুগইয়াতুর-রা'য়িদ ফী শারহিল-'আকায়িদ, তারজুমানুল কুর'আন, ফাতহুল-বায়ান ফী মাকাসিদিল কুর'আন ইত্যাদি। তিনি ১৩০৭ হিজরীর ২৯শে জমাদিউস-সানী মোতাবেক ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী ইন্‌তিকাল করেন।

সিদ্দীক হাসান খান, *আবজাদুল-'উলূম,* মুকাদ্দিমাহ্ পৃঃ ৫-১০ ; *আল্-হিত্তাহ্ ফী যিকরিস সিহাহ সিত্তাহ,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩-৯ ; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,* ২য় খণ্ড, ১ম সং (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০২/১৯৮২), পৃঃ ৫০৭-৫০৮।

১২. সিদ্দীক হাসান খান, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৪।

১৩. সাখাভী, *ফাতহুল মুগীস শারহু আলফিয়াতিল হাদীস* (সালাফিয়া, কায়রো, মিসর), পৃঃ ১২।

Dhaka University Institutional Repository

অন্য কথায়, রাসূলে করীম (সাঃ), সাহাবায়ে কিরাম, তাবি'ঈ ও তাবি' তাবি'ঈগণের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণ মোটামুটিভাবে 'হাদীস' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। কেননা, এই সকলের কথা, কাজ, সমর্থন একই মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে। তবুও মর্যাদার দৃষ্টিতে ইসলামী শরী'আত এই সবের মধ্যে পার্থক্য থাকায় প্রত্যেকটির জন্য স্বতন্ত্র পরিভাষা নির্ধারণ করা হয়েছে। যথা ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় 'হাদীস'। সাহাবাগণের কথা, কাজ ও সমর্থনকে হলা হয় আ-সা-র এবং তাবি'ঈ ও তাবি' তাবি'ঈগণের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণকে বলা হয় ফাতাওয়া। কারণ, কুর'আন ও হাদীসের মূলকে ভিত্তি করেই তাঁদের এই সব কাজ সম্পন্ন হত।[১৪]

পবিত্র কুর'আনে হাদীস শব্দের ব্যবহার

পবিত্র কুর'আনের বহুস্থানে হাদীস শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল ঃ

১. ----[১৫] - وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَـأْوِيْلِ الْاَحَـادِيْثِ স্বপ্নের কথা (ব্যাখ্যা) তুমি আমাকে শিক্ষা দিয়েছ। এখানে স্বপ্নকালীন কথাবার্তাকে হাদীস বলা হয়েছে।

২. --- [১৬] - فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلٰى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا

হে নবী ! তারা এ বিষয়বস্তুর (কিতাব) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে আপনি যেন তাদের এসব কার্যকলাপের ওপর আক্ষেপ করতে করতে নিজেকে ধ্বংশ করে ফেলবেন। এ স্থলে পবিত্র কুর'আনকে বুঝাতেই হাদীস শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

৩.--- [১৭] - فَلْيَأْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ

(তারা কুর'আনকে আল্লাহ্র কিতাব না মানলে) এরূপ একখানি কিতাব এনে পেশ করা তাদের কর্তব্য, যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে।

৪. ----[১৮] - اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا

মহান আল্লাহ্ পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ কিতাবরূপে অতীব উত্তম কালাম নাযিল করেছেন। এখানে হাদীসকে কিতাব বা কালাম অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

---

১৪. প্রসংগত উল্লেখ্য, এই তিন প্রকারের হাদীসের আরও তিনটি স্বতন্ত্র পারিভাষিক নাম রয়েছে। যথা ঃ মহানবী (সাঃ)-এর কথা, কাজ ও সমর্থন সম্পর্কিত বিবৃতিকে বলা হয় মারফূ', সাহাবীগণের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণকে বলা হয় মাওকূফ এবং তাবে'ঈগণের কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় মাকতূ'।

আহমদ 'আলী সাহারাণপূরী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩।

১৫. *আল্-কুর'আনুল কারীম*, সূরা ইউসুফ, আয়াত ঃ ১০১।

১৬. *আল্-কুর'আনুল কারীম*, সূরা কাহ্ফ, আয়াত ঃ ৬।

১৭. *আল্-কুর'আনুল কারীম*, সূরা আত্ তূর, আয়াত ঃ ৩৪।

১৮. *আল্-কুর'আনুল কারীম*, সূরা যুমার, আয়াত ঃ ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

৫. ----[১৯] - وَمَنْ اَصدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا

মহান আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশী সত্য কথা আর কার হবে ?

৬. ---[২০] - فَمَا لِ هَؤُلاَءِ القَوْمِ لاَ يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثاً

তাদের পরিণতি কি হবে, যারা কখনও কোন কথা বুঝতে চেষ্টা করে না।

৭.---[২১] مَا كَانَ حَدِيْثاً يُّفتَرَى وَلٰكِن تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْئٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَومٍ يُؤْمِنُوْنَ -

এটা কোন মনগড়া কথা নয়, কিন্তু যাঁরা বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁদের জন্যে এ কুর'আন পূর্বেকার কালামের সমর্থন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ, রহমত ও হিদায়াত।

'হাদীস' শব্দের অর্থ কথা বা বাণী। পবিত্র কুর'আনের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহে কথা বা বাণী অর্থে 'হাদীস' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে । যেমন ঃ

৮.--- [২২] - فَبِاَىِّ حَدِيثٍ بَعْدَه يُؤْمِنُوْنَ

অতঃপর তারা কোন কথাকে বিশ্বাস করবে ?

৯.--- [২৩] وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِىُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِه حَدِيثًا

এবং যখন নবী (সাঃ) তাঁর এক স্ত্রীর নিকট গোপন একটি কথা বললেন।

১০. ---- [২৪] - اَفَمِنْ هٰذَا الحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ

এই কথায় তোমরা কি আশ্চর্য হয়েছে ?

পবিত্র কুর'আনে নতুন সংবাদ, খবর ও নতুন কথা প্রভৃতি অর্থেও 'হাদীস' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

১১.--- [২৫] - هَلْ اَتٰكَ حَدِيثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ المُكْرَمِينَ

ইব্‌রাহীমের (নিকট আগত) সম্মানিত অতিথিদের খবর তোমার নিকট পৌঁছেছে কি ?

১২.--- [২৬] - هَلْ اَتٰكَ حَدِيثُ مُوسٰى

মূসার খবর জানতে পেরেছ কি ?

---

১৯. *আল্-কুর'আনুল কারীম,* সূরা নিসা, আয়াত ঃ ৮৭।

২০. *আল্-কুর'আনুল কারীম,* সূরা নিসা, আয়াত ঃ ৭৮।

২১. *আল্-কুর'আনুল কারীম,* সূরা ইউসুফ, আয়াত ঃ ১১১।

২২. *আল্-কুর'আনুল কারীম,* সূরা আ'রাফ, আয়াত ঃ ১৮৫ ; সূরা মুরসালাত, আয়াত ঃ ৫০।

২৩. *আল-কুর'আনুল কারীম,* সূরা আত্-তাহ্রীম, আয়াত ঃ ৩।

২৪. *আল-কুর'আনুল কারীম,* সূরা আন্-নাজম, আয়াত ঃ ৫৯।

২৫. *আল-কুর'আনুল কারীম,* সূরা আয্‌যারিয়াত, আয়াত ঃ ২৪।

২৬. *আল-কুর'আনুল কারীম,* সূরা আন্-নাযি'আত, আয়াত ঃ ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৩.--- هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ - [২৭]

সেই সৈনিকদের কথা জানতে পেরেছ কি ?

১৪.--- هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ [২৮]

সব কিছু আচ্ছন্নকারী কিয়ামতের সংবাদ তোমার নিকট এসেছে কি ?

১৫.---- اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُدْهِنُوْنَ [২৯]

তবুও কি তোমরা এই কথার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করবে ?

'হাদীস' শব্দ হতে নির্গত হয়েছে 'তাহ্দীস' (تَحْدِيْثٌ) আর কুর'আনে ইহা ব্যবহৃত হয়েছে বর্ণনা করা, প্রকাশ করা ও কথা বলা অর্থে।

১৬. --- وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ [৩০]

আর তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নি'আমতের কথা বর্ণনা কর।

'আল্লামা আবুল বাকা বলেছেন ঃ [৩১]- اَلْحَدِيْثُ هُوَ اِسْمٌ مِّنَ التَّحْدِيْثِ وَهُوَ الْاِخْبَارُ

'হাদীস' হল কথা বলার তথা সংবাদ প্রদানের নাম।

হাদীসের উৎপত্তি

নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীসের সর্ব প্রথম শ্রোতা হচ্ছেন সাহাবায়ে কিরাম। দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভের জন্য তাঁরা রাসূলে করীম (সাঃ)-এর দরবারে সর্বদা বসে থাকতেন। তিনি কোথাও চলে গেলে তাঁরা ছায়ার মত.তাঁর অনুসরণ করতেন।

নবী করীম (সাঃ)-এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল ইসলামী জীবন বিধানের বাস্তব বিশ্লেষণ। কেবল মুখের কথাই নয়, নিজের কাজকর্ম ও সাহাবাগণের কথা ও কাজের সমর্থন দিয়েও তিনি এর বাস্তব ব্যাখ্যা দান করতেন। সাহাবীগণ এর মাধ্যমেই হাদীসের মহান সম্পদ সংগ্রহ এবং সঞ্চয় করতেন। দ্বীন ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যখনই কোন জটিলতা কিংবা অজ্ঞতা দেখা দিত, কোন প্রশ্নের উদ্রেক হত, তখনই রাসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জিজ্ঞেস করে তাঁরা উত্তর সংগ্রহ করতেন এবং একটি অমূল্য সম্পদ হিসেবে এর সংরক্ষণ করতেন।

---

২৭. *আল-কুর'আনুল কারীম,* সূরা বুরূজ , আয়াত ঃ ১৭।

২৮. *আল-কুর'আনুল কারীম,* সূরা আল-গাশিয়াহ, আয়াত ঃ ১।

২৯. *আল-কুর'আনুল কারীম,* সূরা আল-ওয়াকি'আহ, আয়াত ঃ ৮১।

৩০. *আল-কুর'আনুল কারীম,* সূরা আয যুহা, আয়াত ঃ ১১।

৩১. ড. সুবহী সালেহ, *'উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু,* ১ম খণ্ড, ১ম সং (দারুল 'ইলম, বৈরুত, লেবানন, ১৯৮৪), পৃঃ ২২৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

এ ছাড়া হাদীস উৎপত্তির আরও একটি উপায় 'ইলমি হাদীসের ইতিহাসে দেখা যায়। যথা- জিব্‌রাঈল (আঃ) কখনও কখনও ছদ্মবেশে মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে উত্তর হাসিল করে উপস্থিত সাহাবীগণকে পরোক্ষভাবে শিক্ষা দান করতেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উদ্ধৃত 'হাদীসে জিব্‌রাঈল' (আঃ) নামের প্রখ্যাত হাদীসটি এর অকাট্য প্রমাণ। এতে বলা হয়েছে-- একজন অপরিচিত লোক মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম, ঈমান, ইহ্‌সান ও কিয়ামত প্রভৃতি বুনিয়াদী বিষয়ে প্রশ্ন করেন। রাসূলে করীম (সাঃ) প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। তারপর তিনি দরবার হতে চলে যান। মহানবী (সাঃ) উপস্থিত সাহাবীগণের মধ্যে 'উমর ফারূক (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন ঃ

يَا عُمَرُ اَتَدْرِىْ مَنِ السَّائِلُ

হে 'উমর ! তুমি কি জান, এই প্রশ্নকারী লোকটি কে ? 'উমর (রাঃ) স্বীয় অজ্ঞতা প্রকাশ করলে রাসূলে করীম (সাঃ) নিজেই বলেন ঃ

فَاِنَّهٗ جِبْرَائِيْلُ اَتَاكُمْ لِيُعَلِّمَكُمْ دِيْنَكُمْ - ৩২ ---

এ প্রশ্নকারী ছিলেন জিব্‌রাঈল (আঃ)। তিনি তোমাদের নিকট তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। এ পর্যায়ে আমরা প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী হতে এমন কিছু ঘটনার উল্লেখ করব, যাতে রাসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট সাহাবীগণের নানা বিষয়ে প্রশ্ন করা ও এর জাওয়াব হাসিল করার কথা প্রমাণিত হয়। মহানবী (সাঃ)-এর নিকট সাহাবীগণের প্রশ্ন করা--এটা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। তাঁরা প্রায়ই মহানবী (সাঃ)-এর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে জেনে নিতেন। তারপর 'আমল করতেন। মহানবী (সাঃ)-ও তাঁদেরকে প্রশ্ন করার জন্য তাকীদ করতেন। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলে করীম (সাঃ)-এর যুগে এক ব্যক্তি আহত হলে তাঁকে গোসল করতে বলা হল।

পরে সে মারা যায়। এ ঘটনার কথা নবী করীম (সাঃ) শুনতে পেয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বলেন ঃ

قَتَلَهُمُ اللّٰهُ اَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعَيِّ السُّوَالُ - ৩৩

আল্লাহ্ পাক ঐ লোকগুলোকে খতম করুন। আমার নিকট জিজ্ঞেস করলে না কেন ? জিজ্ঞেস করাই কি সব অজ্ঞতার প্রতিবিধান নয় ?

---

৩২. মুসলিম, *সহীহ মুসলিম,* ১ম খণ্ড, ঈমান অধ্যায় (দারুল ফিক্‌র, বৈরুত লেবানন, ১৪০৩/১৯৮২), পৃঃ ২৭।

৩৩. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, *মুসনাদে আহমদ ইব্‌ন হাম্বল,* ১ম খণ্ড (কায়রো, ,মিসর, ১৩১১/১৮৯৩), পৃঃ ১৬০।

Dhaka University Institutional Repository

নাওয়াস ইব্‌ন সাম'আন (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূলে করীম (সাঃ)-কে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্য দীর্ঘ একটি বছর মদীনায় অবস্থান করেছি ।

فَسَألتُه عَن البِرِّ وَالاِثمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البِرُّ حُسْنُ الخُلُقِ وَالاِثْمُ مَا حَاكَ فِى نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ اَن يَطلعَ عَليهِ النَّاسُ-[৩৪]

শেষ পর্যন্ত আমি তাঁর নিকট 'বির' ও 'ইসম' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম । তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'বির' হচ্ছে সৎচরিত্র আর 'ইসম' হচ্ছে তা-ই, যা তোমার মনে খটকা জাগায় ও সংকোচের সৃষ্টি করে এবং তা লোকেরা জানুক এটা তুমি পছন্দ কর না ।

কেবল মদীনায় উপস্থিত লোকেরাই যে রাসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করতেন তা নয় ; বরং দূর-দূরান্তের শহর ও পল্লী অঞ্চল হতেও নও মুসলিমগণ দরবারে এসে প্রশ্ন করতেন । একদিন নবী করীম (সাঃ) সাহাবীগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে মসজিদে নববীতে বসেছিলেন । এমন সময় এক ব্যক্তি উটের ওপর সওয়ার হয়ে উপস্থিত হল । রাসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করার অনুমতি চেয়ে বলল ঃ

اِنِّى سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِى المَسْاَلَةِ فَلَا تَجِد عَلَيَّ فِى نَفْسِكَ -

'আমি আপনার নিকট প্রশ্ন করব । প্রশ্ন করার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোরতাও প্রদর্শন করব । আপনি কিন্তু আমার সম্পর্কে মনে কোন কষ্ট নিতে পারবেন না ।'

অতঃপর নবী করীম (সাঃ) তাকে প্রশ্ন করার অনুমতি দান করলে সে আল্লাহ্ সম্পর্কে , সমগ্র মানুষের প্রতি রাসূলের রাসূল হিসেবে প্রেরিত হওয়া সম্পর্কে , পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক মাসের সিয়াম সম্পর্কে এবং ধনীদের নিকট হতে যাকাত আদায় করে গরীবদের মধ্যে বন্টন করা ফরয হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল । উত্তরে রাসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ اَللّٰهُمَّ نَعَم 'হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা এসবই ফরয করে দিয়েছেন', পরিশেষে সেই লোকটি মহানবী (সাঃ)-এর উত্তরে অনুপ্রাণিত হয়ে বলল ঃ

اٰمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِه وَاَنَا رَسُوْلُ مَنْ وَرَائِى مِنْ قَوْمِى وَاَنَا ضِمَامُ ابنُ ثَعْلَبَةَ -

'আপনি যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি আমি ঈমান আনলাম । আমার নাম যিমাম ইব্‌ন সা'লাবা ; আমি আমার জাতির লোকদের নিকট আপনার প্রতিনিধি হয়েই ফিরে গেলাম ।'

আনাস (রাঃ) বলেন ঃ গ্রামদেশীয় এক ব্যক্তি এসে মহানবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ

اَتَانَا رَسُوْلُكَ فَاَخْبَرَنَا اَنَّكَ تَزْعَمُ اَنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ اَرْسَلَكَ -

আপনার প্রেরিত ব্যক্তি আমাদের নিকট গিয়ে এই সংবাদ দিয়ে এসেছে যে, আপনাকে মহান আল্লাহ্ রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন বলে আপনি মনে করেন । ইহা কি সত্য ?

---

৩৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল, *সহীহুল বুখারী,* ১ম খন্ড (দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, তা.বি. মীরাট ছাপা ঃ ১৩২৮/১৯১০), পৃঃ ১৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

নবী করীম (সাঃ) উত্তরে এর সত্যতা স্বীকার করলেন। তারপর সেই ব্যক্তি দ্বীন-ইসলামের কতগুলো মৌলিক বিষয়ে পূর্বে যা কিছু শুনতে পেয়েছিল তার সত্যতা সম্পর্কে তাঁকে (সাঃ) প্রশ্ন করে। রাসূলে করীম (সাঃ) তার সত্যতা বুঝিয়ে দিলে সে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে ঃ

فَوَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا اَزِيْدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا اَنْقُصُ - ৩৫

আপনাকে সত্য বিধানসহ যে আল্লাহ্ তা'আলা পাঠিয়েছেন, তাঁর নামে শপথ করে বলছি ঃ আপনার বিবৃত বিষয়সমূহে আমি কিছুই কম-বেশী করব না।

'আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী করীম (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিজেদের অসুবিধা সম্পর্কে বিবরণ দিতে গিয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমাদের ও আপনার মাঝে মুশরিক গোত্রের অবস্থিতি রয়েছে, এ কারণে যে চার মাস যুদ্ধ করা হারাম তা ব্যতীত অন্য সময়ে আমরা আপনার নিকট উপস্থিত হতে পারি না। অতএব ঃ

حَدِّثْنَا بِجُمَلٍ مِّنَ الاَمْرِ اِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُوْا بِهِ مَنْ وَرَائَنَا - ৩৬

দ্বীন ইসলামের মূল বিষয় সম্পর্কে আমাদেরকে এমন কিছু বলে দিন, যা অনুসরণ ও সে অনুযায়ী 'আমল করলে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব এবং আমাদের পিছনে অবস্থিত লোকদেরকে তদনুযায়ী 'আমল করার জন্য আহবান জানাব।

বনু তামীম গোত্র ও ইয়ামানবাসীদের পক্ষ হতে একদল লোক মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন ঃ ৩৭ - جِئْنٰكَ لِنَتَفَقَّهَ فِى الدِّيْنِ وَلِنَسْئَلَكَ عَنْ اَوَّلِ الاَمْرِ مَا كَانَ

আমরা আপনার নিকট দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে আগমন করেছি। এই সৃষ্টির মূলে ও প্রথম পর্যায়ে কি ছিল, সে সম্পর্কেও আমরা আপনাকে জিজ্ঞেস করছি।

বসরার বনূ-লাইস ইব্ন বকর ইব্ন 'আব্দ্ মনাফ ইব্ন কিনানা গোত্র হতে কিছু সংখ্যক যুবক ও সমবয়সী লোক মদীনায় রাসূলে করীম (সাঃ)-এর দরবারে এসে প্রায় বিশ দিন অবস্থান করেন। তাঁরা যখন নিজেদের দেশে প্রত্যাবর্তন করার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন, তখন নবী করীম (সাঃ) তাঁদেরকে বললেন ঃ

اِرْجِعُوْا فَكُوْنُوْا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَصَلُّوْا فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ-

তোমরা ফিরে যাও, তোমাদের পরিবার-পরিজনদের সাথে জীবন যাপন কর। তাদেরকে দ্বীন-ইসলামের শিক্ষা দান কর। তোমরা সালাত আদায় কর। সহীহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় এর পর রয়েছে -- كَمَا رَاَيْتُمُوْنِى اُصَلِّى ।

---

৩৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫।

৩৬. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬২৭।

৩৭. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

যেমনিভাবে তোমরা আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ। আর যখন সালাত উপস্থিত হবে, তখন তোমাদের একজন সকলের জন্য আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যিনি বড় হবেন তিনি ইমামতি করবেন।

নবী করীম (সাঃ) এই যুবক দলকে বিশ দিন পর্যন্ত দ্বীন-ইসলামের অনেক কিছুই হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছিলেন। শরী'অতের সব হুকুম আহকাম ও 'ইবাদতের যাবতীয় নিয়ম-নীতিও শিক্ষা দিয়েছিলেন। ফলে একদিকে যেমন বহু হাদীসের উৎপত্তি হয়েছে, অপরদিকে তেমনি মহানবী (সাঃ)-এর হাদীসসমূহ মদীনা হতে সুদূর বসরা পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য সাহাবীগণের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে।[৩৮]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রাসূলে করীম (সাঃ)-এর দরবারে বসেছিলাম। তিনি লোকদের সাথে কথা বলতে ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় জনৈক 'আরব বেদুঈন এসে নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ مَتَى السَّاعَةُ কিয়ামত কবে হবে ? মহানবী (সাঃ) তাঁর কথা শেষ করে বেদুঈনকে ডেকে বললেন ঃ - فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ আমানত যখন বিনষ্ট করা শুরু হবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করবে। লোকটি জিজ্ঞেস করল ঃ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا আমানত কিভাবে নষ্ট করা হবে।

নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ --- [৩৯] - إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ দায়িত্বপূর্ণ কাজ যখন অনুপযুক্ত ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করা হবে, তখন কিয়ামতের প্রতীক্ষার সময় উপস্থিত মনে করবে।

এসব ঘটনা হতে প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কুর'আনের বাহক মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট হতে ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক ও খুঁটিনাটি বিষয় জেনে নেয়ার তীব্র আকাংখা এবং সেজন্য চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করার প্রবণতা সকল সাহাবীর মধ্যেই বর্তমান ছিল। আর রাসূলে করীম (সাঃ) এসব জিজ্ঞাসার উত্তরে যত কথাই বলেছেন, যত কাজই করেছেন এবং যত কথা ও কাজের সমর্থন দিয়েছেন, তার বিবরণ ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার বিস্তৃত ব্যাখার পর্যায়ভুক্ত এবং তা-ই হাদীস। এ সম্পর্কে 'আল্লামা বদরুদ্দীন 'আইনী (রহঃ) বলেন ঃ সাহাবায়ে কিরাম রাসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য জিজ্ঞেস করতেন। নবী করীম (সাঃ) তাদেরকে একত্রিত করতেন এবং দ্বীনের শিক্ষা দান করতেন। সাহাবীগণের কিছু লোক মহানবী (সাঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করে উত্তর লাভ করতেন, অপর কিছু লোক উহা স্মরণ করে রাখতেন, কিছু লোক তা অপরের নিকট পৌঁছে দিতেন। এভাবে মহান আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনকে পূর্ণতায় পরিণত করেন।[৪০]

---

৩৮. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫ ।

৩৯. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৪ ।

৪০. বদরুদ্দীন 'আইনী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস শাস্ত্রের উৎপত্তি সম্পর্কেও ইহা এক প্রামাণ্য অভিমত। এ প্রসংগে ইমাম ইব্‌নুল কাইয়্যিমের একটি উদ্ধৃতিও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তিনি বনুল্ মুনফাতিক নামক এক কবীলার আগমন ও তাদের সাথে রাসূলে করীম (সাঃ)-এর আলোচনা চলাকালে তাদের এক প্রশ্নের সূত্র টেনে বলেন ঃ

ইহা হতে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, সাহাবীগণ মহানবী (সাঃ)-এর সম্মুখে তাঁদের নানাবিধ প্রশ্ন ও শোবাহ-সন্দেহ পেশ করতেন এবং তিনি তাঁদেরকে এসবের উত্তর দিতেন। ফলে তাদের মন সান্ত্বনা লাভ করত। তাঁর নিকট শত্রুরাও সাহাবীগণের ন্যায় প্রশ্ন করত। তবে পার্থক্য এই যে, শত্রুরা প্রশ্ন করত ঝগড়া করা ও নিজেদের বাহাদুরি প্রমাণ করার জন্য, আর সাহাবীগণ প্রশ্ন করতেন দ্বীনের তত্ত্ব বুঝার জন্য, এর প্রকাশের জন্য এবং বেশী বেশী ঈমান লাভের উদ্দেশ্যে। আর রাসূলে করীম (সাঃ) তাদের সকল প্রশ্নেরই উত্তর প্রদান করতেন। অবশ্য যেসব বিষয়ের কোন উত্তর তাঁর (সাঃ) জানা ছিল না যেমন কিয়ামত হওয়ার সময় ইত্যাদি কেবল সেসব বিষয়েই তিনি নীরবতা অবলম্বন করতেন।[৪১]

নবী করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কিরামগণের যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেন, তাতেই যে কেবল হাদীসের উৎপত্তি হত তা নয় ; বরং তিনি নিজে প্রয়োজন অনুসারে সাহবীগণকে দ্বীন সম্পর্কে বিস্তারিত শিক্ষা দান করতেন। এতেও হাদীসের উৎপত্তি হত। এ পর্যায়ে দু'টি ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন।

১. আবূ যায়দ আনসারী (রাঃ) বলেন ঃ একদিন মহানবী (সাঃ) আমাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি মিম্বরে উঠে আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করলেন। যোহরের সালাতের সময় পর্যন্ত এ ভাষণ চলল। যোহরের সালাত শেষে আবার মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ শুরু করলেন। 'আসরের সালাত পর্যন্ত তা চলল। 'আসরের সালাতের পর আবার মিম্বরে উঠে ভাষণ শুরু করলেন। এ ভাষণ সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত চলল। এই দীর্ঘ একদিন ব্যাপী তিনি আমাদের

মূল 'আরবী ঃ

اِنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَسْأَلُوْنَه عَنْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْمَعَانِى وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَجْمَعُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ وَكَانَ طَائِفَةٌ تَسَالُ وَاُخْرٰى تَحْفَظُ وَتُبَلِّغُ حَتّٰى اَكْمَلَ اللهُ دِيْنَه -

৪১. ইবনুল কাইয়্যিম, *যাদুল মা'আদ ফী হাদ্‌য়ি খায়রিল 'ইবাদ*, তৃতীয় খণ্ড (কানপুর, ভারত, ১২৯৮/১৮৮০, মিসর, ১৩২৪ ও ১৩৪৭ /১৯০৬ ও ১৯২৮), পৃঃ ৭৫ ।

মূল 'আরবী ঃ

وَفِيه دَلِيلٌ عَلىٰ اَنَّهُمْ كَانُوا يَردونَ عَلٰى رسولِ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَليه وَسلَّمَ مَا يشكلُ عَليهم مِنَ الاَسْئِلَةِ وشُبَهَاتٍ فَيُجِيبُهم عَنهَا بِمَا يُثْلِجُ صُدورَهُم وقَد اَوْرَدَ عَلَيْهِ (ص) الاَسئلةَ اَعداؤُه واَصْحابُه وَاَعْدَاؤُه لِلتَّعَنُّتِ والمُغَالَبَةِ واَصْحَابُه لِلفَهْمِ والبَيَانِ وَزِيَادَةِ الاِيْمَانِ وَهُوَ يَجِبُ كلاًّ عَنَ سُوالِه اِلاَّ مَا لاَ جَوابَ عَنه كَسُوالٍ عَنْ وَقتِ السَاعَةِ -

Dhaka University Institutional Repository

অতীত ও ভবিষ্যতের অনেক কথাই বললেন। অধিকন্তু শুধু বলেই তিনি ক্ষান্ত হন নি ; বরং আমাদেরকে অনেক বিষয়ের জ্ঞান দান করলেন ও মুখস্থ করিয়ে দিলেন।[৪২]

২. হানযালা (রাঃ) বলেন ঃ আমরা একদিন মহানবী (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম। এ সময় তিনি আমাদের নিকট জান্নাত ও জাহান্নামের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলেন। এর ফলে এ দু'টি জিনিস আমাদের সামনে এমন উজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, যেন আমরা প্রত্যক্ষভাবে জান্নাত-জাহান্নাম দেখতে পাচ্ছি ।[৪৩]

এ দু'টি বিবরণ হতেই এটা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলে করীম (সাঃ) প্রয়োজন বোধে নিজ হতেই অনেক সময় দ্বীন সম্পর্কে অনেক হাদীস বলতেন এবং এসব হাদীস সাহাবীগণ স্মরণ রাখতেন ও অন্যান্য লোকদের নিকট বর্ণনা করতেন। এভাবেই মহানবী (সাঃ)-এর হাদীসের উৎপত্তি হয়।

হাদীস সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

পবিত্র হাদীস ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস। এ কারণে এর গুরুত্ব অপরিসীম। রাসূলে করীম (সাঃ)-এর জীবদ্দশায়ই হাদীস সংরক্ষণের প্রতি মুসলমানগণের সূতীক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। তবে পবিত্র কুর'আনের আয়াতের সাথে সংমিশ্রণের আশংকায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রথম দিকে হাদীস লিপিবদ্ধ করা নিষেধ করেন।[৪৪] তখন সাহাবীগণ তাঁদের স্মৃতিপটে হাদীস ধারণ করে রাখতেন। নবী করীম (সাঃ) তাঁদেরকে হাদীস মুখস্থ করে অন্য লোকের নিকট যথাযথভাবে পৌছে দেয়ার নির্দেশও

---

৪২. আহমদ ইব্ন হাম্বল, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫৩।

৪৩. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫৩।

৪৪. ড. সুবহী সালেহ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২০ ।

এ প্রসংগে আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য ঃ

إِنَّه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا تَكتُبُوا عَنِّى ، وَمَن كَتَبَ عَنِّى غَيرَ القُرْاٰنِ فَلْيَمْحُه - وحَدِّثُوا عَنِّى وَ لَاحَرَجَ ومَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقعَدَه مِنَ النَّارِ -

তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমরা আমার থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ কর না । যে আমার থেকে কুর'আন ছাড়া অন্য কিছু লিপিবদ্ধ করেছে ,সে যেন তা মুছে ফেলে । তোমরা আমার থেকে হাদীস বর্ণনা কর । এতে কোন দোষ বা প্রতিবন্ধকতা নেই । আর যে আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করেছে, সে যেন জাহান্নামে আপন ঠিকানা নির্ধারণ করে নেয় ।

মুসলিম, *সহীহ মুসলিম,* ২য় খণ্ড (গোলাম 'আলী এণ্ড সন্স, লাহোর , ১৩৭৬/১৯৫৬), পৃঃ ৪২২ ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রদান করেন।[৪৫] তাঁর বিশেষ অনুমতিতে এ সময়ও কোন কোন সাহাবী হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। এ প্রসঙ্গে 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ইব্নুল 'আস (রাঃ)-এর সংকলিত 'আস সাহীফাতুস্ সাদিকাহ' গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইবনুল'আসীরের বর্ণনানুসারে এতে এক হাজার হাদীস স্থান লাভ করে।[৪৬]

সাহাবীগণ যখন কুর'আন পাকের বৈশিষ্ট্যের সাথে সুপরিচিত হয়ে উঠেন এবং আয়াত তিলাওয়াতের সাথে সাথেই তা পবিত্র কুর'আন বলে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন, তখন নবী করীম (সাঃ) হাদীস লিপিবদ্ধ করার সাধারণ অনুমতি দান করেন।[৪৭]

অতঃপর খলীফা 'উমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (রহঃ) (মৃঃ ১০১/৭২০) হিজরী একশ' সালের শুরুতে সরকারী পর্যায়ে হাদীস লিখার নির্দেশ জারী করেন।[৪৮]

---

৪৫. রাসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

نَضَّرَ اللهُ اِمْرِاً سَمِعَ مِنَّا حديثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَه فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلىٰ مَن هُو اَفْقَهُ ورُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ -

আল্লাহ্ তা'আলা এমন ব্যক্তিকে চির সবুজ করুন, যে আমার থেকে কোন হাদীস শুনেছে এবং তা অপরের নিকট পৌছে দেয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করেছে। কেননা, অনেক হাদীস বহনকারী অপেক্ষা পরবর্তী হাদীস গ্রহণকারী অধিক ফকীহ্ হয়ে থাকে। আর কোন কোন হাদীস সংরক্ষণকারী ফকীহ্ তথা ফিক্হ শাস্ত্রবিদ হয় না।

মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা, *জামি' তিরমিযী,* ২য় খণ্ড, বাবু মা জা'আ ফিল হাসসি 'আলা তাবলাগিস্ সিমা' (মুখতার এণ্ড কোম্পানী, দেওবন্দ, ইউ, পি, ইণ্ডিয়া), পৃঃ ৯৪।

৪৬. ইব্নুল আসীর, *উস্দুল গাবাহ্,* ৩য় খণ্ড (দারু ইহ্ইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী বৈরুত, লেবানন, ১৩৭৭/১৯৫৭), পৃঃ ২৩৩-২৩৪।

৪৭. 'আবদুল 'আযীয খাওলী, *মিফতাহুস্ সুন্নাহ,* ২য় সং (মাতবা'আতুল 'আরাবিয়্যাহ, মিসর, ১৩০৭/১৯২১), পৃঃ ১৭।

৪৮. তিনি মদীনার গভর্নর এবং কাযী আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাযমকে লিখেন ঃ

اُنظُرْ ماَ كاَنَ مِن حَدِيثِ رَسولِ الله صَلىَّ اللهُ عليه وَسلَّمَ فَاكتُبْه ، فاِنّي خِفْتُ دُرُوْسَ العِلْمِ وذَهَابَ ا لعُلَمَاءِ -

অনরূপভাবে তিনি ইব্ন শিহাব যুহরীর নিকটও চিঠি লিখেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল, *আল্-জামি'উস সহীহ,* ২য় সং (করাচী ১৩৮১/১৯৬১), পৃঃ ২০।

Dhaka University Institutional Repository

এ হুকুম জারীর পর হাদীস সংগ্রহে যিনি সর্বাধিক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তিনি হচ্ছেন হিজায এবং সিরিয়ার 'আলিম মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন শিহাব আয্-যুহরী আল-মাদানী (রহঃ) (মৃঃ ১২৪/৭৪২)।[৪৯] এরপর মক্কায় ইব্ন জুরাইজ (রহঃ) (মৃঃ ১৫০/৭৬৭), মদীনায় ইব্ন ইসহাক (রহঃ) (মৃঃ ১৫১/৭৬৮), অথবা ইমাম মালিক (রহঃ) (মৃঃ ১৭৯/৭৯৫০), বসরায় রাবী ইব্ন সাবীহ্ (রহঃ) (মৃঃ ১৬০/৭৭৭), অথবা সা'ঈদ ইব্ন আবূ 'আরূবাহ (রহঃ) (মৃঃ ১৫৬/৭৭২), অথবা হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ (রহঃ) (মৃঃ ১৬৭/৭৮৪), কূফায় সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) (মৃঃ ১৬১/৭৭৮), সিরিয়ায় ইমাম আওযা'ঈ (রহঃ) (মৃঃ ১৫৬/৭৭৩), ওয়াসিত-এ হুশায়ম (রহঃ) (মৃঃ ১৮৮/৮০৪), ইয়ামান-এ মা'মার (রহঃ) (মৃঃ ১৫৩/৭৭০), রায়-এ জারীর ইব্ন 'আবদুল হামীদ (রহঃ) (মৃঃ ১৮৮/ ৮০৪), এবং খোরাসান-এ ইবনুল মুবারক (রহঃ) (মৃঃ ১৮১/৭৯৭) হাদীস সংগ্রহ করেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর হাদীস বিশেষজ্ঞ। তবে তাঁদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তা জানা যায় নি। তাঁদের সংগৃহীত গ্রন্থে সাহাবীগণের বাণী এবং তাবি'ঈগণের ফাতাওয়াও সংমিশ্রিত ছিল।[৫০]

এ শতাব্দীর বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হচ্ছে ঃ ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রহঃ) (মৃঃ ১৭৯/৭৯৫)-এর মুওআত্তা, ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)[৫১] (মৃঃ ২০৪/৮১৯)-এর মুসনাদ এবং মুখতালাফুল হাদীস,

---

৪৯. ডঃ সুব্হী সালেহ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৬।

৫০. 'আবদুল 'আযীয খাওলী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২১।

৫১. ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর প্রপিতা আস সা'ইব (রাঃ) বদর যুদ্ধের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) 'গাযাহ' (ফিলিস্তিন)-এ জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন মতে তিনি 'আসকালান অথবা ইয়ামান অথবা মিনা শহরে জন্মলাভ করেন। দুই বছর বয়সে তাঁকে মক্কায় আনা হয় এবং এখানে তিনি সাত বছর বয়সে কুর'আন হিফ্য করেন এবং দশ বছর বয়সে মুওআত্তা মুখস্থ করেন। এরপর মদীনায় ইমাম মালিক (রহঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হন। প্রথম দিন ইমাম মালিক (রহঃ) তাঁকে যখন মুওআত্তা খুলে পড়তে বলেন তখন তিনি মুখস্থ শুনাতে শুরু করেন। বালক শাফি'ঈ (রহঃ)-এর এ তীক্ষ্ম স্মরণশক্তি এবং হাদীসের প্রতি উৎসাহ দেখে ইমাম মালিক (রহঃ) মন্তব্য করেন ঃ إِنْ يَكُ أَحَدٌ يُفْلِحُ فَهٰذَا الْغُلَامُ 'কেউ যদি সফলতা লাভ করে, তবে তিনি হবেন এ বালক'। তিনি পনের বছর বয়সে ফাত্ওয়া দানের অনুমতি লাভ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে আল-উম্ম, আল-আমালী, আল-কুবরা, আল-ইসলাউস সাগীর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইব্ন যুলাক-এর মতে, তিনি প্রায় একশ'টি পুস্তিকা রচনা করেন।

সুয়ূতী, *হুসনুল মুহাযারাহ্ ফী আখবারি মিস্‌রা ওয়াল কাহিরাহ,* ১ম খণ্ড (মাতবা'আতু ইদারাতিল ওয়াতান, মিসর, ১২৯১/১৮৮২), পৃঃ ১৬৬-১৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম 'আবদুর রাযযাক (রহঃ) (মৃঃ ২১১/৮২৭)-এর জামি', শু'বাহ ইব্‌নুল হাজ্জাজ (রহঃ) (মৃঃ ১৬০/৭৭৭)-এর মুসান্নাফ, সুফিয়ান ইব্‌ন 'উইয়াইনাহ্ (রহঃ)[৫২] (মৃঃ ১৯৮/৮১৪)- এর মুসান্নাফ এবং লায়স ইব্‌ন সা'আদ (রহঃ) (মৃঃ ১৭৫/৭৯১)-এর মুসান্নাফ।[৫৩] হিজরী তৃতীয় শতাব্দী ছিল হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ।[৫৪] এ কালেই সিহাহ সিত্তাহ্ সংকলিত হয়।

---

৫২. সুফিয়ান ইব্‌ন 'উয়াইনাহ্ ইব্‌ন আবী ইমরান মায়মূন আবূ মুহাম্মদ আল-হিলালী আল্-কূফী 'ইলমি হাদীসের একজন যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী ছিলেন। তিনি ১০৭/৭২৫ সনে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল হতেই তাঁর তীক্ষ্ম স্মরণশক্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছিল। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন : مَا كَتَبْتُ شَيْأً قَطُّ إِلاَّ أَشْيَاءً حَفِظْتُهُ 'আমি কখনও কিছু লিখি নি, কিন্তু যখনই কিছু লিখেছি, তখনই তা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে'।

তিনি 'আবদুল মালিক ইব্‌ন 'উমায়র, আবূ ইসহাক আস-সুবাঈ, 'আমর ইব্‌ন দীনার, যুহ্‌রী, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার প্রমুখ অসংখ্য মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদ্‌রীস আশ্-শাফি'ঈ, আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, আবূ বকর আল-হুমায়দী প্রমুখ বহু মুহাদ্দিস হাদীস শ্রবণ করেন। হাদীস শিক্ষার জন্য তিনি কূফা, মক্কা, মদীনা ও অন্যান্য জ্ঞানকেন্দ্র সফর করেন। ১৬৩/৭৭৯ সনে কূফা থেকে মক্কায় হিজরত করেন। এরপর তিনি সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। হাদীসের সমালোচকগণ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বলেন : لَوْلاَمَالِكٌ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ لَذَهَبَ عِلْمُ الْحِجَازِ

ইমাম মালিক (রহঃ) এবং সুফিয়ান ইব্‌ন 'উয়াইনাহ্ না হলে হিজাযের 'ইল্‌ম বিলুপ্ত হয়ে যেত। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ (রহঃ) তাঁকে হাদীসের ইমাম বলে আখ্যায়িত করেন। আল 'আজালী (রহঃ) তাঁকে হাদীস বিশারদের হাকিম এবং ইব্‌ন হাজার (রহঃ) তাঁকে অষ্টম স্তরের মুহাদ্দিসগণের শিরোমণি বলে চিহ্নিত করেন। প্রসিদ্ধ হাদীসবিদ 'আলী ইব্‌নুল মাদীনী (রহঃ) বলেন : 401339

مَا فِيْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ أَتْقَنُ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ

ইমাম যুহরী (রহঃ)-এর ছাত্রদের মধ্যে ইব্‌ন 'উয়াইনাহ্ অপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য আর কেউ ছিল না। তিনি ১৯৮/৮১৩ সনে ইন্‌তিকাল করেন।

ইব্‌ন হাজার, *তাহ্‌যীবুত্ তাহ্‌যীব,* ৪র্থ খণ্ড, ১ম সং (দা'ইরাতুল মা'আরিফ হায়দারাবাদ, ডিকান, ১৩২৫/১৯০৭), পৃঃ ১১৭-১২১ ; *তাকরীবুত্ তাহ্‌যীব* (আল মাকতাবাতুল 'ইলমিয়্যাহ্, মদীনা, সউদী 'আরব, ১০৮০/১৬৬৯), পৃঃ ৩১২ ; খাতীব বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ* (মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো, মিসর, ১৩৪৯/১৯৩১), পৃঃ ১৭৯।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

৫৩. 'আবদুল 'আযীয খাওলী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২২।

৫৪. 'আল্লামা 'আবদুল 'আযীয খাওলী এ প্রসংগে বলেন :

وإنَّ ذَلِكَ القرنَ الثالثَ لأجلُّ عُصُوْرِ الْحَدِيْثِ وَأَسْعَدُهَا بِخِدْمَةِ السُّنَّةِ ، فَفِيْهِ ظَهَرَ كِبَارُ الْمُحَدِّثِيْنَ وَجَهَابِذَةُ الْمُؤَلِّفِيْنَ وَحُذَّاقُ النَّاقِدِيْنَ وَفِيْهِ أَشْرَقَتْ شُمُوْسُ الْكُتُبِ السِّتَّةِ الَّتِى كَانَتْ لاَ تُغَادِرُ مِن صَحِيحِ الْحَدِيْثِ إِلاَّ النَّزْرَ الْيَسِيْرَ ، وَالَّتِى عَلَيْهَا يَعْتَمِدُ الْمُسْتَنْبِطُوْنَ وَبِهَا يَعْتَضِدُ الْمُنَاظِرُوْنَ وَعَنْ مَدْيَاهَا تَنْجَابُ الشُّبَهُ وَبِضَوْءِهَا يَهْتَدِى الضَّالُّ وَيَبْرُدُ يَقِيْنُهَا تَثْلُجُ الصُّدُوْرُ-

Dhaka University Institutional Repository

হাদীসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

হাদীসে রাসূল (সাঃ) উম্মাতে মুসলিমার এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরী'আতের অন্যতম উৎস। একে বাদ দিয়ে ইসলামী জীবন পরিচালনা করা মোটেও সম্ভব নয়। তাই হাদীসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নির্ধারণের পূর্বে স্বয়ং রাসূলে করীম (সাঃ)-এর গুরুত্ব এবং মর্যাদা (Position) নির্ধারণ একান্ত আবশ্যক।

ইসলামের দৃষ্টিতে মহানবী (সাঃ)-এর আদেশ-নিষেধ, তাঁর যাবতীয় কাজকর্ম, কথাবার্তা-- এক কথায় তাঁর মুখ-নিঃসৃত বাণী ও গোটা কর্মময় জীবনই মিল্লাতে মুসলিমার জন্য অপরিহার্য এক মহান আদর্শ। রাসূল প্রেরণের মূলে মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য এই ছিল যে, উম্মত তাঁকে পূর্ণমাত্রায় অনুসরণ করে চলবে। তাঁর প্রদত্ত বিধি-বিধান পুরোপুরি পালন করার সাথে সাথে তাঁর বাস্তব জীবন ধারাকেও অনুসরণ করে চলবে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللهِ ৫৫

আমি রাসূল পাঠিয়েছি একমাত্র' এ উদ্দেশ্যে যে, মহান আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁকে অনুসরণ করা হবে, তাকে মেনে চলা হবে। এ আয়াতে রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে।

অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوْا اللهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ৫৬

হে বিশ্বাসীগণ ! আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তাঁদের আদেশ শ্রবণের পর তা' অমান্য করে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন কর না। তাদের মত হয়ো না, যারা বলে-- আমরা শুনেছি, কিন্তু কার্যত তারা শোনে না। এতে রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণের আদেশ স্পষ্ট। প্রথমে অবশ্যম্ভাবীরূপে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার আদেশ দান করা হয়েছে, সেই সাথে রাসূলে করীম (সাঃ)-এর প্রতিও আনুগত্য করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজেই প্রতিটি মু'মিনের কর্তব্য হলো আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা।

তৃতীয় হিজরী শতাব্দী হাদীস সংকলনের যুগসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সুন্নাহ পরিচর্যার ক্ষেত্রে অধিক সৌভাগ্য মণ্ডিত। এ যুগেই বরেণ্য হাদীস বিশারদ, বড় বড় হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারী এবং সূতীক্ষ্ম সমালোচকবৃন্দের আবির্ভাব ঘটে। আর এ যুগেই এমন ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থরূপ সূর্য উদিত হয়, যেগুলো খুব সামান্য বিশুদ্ধ হাদীসই নিজেদের পশ্চাতে রেখেছে। হাদীস থেকে আহ্‌কাম চয়নকারীগণ এগুলোর ওপরই নির্ভর করেন। আর বিতর্কে লিপ্ত ব্যক্তিগণ এগুলো থেকে দলীল গ্রহণ করেন। আর এগুলোর উপস্থিতিতেই সন্দেহের অপনোদন ঘটে। এগুলোর আলোকরশ্মিতে পথহারা ব্যক্তি পথের দিশা লাভ করে। এগুলোর মাধ্যমেই ইয়াকীন তথা বিশ্বাস সুদৃঢ় হয় এবং অন্তরসমূহ শীতল হয়।

'আবদুল 'আযীয় খাওলী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৯।

৫৫. *আল-কুর'আনুল করীম*, সূরা-আন্-নিসা, আয়াত ঃ ৬৪।

৫৬. *আল-কুর'আনুল করীম*, সূরা-আন্‌ফাল, আয়াত ঃ ২০।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যত্র বলা হয়েছে

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِى يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ৫৭

বল (হে নবী) ! তোমরা যদি মহান আল্লাহ্‌কে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ করে চল। তা'হলে আল্লাহ্ পাকও তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ গুনাহ মার্জনাকারী, দয়াশীল।

মহান আল্লাহ্‌কে ভালবাসার অনিবার্য দাবী ও বাস্তব শর্ত হচ্ছে রাসূলে করীম (সাঃ) কে অনুসরণ করে চলা। আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও তাঁর নিকট হতে গুনাহর মার্জনা লাভের একমাত্র পথ ও উপায় হচ্ছে রাসূলে করীম (সাঃ)-কে অনুসরণ করা। রাসূলকে অনুসরণ না করলে আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও তাঁর নিকট থেকে গুনাহের মার্জনা লাভ সম্ভব নয়। এমন কি এ ছাড়া মানুষ ঈমানদারই হতে পারে না, মুসলিমও থাকতে পারে না ; বরং কাফির হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন ঃ

قُلْ اَطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ - ৫৮

বল (হে নবী) ! মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মেনে চল ; যদি তা' না কর তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের ভালবাসেন না।

এ আয়াতেও আনুগত্যের ক্ষেত্রে প্রথমে মহান আল্লাহ্‌র এবং পরে কিংবা সাথে সাথেই, রাসূলে করীম (সাঃ)-কে স্বতন্ত্র মর্যাদা দেয়া হয়েছে। ফলে কেবল আল্লাহ্‌র আনুগত্য করলেই যথেষ্ট হবে না, রাসূলেরও আনুগত্য করতে হবে। আল্লাহ্‌র আনুগত্য না করলে মানুষ যেমন কাফির হয়ে যায়, রাসূলের আনুগত্য না করলেও তেমনি কাফির হয়ে যায়। আয়াতের শেষাংশে এ কথা স্পষ্ট ভাষায়ই ব্যক্ত করা হয়েছে। সে সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, এ কাফিরদেরকে মহান আল্লাহ্ বিন্দুমাত্র ভালবাসেন না-পছন্দ করেন না।

রাসূলে করীম (সাঃ)-এর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ-উপদেশ এবং তাঁর ঘোষিত হালাল ও হারামকে বিশ্বাস করা ও মেনে চলা মুসলিম মাত্রেরই কর্তব্য। তাঁর এ সমস্ত কাজের বিস্তারিত বিবরণ হাদীসের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে।

মহানবী (সাঃ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মীমাংসাকারী করে পাঠিয়েছেন। অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا - ৫৯

---

৫৭. *আল-কুর'আনুল কারীম,* সূরা আলে 'ইমরান, আয়াত ঃ ৩১।

৫৮. *আল-কুর'আনুল কারীম,* সূরা আলে 'ইমরান, আয়াত ঃ ৩২।

৫৯. *আল-কুর'আনুল কারীম,* সূরা আন-নিসা, আয়াত ঃ ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

তোমার প্রতিপালক (রাব্ব)-এর শপথ, লোকেরা কিছুতেই মু'মিন হতে পারবে না, যদি না তারা (হে নবী) আপনাকে তাদের পারস্পরিক যাবতীয় ব্যাপারে বিচারক ও সিদ্ধান্তকারী স্বীকার করে। আপনার ফয়সালা সম্পর্কে মনে প্রশান্তি বোধ করে এবং তা সর্বান্তঃকরণে মেনে নেয়।

জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহানবী (সাঃ)-এর আনুগত্য করাও প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য। এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ -[৬০]

হে মু'মিনগণ ! আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যকার দায়িত্বশীল লোকদের। যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটে তাহলে তা আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।

এ আয়াতে তিনটি বিভিন্ন সত্তার আনুগত্য করার জন্য স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করা হয়েছে। প্রথমত মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্য, দ্বিতীয়ত, রাসূলে করীম (সাঃ)-এর আনুগত্য এবং তৃতীয়ত, মুসলিম দায়িত্বশীল লোকদের আনুগত্য। আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রসংগে স্পষ্ট ভাষায় দু' দু'বার اَطِيْعُوْا 'আনুগত্য কর' বলার কারণে উভয় আনুগত্যই মৌলিক ও স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। এই নির্দেশ অনুসারে কুর'আন মজীদ মেনে চললেই কার্যত আল্লাহ্‌র আনুগত্য হতে পারে। কিন্তু 'আনুগত্য কর রাসূলের', এ আদেশ কার্যকর করার কি পথ ? --- এ জন্য হাদীসকে মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। পক্ষান্তরে, পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য মহান আল্লাহ্ ও রাসূলে করীম (সাঃ)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র কিতাবের সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায়। কিন্তু রাসূলে করীম (সাঃ)-এর অবর্তমানে রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করার কি উপায় হতে পারে ? উপায় হল রাসূলে করীম (সাঃ)-এর সুন্নাত ও হাদীসকে গ্রহণ ও অনুসরণ করা। তা করা হলেই কেবল আল্লাহ্‌র এ আদেশ পালন করা সম্ভব। তা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। ওপরের আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে তাই মায়মুন ইব্‌ন মেহরান বলেছেন ঃ

আল্লাহ্‌র প্রতি ফিরানোর অর্থ আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি ফিরানো এবং রাসূলের প্রতি ফিরানোর অর্থ রাসূলে করীম (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় যেমনটি সাহাবীগণ পেশ করতেন তেমনি তাঁর নিজের নিকট পেশ করা। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর জান কবয করে নিয়েছেন, তখন এর বাস্তব অর্থ তাঁর সুন্নাতের দিকে ফিরানো।[৬১]

---

৬০. *আল-কুর'আনুল কারীম,* সূরা আন্ নিসা, আয়াত ঃ ৫৯।

৬১. মুহাম্মদ জামালুদ্দীন আল্-কাসিমী, *তাফসীরু মাহাসিনিত্ তা'বীল,* ১ম খণ্ড (কায়রো, মিসর, ১৯৫৭-১৯৫৮ খ্রিঃ), পৃঃ ১৩৮।

মূল 'আরবী ঃ

اَلرَّدُّ اِلَى اللّٰهِ اِلٰى كِتَابِه وَالرَّدُّ اِلَى الرَّسُولِ اِذَا كَانَ حَيًّا فَلَمَّا قَبَضَهُ اللّٰهُ فَالرَّدُّ اِلٰى سُنَّتِه -

Dhaka University Institutional Repository

'আল্লামা ইব্ন হাজার 'আসকালানী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ 'যদিও প্রকৃত পক্ষে আনুগত্য পাবার যোগ্য অধিকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাসূলে করীম (সাঃ)-এর আনুগত্য করার আদেশ নতুন করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী 'উলিল আমর' (أُولِى الأَمْرِ)-এর পূর্বে 'আনুগত্য কর' নতুন করে বলা হয় নি। এর কারণ এই যে, মানুষ দু'টি জিনিস মেনে চলতে বাধ্য, তা হল 'পবিত্র কুর'আন ও সুন্নাহ'। কাজেই এখানে অর্থ হবে এরূপ, যে সব বিষয় কুর'আনে স্পষ্ট করে ফয়সালা দেয়া হয়েছে, তাতে মহান আল্লাহ্র আনুগত্য কর, আর যা কুর'আন হতে জেনে নিয়ে তোমাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে এবং যা সুন্নাতের দলীল দিয়ে তোমাদের সামনে প্রমাণ করা হয়েছে, তাতে রাসূলের আনুগত্য কর। ফলে আয়াতের মোট অর্থ দাঁড়াল এরূপ ঃ তিলাওয়াত করা হয় যে ওয়াহী, তা হতে তোমাদেরকে যে হুকুম দেয়া হবে, তা পালন করে মহান আল্লাহ্র আনুগত্য কর। আর যে ওয়াহী কুর'আন নয়, তা হতে তোমাদেরকে যে হুকুম করা হবে, তা পালন করে তোমরা রাসূলের আনুগত্য কর।'[৬২]

'আল্লামা তাইয়্যেবী বলেন ঃ আল্লাহ্র হুকুম রাসূলের আনুগত্য করা। এ কথায় আনুগত্যের আদেশের পুনরাবৃত্তি করার কারণে বুঝা গেল যে, রাসূলে করীম (সাঃ) স্বতন্ত্র স্বাধীন এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী। আর 'উলিল আম্র'-এর ক্ষেত্রে এ শব্দটির পুনরুল্লেখ না হওয়ায় বুঝা গেল যে, 'উলিল আমর' এমনও হতে পারে যার আনুগত্য করা যরূরী নয়।[৬৩]

মহানবী (সাঃ)-কে অমান্য করা হলে কতখানি অপরাধ হতে পারে, এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত হতে অনেক তত্ত্বই জানা যায়। ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوْا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ - [৬৪]

---

৬২. মুহাম্মদ জামালুদ্দীন আল-কাসিমী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৪৩৪।

মূল 'আরবী ঃ

النُّكْتَةُ فِى اِعَادَةِ الْعَامِلِ فِى الرَّسُوْلِ دُوْنَ اُوْلِى الْاَمْرِ مَعَ اَنَّ الْمُطَاعَ فِى الْحَقِيْقَةِ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى كَوْنُ الَّذِى يعرف بِهِ مَا يقعُ بِهِ التَّكْلِيْفُ هُمَا الْقُرْاٰنُ وَالسُّنَّةُ وَكَانَ التَّقْدِيْرُ اَطِيْعُوا اللّٰهَ فِيْمَا قَضٰى عَلَيْكُمْ بِالْقُرْاٰنِ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ فِيْمَا بَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَمَا يَنُصُّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ السُّنَّةِ وَالْمَعْنٰى اَطِيْعُوا اللّٰهَ فِيْمَا يَاْمُرُكُمْ بِهِ مِنَ الْوَحْىِ الْمُتَعبد بِتِلَاوَتِهِ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ فِيْمَا يَاْمُرُكُمْ بِهِ مِنَ الْوَحْىِ الَّذِى لَيْسَ بِقُرْاٰنٍ -

৬৩. মুহাম্মদ জালালুদ্দীন আল-কাসিমী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩৪৪।

মূল 'আরবী ঃ

اَعَادَ الْفِعْلَ فِى قَوْلِهِ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ اشَارَةً اِلٰى اِسْتِقْلَالِ الرَّسُوْلِ بِالطَّاعَةِ وَلَمْ يُعِدْهُ فِى اُوْلِى الْاَمْرِ اشَارَةً اِلٰى اَنَّهُ يُوْجَدُ فِيْهِمْ مَنْ لَا تَجِبُ طَاعَتُهُ -

৬৪. *আল্ কুর'আনুল কারীম*, সূরা আল মুজাদিলা, আয়াত ঃ ৯।

Dhaka University Institutional Repository

'হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমরা যখন পরস্পর পরামর্শে মিলিত হও তখন গুনাহের কাজ, সীমালংঘনমূলক কাজ ও রাসূলের নাফরমানী করার বিষয়ে পরামর্শ কর না ; বরং পরামর্শ কর নেক কাজ ও আল্লাহ্ ভীতিমূলক কাজ সম্পর্কে। আল্লাহ্কে ভয় করে চল, যাঁর নিকট তোমাদের সকলকেই একত্রিত করা হবে।'

এ আয়াতে রাসূলে করীম (সাঃ)-কে অমান্য করতে স্বতন্ত্রভাবে নিষেধ করা হয়েছে। একদিকে পাপ, সীমালংঘন ও রাসূলের নাফরমানীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অপরদিকে উল্লেখ করা হয়েছে নেকী ও আল্লাহ্-ভীতিমূলক কাজের। এর অর্থ এই যে, রাসূলে করীম (সাঃ)-এর অবাধ্যতা ও নাফরমানী করলে যেমন গুনাহ ও সীমালংঘন করা হয়, অনুরূপভাবে সকল কল্যাণ, নেকী ও আল্লাহ্-ভীতি হতেও বঞ্চিত হতে হয়। আয়াতের শেষাংশে পরকালের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, রাসূলে করীম (সাঃ)-কে অমান্য করলে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। মহানবী (সাঃ)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ মুসলিম জীবনের এক চিরন্তন কর্তব্য।

ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ - [৬৫]

অতএব তোমরা মহান আল্লাহ্ এবং তাঁর 'উম্মী' নবীর প্রতি ঈমান আন। যে নবী নিজে আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ করে চল। অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - [৬৬]

রাসূল (সাঃ) তোমাদের নিকট যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা তোমরা পূর্ণরূপে গ্রহণ কর। আর যা কিছু থেকে নিষেধ করেন, তোমরা তা হতে বিরত থাক। (আর রাসূলের আদেশ-নিষেধ মেনে চলার ব্যাপারে) মহান আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা।

রাসূলে করীম (সাঃ)-এর আদেশ-নিষেধকে অমান্য করলে বা এর বিরোধিতা করলে আল্লাহ্ তা'আলা কঠোর শাস্তি দান করবেন। এ প্রসংগে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ - [৬৭]

রাসূলে করীম (সাঃ)-এর আদেশ-নিষেধের যারা বিরোধিতা করে, তাদের ভয় করা উচিৎ যে, তাদের ওপর কোন বিপদ-মুসীবত আসতে পারে অথবা কোন পীড়াদায়ক 'আযাবে তারা নিপতিত হতে পারে।

---

৬৫. *আল কুর'আনুল কারীম,* সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ঃ ১৫৮।

৬৬. *আল কুর'আনুল কারীম,* সূরা আল-হাশর, আয়াত ঃ ৭।

৬৭. *আল কুর'আনুল কারীম,* সূরা আন্-নূর, আয়াত ঃ ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (সাঃ)-এর আনুগত্য স্বীকার করা এবং বাস্তব জীবনে তাঁকে অনুসরণের ওপরই মানুষের হিদায়াত ও কল্যাণ নির্ভরশীল। যেমন ঘোষণা করা হয়েছে ঃ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا -৬৮

তোমরা মহানবী (সাঃ)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ করলেই হিদায়াত প্রাপ্ত হবে।

আবারও বলা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যও নির্ভর করে রাসূলের আনুগত্যের ওপর। অন্য কথায়, তাঁর (সাঃ) আনুগত্য না করলে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করা সম্ভব হতে পারে না। এ কথাই স্পষ্ট হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে ঃ مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ -৬৯

যে রাসূলের আনুগত্য করল সে ঠিক আল্লাহ্রই আনুগত্য করল। ওপরের এ সব আয়াতের মাধ্যমে এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ)-এর কথা ও কাজকে পুরোপুরি মেনে নেয়া এবং যথাযথরূপে পালন করা। এক কথায় তাঁর পূর্ণাংগ আনুগত্য ও অনুসরণ করা মুসলিম মাত্রেরই কর্তব্য। আর তাঁর (সাঃ) যাবতীয় কথা ও কাজের বিবরণ যেহেতু হাদীসের মাধ্যমে জানা যেতে পারে, এ জন্যই দ্বীন-ইসলামে হাদীসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য ও অপরিহার্য।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيْنًا -৭০

'কোন বিষয়ে মহান আল্লাহ্ ও রাসূলের ফয়সালা এবং ফরমান আসার পর তা মানা না-মানার ব্যাপারে মু'মিন পুরুষ ও স্ত্রীলোকের কোন ইখতিয়ারই থাকতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে, সে পথভ্রষ্ট হয়ে ইসলাম হতে বহু দূরে চলে যায়।' এ আয়াত হতে একসাথে তিনটি কথা জানা যায়।

এক. কোন বিষয়ে মহান আল্লাহ্র যেমন স্বাধীনভাবে কোন ফয়সালা করার বা ফরমান দেয়ার অধিকার আছে, তেমনি আল্লাহ্র রাসূলেরও সেরূপ অধিকার আছে।

দুই. মু'মিন নারী পুরুষ যেমন আল্লাহ্র ফরমান ও ফয়সালা মেনে নিতে বাধ্য, তেমনিভাবে রাসূলে করীম (সাঃ)-এর ফয়সালা ও ফরমানও মেনে নিতে বাধ্য।

তিন. মহান আল্লাহ্র ফরমান ও ফয়সালা না মানলে যেমন মানুষ গোমরাহ ও কাফির হয়, রাসূল (সাঃ)-এর ফয়সালা ও ফরমান না মানলে সেভাবেই গোমরাহ ও কাফির হতে হয়। অতএব, প্রমাণিত হল যে, কুর'আন মজীদের মত মহানবী (সাঃ)-এর ফরমান ও ফয়সালার নির্ভরযোগ্য উৎস তথা হাদীস মেনে নিয়ে সে অনুযায়ী জীবন-যাপন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একান্তই অপরিহার্য।

---

৬৮. *আল কুর'আনুল কারীম,* সূরা আন্-নূর, আয়াত ঃ ৫৪।
৬৯. *আল কুর'আনুল কারীম,* সূরা আন্-নিসা, আয়াত ঃ ৮০।
৭০. *আল কুর'আনুল কারীম,* সূরা আল্ আহ্যাব, আয়াত ঃ ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

সহীহ শব্দের তাৎপর্য

'সহীহ' (صَحِيْحٌ) শব্দটি 'আরবী, একবচন, বহুবচনে 'সিহাহ' (صِحَاحٌ)। আভিধানিক অর্থ ঃ ত্রুটিমুক্ত, যার মধ্যে কোন রকম দোষ বা ত্রুটি পাওয়া যায় না, নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে প্রমাণিত।

পারিভাষিক অর্থ ঃ (ক) এমন 'মুসনাদ' বা সনদযুক্ত হাদীস, যার 'রাবী' বা বর্ণনাকারীগণের ধারা পরম্পরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত 'মুত্তাসিল' বা অবিচ্ছিন্ন, 'আদিল' বা ন্যায়নিষ্ঠ, প্রখর স্মরণ শক্তির অধিকারী এবং সব রকম ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত।

(খ) হাদীসের এমন সংকলন যাতে 'সহীহ' হাদীস ব্যতীত অন্য কোন হাদীস সন্নিবেশিত হয় নি। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম মিলিতভাবে 'সহীহাইন'।[৭১] অর্থাৎ যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র ধারাবাহিক রয়েছে, সনদের প্রত্যেক স্তরের বর্ণনাকারীর নাম সঠিকরূপে উল্লেখ করা হয়েছে, বর্ণনাকারীগণ সর্বতোভাবে বিশ্বস্ত-সিকাহ্, যাঁদের স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর এবং যাঁদের সংখ্যা কোন স্তরেই মাত্র একজন নয়। এরূপ হাদীসকে পারিভাষিক অর্থে 'হাদীসে সহীহ' (حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ) বলা হয়।

ইমাম নববী (রহঃ)[৭২] লিখেছেন ঃ

اَلصَّحِيْحُ فَهُوَ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِالْعُدُوْلِ الضَّابِطِيْنَ مِنْ غَيْرِ شُذُوْذٍ وَّلَا عِلَّةٍ -[৭৩]

যে হাদীসের সনদ নির্ভরযোগ্য ও সঠিকরূপে সংরক্ষণকারী বর্ণনাকারীগণের বর্ণনা অবিচ্ছন্নভাবে পরম্পরাপূর্ণ, যাতে বিরল ও ত্রুটিযুক্ত বর্ণনাকারী একজনও নেই। তা-ই 'হাদীসে সহীহ'।

---

৭১. *দা'ইরাতুল মা'আরিফ ইসলামিয়্যাহ* (উর্দূ বিশ্বকোষ, লাহোর, ১৩৮৮/১৯৬৮), পৃঃ ১৩/৭৫-৭৬।

৭২. ইমাম মুহিউদ্দিন আবূ যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া ইবন শারফ হুরানী শাফি'ঈ আন্-নববী (রহঃ) স্বীয় যুগের খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ ছিলেন। তিনি ৬৩১/১২৩৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন। দুনিয়াত্যাগী এই চির-কুমার বিদ্বান দামিশ্কের দারুল হাদীস আশরাফিয়ার 'শায়খুল হাদীস' ছিলেন। কিন্তু সেখান থেকে একটি দিরহামও তিনি কখনও গ্রহণ করেন নি। সহীহ মুসলিমের জগদ্বিখ্যাত ভাষ্যগ্রন্থ 'শারহু নববী' এবং সহীহ হাদীসের সংকলন 'রিয়াযুস সালেহীন' ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর আরও অনেকগুলো প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রয়েছে। দামিশ্কে জীবন কাটালেও মৃত্যুর পূর্বে নিকটবর্তী স্বীয় গ্রাম 'নাওয়া'-তে নীত হন এবং সেখানেই তিনি ৬৪৩/১২৪৫ সনে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

সুয়ূতী, *তাবাক্বাতুল হুফফায,* পৃঃ ৫১০ ইন্দোনেশিয়া ছাপা 'রিয়াযুস সালেহীন'-এর ভূমিকা।

৭৩. নববী, *শারহ্ সহীহ মুসলিম* (দারু ইহ্ইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, বৈরুত, লেবানন, ১৩৯২/১৯৭২), পৃঃ ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য শর্তাবলী

একটি হাদীস কিভাবে 'সহীহ হাদীস' নামে অভিহিত হতে পারে, এ পর্যায়ে হাদীসের প্রত্যেক ইমাম নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা ও গবেষণা চালিয়েছেন। তবে যেহেতু এই গবেষণা ও চর্চা এবং হাদীস বিজ্ঞানের উন্নয়ন একই সময় ও সকল মুহাদ্দিসের একত্র উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয় নি ; বরং বিভিন্ন সময়ে হাদীস বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ-ধারার বিভিন্ন স্তরে অনুষ্ঠিত হয়েছে, সে কারণে এতে বিভিন্ন পর্যায়ে সম্প্রসারণ ঘটেছে। ফলে বাহ্য দৃষ্টিতে এতে কিছু মতপার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়েছে। আমরা এখানে বিভিন্ন ইমাম ও মুহাদ্দিসগণের আরোপিত শর্তাবলীর উল্লেখ করছি।

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে সহীহ হাদীসের শর্তাবলী

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)[৭৪] হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য যে শর্ত আরোপ করেছেন, তা অপরাপর মুহাদ্দিসগণের আরোপিত শর্তের তুলনায় অত্যন্ত কঠিন বলে মনে হয়। আর প্রকৃত পক্ষে

---

৭৪. তাঁর পুরো নাম ঃ নু'মান ইব্ন সাবিত ইব্ন যূতা। তিনি 'ইরাকের নেতৃস্থানীয় ও শীর্ষস্থানীয় ফকীহ্ ছিলেন। তাঁর নামানুসারেই হানাফী মাযহাবের নামকরণ হয়। তিনি ৮১/৭০০ সনে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ কাবুলে বন্দী হয়ে কূফায় নীত হন। পরে তিনি মাওলা অর্থাৎ আশ্রিতরূপে তায়মুল্লাহ্ গোত্রের সাথে যুক্ত হন। কয়েকজন জীবনীকার-এর মতে তিনি পারস্যের প্রাচীন রাজাদের বংশধর ছিলেন। ইমাম নববী লিখেছেন যে, হযরত 'আলী (রাঃ) ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর পিতা সাবিত ও তাঁর বংশধরগণের জন্য দু'আ করেছেন। এতে মনে হয়, সাবিত সম্ভবত হযরত 'আলী (রাঃ)-এর বংশধরগণের সমর্থক ছিলেন।

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) সমগ্র জীবন ফিক্হ চর্চায় অতিবাহিত করেন ; তাঁর মজলিসে বিপুল সংখ্যক শ্রোতামণ্ডলী সমবেত হত। তাঁর কোন প্রামাণ্য লেখা বর্তমান নেই। হয়ত আদৌ ছিল না। তথাপি আইনগত প্রশ্নে প্রামাণ্য ব্যক্তি হিসাবে তাঁর প্রভাবের ফলে 'ইরাকী ফিক্হী মাযহাবের সৃষ্টি হয়েছিল। ফিক্হ সংক্রান্ত মাস'আলায় কুর'আন, হাদীস ও ইজমা'-এর আলোকে বিপুল পরিমাণে ব্যক্তিগত মত (রায়) ব্যবহার করার যে যুক্তিবাদ হানাফী মাযহাবের বৈশিষ্ট্য, ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) স্বয়ং এর প্রতিষ্ঠাতা।

তিনি কাপড়ের ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। পরবর্তী কালে যাঁরা তাঁর জীবন চরিত রচনা করেছেন, তাঁদের অনেকেই লিখেছেন যে, কূফায় উমাইয়া শাসনকর্তা ইয়াযীদ ইব্ন 'ওমর ইব্ন হুবায়রাহ ও পরে খলীফা আল্-মানসূর তাঁকে কাযীর পদ দানের প্রস্তাব করলে তিনি দৃঢ়তার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এ অস্বীকৃতির দরুন তাঁকে দৈহিক শাস্তি ও কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। ফলে ১৫০/৭৬৭ সনে কারাগারে তিনি ইন্তিকাল করেন। সে যুগের যে সকল ধার্মিক লোক অধার্মিক রাজাদের অধীনে চাকুরী গ্রহণ অন্যায় বলে মনে করতেন, তাঁদের সম্পর্কেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। যায়দিয়া সূত্র হতে তাঁর কারাবাস ও মৃত্যুর অপর একটি কারণ জানা যায় ; ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ছিলেন যায়দিয়া ইমাম ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদের সমর্থক। তিনি ১৪৫/৭৬০ সনে 'আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে বসরায় বিদ্রোহপতাকা উত্তোলন করেন। খুব সম্ভব, কূফায় 'আলী বংশীয়দের

Dhaka University Institutional Repository

এ ক্ষেত্রে তিনি বড়ই কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর উস্তায শেখ ওয়াকী' বলেন ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর ন্যায় কঠিন শর্ত সাধারণভাবে আরোপিত হলে সহীহ হাদীসের সংখ্যা বহুলাংশে হ্রাস পেয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।[৭৫]

শর্তাবলী ঃ

১. হাদীস বর্ণনাকারীকে অবশ্যই প্রথম শ্রেণীর বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

২. হাদীসের বর্ণনায় রাসূলে করীম (সাঃ)-এর ব্যবহৃত শব্দসমূহ হুবহু উল্লেখ (رِوَايَت بِـاللَّفظ) থাকতে হবে। মূল হাদীসের অর্থ বা নিজস্ব ভাষায় বর্ণনা করলে (رِوَايَت بِالْمَعْنٰى) তা সহীহ বলে গ্রহণ করা হবে না।

৩. হাদীস দরসের বৈঠকে নিয়োজিত উচ্চ ঘোষণাকারীর (مُسْتَعْلِى) মুখে হাদীস শ্রবণ করে থাকলে এই শ্রবণকারীগণ পরবর্তীদের নিকট (حَدَّثَنَا) (অমুক আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন) বলে হাদীস বর্ণনা করতে পারবেন না। করলে সে হাদীস সহীহ হিসেবে গণ্য হবে না।

৪. যে সব মুহাদ্দিসের নিকট লিখিতভাবে হাদীস-সম্পদ সুরক্ষিত রয়েছে, হাদীসের প্রতিটি শব্দ যদি তাঁদের স্মরণে থাকে, তবে তাঁদের মৌখিক বর্ণনা কবূল করা যাবে। অন্যথায় ঐ হাদীস সম্মুখে রেখে হাদীস বর্ণনা করতে হবে। এরূপ না করে থাকলে সে হাদীস গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

৫. এ পর্যন্ত যেসব হাদীসের رِوَايَت بِالْمَعْنٰى বা অর্থ ও ভাব বর্ণিত হয়েছে, শব্দগতভাবে বর্ণিত হয় নি, তবে উহাদের বর্ণনাকারী যদি ফিক্‌হ শাস্ত্রে পারদর্শী হন, অত্যন্ত বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী ও সুবিবেচক হন এবং 'দিরায়াতের' দৃষ্টিতেও যদি তাঁর বর্ণিত কথা নির্ভুল হয়, তবে সেটাকে সহীহ হাদীসরূপে কবূল করা যাবে।

৬. নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ কারবার, লেন-দেন ও 'ইবাদত সম্পর্কে যদি কোন 'খবরে ওয়াহিদ' বর্ণিত হয়, তবে উহার সমর্থনে ও অনুকূলে সাক্ষী হিসেবে অপর বর্ণনা সূত্র বা সনদ পেশ করতে হবে। গ্রহণযোগ্য 'সাক্ষী' না পাওয়া গেলে অন্তত দিরায়াতের বিচারে মূল হাদীসটিকে অবশ্যই বিশুদ্ধ ও সহীহ হতে হবে।[৭৬]

সমর্থক পরিবারে জন্ম হেতু প্রথমে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) 'আব্বাসীয়দের প্ররোচিত বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করতেন ; কিন্তু পরে 'আলী (রাঃ)-এর পরিবারের সমর্থকদের মত তিনিও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং নূতন রাজবংশের বিরুদ্ধবাদী হয়ে হয়ে যান।

খাতীব বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ,* ১ম সং (মাকতাবাতুল খান্‌জী, কায়রো, মিসর, ১৩৪৯/১৯৩০), পৃঃ ৩২৩-৪২৫ ; আল্‌-আশ'আরী, *মাকালাত আল-ইসলামিয়্যীন,* পৃঃ ১৩৮-১৩৯।

৭৫. সাখাভী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১২-১৩।

৭৬. মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস,* ৫ম সং (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৪১২/১৯৯২), পৃঃ ৫৯৮-৬০০।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মতে সহীহ হাদীসের শর্তাবলী

১. হাদীসের বর্ণনা সূত্রের পরম্পরা (سِلْسِلَه سَنَد) ধারাবাহিক, সংযুক্ত ও অবিচ্ছিন্ন (مُتَّصِلْ) হবে। হাকিম আবূ 'আবদুল্লাহ্ নীশাপূরী (রহঃ) (মৃঃ ৪০৫/১০১৪) বলেন, প্রখ্যাত সাহাবী রাসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট হতে বর্ণনা করবেন এবং সেই হাদীসের অন্তত আরও দু'জন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী থাকবেন। তারপর সেই সাহাবীর নিকট হতে এমন একজন তাবি'ঈ এর বর্ণনা করবেন, যিনি সাধারণত সাহাবীর নিকট হতেই হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে প্রখ্যাত এবং এ পর্যায়েও তাঁর ওপর দু'জন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী থাকবেন। তারপর এমন তাবি'তাবি'ঈ উহার বর্ণনা করবেন, যিনি হাদীসের হাফিয ও অতিশয় সতর্ক। অতঃপর তাঁর নিকট থেকে হাদীসটির বর্ণনাকারী হবেন বহু এবং নির্ভরযোগ্য, যাঁরা চতুর্থ পর্যায়ের বর্ণনাকারীগণের মধ্যে গণ্য। তারপর হবেন ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর উস্তায হাদীসের হাফিয ও হাদীস বর্ণনার বিশ্বস্ততা রক্ষা করার দিক দিয়ে প্রখ্যাত।[৭৭]

২. হাদীসের বর্ণনাকারীকে তাঁর উস্তাযগণের সাহচর্যে বহু দিন বসবাসকারী হতে হবে।

৩. বর্ণনাকারীকে প্রথম শ্রেণীর বর্ণনাকারীগণের মধ্যে গণ্য, প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য (ثِقَه) হতে হবে।

৪. যিনি যাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করবেন, তাঁদের পরস্পরের সাথে প্রত্যক্ষ সাক্ষাত প্রমাণিত হতে হবে।

ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর মতে সহীহ হাদীসের শর্তাবলী

১. শায়খ আবূ 'আমর ইবনুস-সালাহ (রহঃ) বলেন ঃ ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁর সহীহ হাদীস গ্রহণের জন্য এই শর্ত আরোপ করেছেন যে, হাদীসের সনদসূত্র অবশ্যই 'মুত্তাসিল' পরস্পর সংযুক্ত ও অবিচ্ছিন্ন হতে হবে। একজন 'সিকাহ্' ব্যক্তি অপর 'সিকাহ্' ব্যক্তির নিকট হতে বর্ণনা করবেন। প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত এই অবস্থাই হবে এবং তা 'শায' (شَاذّ) ও 'ইল্লত' (علت) হতে মুক্ত হবে।

---

৭৭. মুহাম্মদ আবূ যাহ্, *আল্-হাদীসু ওয়াল মুহাদ্দিসূন* (দারুল কিতাবিল 'আরাবী, বৈরুত, লেবানন, ১৪০৪/১৯৮৪), পৃঃ ৩৮৪-৩৮৫ ; নববী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৬।

মূল 'আরবী ঃ

الدَّرجَةُ الأُولَى مِنَ الصَّحِيحِ وَهُوَ اَنْ يَرْوِيَ الحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّمَ الصَّحَابِيُّ المَشْهُورُ وَلَه رَاوِيَانِ ثِقَتَانِ ، ثُمَّ يَرْوِيهِ عَنْه التَابِعِيُّ المَشْهُورُ بِالرِّوَايَةِ عَنِ الصَّحَابِيِّ وَلَه رَاوِيَانِ ثِقَتَانِ ثُمَّ يَرْوِيهِ عَنه مِنْ اَتبَاعِ التَّابِعِينَ حَافِظٌ مُتقِنٌ وَلَه رُوَاةٌ ثِقَاتٌ مِنَ الطَّبقَةِ الرَّابِعَةِ ثُمَّ يَكُونُ شَيْخُ البُخَارِيِّ حَافِظ مَشْهُورًا بِالعَدَالَةِ فِي رِوَايَتِه-

Dhaka University Institutional Repository

২. হাদীস যিনি যাঁর নিকট হতে বর্ণনা করবেন, তাঁদের উভয়কে একই যুগের ও একই সময়ের লোক হতে হবে ।

৩. হাদীসের কোন বর্ণনাকারীই 'মাজহূল' مَجْهُوْلٌ বা অজ্ঞাত পরিচয় হবেন না। তাঁকে সর্বজন পরিচিত হতে হবে ।

৪. মূল হাদীসে কোন দুর্বলতার অস্তিত্ব থাকবে না। হাদীস গ্রহণের শর্তে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে । এ কারণে বহু হাদীস ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর নিকট সহীহ কিন্তু ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর নিকট সহীহ নয় ; বরং এর বিপরীত । এ কারণে যাঁদের নিকট থেকে ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীস গ্রহণ করেছেন, তাঁদের নিকট থেকে ইমাম মুসলিম (রহঃ) গ্রহণ করেন নি । আর ইমাম মুসলিম (রহঃ) গ্রহণ করেছেন কিন্তু ইমাম বুখারী (রহঃ) গ্রহণ করেন নি এমন শায়খ বা হাদীসের উস্তাযের সংখ্যা ৬২৫ জন ।[৭৮]

ইমাম নাসা'ঈ ও ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ)-এর মতে সহীহ হাদীসের শর্তাবলী

১. সহীহ হাদীসের প্রধান দু'খানি গ্রন্থ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে যে সব হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে, সে সব হাদীসের সনদসূত্রে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা-সবই এ ইমামদ্বয়ের নিকট অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।

২. প্রধান হাদীস-গ্রন্থদ্বয়ে হাদীস গ্রহণের যে শর্ত অনুসৃত হয়েছে, তাতে উত্তীর্ণ সকল হাদীসই গ্রহণযোগ্য।

৩. যে সব হাদীস সর্ববাদীসম্মতভাবে ও মুহাদ্দিসীনের ঐকমত্যের ভিত্তিতে পরিত্যক্ত হয় নি বরং যে সবের সনদ 'মুত্তাসিল'-- ধারাবাহিক বর্ণনা-পরম্পরাসূত্রে কোন বর্ণনাকারীই উহ্য নয়, তা অবশ্যই সহীহ হাদীস হিসেবে গ্রহণ করা যাবে। মূল হাদীস সহীহ হলে এবং 'মুরসাল' (مُرْسَلٌ) কিংবা 'মুনকাতা' (مُنْقَطِعٌ) না হলে তাও গ্রহণযোগ্য।

৪. চতুর্থ পর্যায়ের বর্ণনাকারীগণের মধ্যে উত্তম বর্ণনাকারী হতে বর্ণিত হাদীসও সহীহরূপে গ্রহণযোগ্য।

৫. প্রকৃত সহীহ হাদীসের সমর্থন পাওয়া গেলে ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) এমন হাদীসও গ্রহণ করেন, যার বর্ণনাকারী ضَعِيْفٌ বা দুর্বল ও অজ্ঞাত।

---

৭৮. নববী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩।

মূল 'আরবী ঃ

شَرْطُ مُسْلِمٍ فِى صَحِيْحِهِ اَنْ يَكُوْنَ الْحَدِيْثُ مُتَّصِلَ الاِسْنَادِ بِنَقْلِ الثِّقَةِ عَنِ الثِّقَةِ
مِنْ اَوَّلِهِ اِلٰى مُنْتَهَاهُ سَالِمًا مِنَ الشُّذُوْذِ وَ الْعِلَّةِ -

Dhaka University Institutional Repository

এ সব শর্ত ইমাম নাসা'ঈ ও ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ)-এর নিকট সমভাবে গৃহীত। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে ইমাম নাসা'ঈ (রহঃ)-এর আরোপিত শর্ত ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) অপেক্ষাও অধিক উন্নত এবং কঠোর। ইমাম নাসা'ঈ (রহঃ) হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে বর্ণনাকারীগণের সম্পর্কে অধিক শতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে অধিকতর খোঁজ খবর নেয়া প্রয়োজন মনে করেছেন। এ কারণেই ইমাম নাসা'ঈ (রহঃ) এমন অনেক বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেন নি, যাঁদের নিকট হতে ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী (রহঃ) গ্রহণ করেছেন।

হাফিয ইব্ন হাজার 'আসকালানী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেছেন, তাঁদের বর্ণিত হাদীসও সহীহরূপে গ্রহণযোগ্য।

এমন অনেক বর্ণনাকারীই আছেন, যাঁদের নিকট হতে ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীস গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইমাম নাসা'ঈ (রহঃ) তাঁদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণ থেকে বিরত রয়েছেন ; বরং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে যাঁদের বর্ণিত হাদীস গৃহীত হয়েছে এমন এক বিরাট সংখ্যক বর্ণনাকারীরও হাদীস সহীহ হিসেবে গ্রহণ করতে ইমাম নাসা'ঈ (রহঃ) প্রস্তুত হন নি।[৭৯]

ইমাম তিরমিযী (রহঃ)-এর মতে সহীহ হাদীসের শর্তাবলী

১. প্রথম দু'খানি সহীহ গ্রন্থ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উদ্ধৃত সমস্ত হাদীসই সহীহরূপে গ্রহণযোগ্য।

২. প্রধানত ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর আরোপিত শর্তে অন্যান্য যেসব হাদীসই উত্তীর্ণ ও সহীহ প্রমাণিত হবে তা গ্রহণীয়।

৩. ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম নাসা'ঈ (রহঃ) যেসব হাদীস গ্রহণ করেছেন ও এদের দোষ ত্রুটি দূর করে দিয়েছেন, তাও সহীহ হিসাবে গ্রহণীয়।

৪. ফিক্হবিদগণ যে সব হাদীস অনুযায়ী 'আমল করেছেন তাও সহীহরূপে গ্রহণীয়।

৫. যেসব হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য হবে এমন এক নির্দেশ, যা সব সময়ই কার্যকর হয়েছে তাও গ্রহণীয়।

৬. যেসব 'সিকাহ্' বর্ণনাকারীর সমালোচনা করা হয়েছে এবং তাঁদের সম্পর্কে সবকিছু সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে, তাঁদের হাদীসসমূহ সহীহরূপে গ্রহণযোগ্য।

৭. যেসব বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসসমূহের সমালোচনা করা হয়েছে এবং তাঁদের বিশ্বস্ততাও প্রমাণিত হয়েছে তাঁদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণীয়।

---

৭৯. মুহাম্মদ আবূ যাহু, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪১০।

মূল 'আরবী ঃ

كَمْ مِنْ رَجلٍ اَخرَجَ لَه ابُوْدَاوُدَ وَالتِّرمِذِىُّ تُجنَّبَ النَّسائى اِخْرَاجَ حَدِيثِه بَل تَجنَّبَ النَّسائِىُّ اِخراجَ حَديثِ جَماعَةٍ عَنْ رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ -

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম ইব্ন মাজাহ্ (রহঃ)-এর মতে সহীহ হাদীসের শর্তাবলী

১. প্রথমোক্ত পাঁচ জন মুহাদ্দিস যেসব হাদীস সহীহ হিসেবে গ্রহণ করেছেন তা তাঁর নিকটও সহীহরূপে গ্রহণীয়।

২. পূর্বোক্ত পাঁচজনের আরোপিত শর্তে অন্যান্য যেসব হাদীস উত্তীর্ণ হতে পারে তাও গ্রহণীয়।

৩. বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য 'আলিমগণ যেসব হাদীস অনুযায়ী 'আমল করেন তাও সহীহ হাদীস হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

৪. চতুর্থ পর্যায়ের উত্তম বর্ণনাকারীগণের বর্ণিত সে সব হাদীসও গ্রহণীয়, যা যাচাই বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর সহীহ প্রমাণিত হয়েছে।

বস্তুত 'ইলমি হাদীসের ইমামগণের আরোপিত শর্তসমূহ ও হাদীস সমালোচনার পদ্ধতির গুরুত্ব এবং যথার্থতা ইসলামের দুশমনগণও স্বীকার করতে বাধ্য।[৮০]

---

৮০. মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬০৪-৬০৫।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহ

হিজরী তৃতীয় শতকের প্রথমার্ধে মুসলিম জাহানের দিকে দিকে বিক্ষিপ্ত ও বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত হাদীসসমূহ যখন 'মুসনাদ' আকারে সংগৃহীত ও গ্রন্থাবদ্ধ হল, তখন এরই সূত্র ধরে পরবর্তী কালের মুহাদ্দিসগণ হাদীস যাচাই, ছাটাই-বাছাই ও সংক্ষিপ্ত আকারে কেবল মাত্র বিশুদ্ধ হাদীসের গ্রন্থ প্রণয়নে উদ্যোগী হলেন । এ উদ্যোগের ফলেই এ শতকের মাঝা-মাঝি ও শেষার্ধে ছয়খানি সুবিখ্যাত সহীহ হাদীস গ্রন্থ জনসমক্ষে উত্থাপিত হয়। এ গ্রন্থ ছয়খানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

সহীহ বুখারী

সিহাহ সিত্তাহ্ হিসাবে প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ও সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন গ্রন্থ হল ইমাম বুখারী (রহঃ) সংকলিত 'সহীহুল বুখারী'। ইমাম বুখারী (রহঃ) এই গ্রন্থ প্রণয়নের প্রেরণা তাঁর বিশিষ্ট উস্তায ইস্হাক ইব্ন রাহ্ওয়াইহ্ (রহঃ)-এর মজলিস হতে লাভ করেছিলেন।[৮১]

এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন ঃ 'আমি ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়াইহ্ (রহঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। মজলিসে উপস্থিত তাঁর লোকজনের মধ্য হতে কেউ একজন বলেন ঃ কেউ যদি রাসূলে করীম (সাঃ) হতে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীস ও সুন্নাতসমূহের সমন্বয়ে এমন একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করতেন, যা সংক্ষিপ্ত হবে এবং বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে চরম পর্যায়ে উন্নীত হবে, তাহলে খুবই উত্তম হত এবং 'আমলকারীদের পক্ষেও শরী'আত পালন করা সহজ হত। সে জন্য তাঁদেরকে মুজতাহিদগণের মুখাপেক্ষী থাকতে হত না।[৮২] এ কথা শ্রবণ করার সাথে সাথে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মনে এরূপ একখানি হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের বাসনা জাগ্রত হয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ

فَوَقَعَ ذٰلِكَ فِى قَلْبِى وَاَخَذْتُ فِى جَمْعِ هٰذَا الْكِتَابِ - [৮৩]

---

৮১. সাখাভী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৪৭৯।

৮২. *আল্ হিত্তাহ্ ফী যিকরিস সিহাহ্ সিত্তাহ,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৭।

মূল 'আরবী ঃ

كُنتُ عِندَ اِسحٰق ابنِ رَاهْوَيه فَقَالَ بَعضُ اَصْحَابِهِ لَو جَمَعَ احدٌ كتاباً مُختَصَراً فِى السُّنَنِ الصَّحِيْحَةِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَليه وَسَلَّمَ التى بَلَغتْ مِنَ الصِّحَةِ اَقْصٰى دَرَجَتِها كَانَ احسَنَ وَتَيَسَّرَ العَمَلُ لِلعَامِلِيْنَ مِن دُونِ مَرجعةٍ اِلَى المُجْتَهِدِيْنَ -

৮৩. *তাহযীবুত তাহযীব,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২ ; *আল্ হিত্তাহ্ ফী যিকরিস সিহাহ্ সিত্তাহ,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৭ ; হাফিয আবূ বকর হাযিমী, *শুরূতুল আয়িম্মাতিল খামসা,* পৃঃ ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

'এ কথাটি আমার হৃদয়পটে মুদ্রিত হয়ে গেল এবং অনতিবিলম্বে আমি এ কিতাব প্রণয়নের কাজ শুরু করে দিলাম।' ইতোপূর্বে বিভিন্ন অধ্যায় ও পর্যায়ে হাদীসের যে সব বিরাট বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছে, ইমাম বুখারী (রহঃ) এই অভিনব গ্রন্থ প্রণয়নের ব্যাপারে সে সব গ্রন্থ হতে যথেষ্ট ফায়দা গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর নিজের সংগৃহীত হাদীসসমূহ হতে তাঁর স্থাপিত কঠিন শর্তের মানদণ্ডে যাচাই করে হাদীসের এক বিরাট অমূল্য ভাণ্ডার নির্মাণ করলেন।[৮৪]

যে গ্রন্থখানি তিনি সুসংবদ্ধ করে বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থাপন করলেন, এর নামকরণ করা হল ঃ

الجَامِعُ الْمُسْنَدُ الصَّحِيْحُ الْمُخْتَصَرُ مِنْ اُمُوْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَنِهِ وَاَيَّامِهِ -[৮৫]

এর অর্থ দাঁড়ায় নিম্নরূপ ঃ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যাবতীয় ব্যাপার-- কাজকর্ম, সুন্নাত ও সমকালীন অবস্থা সম্পর্কে নির্ভুল সনদযুক্ত হাদীসসমূহের সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ সংকলন।

এ গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত হলে ইমাম বুখারী (রহঃ) তদানীন্তন অপরাপর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসের সম্মুখে তা পেশ করেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন 'আলী ইব্‌নুল মাদীনী, আহমদ ইব্‌ন হাম্বল ও ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মু'ঈন (রহঃ) প্রমুখ। তাঁরা প্রত্যেকেই গ্রন্থখানি দেখে ---

فَاسْتَحْسَنُوْهُ وَشَهِدُوْا اَنَّهُ بِالصِّحَّةِ -[৮৬]

অর্থাৎ, গ্রন্থটিকে তাঁরা খুবই পছন্দ করলেন, 'অতি উত্তম গ্রন্থ' বলে ঘোষণা করলেন এবং 'উহা একখানি বিশুদ্ধ গ্রন্থ' বলে স্পষ্ট ভাষায় সাক্ষ্য দিলেন।

সহীহ বুখারীর শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য ঘোষণা করে প্রত্যেক যুগের 'আলিম ও মুহাদ্দিসগণ অনেক মূল্যবান অভিমত পেশ করেছেন। শায়খ আহমদ 'আলী সাহারাণপূরী (রহঃ) বলেছেন ঃ

হাদীসের সমস্ত 'আলিম এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত যে, গ্রন্থাবদ্ধ হাদীসের কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বাধিক সহীহ হচ্ছে বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থ। আর অধিকাংশের মতে এ দু'খানির মধ্যে অধিক সহীহ এবং জনগণকে অধিক ফায়দা প্রদানকারী হচ্ছে সহীহ বুখারী।[৮৭]

---

৮৪. মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫০৬।

৮৫. *আল্ হিত্তাহ্ ফী যিকরিস সিহাহ্ সিত্তাহ*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৭ ; মুহাম্মদ আবূ যাহু, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৭৯।

৮৬. মুহাম্মদ আবূ যাহু, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৮৭ ।

৮৭. নববী, *তাহ্যীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, ১ম খণ্ড (কায়রো, মিসর), পৃঃ ৭৩-৭৪।

মূল 'আরবী ঃ

اِتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلٰى اَنَّ اَصَحَّ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ صَحِيحًا : الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ ، وَاتَّفَقَ الْجُمْهُوْرُ اَنَّ صَحِيحَ الْبُخَارِى اَصَحُّهُمَا صَحِيحًا وَاَكْثَرُهُمَا فَوَائِدَ -

Dhaka University Institutional Repository

এ পর্যায়ে নিম্নোক্ত বাণীটিও উল্লেখযোগ্য ঃ

أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ تَحْتَ السَّمَاءِ صَحِيْحُ الْبُخَارِيِّ -

মহান আল্লাহ্‌র কিতাবের পর আসমানের নীচে সর্বাধিক সহীহ গ্রন্থ হচ্ছে ‘সহীহুল বুখারী।

ইমাম নাসা’ঈ (রহঃ)-এর ভাষায় ঃ---[৮৮] مَا فِى هٰذِهِ الْكُتُبِ كُلِّهَا أَجْوَدُ مِنْ كِتَابِ الْبُخَارِيِّ

হাদীসের এ সমস্ত কিতাবের মধ্যে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক উত্তম আর কোন গ্রন্থ নেই। মুসলিম জাতি এ খন্থখানির প্রতি অপূর্ব ও অতুলনীয় গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন। মুসলিম মনীষীগণ এর অসংখ্য ও বিপুল পরিমাণ শারহ্ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। কাশফুয্ যুনূন প্রণেতা বলেছেন, এর শারহ্ গ্রন্থের সংখ্যা বিরাশিটি। তন্মধ্যে ফতহুল বারী, কাস্তালানী ও ‘উমদাতুলকারীই সর্বোত্তম।[৮৯]

সহীহ মুসলিম

ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর সহীহ হাদীস গ্রন্থটি হচ্ছে ‘আস্ সহীহ্ লি মুসলিম’। তিনি সরাসরি উস্‌তাযগণের নিকট হতে শ্রুত তিন লক্ষ হাদীস হতে যাচাই-বাছাই ও চয়ন করে এ গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন।[৯০] গ্রন্থখানি প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি তা তদানীন্তন প্রখ্যাত ‘হাফিযে হাদীস’ ইমাম আবূ যুর‘আহ্-এর সম্মুখে উপস্থাপন করেন। এ সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (রহঃ) নিজেই বলেছেন ঃ

আমি এ গ্রন্থখানি ইমাম আবূ যুর‘আহ্ রাযীর নিকট পেশ করেছি, তিনি যে যে হাদীসের সনদে দোষ আছে বলে ইঙ্গিত করেছেন, আমি তা পরিত্যাগ করেছি। অর্থাৎ গ্রন্থ হতে খারিজ করে দিয়েছি। আর যে যে হাদীস সম্পর্কে তিনি মত দিয়েছেন যে, তা সহীহ এবং তাতে কোন প্রকার ত্রুটি নেই, আমি তা-ই এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি।[৯১]

---

৮৮. *শারহ্ সহীহ মুসলিম,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।

৮৯. ডঃ সুবহী সালেহ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩৯৭।

৯০. আয্-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায,* ২য় খণ্ড, ১ম সং ও ৩য় সং (দা’ইরাতুল মা’আরিফ, হায়দারাবাদ, ডিকান, ১৩৭৬/১৯৫৬), পৃঃ ৫৮৯ ; *তাহ্‌যীবুল আসমা ওয়াল লুগাত,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২২।

৯১. *শারহ্ সহীহ মুসলিম,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

মূল ‘আরবী ঃ

عَرَضْتُ كِتَابِي هٰذَا عَلٰى أَبِى زُرْعَةَ الرَّازِيِّ فَكُلُّ مَا أَشَارَ أَنَّهُ لَهُ عِلَّةٌ تَرَكْتُهُ وَكُلُّ مَا قَالَ إِنَّهُ صَحِيْحٌ وَلَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ خَرَّجْتُهُ -

Dhaka University Institutional Repository

এ কথায় প্রমাণিত হয় যে, ইমাম মুসলিম (রহঃ) কেবলমাত্র নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর নির্ভর করেই কোন হাদীসকে সহীহ মনে করে তাঁর গ্রন্থে শামিল করেন নি ; বরং প্রত্যেকটি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্য অর্জন করার পরই তা তিনি তাঁর এ অমূল্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

لَيْسَ كُلُّ شَيْئٍ عِنْدِى صَحِيْحٌ وَضَعْتُه هٰهُنَا وَاِنَّمَا وَضَعْتُ هٰهُنَا مَا اَجْمَعُوْا عَلَيْهِ - [৯২]

কেবল আমার বিবেচনায় সহীহ হাদীসসমূহই আমি কিতাবে অন্তর্ভুক্ত করি নি ; বরং এ গ্রন্থে কেবল সে সব হাদীসই সন্নিবেশিত করেছি, যার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ একমত। এ ভাবে দীর্ঘ পনের বছর যাবত অবিশ্রান্ত সাধনা, গবেষণা ও যাচাই বাছাই করার পর সহীহ হাদীসসমূহের এক সুসংবদ্ধ সংকলন তৈরী করা হয়।[৯৩]

এ গ্রন্থে সর্বমোট বার হাজার হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। একাধিকবার উদ্ধৃত হাদীসও এর অন্তর্ভুক্ত। আর তা বাদ দিয়ে হিসাব করলে মোট হাদীস হয় প্রায় চার হাজার।[৯৪]

এ হাদীস গ্রন্থে সন্নিবেশিত হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (রহঃ) দাবী করে বলেছেন ঃ

لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْحَدِيْثِ يَكْتُبُوْنَ مِائَتَى سَنَةَ الْحَدِيْثَ فَمَدَارُهُمْ عَلٰى هٰذَا الْمُسْنَدِ يَعْنِى صَحِيْحَهُ-[৯৫]

মুহাদ্দিসগণ দু'শ'বছর পর্যন্তও যদি হাদীস লিখতে থাকেন, তবুও তাঁদেরকে অবশ্যই এ সনদযুক্ত বিশুদ্ধ গ্রন্থের ওপর নির্ভর করতে হবে।

তাঁর এ দাবী অতিশয়োক্তি নয় ; বরং এক বাস্তব সত্যরূপেই পরবর্তীকালের মুহাদ্দিসগণের নিকট প্রতিভাত হয়েছে। আজ প্রায় এগার শত বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু সহীহ মুসলিমের সমান মানের কিংবা তা থেকে উন্নত মর্যাদার কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করা সম্ভব হয় নি। আজও এর সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতা অম্লানরূপে বিশ্বমানবকে বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন জ্ঞানের আলো দান করছে।

হাফিয মুসলিমা ইব্‌ন কুরতুবী সহীহ মুসলিম সম্পর্কে বলেছেন ঃ ইসলামে এরূপ আর একখানি গ্রন্থ কেউ-ই প্রণয়ন করতে পারেন নি।[৯৬] শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালের কয়েকজন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসের মতে সহীহ বুখারীর তুলনায় সহীহ মুসলিম অধিক বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ।

---

৯২. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৭৪।
৯৩. আয্‌-যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৮৯।
৯৪. সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী শারহ্ তাকরীবিন নববী* (আল্‌-মাতবা'আতুল খায়রিয়্যাহ্‌, মিসর, ১৩৫৭/১৯৩৮), পৃঃ ৩০ ; আয্‌-যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৮৯।
৯৫. *শারহ্ সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।
৯৬. মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫১৬।
মূল 'আরবী

لَمْ يَضَعْ اَحَدٌ فِى الْاِسْلَامِ مِثْلَه -

Dhaka University Institutional Repository

কাযী 'ইয়ায একজন বড় মুহাদ্দিস। তিনি বলেছেন যে, তাঁর কয়েকজন হাদীসের উস্তায-- যাঁরা একেকজন অতি বড় মুহাদ্দিস, তাঁরা সহীহ বুখারী অপেক্ষা সহীহ মুসলিমকেই অগ্রাধিকার দিতেন।[৯৭]

হাফিয ইব্ন মানদাহ ইমাম মুসলিম (রহঃ) ও সহীহ মুসলিম সম্পর্কে বলেছেন ঃ

سَمِعْتُ اَبَا عَلِى النَّيْسَابُوْرِىَّ يَقُوْلُ مَا رَأَيْتُ اَحْفَظَ مِنْهُ مَا تَحْتَ اَدِيْمِ السَّمَاءِ اَصَحَّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ-[৯৮]

আমি আবূ 'আলী নীশাপূরীকে-- 'যাঁর মত হাদীসের বড় হাফিয আর একজনও দেখি নি'-- এ কথা বলতে শুনেছি যে, আকাশের নীচে ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর হাদীস গ্রন্থ অপেক্ষা বিশুদ্ধতর কিতাব আর একখানিও দেখি নি।

ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর সংকলিত এ হাদীস গ্রন্থখানি তাঁর নিকট হতে বহু ছাত্রই শ্রবণ করেছেন এবং তাঁর সূত্রে বর্ণনাও করেছেন। কিন্তু ঠিক যাঁর সূত্রে এ গ্রন্থখানির বর্ণনাধারা সর্বত্র বিশেষভাবে সাম্প্রতিক যুগ পর্যন্ত চলে এসেছে, তিনি হচ্ছেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সুফিয়ান নীশাপূরী। তিনি ৩০৮ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

এ সম্পর্কে ইমাম নববী (রহঃ) বলেছেন ঃ অবিচ্ছিন্ন সনদসূত্রে ইমাম মুসলিম (রহঃ) হতে এই গ্রন্থের বর্ণনা পরম্পরা সাম্প্রাতিক কাল পর্যন্ত কেবলমাত্র আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সুফিয়ানের বর্ণনার ওপরই নির্ভরশীল।[৯৯]

উল্লিখিত ইব্রাহীম ইব্ন সুফিয়ানের সাথে ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর এক বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। তিনি সব সময়ই ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর সাহচর্যে থাকতেন ও তাঁর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করতেন।

ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর আর একজন ছাত্র আবূ মুহাম্মদ আহমদ ইব্ন 'আলী কালানসী। তাঁর সূত্রেও সহীহ মুসলিম বর্ণিত হয়েছে। এই সূত্রে বর্ণনা পরম্পরা যেমন সম্পূর্ণ নয়, তেমনি তা বেশী দিন চলতেও পারে নি।[১০০]

---

৯৭. মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫১৬।

৯৮. আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯০৪।

৯৯. *শারহ্ সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।

মূল 'আরবী ঃ

وَاَمَّا مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالاسناد الْمُتَّصِلِ فَقَدْ انْحَصَرَتْ طَرِيْقَتُهُ فِى هٰذِهِ الْبُلْدَانِ وَالاَزْمَانِ فِى رِوَايَةِ اَبِى اِسْحٰقَ اِبْرَاهِيْمَ بِنْ مُحَمَّدِ بِنْ سُفْيَانَ عَنْ مُسْلِمٍ -

১০০. মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫১৮।

Dhaka University Institutional Repository

সুনানে নাসা'ঈ

ইমাম নাসা'ঈ (রহঃ)[১০১] (২১৫-৮৩০/৩০৩-৯১৫) প্রথমে সুনানে কুবরা নামে একখানি হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাতে সহীহ ও দোষমুক্ত উভয় প্রকারের হাদীসই সন্নিবেশিত হয়েছিল। তারপর তিনি এটিরই এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরী করেন। এর নাম আস্ সুনানুস্ সুগরা। অপর নাম আল-মুজতাবা তথা সঞ্চয়িতা।

---

১০১. তাঁর পুরো নাম ঃ আহ্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন শু'আইব ইব্ন 'আলী ইব্ন সিনান ইব্ন বাহর আবূ 'আবদির রহমান আন-নাসা'ঈ। তিনি খুরাসানের 'নাসা' নামক শহরে ২১৫ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ শহরে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করার পর পনের বছর বয়সে 'বলখ' গমন করেন। সেখানে তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস কুতাইবাহ ইব্ন সা'ঈদ (রহঃ)-এর নিকট এক বছরেরও অধিককাল হাদীস অধ্যয়ন করেন। তিনি হাদীস অন্বেষণে 'ইরাক, সিরিয়া, হিজায এবং জাযীরা সফর করেন। এরপর তিনি মিসর-এ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন । তিনি ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়াইহ্, 'আলী ইব্ন খুশরম , মাহ্মূদ ইব্ন গীলান, ইউনুস ইব্ন 'আবদুল 'আলা প্রমুখ মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে যে সকল মুহাদ্দিস হাদীস শ্রবণ করেন, তাঁদের মধ্যে ইমাম তাহাভী (২৩৯-৮৫৩/৩২১-৯৩৩), ইমাম আবুল কাসিম তাবরানী (মৃঃ ৩৬০/৯৭০/৯৭১), আবুল বাশার দুলাবী (মৃঃ ৩৯০/৯২৩) এবং আবূ বকর ইবনুস্ সুন্নী (রহঃ) (মৃঃ ৩৬৪/৯৭৪/৯৭৫) প্রমুখ প্রতিথযশা মুহাদ্দিসগণ রয়েছেন। মিসরের 'আলিমগণ যখন তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা শুরু করেন, তখন তিনি ৩০২/৯১৪ সালে দামিশ্ক নগরীতে গমন করেন । তথাকার লোকেরা হযরত 'আলী (রাঃ)-এর সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করতো। এ ভুল ধারণা নিরসনের জন্য তিনি এক মসজিদে হযরত 'আলী (রাঃ)-এর গুণাবলী সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেন । উপস্থিত জনতা তাঁকে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর গুণাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ 'মু'আবিয়াহ (রাঃ) কাটায় কাটায় লাভ করলেই তাঁর জন্য যথেষ্ট।' এতে লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে । এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পড়েন। তিনি তখন তাঁকে পবিত্র মক্কায় নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। তৎক্ষণাৎ তাঁকে মক্কায় স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেখানে তিনি ৩০৩ হিজরী সনে ৮৯ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন । সাফা ও মারওয়াহ পাহাড়ের মধ্যস্থলে তাঁকে দাফন করা হয় । ইমাম নাসা'ঈ (রহঃ) ছিলেন তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস। 'আবদুল্লাহ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন হাম্বল, মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ তাঁকে সমকালীন মুহাদ্দিসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস বলে অভিহিত করেছেন।

ইব্ন তাগরী বারদী, *আন্-নুজূমুয যাহিরা ফী মুলূকি মিসরা ওয়াল কাহিরাহ,* ৩য় খণ্ড (ওয়াযারাতুস সাকাফাহ ওয়াল ইরশাদ, মিসর, ৮৫৫/১৪৮০), পৃঃ ১৮৮ ; ডঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, *মুহাদ্দিস প্রসংগ,* ১ম খণ্ড, ১ম সং (ইউনিক প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, বাংলাদেশ, ১৯৭৫), পৃঃ ৮৮-৮৯ ; ইবনুল 'ইমাদ, *শাযারাতুয্ যাহাব, ফী আখবারি মান যাহাব* (মাকতাবাতুল-কুদসী, কায়রো, মিসর, ১৩৫০/১৯৩২), পৃঃ ২৩৯ ; ইব্ন হাজার, *প্রাগুক্ত,* পৃ ঃ ৩৬-৩৯ ; আল ইয়াফি'ঈ, *মিরআতুয্-যামান ওয়া 'ইবরাতুল ইয়াকযান,* ২য় খণ্ড (ক্রমিক নং ২২২৭, প্রগ্রেস নং ২৪২৮, খোদা বখশ ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরী, পাটনা, ভারত), পৃঃ ২৪০ ; যিরাক্লী, *আল আ'লাম,* ৭ম খণ্ড, ২য় সং (বৈরুত, লেবানন, ১৩৯৯/১৯৯৭), পৃঃ ২১৩ ; ইব্ন খাল্লিকান, *আল-ওয়াফায়াত,* ১ম খণ্ড (মাতবা'আতুস্ সা'আদাহ্, ১৯৪৮ খ্রিঃ), পৃঃ ৭৭ ; Dr. M. Zubayr Siddiqi, ***Hadith literature*** (Calcutta University. 1961), p .112 .

Dhaka University Institutional Repository

এ শেষোক্ত সঞ্চয়নে ইমাম নাসা'ঈ ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর গ্রন্থ প্রণয়ন রীতি অনুসরণ করেছেন। উভয়ের প্রবর্তিত রীতির সমন্বয় ঘটিয়েছেন। 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রুশাইদ (মৃঃ ৭২১/১৩২১) বলেছেন ঃ সুনান পর্যায়ে হাদীসের যত গ্রন্থই প্রণয়ন করা হয়েছে, তন্মধ্যে এ গ্রন্থখানি অতি আনকোরা রীতি সম্পন্ন। আর সংযোজন ও সজ্জায়নের দৃষ্টিতেও এক উত্তম গ্রন্থ। এতে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়েরই রচনারীতির সমন্বয় ঘটেছে। হাদীসের 'ইল্লাত'ও এতে বিশেষ অংশে উদ্ধৃত হয়েছে।[১০২]

গ্রন্থখানির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম নাসা'ঈ নিজেই বলেছেন ঃ

وَالْمُنْتَخَبُ الْمُسَمّٰى بِالْمُجْتَبٰى صَحِيْحٌ كُلُّهٗ -[১০৩]

'হাদীসের সঞ্চয়ন'- মুজতাবা নামের গ্রন্থখানিতে উদ্ধৃত সমস্ত হাদীসই বিশুদ্ধ।

বস্তুত ইমাম নাসা'ঈ (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীসসমূহ সম্পর্কে প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসেরই অভিমত এই যে, অন্যান্যের বর্ণিত হাদীসের বিশুদ্ধতার দিক থেকে তা অধিকতর নির্ভরযোগ্য। হাফিয ইমাম আবুল হাসান মুযাফেরী (মৃঃ ৪০৩/১০১২) বলেছেন ঃ মুহাদ্দিসগণের বর্ণিত হাদীসসমূহ সম্পর্কে তুমি যখনি বিচার-বিবেচনা করবে তখন এ কথা বুঝতে পারবে যে, ইমাম নাসা'ঈ (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীস অপরের বর্ণিত হাদীসের তুলনায় শুদ্ধতার অধিক নিকটবর্তী।[১০৪]

ইমাম নাসা'ঈ (রহঃ)-এর নিকট হতে তাঁর এই গ্রন্থ যদিও বহু ছাত্রই শ্রবণ করেছেন, কিন্তু দশজন বড় বড় মুহাদ্দিস এ গ্রন্থের ধারাবাহিক বর্ণনা করেছেন। এ গ্রন্থখানির শারহ্ লিখেছেন জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) (মৃঃ ৯১১/১৫০৫) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল হাদী আস্-সিন্ধী (মৃঃ ১১৩৮/১৭২৫)। সুয়ূতী লিখিত শারহ্ গ্রন্থের নাম - زَهْرُ الرَّبٰى عَلَى الْمُجْتَبٰى

---

১০২. মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫১৯।

মূল 'আরবী

انّه ابدعُ الكُتُبِ المُصنَّفةَ فِى السُّنَنِ تَصنِيفًا واَحسَنُها تَوصِيفًا وَهُوَ جَامِعٌ بَيْنَ طَرِيقَتَيِ البُخَارِىِّ وَمُسلِمٍ مَعَ حَظٍّ كَثِيْرٍ مِنْ بَيَانِ العِلَلِ -

১০৩. মুহাম্মাদ আবূ যাহ্‌, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪০৯।

প্রসংগত উল্লেখ্য, সুনানে নাসা'ঈ ইমাম নাসা'ঈ (রহঃ)-এর সংকলন। তবে এ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেছেন ঃ এই 'আল-মুজতবা' ইমাম নাসা'ঈ (রহঃ)-এর সংকলন নয় ; বরং তাঁরই ছাত্র ইব্‌ন সুমালী (রহঃ)-এর সংকলন।

সান 'আনী, *তাওযীহুল আফকার শারহু তানকীহিল আনযার* (কায়রো, মিসর), পৃঃ ২২।

১০৪. মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫২০।

মূল 'আরবী

اذا نَظَرتَ اِلىٰ مَا يُخرِجُهُ اَهْلُ الحَدِيثِ فَمَا خَرَّجَهُ النَّسَائِىُّ اَقْرَبُ اِلَى الصِّحَّةِ مِمَّا خَرَّجَهُ غَيْرُهُ -

Dhaka University Institutional Repository

সুনানে আবূ দাউদ

ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ)[১০৫] (২০২-৮১৭/২৭৫-৮৮৯) পাঁচ লক্ষ হাদীস হতে যাচাই বাছাই করে তাঁর এই গ্রন্থ সংকলন করেন। এতে মোট চার হাজার আটশ' হাদীস স্থান পেয়েছে। এ হাদীসসমূহ সবই আহ্কাম সম্পর্কিত এবং অধিকাংশই 'মশহুর' পর্যায়ের হাদীস।[১০৬]

---

১০৫. তাঁর পুরো নাম ঃ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস ইব্ন ইসহাক ইব্ন বাশীর ইব্ন শাদ্দাদ ইব্ন 'আমর । তিনি সিজিস্তান-এ জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি মিসর, সিরিয়া, হিজায, ইরাক, খুরাসান প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, 'উসমান ইব্ন আবী শায়বা, মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম, কা'নাবী, আবূ দাঊদ তাইয়ালিসী প্রমুখ বহু মুহাদ্দিস ছিলেন তাঁর 'ইলমি হাদীসের উস্তায।

ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) ছিলেন হাদীসের হাফিয, সমালোচক ও এর সূক্ষাতিসূক্ষ্ম দোষ- ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত এবং আল্লাহ্ ভীরু ব্যক্তি ।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম নাসা'ঈ (রহঃ) হাদীসে তাঁর ছাত্র। আশ্চর্যের বিষয়, ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহঃ) একদিকে ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ)-এর উস্তায, অপর দিকে ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর কোন কোন উস্তায ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) তাঁর চাল-চলন এবং আখলাক ও চরিত্রে ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। আর তিনি ছিলেন ওয়াকী' ইবনুল-জাররাহ্ (রহঃ) (১২৯/৭৪৬-১৯৭/৮১৩)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর তিনি ছিলেন সুফিয়ান (রহঃ)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর সুফিয়ান ছিলেন মানসূর (রহঃ)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর মানসূর ছিলেন ইব্রাহীম (রহঃ)-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর ইবরাহীম ছিলেন (রহঃ) আলকামা-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর আলকামা (রাঃ) ছিলেন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ (রাঃ)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর আলকামা (রাঃ) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রাঃ) ছিলেন তাঁর চাল চলন এবং আখলাক ও চরিত্রে নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫৫-৫৯ ; ইব্নুল 'ইমাদ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৬৭ ; তাকীউদ্দীন নদভী, *মুহাদ্দিসীন-ই-'ইযাম আওর উনকে কারনামে,* ১ম সং (মজলিস-ই-নাশরিয়াতে ইসলাম, করাচী, ১৯৮৩ খ্রিঃ), পৃঃ ১৮১-১৮৮ ; আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫৯১-৫৯২ ; ইব্ন তাগরী বারদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৭৩ ; 'আবদুল 'আযীয খাওলী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৮৬-৮৭ ; ডঃ সুবহী সালেহ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১১ ; Dr. M. Zubayr Siddiqi, *Ibid,* P.103.

১০৬. মুহাম্মদ আবূ যাহ্, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৪১১।

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) নিজেই বলেছেন ঃ

كَتَبْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ مِائَةِ اَلْفِ حَدِيْثٍ اِنْتَخَبْتُ مِنْهَا مَا ضَمَّنْتُهُ هٰذَا الْكِتَابَ -[১০৭]

'আমি রাসূলে করীম (সাঃ)-এর পাঁচ লক্ষ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছিলাম। তন্মধ্য হতে যাচাই বাছাই করে মনোনীত হাদীস এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি।

মনে রাখা আবশ্যক যে, ইমাম আবূ দাউদ ফিক্হ-এর দৃষ্টিভংগিতে হাদীসসমূহ চয়ন করেছেন। তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর পরে অন্যান্য হাদীসগ্রন্থ প্রণেতাদের তুলনায় ফিক্হ সম্পর্কে অধিক ব্যাপক ও উজ্জ্বল দৃষ্টি-সম্পন্ন ছিলেন। এ কারণে তাঁর এ কিতাবখানি মূলত হাদীস সংকলন হলেও কার্যত ফিক্হ শাস্ত্রের রীতিতে সজ্জিত হয়েছে। ফিক্হ-এর সমস্ত বিষয়ই এতে আলোচিত হয়েছে। সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের সকল ফিকহ্বিদই তাঁর সংকলিত হাদীস হতে দলীল সংগ্রহ করেছেন।

এ কারণেই ফিক্হবিদগণ মনে করেন ঃ اِنَّهَا تَكْفِى الْمُجْتَهِدَ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ تَعَالٰى -[১০৮]

একজন মুজতাহিদের পক্ষে ফিক্হ-এর মাস'আলা বের করার জন্য আল্লাহ্‌র কিতাব কুর'আন মজীদের পরে সুনানে আবূ দাউদ গ্রন্থই যথেষ্ট। ফিক্হ-এর দৃষ্টিতে তিনি এর অধ্যায় নির্ধারণ করেছেন এবং তাতে এমন কথার উল্লেখ করেছেন যা এর নিম্নে উদ্ধৃত হাদীস হতে প্রমাণিত হয় এবং কোন না কোন ফকীহ্ই সে হাদীস হতে উক্তরূপ মত গ্রহণ করতে পারেন। ফলে ফিকহ্বিদগণের নিকট এ কিতাবখানি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে।[১০৯]

এ বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ রেখেই ইমাম হাফিয আবূ জা'ফর ইব্ন যুবাইর গারনাতী (মৃঃ ৭০৮/১৩০৮) সিহাহ-সিত্তাহ্ সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে সুনানে আবূ দাউদ সম্পর্কে বলেন ঃ

وَلِاَبِى دَاوُدَ فِى حَصْرِ اَحَادِيْثِ الْاَحْكَامِ وَاسْتِيْعَابِهَا مَا لَيْسَ غَيْرَهُ -[১১০]

ফিকহ্ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ সামগ্রিক ও নিরংকুশভাবে সংকলিত হওয়ার কারণে সুনানে আবূ দাউদের যে বিশেষত্ব, তা সিহাহ-সিত্তাহ্-এর অপর কোন গ্রন্থেরই নেই।

---

১০৭. আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৯৩; হাফিয মুনযারী, *মুকাদ্দামাতু তালখীসু সুনানি আবী দাউদ*, পৃঃ ৫।

১০৮. মুহাম্মদ আবূ যাহু, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪১১।

১০৯. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪১১।

মূল 'আরবী ঃ

وَقَدْ أَجَادَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى اِجَادَةً تَامَّةً فِى التَّرَاجِم عَلَى الأَحَادِيث مِمَّا يَدُلُّ عَلٰى كَمَال اِحَاطَته بِمَذَاهِبِ العُلَمَاءِ ومَعرِفَته بِمَسَالِكِهِمْ فِى الاِسْتِدلالِ ، فَانَّه تَرجَمَ عَلٰى كُلِّ حَدِيْث بِمَا اِسْتَنبطَ مِنْهُ عَالمٌ اَوْ ذَهَبَ اِلَيْهِ ذَاهِبٌ - لِذٰلك اشْتَهَرَ هٰذَا الكِتَابُ بَيْنَ الفُقَهَاءِ اِشْتِهارًا عَظِيْمًا لِجَمْعِه اَحَادِيثَ الاَحْكَامِ -

১১০. *তাদরীবুর রাবী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

সুনানে আবূ দাউদের ব্যবহারিক গুরুত্ব ও মূল সম্পর্কে ইমাম গাযালীও স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, হাদীসের মধ্যে এই একখানি গ্রন্থই মুজতাহিদের জন্য যথেষ্ট।[১১১]

মুহাদ্দিস যাকারিয়া আস-সাজী (রহঃ) বলেন ঃ

كِتَابُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ أَصْلُ الإِسْلَامِ وَكِتَابُ السُّنَنِ لِأَبِى دَاوُدَ عَهْدُ الإِسْلَامِ -[১১২]

ইসলামের মূল হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র কিতাব, আর ফরমান হচ্ছে সুনানে আবূ দাউদ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) তাঁর গ্রন্থখানির সংকলন কার্য যৌবন বয়সে সমাপ্ত করেছিলেন। এ সময় হাদীসের জ্ঞানে তাঁর যে কী দক্ষতা অর্জিত হয়েছিল, তা ইব্‌রাহীম আল-হারবীর নিম্নোক্ত উক্তি হতে স্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি বলেন ঃ

لَمَّا صَنَّفَ أَبُوْدَاوُدَ هٰذَا الكِتَابَ أُلِيْنَ لَه الحَدِيْثُ كَمَا أُلِيْنَ لِدَاوُدَ الحَدِيْدُ -[১১৩]

ইমাম আবূ দাউদ যখন তাঁর এই গ্রন্থখানি সংকলন করেন, তখন তাঁর জন্য হাদীসকে ঠিক তেমনি নরম ও সহজ করে দেয়া হয়েছিল, যেমন নরম করে দেয়া হয়েছিল দাউদ নবী (আঃ)-এর জন্য লৌহকে।

উক্ত গ্রন্থ সংকলন সমাপ্ত করার পর তিনি একে তাঁর হাদীসের উস্তায ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বলের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। ইমাম আহ্‌মদ একে খুবই পছন্দ করেন ও একখানি উত্তম হাদীস গ্রন্থ বলে প্রশংসা করেন।[১১৪] তারপর এ গ্রন্থ সর্বসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়। মহান আল্লাহ্ গ্রন্থটিকে এত বেশী জনপ্রিয়তা ও মর্যাদা দান করেছেন যে, সিহাহ সিত্তাহ্-এর মধ্যে অপর কোন গ্রন্থই এরূপ মর্যাদা লাভ করতে পারে নি। এ দিকেই ইংগিত করে ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ)-এর ছাত্র মুহাম্মদ ইব্‌ন মাখলাস দুয়ারী (রহঃ) (মৃঃ ৩৩১/৯৪২) বলেছেন ঃ

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) যখন সুনান গ্রন্থখানি প্রণয়ন করলেন এবং লোকদেরকে পাঠ করে শুনালেন তখনি তা মুহাদ্দিসগণের নিকট অনুসরণীয় ও পবিত্র গ্রন্থরূপে সমাদৃত হয়ে গেল।[১১৫]

এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হাদীসসমূহ সম্পর্কে ইমাম আবূ দাউদ নিজেই দাবী করেছেন ঃ জনগণ কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে পরিত্যক্ত কোন হাদীসই আমি এতে উদ্ধৃত করি নি।[১১৬]

---

১১১. সাখাভী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৮।

১১২. আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৯৩।

১১৩. মুহাম্মদ আবূ যাহু, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৬০ ; আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৯২।

১১৪. মুহাম্মদ আবূ যাহু, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৬০ ; আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৯২ ; হাফিয মুনযারী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫।

১১৫. মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫২৪।

মূল 'আরবী ঃ

لَمَّا صَنَّفَ السُّنَنَ وَقَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ صَارَ كِتَابُهُ كَالمُصْحَفِ يَتَّبِعُوْنَهُ -

১১৬. খাত্তাবী, *মুকাদ্দামাতু মু'আলিমুস্ সুনান* (আল্-মাকতাবাতুল 'ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, ১৪০১/১৯৮১), পৃঃ ১৭।

মূল 'আরবী ঃ

مَا ذَكَرْتُ فِى كِتَابِى حَدِيْثًا اِجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى تَرْكِهِ -

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ)-এর নিকট হতে তাঁর গ্রন্থখানি ধারাবাহিক সূত্র পরম্পরায় প্রায় নয় দশজন বড় বড় মুহাদ্দিস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।[১১৭]

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) ২৭৫ হিজরী সনে সর্বশেষ বারের মত গ্রন্থখানি ছাত্রদের দ্বারা লিখিয়েছিলেন। এ বছরই ১৬ই শাওয়াল শুক্রবার দিন তিনি অনন্ত ধামে যাত্রা করেন।[১১৮]

জামি' তিরমিযী

ইমাম তিরমিযী (রহঃ)[১১৯] (২০৬/৮২১-২৭৯/৮৯২)-এর হাদীস গ্রন্থ জামি' তিরমিযী নামে

---

১১৭. মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫২৪।

১১৮. মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫২৪।

১১৯. তাঁর পুরো নাম ঃ আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা ইব্ন সাওরাহ ইব্ন মূসা ইব্ন যাহ্হাক আস্-সুলামী আত্-তিরমিযী আল-বূগী (রহঃ)। তিনি জীহুন নদীর বেলাভূমে অবস্থিত তিরমিয নামক প্রাচীন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস শাস্ত্রে তিনি অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি হাদীস অন্বেষণে হিজায, খুরাসান, 'ইরাক প্রভৃতি দেশ সফর করেন। তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) প্রমুখ হাদীস বিশারদগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর কোন কোন শিক্ষক যথা কুতায়বাহ ইব্ন সা'ঈদ (১৪৯/৭৬৬-২৪০/৮৫৪), 'আলী ইব্ন হাজার (মৃঃ ২৪৪/৮৫৮), ইব্ন বাশ্শার প্রমুখ থেকে হাদীস শ্রবণের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সাথী ছিলেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) নিজেও তাঁর থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন সুতীক্ষ্ণ ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। একবার শুনেই বহু সংখ্যক হাদীস মুখস্থ করে নিতে পারতেন। একবার জনৈক মুহাদ্দিসের বর্ণিত দু'টি হাদীসাংশ তিনি লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু উক্ত মুহাদ্দিসের সাথে তাঁর কোন দিন সাক্ষাৎ হয় নি। ফলে তিনি মনে মনে সেই মুহাদ্দিসের সন্ধানে উদগ্রীব ছিলেন। একদিন মক্কা শরীফের পথে সেই মুহাদ্দিসের সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটে। আর তখন তিনি তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনার বাসনা প্রকাশ করেন। তিনি তখন প্রস্তাব করেন যে, তিনি হাদীসগুলো পড়বেন এবং ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সেগুলো তাঁর লিখিত পৃষ্ঠার সাথে মিলিয়ে নিবেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ)-এর ধারণা ছিল যে, পৃষ্ঠাগুলো তাঁর সাথেই রয়েছে। কিন্তু পরে খুঁজে দেখলেন যে, সেগুলো সাথে নেই বরং কিছু সাদা কাগজ তাঁর সাথে রয়েছে। মুহাদ্দিস তখন হাদীস পড়তে শুরু করেন এবং ইমাম তিরমিযী (রহঃ) কয়েকটি সাদা পৃষ্ঠা সামনে রেখে সেগুলোর প্রতি তাকাতে থাকেন। কিন্তু মুহাদ্দিসের নিকট বিষয়টি ফাস হয়ে যায় এবং তিনি এতে ক্রুদ্ধ হন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) তখন ব্যাপারটি তাঁকে খুলে বলেন এবং সেসব হাদীস তাঁর মুখস্থ আছে বলে জানান। মুহাদ্দিস তখন তাঁকে হাদীসগুলো পাঠ করতে বলেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) তখন সব হাদীস মুখস্থ পাঠ করেন। মুহাদ্দিস এবার তাঁর স্মৃতির পরীক্ষা করার জন্য অন্য চল্লিশটি হাদীস তাঁকে পড়ে শুনান এবং সেগুলো শুনাবার জন্য তাঁকে বলেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) তৎক্ষণাৎ সে হাদীসগুলো হুবহু আবৃত্তি করে শুনান।

Dhaka University Institutional Repository

খ্যাত। উহাকে সুনানও বলা হয়। কিন্তু প্রথমোক্ত নামই অধিকাংশ হাদীসবিদ গ্রহণ করেছেন।[১২০]

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) তাঁর গ্রন্থখানি ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর অনুসৃত গ্রন্থ প্রণয়নের রীতি অনুযায়ী তৈরী করেছেন। প্রথমত এতে ফিক্‌হ-এর অনুরূপ অধ্যায় রচনা করা হয়েছে। তাতে ব্যবহারিক প্রয়োজন সম্পন্ন হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু সমগ্র গ্রন্থখানি কেবল ব্যবহারিক প্রয়োজন সম্বলিত হাদীস দ্বারাই পূর্ণ করেন নি ; বরং সে সাথে সহীহ বুখারীর ন্যায় অন্যান্য অধ্যায়ের হাদীসও এতে সংযোজন করে দিয়েছেন। ফলে গ্রন্থখানি এক অপূর্ব সমন্বয় এবং এক ব্যাপক গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। এ কারণে এর জামি' তিরমিযী নামকরণটি সার্থক হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের যরূরী হাদীস এতে সুন্দরভাবে সজ্জিত হয়েছে। এ কারণে হাফিয আবূ জা'ফর ইব্‌ন যুবাই (মৃঃ ৭০৮/১৩০৮) সিহাহ-সিত্তাহ্ সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে বলেছেন ঃ ইমাম তিরমিযী বিভিন্ন বিষয়ের হাদীস একত্র করে গ্রন্থখানি প্রণয়ন করায় যে বৈশিষ্ট্য লাভ করেছেন, তাতে তিনি অবিসংবাদিত।[১২১]

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) তাঁর এ গ্রন্থ প্রণয়ন সমাপ্ত করে তদানীন্তন মুসলিম জাহানের হাদীসবিদগণের নিকট যাচাই করার জন্য পেশ করেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন ঃ আমি এ সনদযুক্ত হাদীস গ্রন্থখানি প্রণয়ন সম্পূর্ণ করে তা হিজাযের হাদীসবিদগণের সমীপে পেশ করলাম। তাঁরা গ্রন্থখানি দেখে খুবই পছন্দ করলেন ও সন্তোষ প্রকাশ করলেন। তারপর আমি এটিকে খুরাসানের হাদীসবিদগণের খিদমতে পেশ করলাম। তাঁরা একে অত্যন্ত পছন্দ করলেন এবং উত্তম বলে সন্তোষ প্রকাশ করলেন।[১২২]

ইব্‌ন তাগরী বারদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৮১ ; ইব্‌ন খাল্লিকান, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৭৮ ; *তাহ্‌যীবুত্ তাহ্‌যীব,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮৭, আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩৩৩-৩৩৫ ; ইব্‌ন নাদীম, *আল-ফিহ্‌রিস্ত* (মাকতাবাতুল-খাইয়াত, বৈরুত, লেবানন, ১৯৭২ খ্রিঃ), পৃঃ ২৩৩ ; আয্-যাহাবী, *মীযানুল-ই'তিদাল,* ১ম সং (দারু ইহ্‌ইয়াইল-কুতুবিল 'আরাবিয়্যাহ্, মিসর, ১৩৮২/১৯৮২), পৃঃ ১১৭ ; যিরাকলী, *আল-আ'লাম,* ২য় সং (বৈরুত, লেবানন, ১৩৯৯/১৯৯৭), পৃঃ ২১৩ ; আল-ইয়াফি'ঈ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৯৩।

১২০. হাজী খলীফা, *কাশফুয-যুনূন 'আন আসামিল কুতুবি ওয়াল ফুনূন,* ১ম সং (মাতবা'আতুল 'আলম, মিসর, ১৩১০/১৮৯২), পৃঃ ২৮৮।

১২১. মুহাম্মদ আবূ যাহ্‌, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৪১৭।

মূল 'আরবী

وَلِلتِّرْمِذِيِّ فِى فُنُوْنِ الصِّنَاعَةِ الحَدِيْثِيَّةِ مَا لَمْ يُشَارِكْهُ غَيْرُه -

১২২. ইব্‌ন কাসীর, *আল্ বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্,* নতুন সং (দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন, ১৩৯৮/১৯৭৮), পৃঃ ৬৭ ; মুহাম্মদ আবূ যাহ্‌, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৪১৫ ; আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬৩৪।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ أبو عِيسَى التِّرمِذِيُّ : صَنَّفْتُ هٰذا المُسْنَدَ الصَّحِيحَ وَعَرَضْتُه عَلىٰ عُلَمَاءِ الحِجَازِ فَرَضُوا بِهِ وَعَرَضْتُه عَلىٰ عُلَمَاءِ خُرَاسَانَ فَرَضُوا بِه واستَحْسَنُوه -

Dhaka University Institutional Repository

এ গ্রন্থখানি সম্পর্কে তিনি নিজেই এক অতি বড় দাবী পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যার ঘরে এই কিতাবখানি থাকবে, মনে করা হবে যে, তার ঘরে স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) অবস্থান করছেন ও নিজে কথা বলছেন।[১২৩]

বস্তুত হাদীস গ্রন্থ বিশেষত সহীহ হাদীসসমূহের কিতাবের এটাই সঠিক মর্যাদা এবং এটা কেবল মাত্র জামি' তিরমিযী সম্পর্কেই নয়, সকল সহীহ হাদীস গ্রন্থ সম্পর্কেই এ কথা প্রযোজ্য ।

জামি' তিরমিযী সাধারণ পাঠকদের জন্য একখানি সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য হাদীস গ্রন্থ। শায়খুল ইসলাম আল-হাফিয ইমাম আবূ ইসমা'ঈল 'আব্দুল্লাহ্ আনসারী (মৃঃ ৪৮১/১০৮৮), তিরমিযী সম্পর্কে এক আলোচনা প্রসংগে বলেন ঃ

আমার দৃষ্টিতে জামি' তিরমিযী সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থদ্বয় অপেক্ষা অধিক ব্যবহারোপযোগী। কেননা, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম এমন হাদীস গ্রন্থ যে, কেবলমাত্র বিশেষ পারদর্শী 'আলিম ভিন্ন অপর কেউই তা হতে ফায়দা লাভ করতে পারে না। কিন্তু ইমাম আবূ 'ঈসা আত্-তিরমিযী (রহঃ)-এর গ্রন্থ হতে যে কোন ব্যক্তিই ফায়দা গ্রহণ করতে পারে।[১২৪]

ওপরে মোট পাঁচ খানি প্রধান হাদীস গ্রন্থ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হল। বিশ্বের হাদীসবিদ বড় বড় 'আলিমগণ এ পাঁচখানি হাদীস গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশিষ্টতা অকপটে ও উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন এবং এ পর্যায়ে কোন মতভেদ দেখা দেয় নি। হাফিয আবূ তাহের সালাফী (মৃঃ ৫৭৬/১১৮০) বলেছেন ঃ

قَدِ اتَّفَقَ عَلٰى صِحَّتِهَا عُلَمَاءُ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ - [১২৫] ---

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকল হাদীসবিদ পাঁচখানি গ্রন্থের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত।

---

১২৩. ইব্ন কাসীর, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৭ ; মুহাম্মদ আবূ যাহ্, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪১৫ ; আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৩৪।

মূল 'আরবী ঃ

وَمَنْ كَانَ فِىْ بَيْتِهِ هٰذَا الْكِتَابُ فَكَاَنَّمَا فِى بَيْتِهِ نَبِىٌّ يَنْطِقُ ۰

১২৪. হাযিমী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৬।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ شَيْخُ الْاِسْلَامِ الْحَافِظُ الامامُ ابو اسمٰعيلَ عَبْدُ الله الانصَارِىُّ كِتَابُه عِنْدِى اَنْفَعُ مِن كِتَابِ الْبُخَارِىِّ وَمُسْلِمٍ لِاَنَّ كِتَابَى الْبُخَارِى وَمُسْلِمٍ لَايَقِفُ عَلَى الْفَائِدَةِ مِنْهُمَا اِلَّا الْمُتَبَحِّرُ الْعَالِمُ وَكِتَابُ اَبِى عِيسٰى يَصِلُ اِلٰى فَائِدَتِه كُلُّ اَحَدٍ مِنَ النَّاسِ -

১২৫. হাযিমী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

সুনানে ইব্‌ন মাজাহ্

সুনানে ইব্‌ন মাজাহ্ হাদীসের একখানি বিশেষ মূল্যবান গ্রন্থ। ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্ (রহঃ)[১২৬] (২০৯/৮২৪-২৭৩/৮৮৬) গ্রন্থটির প্রণয়ন কার্য সমাপ্ত করে যখন তাঁর উস্তায ইমাম আবূ যুর'আহ্ (রহঃ)-এর নিকট পেশ করলেন, তখন তা দেখে তিনি বললেন ঃ আমি মনে করি, এ কিতাবখানি লোকদের হাতে পৌঁছলে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রণীত সমস্ত বা অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে।[১২৭]

---

১২৬. তাঁর পুরো নাম ঃ আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন মাজাহ্ আর রাবা'ঈ আল- কাযভীনী। প্রসংগত উল্লেখ্য, 'মাজাহ্' কার নাম, এ সম্পর্কে পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। মুরতাযা যাবীদী, শাহ 'আবদুল 'আযীয এবং নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালীর মতে 'মাজাহ্' তাঁর আপন মাতার নাম। কিন্তু আবুল কাসিম রাফি'ঈ, খালীল কাযভীনী প্রমুখ ঐতিহাসিকের মতে 'মাজাহ্' তাঁর পিতা ইয়াযীদের উপাধি ছিল। ইব্‌ন মাজাহ্ অনারব বংশোদ্ভূত ছিলেন কিন্তু 'আরবের রাবী'আহ গোত্রের প্রতি সম্পৃক্ত করে তাঁকে আর-রাবা'ঈ বলা হয়। কারণ তাঁর বংশ রাবী'আহ গোত্রের মাওলা ছিলেন। ইব্‌ন খাল্লিকানের মতে 'রাবী'আহ' নামে কয়েকটি গোত্র রয়েছে। এগুলোর মধ্যে তিনি কোন গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি। তাঁর জন্মস্থান কাযভীন--আযার বাইজান প্রদেশের একটি শহর। ইহা বর্তমানে ইরানে অবস্থিত। এ শহর তৃতীয় খলীফা হযরত 'উসমান (রাঃ)-এর সময় বিজিত হওয়ার পর থেকেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসাবে গণ্য। ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্ ছিলেন হাদীসের হাফিয, সমালোচক এবং তাফসীর ও ইতিহাস শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী। তিনি কাযভীনের খ্যাতিসম্পন্ন মুহাদ্দিস 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ (মৃঃ ২৩৩/৮৪৭), 'আমর ইব্‌ন রাফী' (মৃঃ ২৪৭/৮৬১), হারূন ইব্‌ন মূসা তামীমী (মৃঃ ২৪৮/৮৬১) প্রমুখ থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন। এরপর ২৩০/৮৪৫ সালে বাইশ বছর বয়সে তিনি আরও হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সফরে রওয়ানা হন। তিনি 'ইরাক, বসরা, কূফা, বাগদাদ, মক্কা, মদীনা, সিরিয়া, মিসর, রায় প্রভৃতি শহর পরিভ্রমণ করে বহু মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।

ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্ (রহঃ)-এর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থটি সর্বশ্রেষ্ঠ। অধিকাংশ হাদীস বিশারদের মতে এটিই সিহাহ সিত্তাহ্-এর ষষ্ঠ গ্রন্থ।

ইব্‌ন খাল্লিকান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৭৯ ; ইব্‌ন তাগরী বারদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭০ ; যিরাক্‌লী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫ ; *আল হিত্তাহ্ ফী যিকরিস্ সিহাহ সিত্তাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৮ ; শাহ 'আবদুল 'আযীয দেহ্‌লভী, *বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন*, ১ম সং (মাতবা'আহ মুজতাবায়ী, দিল্লী, ১৩৩৪/১৯১৫), পৃঃ ২৯৯ ; আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৩৬ ; তাকীউদ্দীন নদভী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৬০-২৬৩ ; Suhaib Hasan Abdul Ghaffar, ***Criticism Of Hadith among Muslims with reference to sunan ibn maja,*** 2nd Edition (Ta-Ha Publishers, London, 1407/1986), P. 138

১২৭. আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৩৬ ; ইব্‌ন খাল্লিকান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৭৯।

মূল 'আরবী ঃ

أَظُنُّ إِنْ وَقَعَ هٰذَا فِي أَيْدِي النَّاسِ تَعَطَّلَتْ هٰذِهِ الْجَوَامِعُ أَوْ أَكْثَرُهَا -

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত ইমাম আবূ যুর'আহ্ (রহঃ)-এর এ ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক ও সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এ গ্রন্থখানি দু'টি দিক থেকে সমস্ত সিহাহ-সিত্তাহ্ গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। এক, এর রচনা, সংযোজন, সঞ্চায়ন ও সৌকর্য। এতে হাদীসসমূহ এক বিশেষ সজ্জায়ন পদ্ধতিতে ও অধ্যায় ভিত্তিতে সাজানো হয়েছে, কোথাও পুনরাবৃত্তি ঘটে নি। গ্রন্থটি তৎপূর্বকালীন প্রায় সকল হাদীস গ্রন্থকেই জনপ্রিয়তার দিক থেকে ম্লান করে দিয়েছে। মুহাদ্দিস শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয দেহ্লভী (রহঃ) ইব্ন মাজাহ্ গ্রন্থের উচ্চ প্রশংসা করে বলেছেন ঃ

وفی الواقع از حسن ترتیب وسرد احادیث بی تکرار
واختصار انچه این کتاب دارد هیچ ایك از کتب ندارد -[১২৮]

'প্রকৃতপক্ষে সজ্জায়ন-সৌন্দর্য ও পুনরাবৃত্তি ব্যতীত হাদীসসমূহ একের পর এক উল্লেখ করা এবং তদুপরি সংক্ষিপ্ততা প্রভৃতি যেসব বিশেষত্ব এ কিতাবে পাওয়া যায়, অপর কোন কিতাবে তা দুর্লভ।'

হাফিয ইব্ন কাসীর (রহঃ) ইব্ন মাজাহ্ প্রণীত গ্রন্থটি সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وَهُوَ كِتَابٌ مُفِيْدٌ قَوِىُّ التَّبْوِيْبِ فِى الْفِقْهِ -[১২৯]

ইহা অত্যন্ত কল্যাণপ্রদ গ্রন্থ, ফিক্হ-এর দৃষ্টিতে এর অধ্যায়সমূহ খুবই সুন্দর ও মজবুত করে সাজানো হয়েছে।

হাফিয ইব্ন হাজার 'আসকালীন (রহঃ) বলেন ঃ

ইমাম ইব্ন মাজাহ্ (রহঃ)-এর সুনান গ্রন্থ অত্যন্ত ব্যাপক হাদীস সম্বলিত এবং উত্তম।[১৩০] এ গ্রন্থের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে এমন সব হাদীস উল্লিখিত হয়েছে, যা সিহাহ-সিত্তাহ্-এর অপর কোন গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নি। এ কারণে এর ব্যবহারিক মূল্য অন্যান্য গ্রন্থাবলীর তুলনায় অনেক বেশী।

'আল্লামা আবুল হাসান (রহঃ)[১৩১] সিন্ধী বলেছেন ঃ

---

১২৮. শাহ্ 'আবদুল 'আযীয, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১১২।

১২৯. শাকির আহমদ, *আল-বা'ইসুল হাসীস ইলা মা'রিফাতি 'উলূমিল হাদীস* (দারুল ফিক্র, বৈরুত, লেবানন, ১৪০৩/১৯৮৩), পৃঃ ১৯।

১৩০. মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫৩০।

মূল 'আরবী ঃ

وَكِتَابُهُ فِى السُّنَنِ جَامِعٌ جَيِّدٌ-

১৩১. আবুল হাসান নূরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল হাদী হানাফী সিন্ধী মাদানী করাচীর নিকটে ঠাঠ নামক স্থানের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি তুস্তার (বর্তমান শুস্তর পারস্যের অন্তর্গত) এবং মদীনা মুনাওওয়ারায় শিক্ষা লাভ করেন। হাদীস শাস্ত্রের শিক্ষা তিনি দু'জন মাদানী মুহাদ্দিস সায়্যিদ মুহাম্মদ বরযঞ্জী (১০৪০-১১০৩ হিঃ) ও ইব্রাহীম কুর্দীর (১০২৫-১১০২ হিঃ) কাছ থেকে লাভ করেন। আবুল হাসান সিন্ধী মদীনা মুনাওওয়ারায় বসবাস করেন এবং মদীনা শহরের বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুশ শিফায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। আবুল হাসান হাদীস শাস্ত্র বিষয়ক রচনার একজন বিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

এ গ্রন্থকার এতে মু'আয ইব্ন জাবাল (রাঃ)[১৩২]-এর রীতি অনুসরণ করেছেন। বেশ কয়টি

লেখক ছিলেন। তাঁর প্রণীত সিহাহ সিত্তাহ্'র টীকা হতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি হাদীস শাস্ত্রের বিস্তৃত ও গভীর অধ্যয়ন করেছিলেন এবং ফিকহ্ বিষয়ক মাসা'য়েলের বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। এ ছাড়া তিনিই প্রথম মুহাদ্দিস, যিনি ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (রহঃ)-এর মুসনাদের তাষ্য লিখেছেন। আবুল হাসান ১৫ শাওয়াল ১১৩৮/১৭২৬ সনে ইন্তিকাল করেন এবং মদীনা মুনাওওয়ারার জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত হন।

ডঃ মোহাম্মদ এছহাক, ***ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান*** (অনুবাদ ঃ হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা, ১৪১৪/১৯৯৩), পৃঃ ২৪১-২৪২।

১৩২. হযরত আবূ 'আবদির রহমান মু'আয ইব্ন জাবাল ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আওস আল্-আনসারী আল্-খাযরাজী (রাঃ) ছিলেন মহানবী (সাঃ)-এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী। তিনি ছিলেন মদীনার বাসিন্দা। যৌবনকালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ৭২ জন মদীনাবাসীর সাথে মক্কা মুকাররামায় মহানবী (সাঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে 'আকাবার শপথ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

বিশ বৎসর বয়সে তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং এরপর অধিকাংশ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনি পবিত্র কুর'আনের নির্ভরযোগ্য কারী ও সুবিজ্ঞ 'আলিম ছিলেন। রাসূলে করীম (সাঃ)-এর যুগে অন্যান্য সাহাবীর সাথে তিনিও পবিত্র কুর'আন সংকলন করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

মহানবী (সাঃ)-এর যুগে মু'আয (রাঃ) মুফতীরূপে গণ্য হতেন। রাসূলে করীম (সাঃ) যখন মক্কা বিজয়ের পর হুনাইনের যুদ্ধের জন্য রওনা হন, তখন তিনি মু'আয (রাঃ)-কে মক্কা মুকাররামায় রেখে যান--যাতে তিনি মক্কাবাসীকে দ্বীন ইসলাম ও পবিত্র কুর'আনের শিক্ষা দান করতে পারেন। তিনি ইয়ামানের আল্-জানাদ অঞ্চলে মহানবী (সাঃ) কর্তৃক নিয়োজিত মুবাল্লিগ ছিলেন। তাঁর দা'ওয়াত ও তাবলীগী প্রচেষ্টার ফলে ইয়ামানের সকল নেতা ও গণ্যমান্য ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলে করীম (সাঃ) যখন মু'আয (রাঃ)-কে ইয়ামানের গভর্নর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন, তখন তাঁকে উপদেশ প্রদান করেন যে, মানুষের জন্য সহজ পন্থা অবলম্বন করবে, জটিলতার সৃষ্টি করবে না, তাদেরকে আনন্দ ও খুশীর সংবাদ শুনাবে এবং এমন কোনও কথা বলবে না যাতে দ্বীনের প্রতি তাদের ঘৃণা জন্মে। উপরন্তু বিচার কার্যের জন্য পবিত্র কুর'আন ও হাদীসের অনুরসরণের নির্দেশ দেন এবং নতুন সমস্যা সম্পর্কে ইজতিহাদের অনুমতি প্রদান করেন।

মু'আয (রাঃ) মহানবী (সাঃ)-এর ইন্তিকালের সময় ইয়ামানে ছিলেন। কিন্তু আবূ বকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি আমীরুল মু'মিনীন হযরত 'উমর (রাঃ)-এর পরামর্শদাতাগণের অন্যতম ছিলেন। 'উমর (রাঃ) তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি ও ফিক্হশাস্ত্রে পারদর্শিতার কারণে তাঁর পরামর্শকে খুবই গুরুত্ব দিতেন। এক সময় 'উমর (রাঃ) এমনও বলেছিলেন যে, মু'আয (রাঃ) না থাকলে 'উমর (রাঃ) ধ্বংস হয়ে যেত। একদিন 'উমর (রাঃ) জাবিয়া নামক স্থানে বক্তৃতা দেয়ার এক পর্যায়ে বলেছিলেন ঃ যার দ্বীনী ও ফিক্হী বিষয় শিক্ষা করার আগ্রহ আছে, তিনি যেন মু'আয ইব্ন জাবাল (রাঃ)-এর নিকট গমন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়ে তিনি এমন সব হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, যা অপর প্রখ্যাত পাঁচখানি সহীহ গ্রন্থে পাওয়া যায় না।[১৩৩]

মু'আয (রাঃ)-এর রীতি অনুসরণ করার' অর্থ এই যে, হযরত মু'আয (রাঃ) প্রায়ই এমন সব হাদীস বর্ণনা করতেন, যা অন্যান্য সাহাবীর শ্রুতিগোচর হয় নি। ইমাম ইব্ন মাজাহ্ তাঁর গ্রন্থে অন্যান্য গ্রন্থের মুকাবিলায় এরূপ অনেক হাদীস এককভাবে বর্ণনা করেছেন। 'আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী বলেন ঃ لِتَكْثِيْرِ الْفَائِدَةِ অর্থাৎ মু'আয (রাঃ) লোকদেরকে অধিক ফায়দা দানের উদ্দেশ্যে এ কাজ করতেন।

সুনানে ইব্ন মাজাহ্ সম্পর্কে ইমাম ও মুহাদ্দিস আবূ যুর'আহ্ (রহঃ)-এর উক্তি এ প্রসঙ্গে আলোচনার সূচনাতেই উল্লেখ করা হয়েছে। আবূ যুর'আহ্ (রহঃ) এ গ্রন্থখানিকে খুবই পছন্দ করেছেন। কিন্তু এতে তাঁর দৃষ্টিতে যতটুকু ত্রুটি ধরা পড়েছে তাও তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। আবূ যূর'আহ্ (রহঃ)-এর উক্তি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে ঃ

قَالَ اَبُوْزُرْعَةَ الرَّازِىُّ طَالَعْتُ كِتَابَ اَبِى عَبدِ اللهِ بنِ مَاجَةَ فَلَمْ اَجِدْ فِيْهِ اِلَّا قَدْرًا يَسِيْرًا مِمَّا فِيْهِ شَيْئٌ وَذَكَرَ قَرِيبَ بِضْعَةَ عَشَرَ -[১৩৪]

মু'আয ইব্ন জাবাল (রাঃ) অত্যন্ত সুদর্শন, মিষ্ট স্বভাব, মুক্ত হস্ত, ভদ্র, সুবক্তা ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁর নিকট হতে ১৫৭ টি হাদীস বর্ণিত আছে। একদিন মহানবী (সাঃ) মু'আয (রাঃ)-কে বললেন ঃ হে মু'আয ! ফরয নামাযগুলোর পর এই দু'আ পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّى عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسنِ عِبَادَتِكَ

হে আল্লাহ ! আমাকে তোমার যিকর ও শোকর আদায় করার এবং উত্তমরূপে তোমার 'ইবাদত করার তাওফীক দান কর।

তিনি ১৮/৬৩৯ সনে ৩৮ বছর বয়সে জর্দানের আস্ওয়াস অঞ্চলে প্লেগ মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে শাহাদত বরন করেন এবং আল-কাসীরুল মু'আয়নীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

ইব্নুল আসীর, *উসদুল-গাবাহ্,* ৪র্থ খণ্ড (জাম'ইয়্যাতুল মা'আরিফিল মিসরিয়্যাহ্, মিসর, ১২৭৮/১৮৬১), পৃঃ ৩৭৬ ; আয্-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা,* ১ম খণ্ড, ১ম সং (বৈরুত, লেবানন, ১৪০৩/১৯৮৩), পৃঃ ৩১৮ ; ইব্ন সা'দ, *আত্-তাবাকাত,* ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২০।

১৩৩. মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫৩১।

মূল 'আরবী ঃ

كَانَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى تبع مُعَاذًا حَيْثُ اَخْرَجَ مِنَ الْمُتُوْنِ فِى كَثِيْرٍ مِنَ الاَبْوَابِ مَا لَيْسَ فِى الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ الْمَشْهُوْرَةِ -

১৩৪. হাযিমী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ যুর'আহ্ (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি আবূ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাজাহ্ (রহঃ)-এর হাদীস গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু এতে খুব অল্প হাদীসই এমন পেয়েছি যাতে কিছুটা ত্রুটি রয়েছে। এ ছাড়া আর কোন দোষ আমি পাই নি। তারপর এ পর্যায়ে তিনি প্রায় দশটির মত হাদীসের উল্লেখ করলেন। যদিও এ উক্তির সনদ সম্পর্কে হাদীস বিজ্ঞানীগণ আপত্তি তুলেছেন।

সে যা-হোক ইমাম ইব্ন মাজাহ্ অপরিসীম শ্রমসাধনা এবং যাচাই-বাছাইয়ের পর গ্রন্থখানির প্রণয়নকার্য সম্পন্ন করেন। লক্ষ লক্ষ হাদীস হতে বাছাই করে চার হাজার হাদীসকে বিভিন্ন অধ্যায়ে সাজিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সিহাহ সিত্তাহ্-এর অপর পাঁচখানি গ্রন্থের তুলনায় এতে য'ঈফ হাদীসের সংখ্যা একটু বেশী হওয়ার কারণে ছয়খানি হাদীস গ্রন্থের মধ্যে ইব্ন মাজাহ্-এর স্থান সর্বশেষ। এ প্রসঙ্গে সিন্ধী বলেছেন ঃ মোটকথা মর্যাদা ও সম্মানের দিক দিয়ে ইব্ন মাজাহ্ গ্রন্থটি অপর পাঁচখানি গ্রন্থের নীচে ও পরে অবস্থিত।[১৩৫] এমন কি তা আবূ দাউদ ও সুনানে নাসা'ঈ-এরও পরে গণ্য। 'আল্লামা মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম বলেছেন ঃ

সুনানে ইব্ন মাজাহ্ আবূ দাউদ ও সুনানে নাসা'ঈ-এর পরে গণ্য হবে।[১৩৬]

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অপর পাঁচখানি হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত প্রত্যেকটি হাদীসও এককভাবে ইব্ন মাজাহ্‌র বর্ণিত প্রত্যেকটি হাদীস অপেক্ষা উন্নত ও বিশুদ্ধতায় অগ্রগণ্য। ইব্ন মাজাহ্ গ্রন্থে এমন সব হাদীসও উদ্ধৃত হয়েছে, যা সহীহ বুখারীর হাদীসসমূহ অপেক্ষা অধিক সহীহ।

সুনানে ইব্ন মাজাহ্ গ্রন্থে মোট ৩২টি পরিচ্ছেদ (كِتَاب),পনেরশ' অধ্যায় (بَاب) এবং চার হাজার হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে।[১৩৭] ইব্ন মাজাহ্ গ্রন্থটি প্রধানত চারজন বড় বড় মুহাদ্দিস পরম্পরা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হচ্ছেন ঃ

১. আবুল হাসান ইব্ন কাত্তান।

২. সুলাইমান ইব্ন ইয়াযীদ।

৩. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা ।

৪. আবূ বকর হামেদ আযহারী।

---

১৩৫. মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৩২।

মূল 'আরবী ঃ

وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ دُوْنَ الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ فِى الْمَرْتَبَةِ -

১৩৬. সান'আনী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২২২ ও ৩২২।

মূল 'আরবী ঃ

وَاَمَّا سُنَنُ ابْنِ مَاجَةَ فَاِنَّهَا دُوْنَ هٰذَيْنِ الْجَامِعَيْنِ -

১৩৭. মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৩২।

Dhaka University Institutional Repository

মুওয়াত্তা ইমাম মালিক

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) (৮১/৭০০--১৫০/৭৬৭)-এর সংকলিত 'কিতাবুল আসার'-এর পর পরই সংকলিত হাদীস গ্রন্থ হিসাবে আমরা দেখতে পাই ইমাম মালিক (রহঃ)[১৩৮] (৯৩/৭১২--১৭৯/৭৯৫)-এর সংকলিত 'মুওয়াত্তা'।

---

১৩৮. তাঁর পুরো নাম ঃ আবূ 'আবদুল্লাহ মালিক ইব্ন আনাস ইব্ন মালিক ইব্ন আবী 'আমির ইব্ন আমর ইব্ন আল-হারিস ইব্ন গায়মান ইব্ন খুসায়ল ইব্ন 'আমর ইব্ন আল-হারিস আল্-আসবাহী। ইমাম মালিক মদীনাতুর রাসূল (সাঃ)-এর সর্বাপেক্ষা বড় মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি ৯৩ হিজরী সনে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। এ সময় মদীনার সমগ্র শহরটি হাদীস চর্চা ও শিক্ষার সুমিষ্ট আওয়াজে মুখরিত ছিল। ইমাম মালিক (রহঃ) যখন হাদীস শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হন, তখন 'ইলমি হাদীসের বড় বড় বাদশাহ মদীনায় অবস্থান করছিলেন। ইমাম মালিক (রহঃ)-এর পিতা, পিতামহ ও চাচা সকলেই বড় বড় মুহাদ্দিস ছিলেন। এতে বলা যায় ইমামের নিজস্ব ঘর ও পরিবারের গোটা পরিবেশই 'ইলমি হাদীসের গুঞ্জনে মুখরিত ছিল। এ কারণে তিনি বাল্য জীবনেই হাদীস শিক্ষা লাভ করতে শুরু করেন। তিনি সম্ভবত সর্বপ্রথম তাঁর চাচা আবূ সুহাইলের নিকট হাদীস শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে নাফি'-এর নিকট হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ ছাড়া তিনি হিশাম ইব্ন 'উরওয়া, মুহাম্মদ ইব্নুল মুনকাদির, 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন উতবা ইব্ন মাস'উদ, মুহাম্মদ ইব্ন শিহাব যুহরী (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইমাম মালিক (রহঃ)-এর উস্তাযের সংখ্যা অনেক। এ সম্পর্কে 'আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) বলেন ঃ اَخَذَ مَالِكٌ عَنْ تِسْعِمَائَةِ شَيْخٍ ثَلاثُمِائَةٍ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَسِتُّمَائَةٍ مِنْ تَابِعِيْهِمْ- ইমাম মালিক (রহঃ) নয় শ' মুহাদ্দিসের নিকট হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে তিনশ' হচ্ছেন তাবি'ঈ ও ছয়'শ' হচ্ছেন তাবি'-তাবি'ঈ। এ সকল উস্তাযকেই তিনি মদীনা মুনাওওয়ারায় পেয়েছিলেন বিধায় তিনি মদীনার বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

ইমাম মালিক (রহঃ) সকল প্রকার হাদীস বর্ণনাকারীর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করতেন না। কাকে তিনি উস্তায হিসাবে গ্রহণ করবেন, তা তিনি গভীর চিন্তা-ভাবনা করে যাচাই-বাছাই করে নিতেন। এ সম্পর্কে তাঁর প্রিয় ছাত্র হাবীবের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি নিজেই বলেছেন ঃ

يَا حَبِيبُ اَدْرَكْتُ هٰذَا الْمَسْجِدَ وَفِيهِ سَبْعُوْنَ شَيْخًا مِمَّنْ اَدْرَكَ اَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوٰى عَنِ التَّابِعِينَ وَلَمْ نَحْمِلِ الْحَدِيثَ اِلا عَنْ اَهْلِهِ -

হে হাবীব ! এ মসজিদে নববীতেই আমি সত্তর জন এমন মুহাদ্দিস পেয়েছি, যাঁরা রাসূলে করীম (সাঃ)-এর সাহাবীগণের সাক্ষাত ও সংস্পর্শ লাভ করেছিলেন এবং তাবি'ঈগণের নিকট হতেও হাদীস বর্ণনা করতেন। অর্থাৎ আমি তাঁদের নিকট হতেই হাদীস শিক্ষা ও গ্রহণ করেছি। আর আমি উপযুক্ত লোকদের নিকট হতেই হাদীস গ্রহণ করেছি। কখনও অনুপযুক্ত ব্যক্তির নিকট হতে হাদীস গ্রহণ করি নি।

Dhaka University Institutional Repository

কিতাবুল আ'সার ও মুওয়াত্তা ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মধ্যে একটি প্রধান প্রার্থক্য এই যে, প্রথমোক্ত গ্রন্থে হিজায, 'ইরাক, সিরিয়া ও মুসলিম জাহানের অন্যান্য হাদীস বর্ণনাকারী ব্যক্তিবর্গের বর্ণিত হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু 'মুওয়াত্তা ইমাম মালিক'-এ রয়েছে কেবলমাত্র মদীনায় অবস্থানকারী মুহাদ্দিসগণের বর্ণিত হাদীস। কেননা, ইমাম মালিক (রহঃ) সম্পর্কে পূর্ববর্তী আলোচনা হতে আমরা দেখেছি যে, তিনি হাদীস সংগ্রহের জন্য মদীনার বাইরে কখনও সফর করেন নি।

'মুওয়াত্তা' গ্রন্থের ধারা সাজানো হয়েছে এভাবে যে, প্রথমে রাসূলে করীম (সাঃ)-এর হাদীস--কথা বা কাজের বিবরণ। তারপর সাহাবায়ে কিরামের কথা এবং তাবি'ঈগণের কুর'আন-হাদীস ভিত্তিক ফাতাওয়াসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে।[১৩৯]

ইমাম মালিক (রহঃ) হাদীসের এ গ্রন্থখানি সংকলন করেন 'আব্বাসী খলীফা আল্-মানসূর-এর আদেশ ক্রমে। মুহাম্মদ আবূ যাহ্ নামক এ যুগের একজন মিসরীয় গ্রন্থ-প্রণেতা বলেছেন ঃ

'আব্বাসী খলীফা আবূ জা'ফর আল-মানসূর ইমাম মালিক (রহঃ)-কে ডেকে বলেন ঃ তিনি যেন তাঁর নিজের নিকট প্রমাণিত ও সহীহরূপে সাব্যস্ত হাদীসসমূহ সংকলন ও গ্রন্থাকারে প্রণয়ন করেন এবং উহাকে যেন তিনি লোকদের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার জন্য নির্দিষ্ট করেন। তারপর তিনি তাঁর এ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং এর নাম নির্দিষ্ট করেন 'আল্-মুওয়াত্তা'।[১৪০]

ইমাম মালিক (রহঃ) যে কত বড় মুহাদ্দিস ছিলেন, তা তাঁর সম্পর্কে কথিত অপরাপর শ্রেষ্ঠ হাদীসবিদগণের নিম্নোল্লিখিত উক্তিসমূহ হতে স্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যায়। যেমন ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন ঃ - مَالِكٌ حُجَّةُ اللهِ تَعَالىٰ عَلىٰ خَلْقِهٖ بَعْدَ التَّابِعِيْنَ

ইমাম মালিক (রহঃ) তাবি'ঈগণের পরবর্তী যুগের লোকদের জন্য মহান আল্লাহ্‌র এক অকাট্য দলীল বিশেষ।

মুহাদ্দিস ইমাম নাসা'ঈ (রহঃ) বলেছেন ঃ - مَا عِنْدِى بَعْدَ التَّابِعِيْنَ انبلُ مِن مَالِكٍ

আমার দৃষ্টিতে তাবি'ঈগণের যুগের পরে ইমাম মালিক (রহঃ) অপেক্ষা বড় বিজ্ঞ ব্যক্তি আর কেউ নেই।

মুহাম্মদ আবূ যাহ্, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৮৮ ; সুয়ূতী, *মুকাদ্দামাতু তানবীরিল হাওয়ালিক শারহি মুওয়াত্তা ইমাম মালিক,* পৃঃ ২-৩।

১৩৯. মুহাম্মদ আবূ যাহ্, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৪৫।

১৪০. মুহাম্মদ আবূ যাহ্, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৪৫-২৪৬ ;

মূল 'আরবী

طَلَبَ ابوجعفرَ المَنصُورُ الخَلِيفَةُ العَبَّاسِيُّ اِلَى الاِمَامِ مَالِكٍ اَن يَجمَعَ مَا ثَبَتَ لَدَيهِ ، وَيُدَوِّنَه فِى كِتَابٍ ، وَيُوطِئَه لِلنَاسِ فَالَّفَ كِتَابَه هٰذا وَسَمَّاهُ المُوَطَّا -

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম মালিক (রহঃ) এ গ্রন্থখানি প্রণয়ন কালে অপরিসীম শ্রম-মেহনত এবং অমলিন ধৈর্য ও অধ্যবসায়ে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। ইমাম সুয়ূতী ইব্‌নুল হুবাব-এর সূত্রে উল্লেখ করেন ঃ

اِنَّ مَالِكاً رَوٰى مِائَةَ اَلفِ حَدِيْثٍ جَمَعَ مِنْهَا فِى المُوَطَّا عَشَرَةَ الاٰفٍ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يعْرِضُهَا عَلىٰ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَيَخْتَبِرُهَا بِالاٰثَارِ حَتّىٰ رَجَعَتْ اِلىٰ خَمْسِمِائَةٍ - [১৪১]

'ইমাম মালিক (রহঃ) প্রথমে এক লক্ষ হাদীস বর্ণনা করেন। তা হতে দশ হাজার হাদীসের সমন্বয়ে মুওয়াত্তা গ্রন্থ সংকলন করা হয়। তারপর তিনি উহাকে কুর'আন ও সন্নাহ্'র দৃষ্টিতে যাচাই করতে থাকেন। সাহাবীগণের আসার ও অন্যান্য খবর-এর ভিত্তিতেও উহার পরীক্ষা করেন। শেষ পর্যন্ত উহাতে মাত্র পাঁচশত হাদীস সন্নিবেশিত করেন।'

ইমাম সুয়ূতী (রহঃ)[১৪২] 'আতীক ইব্‌ন ইয়া'কূবের সূত্রে নিম্নোক্ত বর্ণনাও উদ্ধৃত করেছেন ঃ

---

১৪১. *মুকাদ্দামাতু তানবীরিল হাওয়ালিক,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭ ; মুহাম্মদ আবূ যাহু, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৪৮।

১৪২. তাঁর পুরো নাম ঃ 'আবদুর রহমান ইব্‌ন আবী বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবী বকর ইব্‌ন 'ওসমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন খাদর ইব্‌ন আইয়ূব আবুল ফযল। তিনি ৮০৯/১৪০৬ সনে রজব মাসের প্রথম রাতে মাগরিবের পর মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। আল্-'ঈদরুসী তাঁর اَلنُّوْرُ السَّافِرُ গ্রন্থে বলেন, সুয়ূতীকে গ্রন্থ পুত্র বা اِبْنُ الكُتُبِ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কারণ তাঁর পিতা ছিলেন একজন 'আলিম ব্যক্তি। একদা তাঁর একটি কিতাব অধ্যয়নের প্রয়োজন হয়। সুয়ূতীর মাতাকে তিনি তাঁর কিতাবগুলোর মধ্য থেকে ঐ কিতাবটি নিয়ে আসতে বলেন। তিনি সেটি আনার জন্য যান। কিন্তু সেখানে গ্রন্থরাজি অনুসন্ধানের মাঝে তাঁর প্রসব বেদনা শুরু হয় এবং তিনি ঐ স্থানেই সুয়ূতীকে জন্ম দেন। সুয়ূতীর পূর্বপুরুষ ছিলেন 'আজমের অধিবাসী। ইমাম সুয়ূতী বলেন ঃ বাগদাদের একটি মহল্লার নাম اَلخُضَيْرِيَّةُ (আল-খাযরিয়্যাহ)। জনৈক বিশ্বস্ত ব্যক্তি আমার পিতার নিকট থেকে শ্রবণ করেন যে, তাঁর উর্ধ্বতন দাদা 'আজম অথবা মাশরিকের অধিবাসী ছিলেন। এতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উল্লিখিত মহল্লাটির প্রতি সম্পৃক্ত করেই তাঁদের গোত্রকে আল-খুযায়রী বলা হয়। ৫ বছর ৭ মাস বয়সে তাঁর পিতা ইন্‌তিকাল করেন। এ সময় তাঁর কুর'আন পাঠ সূরাতুত্-তাহরীম পর্যন্ত পৌঁছে। ৮ বছরের কম বয়সে তিনি কুর'আন মাজীদ হিফ্‌য করেন। এরপর তিনি العُمْدَةُ ، اَلفِيَّةُ اِبنِ مَالِكٍ এবং مِنْهَاجُ الفِقْهِ ، الاُصُوْلُ কণ্ঠস্থ করে নেন। তিনি শায়খুল ইসলাম আল্-বুলকায়নী, শরফুদ্দীন আল-মুনাবী, তাকি উদ্দীন আশ্ শিব্‌লী, শিহাবুদ্দীন আশ্-শারমাসহী প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ শায়খগণের নিকট বিভিন্ন কিতাব অধ্যয়ন করেন। তাঁর শায়খের সংখ্যা একশত পঞ্চাশ জন। তার প্রথম সংকলিত গ্রন্থ, شَرْحُ الاِسْتِعَاذَةِ وَالبَسْمَلَةِ তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ছয়শত। সাতটি বিষয়ে তাঁর ছিল গভীর অভিজ্ঞতা আর সেগুলো হচ্ছে ১. তাফসীর ২. হাদীস ৩. ফিক্‌হ ৪. 'ইলমুন্ নাহ্‌ব ৫. 'ইলমুল মা'আনী ৬. 'ইলমুল বয়ান এবং ৭. আহলুল ফালাসাফাহ্। তবে গণিত শাস্ত্র ছিল তাঁর নিকট খুব কঠিন। তিনি বলেন, গণিতের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে মনে হয় আমি যেন একটি পাহাড় বহন করার জন্য সাধনা করছি।

Dhaka University Institutional Repository

وَضَعَ مَالِكٌ الْمُوَطَّأَ نَحْوَ مِنْ عَشَرَةِ الْآفِ حَدِيْثٍ فَلَمْ يَزَلْ يَنْظُرُ فِيْهِ كُلَّ سَنَةٍ وَيُسْقِطُ مِنْهُ حَتَّى بَقِيَ مِنْهُ هٰذَا-[১৪৩]

'ইমাম মালিক প্রায় দশ-সহস্র হাদীসের সমন্বয়ে 'মুওয়াত্তা' রচনা করেন। তারপর তিনি এর ওপর প্রত্যেক বছর দৃষ্টি দিতে ও যাচাই করতে এবং তা হতে হাদীস প্রত্যাহার করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত বর্তমান আকারে উহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে।' এ গ্রন্থ প্রণয়ন চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন করতে ইমাম মালিক (রহঃ)-এর পূর্ণ চল্লিশটি বছর সময় লেগেছে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে-- মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, ইমাম মালিক এই গ্রন্থখানি প্রণয়নে পূর্ণ চল্লিশ বছর অতিবাহিত করেছেন। এ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি গ্রন্থটিকে যাচাই-বাছাই করছিলেন এবং তাকে সুসংবদ্ধরূপে সজ্জিত, নির্ভুল ও শৃংখলিত করতে ব্যস্ত ছিলেন।[১৪৪]

তিনি ছিলেন অতিশয় পূত-পবিত্র, ভদ্র, অল্পেতুষ্ট, ক্ষমতাধর ও সম্রাটের দরবার থেকে সুদূরে অবস্থানকারী। শায়খে খানকার উপজীবিকার ওপর তিনি তুষ্ট থাকতেন। আমীর এবং ওযীরগণ তাঁর যিয়ারতের জন্য আগমন করতেন এবং তাঁর খিদমতে উপঢৌকন পেশ করতেন। কিন্তু তিনি তা ফেরৎ দিতেন। বর্ণিত আছে, একদা সুলতান মালিক আশরাফ কানসূহ আল-গোরী দূতের মাধ্যমে তাঁর নিকট একজন নপুংসক দাস এবং ১০০০ দীনার প্রেরণ করেন। তিনি নপুংসক দাসটিকে গ্রহণ করে মুক্ত করে দেন এবং দীনার ফেরৎ দিয়ে দূতকে বলেন, কোন হাদিয়া নিয়ে আমার নিকট আর কখনও আসবে না। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি লোকজন থেকে আলাদা হয়ে একাকী নীল নদের তীরে মিকইয়াস নামক বাগানে অবস্থান করেন। তারপর সেখানে বসে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল আল্-ইকলীল ফী ইস্তিম্বাতিত্-তানযীল, আল্-ইত্কান ফী উলূমিল কুর'আন, তাফসীর জালালাইন, আদ্-দুরারুল কামিনাহ্, তাবাকাতুল্-মুফাস্সিরীন, তাবাকাতুল্-হুফ্ফায, তারীখুল খুলাফা, আত্-তাওশীহ্ 'আলা-সহীহিল বুখারী, জাম'উল-জাওয়ামি' ফিন-নাহ্ব, আল্-ইন্সাফ ফী তামীযিল আওকাফ ইত্যাদি। তিনি ৯১১/১৫০৫ সনে জুমাদাল উলা মাসে নিজ বাসভবনে মিকইয়াসের বাগানে ইন্তিকাল করেন।

কাযী মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী আশ্-শাওকানী, *আল্-বাদরুত্-তালে'*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৯ ; ডঃ হুসাইন আয্-যাহাবী, *আত্-তাফসীর ওয়াল্-মুফাস্সিরূন*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫১ ; সম্পাদনা পরিষদ, *দা'ইরাতুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়্যাহ*, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ২৭ ; আল্-বুস্তানী, *কিতাবু দা'ইরাতিল-মা'আরিফ*, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৮ ; নাজমুদ্দীন আল্-গিয্যী, *আল্-কাওয়াকিবুস্-সা'য়িরা*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৬ ; 'ওমর রিযা কাহ্হালাহ্, *মু'জামুল-মু'আল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮২-৮৩ ; *হাদিয়াতুল 'আরিফীন*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৩৪-৫৪৪ ; ইব্নুল-'ইমাদ, *শাযারাতুয্-যাহাব*, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৫১-৫৫ ; *মুকাদ্দামাহ আত্-তাওশীহ্*, পৃঃ ১৯-২৮ ; *ই'জাযুল্-কুর'আনিল কারীম*, পৃঃ ২১৯ ; *লুব্বুল-লুবাব*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫।

১৪৩. *মুকাদ্দামাতু তানবীরিল হাওয়ালিক*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭।

১৪৪. মুহাম্মদ আবূ যাহ্ু, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৪৬।

মূল 'আরবী ঃ

قَالُوا انَّه مَكَثَ فِى تَالِيْفِه اَرْبَعِيْنَ سَنَةً كَامِلَةً يُنَقِّحُهُ وَيُهَذِّبُهُ -

Dhaka University Institutional Repository

এ গ্রন্থের নামকরণ সম্পর্কে ইমাম মালিক (রহঃ) নিজেই বলেছেন ঃ

عَرَضْتُ كِتَابِى هٰذَا عَلٰى سَبْعِيْنَ فَقِيْهًا مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِيْنَةِ فَكُلُّهُمْ وَاطَأَنِى عَلَيْهِ فَسَمَّيْتُهُ الْمُوَطَّأَ - [১৪৫]

আমার এ কিতাবখানি আমি মদীনায় বসবাসকারী সত্তর জন ফিক্হবিদ-এর সম্মুখে পেশ করেছি। তাঁরা প্রত্যেকেই এর ওপর আমাকে সমর্থন দিয়েছেন। এ কারণে আমি এর নাম রেখেছি 'মুওয়াত্তা'।

ওপরে ইবনুল হুবাবের সূত্রে উল্লিখিত ইমাম সুয়ূতীর উদ্ধৃতি হতে জানা গেছে যে, ইমাম মালিক (রহঃ) দশ হাজার হাদীস হতে যাচাই বাছাই করে মাত্র পাঁচশ' হাদীস তাঁর গ্রন্থে রেখেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'মুওয়াত্তা' গ্রন্থে মোট কতটি হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে, তা এ উদ্ধৃতি হতে জানা যায় না। এ সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতীর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি হতে নির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায়। তিনি আবূ বকর আল্-আবরাহীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন ঃ

'মুওয়াত্তা গ্রন্থে রাসূলে করীম (সাঃ), সাহাবায়ে কিরাম ও তাবি'ঈন হতে বর্ণিত হাদীসের মোট সংখ্যা হচ্ছে এক হাজার সাতশ' বিশ।'[১৪৬] এর মধ্যে সঠিকরূপে সনদযুক্ত হাদীস হচ্ছে ছয়শ', 'মুরসাল' হাদীস হচ্ছে দু'শ বার, 'মাওকূফ' হচ্ছে ছয়শ' তের এবং তাবি'ঈগণের উক্তি হচ্ছে দু'শ পঁচাশি।[১৪৭]

ইমাম ইব্ন হাযম (রহঃ) বলেছেন ঃ

اَحْصَيْتُ مَا فِى الْمُوَطَّا لِمَالِكٍ فَوَجَدْتُ فِيْهِ مِنَ الْمُسْنَدِ خَمْسَمِائَةِ حَدِيْثٍ وَنَيِّفًا وَثَلْثَمِائَةٍ مُرْسَلاً وَنَيِّفًا وَفِيْهِ نَيِّفٌ وَسَبْعُوْنَ حَدِيْثًا قَدْ تَرَكَ مَالِكٌ نَفْسُهُ الْعَمَلَ بِهَا -[১৪৮]

'আমি মুওয়াত্তা গ্রন্থের হাদীসসমূহ গণনা করেছি। এতে আমি পেয়েছি 'মুসনাদ' হাদীস পাঁচশ' এর কিছু বেশী আর প্রায় তিনশ'-এর কিছু বেশী হাদীস 'মুরসাল'।

---

১৪৫. *মুকাদ্দামাতু তানবীরিল হাওয়ালিক*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।

১৪৬. মুহাম্মদ আবূ যাহু, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৪৮-২৪৯।

মূল 'আরবী ঃ

جُمْلَةُ مَا فِى الْمُوَطَّا مِنَ الْاٰثَارِ عَنِ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ اَلْفٌ وَسَبْعُمِائَةٍ وَعِشْرُوْنَ حَدِيْثًا -

১৪৭. *মুকাদ্দামাতু তানবীরিল হাওয়ালিক*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭।

১৪৮. মুহাম্মদ আবূ যাহু, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৪৯, *মুকাদ্দামাতু তানবীরিল হাওয়ালিক*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭।

Dhaka University Institutional Repository

এতদ্ব্যতীত এতে প্রায় সত্তরটি হাদীস এমনও আছে, যার অনুসরণ করা ইমাম মালিক (রহঃ) নিজেই পরিহার করেছিলেন। 'মুওয়াত্তা' গ্রন্থের নুসখা অসংখ্য। তন্মধ্যে তিনশ' নুসখা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এই নুসখাসমূহে সন্নিবেশিত হাদীসের সংখ্যায় যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। কোনটিতে অপেক্ষাকৃত বেশী, আর কোনটিতে কম হাদীস রয়েছে। ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) মুওয়াত্তা-এর চৌদ্দটি প্রসিদ্ধ নুসখার কথা উল্লেখ করে এর মধ্য থেকে তিনটি নুসখার কথা বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। নুসখা তিনটি এই-

১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল্-লাইসী আল্-আন্দালুসী কৃত নুসখা ঃ তিনি ইমাম মালিক (রহঃ)-এর নিকট হতে সরাসরিভাবে ই'তিকাফ পর্বের শেষ তিনটি অধ্যায় বাদে সম্পূর্ণ 'মুওয়াত্তা' গ্রন্থ শ্রবণ করেছিলেন।

২. আবী মাস'আব আহমদ ইব্ন আবী বকর আল-কাসিম কৃত নুসখা ঃ তিনি মদীনার বিচারপতি ছিলেন এবং তাঁর তৈরী করা নুসখাই ইমাম মালিক (রহঃ)-কে সর্বশেষে শুনানো হয়। এতে অপর নুসখার তুলনায় প্রায় একশতটি হাদীস বেশী রয়েছে।

৩. ইমাম মুহাম্মদ ইব্নুল হাসান আশ্ শায়বানী (রহঃ)[১৪৯] কৃত নুসখা ঃ তিনি যেমন ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিকট 'ইলমি ফিক্হ শিক্ষা করেছেন, অনুরূপভাবে ইমাম মালিক (রহঃ)-

---

১৪৯. তাঁর পুরো নাম ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আল-হাসান ইব্ন ফারকাদ। বনূ শায়বানের মাওলা (আশ্রিত) ছিলেন বিধায় তাঁকে শায়বানী বলা হয়। ১৩২/৭৪৯-৫০ সনে ওয়াসিত-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত 'আলিম ও ফিক্হ শাস্ত্রবিদ ছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিকট আইন সম্বন্ধীয় যুক্তিতর্কের মূলনীতি শিক্ষালাভ করেন। বিশ বছর বয়সে তিনি কূফার মসজিদে বক্তৃতা করতেন বলে শোনা যায়। তিনি সুফিয়ান সাওরী, আওযা'ঈ এবং অন্যান্য 'আলিম বিশেষ করে মালিক ইব্ন আনাসের নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন। তিন বছর ধরে তিনি মদীনায় শেষোক্ত ব্যক্তির দার্সে হাদীসে যোগদান করেন। ১৭৬/৭৯২ সনে খলীফা হারূনুর রশীদ তাঁর সাথে যায়দী ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইব্ন 'আবদুল্লাহর ব্যাপারে আলোচনা করেন। এ উপলক্ষে তিনি স্বীয় স্পষ্টবাদিতার জন্য খলীফার অনুগ্রহ হারিয়ে বসেন এবং তাঁকে 'আলী পন্থী বলে সন্দেহ করা হয়। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি মুরজি'আ পন্থী ছিলেন। তবে তিনি শী'আ কর্মতৎপরতার সাথে জড়িত ছিলেন না বলে মনে হয়। খলীফা হারূনুর রশীদ তাঁকে খুরাসানের কাযী নিযুক্ত করেন। তিনি একজন দক্ষ ব্যাকরণবিদও ছিলেন। তাঁর শিষ্যবৃন্দের মধ্যে ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়। ইমাম শায়বানী (রহঃ)-এর অসংখ্য রচনাবলী রয়েছে। তার মধ্যে নিম্নোক্তগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঃ কিতাবুল আসল ফিল ফুরূ' বা আল্-মাব্সূত, কিতাবুয্ যিয়াদাত, কিতাবুল জামি' আল্-কাবীর, কিতাবুল জামি' আস্-সাগীর, কিতাবুল আসার।

ইব্ন সা'দ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৮ ; ***সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ***, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩৬-৪৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

এর নিকট হতেও হাদীস শিক্ষা করেছেন।[১৫০]

ইমাম মালিক (রহঃ)-এর নিকট হতে 'মুওয়াত্তা' শ্রবণ করে প্রায় এক হাজার ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন।[১৫১] এতে প্রমাণিত হয় যে, তদানীন্তন ইসলামী সমাজে 'মুওয়াত্তা' গ্রন্থ যথাযথ মর্যাদা লাভ করেছিল। জনগণ উহাকে সাদরে গ্রহণ করেছিল এবং মদীনার অধিবাসী ইমাম মালিক (রহঃ)-এর নিকট সরাসরিভাবে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করার উদ্দেশ্যে গোটা মুসলিম জাহানের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জনতা এসে ভীড় জমিয়েছিল। বহু সংখ্যক মুহাদ্দিস এ কারণে মনে করেন যে, জামি' তিরমিযীতে উদ্ধৃত নবী করীম (সাঃ)-এর নিম্নোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী ইমাম মালিক (রহঃ) সম্পর্কেই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। হাদীসটি এই -- নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ

يُوشِكُ اَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ اَكْبَادَ الاِبِلِ فِى طَلَبِ العِلْمِ فَمَا يَجِدُونَ اَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ المَدِيْنَةِ -[১৫২]

'সে সময় খুব দূরে নয়, যখন জনগণ 'ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্যে উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর দূরান্তে অবস্থিত দেশসমূহ সফর করবে। কিন্তু তাঁরা মদীনায় অবস্থানকারী 'আলিম অপেক্ষা অধিক বিজ্ঞ অন্য কাউকে কোথাও পাবে না।'

ইব্ন 'উইয়াইনা ও 'আবদুর রায্যাক প্রমুখ বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ এক বাক্যে বলেছেন যে, এ উক্তির উদ্দিষ্ট 'আলিম' হচ্ছেন ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রহঃ)। [১৫৩]

ইমাম মালিক (রহঃ)-এর 'মুওয়াত্তা' সম্পর্কে ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন ও একে এক অনন্য সাধারণ গ্রন্থ মনে করতেন। তাঁর এ সম্পর্কিত নিম্নোদ্ধৃত উক্তি সর্বজনবিদিত। তিনি বলেছেন ঃ

مَا عَلٰى ظَهْرِ الاَرْضِ كِتَابٌ بَعدَ كِتَابِ اللهِ اَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مَالِكٍ -[১৫৪]

---

১৫০. মুহাম্মদ আবূ যাহু, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৫০।

মূল 'আরবী ঃ

نُسَخَ المُوطَّأ كَثِيرَةٌ وَالَّذِى اشْتَهَرَ مِنهَا يَبلُغُ نَحوالثَّلاَثِينَ نُسْخَةً وَكَثِيرًا مَّا يَقَعُ بَيْنَهَا الاِختِلاَفُ بِالتَّقدِيمِ وَالتَّاخِيرِ وَالزِّيادَةِ وَالنُّقصَانِ حَسبَ تَزِيد الرُّواة فِيهَا وَقد ذَكَرَ السيُوطى اَنَّ المُشْتَهَرَ عَنِ الرُّوَاةِ ثَلاَثُ نُسَخٍ ، مِنهَا -

(١) نُسخَةُ يَحيٰى بن يَحيٰى اللَّيْثِيِّ الاَنْدلُسِيِّ .... (٢) نُسخَةُ اَبِى مُصْعَبٍ احمَدَ بنِ اَبِى بَكرٍ القَاسِمِ -

(٣) نُسخَةُ الاِمَامِ مُحمدِ بنِ الحَسَنِ الشَّيبَانِيِّ صَاحِبِ اَبِى حَنِيفَةَ -

১৫১. মুহাম্মদ আবূ যাহু, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৫২ ; *মুকাদ্দামাতু তানবীরিল হাওয়ালিক*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।

১৫২. মুহাম্মদ আবূ যাহু, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৫২ ; *মুকাদ্দামাতু তানবীরিল হাওয়ালিক*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২।

১৫৩. *মুকাদ্দামাতু তানবীরিল হাওয়ালিক*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২ ; মুহাম্মদ আবূ যাহু, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৫২।

১৫৪. *মুকাদ্দামাতু তানবীরিল হাওয়ালিক*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।

Dhaka University Institutional Repository

মহান আল্লাহ্‌র কিতাবের পর ইমাম মালিক (রহঃ) সংকলিত হাদীসের কিতাব অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ দুনিয়ার বুকে আর একখানিও নেই। তাঁর এ কথা নিম্নোক্ত ভাষায়ও বর্ণিত হয়েছে ঃ

مَا وُضِعَ عَلَى الْاَرْضِ كِتَابٌ هُوَ اَقْرَبُ اِلَى الْقُرْاٰنِ مِنْ كِتَابِ مَالِكٍ - [১৫৫]

কুর'আনের অধিকতর নিকটবর্তী কিতাব ইমাম মালিক (রহঃ)-এর কিতাব অপেক্ষা আর একখানিও পৃথিবীর বুকে রচিত হয় নি। পরবর্তীকালের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ যুর'আহ্ (রহঃ) ইমাম মালিক (রহঃ)-এর 'মুওয়াত্তা' সম্পর্কে বলেছেন ঃ

واین وثوق واعتماد برکتب دیکر نیست - [১৫৬]----

এতখানি আস্থা ও নির্ভরতা অপর কোন কিতাবের ওপর স্থাপিত হয় নি।

ইমাম মালিক (রহঃ) সংকলিত এই হাদীস গ্রন্থ এতই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল যে, তদানীন্তন 'আব্বাসীয় বাদশাহ আল-মানসূর হাজ্জ উপলক্ষে মদীনায় গমনকালে ইমাম মালিক (রহঃ)-কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'আমি সংকল্প করেছি যে, আপনার সংকলিত হাদীস গ্রন্থখানির অসংখ্য অনুলিপি তৈরী করে প্রত্যেক মুসলিম শহরে ও নগরে এক একখানি করে পাঠিয়ে দেব ও সে অনুযায়ী 'আমল করার জন্য সকলকে আদেশ করব এবং এটা ছেড়ে অপর কোন গ্রন্থের দিকে মনোযোগ না দিতে বলব।'

এ কথা শ্রবণের পর ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মনে আনন্দের বন্যা বয়ে যাওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু ইমাম মালিক (রহঃ) তা মোটেই পছন্দ করতে ও মেনে নিতে পারলেন না। তিনি স্পষ্টভাষায় বললেন ঃ

'আপনি এরূপ কাজ করবেন না। কেননা, লোকদের নিকট পূর্বেই শরী'আতের বহু কথা পৌঁছে গেছে। তাঁরা বহু হাদীস শ্রবণ করেছে। বহু হাদীস বর্ণনাও করেছে এবং লোকেরা প্রথমেই যা কিছু পেয়েছে, তা গ্রহণ করে নিয়েছে। তদনুযায়ী তাঁরা 'আমল শুরু করে দিয়েছে। অতএব, প্রত্যেক শহর ও অঞ্চলের লোকেরা নিজেদের জন্য যা-ই-গ্রহণ করেছে, তদনুযায়ীই তাঁদেরকে 'আমল করতে দিন।[১৫৭]

---

১৫৫. *মুকাদ্দামাতু তানবীরিল হাওয়ালিক,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।

১৫৬. সিদ্দিক হাসান খান, *ইত্‌হাফুন নুবালা* (তিকসারুল জয়ূদ, ভূপাল, ১২৯৮), পৃঃ ১৬৫।

১৫৭. *আল হিত্তাহ্ ফী যিকরিস সিহাহ সিত্তাহ্,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮।

মূল 'আরবী ঃ

عَزَمْتُ عَلَى اَنْ اٰمُرَ بِكِتَابِكَ هٰذِهِ الَّتِى وَضَعْتَهَا فَتُنْسَخُ ثُمَّ اَبْعَثُ اِلَى كُلِّ مِصْرٍ مِنْ اَمْصَارِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْهَا نُسْخَةً وَاٰمُرُهُمْ اَنْ يَعْمَلُوا بِمَا فِيْهَا وَلَا يَتَعَدُّوْهُ اِلَى غَيْرِهِ -

لَا تَفْعَلْ هٰذَا فَاِنَّ النَّاسَ قَدْ سَبَقَتْ اِلَيْهِمْ اَقَاوِيْلُ وَسَمِعُوْا اَحَادِيْثَ وَرَوَوْا رِوَايَاتٍ وَاَخَذَ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا سَبَقَ اِلَيْهِمْ وَدَانُوْبِهِ فَدَعِ النَّاسَ وَمَا اخْتَارَ اَهْلُ كُلِّ بَلَدٍ مِنْهُمْ لِاَنْفُسِهِمْ -

Dhaka University Institutional Repository

তারপর বাদশাহ হারূনুর-রশীদ[১৫৮] ও ইমাম মালিক (রহঃ)-এর 'মুওয়াত্তা' সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি উহাকে কা'বা ঘরের সাথে ঝুলিয়ে রাখার ও তদনুযায়ী 'আমল করার জন্য জনগণকে নির্দেশ দেয়ার সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু ইমাম মালিক (রহঃ)-এর নিকট এ ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি বলেন ঃ

---

১৫৮. বাদশাহ্ হারূনুর রশীদ একজন বিখ্যাত ও অন্যতম শ্রেষ্ট 'আব্বাসীয় খলীফা। খায়যুরানের গর্ভজাত, খলীফা আল্-মাহ্দীর দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন তিনি। খলীফা হারূন ১৪৮/৭৫৬ সনে খুরাসানের রাজধানী আর্-রায়-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মগ্রহণের সময় থেকে স্বাস্থ্যবান ও সুদর্শন ছিলেন। জন্মগ্রহণের তিন-চার বছর পর হারূন তাঁর পিতা মাহ্দীর সাথে বাগদাদ চলে আসেন এবং শিক্ষালাভ করতে থাকেন। হারূনের শিক্ষকগণের তালিকা অত্যন্ত দীর্ঘ। কিন্তু এ তালিকায় 'আলী ইব্ন হামযাহ্ কিসা'ঈ-এর নাম শীর্ষস্থানীয়। তিনি পবিত্র কুর'আনের সাত কির'আতের দক্ষ এবং সাহিত্য ও 'আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রে ঐ সময়কালের নেতা ছিলেন।

খলীফা হারূনুর রশীদ সিংহাসনে আরোহণ করার সময় তাঁর বয়স ছিল বাইশ বছর। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করার প্রথম বছরই বায়তুল্লাহ্ শরীফে গিয়ে হাজ্জ আদায় করেন। হারামাইন শরীফাইনের বাসিন্দাগণকে পুরস্কারে ভূষিত করেন এবং বাগদাদের জেলখানায় বন্দী 'আলী পন্থীদেরকে মুক্তি প্রদান করেন। তাঁদেরকে হিজায গমনের অনুমতি প্রদান করেন এবং তাঁদের জন্য মূল্যবান অনুদান মঞ্জুর করেন।

খলীফা হারূনুর রশীদের ব্যক্তিত্ব, তাঁর চরিত্র ও পূর্ণতা "আলফে লায়লা"-এর গল্পকাহিনী এবং আল্-আগানীর কাহিনী ভাণ্ডারের মধ্যে নিহিত রয়েছে। যদিও তিনি একদিকে বিলাসী স্বভাবের সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু অন্যদিকে শরী'আতের অনুসারী ও জ্ঞান-পিপাসু ছিলেন।

হারূনুর রশীদের শাসনকাল 'আরব ইতিহাসে সর্বাধিক বিখ্যাত ও সমৃদ্ধ ছিল। তিনি পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ এবং যোগ্য ব্যক্তিগণের পৃষ্ঠপোষক ও গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁর দরবার প্রত্যেক বিষয়ের পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের কেন্দ্রস্থল ছিল। হারূনুর রশীদের নিকট জ্ঞানী-পণ্ডিতগণ যেভাবে ভীড় করতেন, ইতোপূর্বে অন্য কোন শাসকের ক্ষেত্রে এমনটি দেখা যায় নি।

হরূনুর রশীদের শাসনকালে অনেক অভিজ্ঞ ভাষা-বিজ্ঞানী ও সাহিত্যের ইমাম (নেতা) খ্যাতি লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে কিসা'ঈ ও 'আবদুল মালিক আল্-আসমা'ঈ তাঁর দরবারের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আবূ 'উবায়দা মু'আম্মার ইব্ন মুসান্না হারূনুর রশীদের সহচর ও মজলিসের সদস্য ছিলেন। তিনি পবিত্র কুর'আনের প্রথম দিকে রচিত আভিধানিক তাফসীর 'মাজাযুল কুর'আন' রচনা করেন, যা ফুওয়াদ সিযকীনের জ্ঞানকোষে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

হারূনুর রশীদের শাসনকালে 'ইলমি হাদীসের নেতৃত্ব ইমাম মালিক (রহঃ)-এর ওপর ন্যস্ত ছিল। তাঁর অতুলনীয় হাদীস সংকলন 'মুওয়াত্তা' হাদীসের গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত। ইমাম মালিক (রহঃ)-এর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে হারূনুর রশীদের দৃঢ় আস্থা ছিল। ১৭৪/৭৯০ সনে তিনি তার দুই পুত্র আমীনুর রশীদ এবং মামূনুর রশীদসহ হাজ্জ পালন করতে আসেন এবং ইমাম সাহেবের মজলিসে হাদীসের দার্সে উপস্থিত হয়ে হাদীস শ্রবণ করেন। ইমাম মালিক (রহঃ)

Dhaka University Institutional Repository

لَا تَفْعَلْ فَاِنَّ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِخْتَلَفُوْا فِى الْفُرُوْعِ وَتَفَرَّقُوْا فِى الْبُلْدَانِ وَكُلٌّ مُصِيْبٌ - ১৫৯

না, আপনি এরূপ করবেন না-' কেননা, রাসূলে করীম (সাঃ)-এর সাহাবীগণের মধ্যে খুঁটিনাটি ব্যাপারে মত-পার্থক্য ছিল। তাঁরা বিভিন্ন শহরে ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। আর তাঁরা সকলেই সঠিক পথে পরিচালিত।'

ইসলামের বিরাট ও ব্যাপক জীবন-ব্যবস্থার খুঁটিনাটি ব্যাপারে মতভেদ হওয়া অতি স্বাভাবিক। এর পথ বন্ধ করে দিয়ে সকল মানুষকে বিশেষ ও নির্দিষ্ট একটি মতের অনুসারী করতে চেষ্টা করা ও সে জন্য রাজ-ক্ষমতার ব্যবহার করা কিছুতেই সমীচীন হতে পারে না ; বরং ইসলামী বিধানভিত্তিক সকল-খুঁটিনাটি মতকেই তা বাহ্যত যতই পরস্পর-বিরোধী মনে হোক না কেন, সত্য ও সঠিক বলে স্বীকার করাই হচ্ছে ইসলামের নীতি। ইমাম মালিক (রহঃ)-এর এই নীতি যে, অত্যন্ত যুক্তিসংগত ও ইনসাফপূর্ণ ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। ইমাম ইব্ন 'আবদুল বার (রহঃ) এই নীতির প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ

وَهٰذَا غَايَةُ الْاِنْصَافِ لِمَنْ فَهِمَ - ১৬০

সমঝদার লোকদের জন্য এটা এক বড় ইনসাফ-পূর্ণ নীতি, সন্দেহ নেই।

ফিক্হ্-এর খুঁটিনাটি মাস'আলা নিয়ে যাঁরা সীমালংঘনকারীও গোঁড়ামীতে লিপ্ত রয়েছেন এবং খুঁটিনাটি ব্যাপারে নিজস্ব একটি বিশেষ মতকে জোরপূর্বক অন্যান্য মানুষের মাথায় চাপিয়ে দিবার জন্য অনমনীয়, ইমাম মালিক (রহঃ)-এর উপরোক্ত ভূমিকায় তাঁদের জন্য বিশেষ শিক্ষা নিহিত রয়েছে।

হারূনুর রশীদের নামে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এই পুস্তিকায় ইমাম সাহেব হারূনুর রশীদকে শিষ্টাচার সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন। এই পুস্তিকার উর্দূ অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।

ইসলাম ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ব্যতীত অন্যান্য জাতিসমূহের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিও হারূনুর রশীদের আগ্রহ ছিল। তিনি গ্রীক ও ফারসী গ্রন্থাবলীর অনুবাদের জন্য বায়তুল হিকমাহ্ অথবা খিযানাতুল হিকমাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন একজন সিরীয় পণ্ডিত ইউহান্না ইব্ন মাসূআহ্। তাকে চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রাচীন গ্রন্থাবলী 'আরবীতে অনুবাদ করার নির্দেশ দেয়া হয়। হারূনুর রশীদ বায়তুল হিকমার জন্য পৃথক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করেন। যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'আলিম ও ভাষাতত্ত্ববিদও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪০৩ ; Ameer Ali, ***A Short History of the saracens*** (London. 1958), p. 408 ; P.K. Hitti, ***History of the Arabs*** (London. 1951), পৃঃ ৩১৮ ; ইবনুল আসীর, *তারীখুল-কামিল*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং (মাতবা'আতুল-আযহারিয়্যাহ্, মিসর, ১৩০১/১৮৮৪), পৃঃ ৬৫।

১৫৯. *আল হিত্তাহ্ ফী যিকরিস সিহাহ সিত্তাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮।

১৬০. ইব্ন 'আবদুল বার, *জামি'উ বায়ানিল-'ইলম ওয়া ফাযলিহী*, ১ম সং (ইদারাতুত্-তাবা'আহ্ আল্-মুনীরিয়্যাহ, মিসর), পৃঃ ১৩২।

Dhaka University Institutional Repository

জামি‘ সুফিয়ান সাওরী

ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহঃ)[১৬১] (৯৭/১৬১) তাঁর সংকলিত আল-জামি‘ নামে হাদীস গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) ইমাম. আবূ হানীফা (রহঃ) (৮০/৬৯৯-১৫০/৭৬৭)-এর অনুষ্ঠিত দার্সের মজলিসে রীতিমত হাযির থাকতেন এবং তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতেন । কিন্তু

---

১৬১. তাঁর পুরো নাম ঃ আবূ ‘আবদুল্লাহ সুফিয়ান ইব্ন সা‘ঈদ (মতান্তরে সা‘দ) ইব্ন মাসরূক আস-সাওরী আল কূফী (রহঃ)। তিনি দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর একজন বিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ, হাদীস বিশারদ ও সূফী ছিলেন। জীবনীকারগণ তাঁর জন্ম সাল “৯৫, ৯৬ অথবা ৯৩” হিজরী উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে অন্য সকল সূত্র তাঁর জন্ম সাল হিসাবে ৯৭/৭১৫-৭১৬ সাল-এর ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন। সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) তাঁর পিতার নিকট সর্বপ্রথম হাদীস শিক্ষা করেন, যিনি কূফার একজন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তারপর কূফা নগরীর সকল মুহাদ্দিসের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেন। এ সময় কূফা নগরীতে আ‘মাশ ও আবূ ইসহাক প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসের রীতিমত দার্স দেয়ার একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছিলেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মু‘ঈন অভিমত ব্যক্ত করে বলেন ঃ

سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ اَعْلَمُ النَّاسِ بِحَدِيْثِ الاَعْمَشِ -

ইমাম সুফিয়ান সাওরী আ‘মাশ বর্ণিত হাদীসসমূহ অন্যান্য সকল লোক অপেক্ষা অধিক জানেন।

কূফার উস্তাযগণের নিকট হাদীস শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি বসরা ও হিজাজ গমন করেন। এ প্রসংগে ইব্ন হাজার বলেন ঃ

وَخَلق مِنْ اَهلِ الكُوفَةِ وَجَماعَةَ مِنْ اَهلِ البَصْرَةِ وَطَوائِف مِنْ اَهلِ الحِجَازِ -

কূফা ও বসরার বহু সংখ্যক উস্তাযের নিকট হতে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং হিজাযের বিভিন্ন হাদীস শিক্ষার বৈঠক হতেও তিনি যথেষ্ট ফায়দা গ্রহণ করেন।

‘আবদুর রহমান ইব্ন মাহ্দী (রহঃ) বলেন ঃ

مَا رَأَيْتُ صَاحِبَ الحَدِيْثِ اَحْفَظَ مِن سُفْيَانِ الثَّوْرِىِّ -

আমি সুফিয়ান সাওরী অপেক্ষা অধিক হাদীস মুখস্থকারী আর একজন লোকও দেখি নি। হিজরী দ্বিতীয় শতকে হাদীসের বিক্ষিপ্ত সম্পদ যখন গ্রন্থাকারে সুসংবদ্ধ হয়েছিল, তখন লক্ষ লক্ষ হাদীস সনদসহ মুখস্থ করা খুবই সহজ ছিল, কিন্তু পূর্বে ইহা যখন বিক্ষিপ্ত ছিল, তখন দু’চার হাজার হাদীস স্বীয় বক্ষে ধারণ করা ও তাকে সুরক্ষিত করে রাখা খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল। এ অবস্থায়ও সুফিয়ান সাওরী তাঁর স্মৃতিপটে ত্রিশ হাজার হাদীস ধারণ করেছিলেন। এ জন্যই তাঁর কৃতিত্ব ও বিশেষত্ব উল্লেখযোগ্য। তাঁর সম্পর্কে আবূ ‘আসিম বলেন ঃ.

الثَّوْرِىُّ اَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ فِى الحَدِيْثِ

ইমাম সুফিয়ান সাওরী ‘ইলমি হাদীসের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। ইমাম সুফিয়ান সাওরী কাযীর পদ এড়াবার জন্য ১৫০ হিজরীতে কূফা ত্যাগ করে ইয়ামান চলে যান। সেখানে গিয়ে ব্যবসায়ী হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে আল্-জামি‘উল কাবীর, আল- জামি‘উস সাগীর

Dhaka University Institutional Repository

ফিক্হ তিনি গ্রহন করেছেন ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর বিশিষ্ট ছাত্র 'আলী ইব্ন মাসহার (রহঃ)[১৬২]-এর নিকট হতে। 'আলী ইব্ন মাসহার ফিক্হ ও হাদীস উভয়েরই বিশিষ্ট ও সুদক্ষ 'আলিম ছিলেন।

তাঁর সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ বলেন ঃ

كَانَ مِمَّنْ جَمَعَ بَيْنَ الفِقْهِ وَالحَدِيثِ ثِقَةٌ - [১৬৩]

তিনি হাদীস ও ফিকহ্ উভয় বিষয়েরই পারদর্শী ছিলেন।

ইমাম সাওরী তাঁরই সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে তাঁর জামি' গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। এ প্রসংগে ইমাম ইয়াযীদ ইব্ন হারূন বলেন ঃ

সুফিয়ান সাওরী ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর ফিক্হ গ্রহণ করতেন 'আলী ইব্ন মাসহার-এর নিকট হতে এবং তাঁরই সাহায্যে ও তাঁর সাথে আলাপ আলোচনা করেই তাঁর

ও কিতাবুল ফারা'ইয বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইব্ন হাজার তাঁর ছাত্র ও শিক্ষক মণ্ডলীর সর্বাধিক বিস্তারিত তালিকা দিয়েছেন। তিনি আহ্লুল হাদীস-এর কঠোর অনুসারী ছিলেন। ইমাম সুফিয়ান সাওরী বাগদাদ যাত্রার প্রাক্কালে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং শা'বান ১৬১/ মে ৭৭৮ সালে ৬৪ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। একজন হাদীস বিশারদ হিসাবে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও নির্ভরযোগ্যতার জন্য সর্বত্র তিনি সর্বোচ্চ প্রশংসিত হয়েছেন।

তাযকিরাতুল হুফ্ফায, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৩-২০৬ ; *তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৪ ; Mez, ***die Renaissance des Islam*** (1922), p. 209 ; Goldziher, ***Vorlesungen,*** ed, 2 (1925), p. 81 ; Goldziher, ***Beitrage zur Litteratur geschichte der S'ia,*** S. B. W. A. IXXViii (1874), p. 451, sq, 457 ; Hughes, ***Dict. of Islam*** (1885), p. 244 ab ; খাতীব, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫ ও ১৬৭ ; মুহাম্মদ আবূ যাহু, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৯২ ।

১৬২. 'আলী ইব্ন মাসহার একজন প্রসিদ্ধ 'আলিম, হাদীস বিশারদ ও ইমাম ছিলেন। তিনি দাউদ ইব্ন আবী হিন্দ, ইসমা'ঈল ইব্ন আবী খালিদ, আবী মালিক আল্-আশ্জা'য়ী প্রমুখ বসরা ও কূফার প্রখ্যাত হাদীস বিশারদগণের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। বিশর ইব্ন আদাম, সুওয়াইদ ইব্ন সা'ঈদ, 'আলী ইব্ন হাজার প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

তাঁর সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহঃ) বলেন ঃ

هُوَ اَثْبَتُ مِن اَبِى مُعَاوِيَةَ فِى الحَدِيثِ

তিনি হাদীস শাস্ত্রে আবী মু'আবিয়াহ্ হতে নির্ভরযোগ্য ছিলেন।

আলী ইব্ন মাসহার ১৮৯/৮০৪ সনে কূফায় ইন্তিকাল করেন।

তাযকিরাতুল হুফ্ফায, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯১।

১৬৩. *তাযকিরাতুল হুফ্ফায,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯১।

Dhaka University Institutional Repository

জামি' নামক হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[১৬৪] এক কালে সুফিয়ান সাওরীর এই আল-জামি' কিতাবখানি হাদীসবিদগণের নিকট বড়ই প্রিয় ও বহু পঠিত হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিল । ইমাম বুখারী (রহঃ) সর্বপ্রথম যেসব হাদীস গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন, তন্মধ্যে এই আল-জামি' অন্যতম । ইমাম ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়াইহ্ (রহঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ

اَیُّ كِتَابَيْنِ اَحْسَنُ كِتَابُ مَالِكٍ اَوْ كِتَابُ سُفْيَانَ -[১৬৫]

ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মুওয়াত্তা ও ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহঃ)-এর আল-জামি' গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম ? তিনি অবশ্য উত্তরে 'মুওয়াত্তা ইমাম মালিক'কে উত্তম কিতাব বলেছিলেন। কিন্তু সুনান প্রণেতা ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) ভিন্নমত পোষণ করে বলেন ঃ

جَامِعُ سُفْيَانِ الثَّوْرِيِّ فَاِنَّه اَحْسَنُ مَا وَضَعَ النَّاسُ فِى الْجَوَامِعِ -[১৬৬]

এ পর্যায়ে লোকেরা যত গ্রন্থই প্রণয়ন করেছেন, সুফিয়ান সাওরীর আল্-জামি' তন্মধ্যে সবচেয়ে উত্তম গ্রন্থ।

মুসনাদে আহ্মদ ইব্ন হাম্বল

হাদীস সংকলনের দ্বিতীয় যুগে ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (রহঃ)[১৬৭] (মৃঃ ২৪১/৮৫৫)

---

১৬৪. মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪২২।

মূল 'আরবী ঃ

كَانَ سُفيَانُ يَاخذُ الفقهَ عَن عَلِيِّ بنِ مُسهرٍ مِن قَولِ اَبِى حَنِيفَةَ وانه استعن به وبِمُذَاكَرَتِهِ عَلىٰ كِتَابِهِ هٰذا الذِى سَمَّاهُ الجَامِعَ -

১৬৫. মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪২৩।

১৬৬. ইমাম আবূ দাউদ, *রিসালাহ* (মিসর), পৃঃ ৭ ; মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪২৩।

১৬৭. তাঁর পুরো নাম ঃ আবূ 'আব্দিল্লাহ্ আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল ইব্ন হিলাল আল-মারূযী আশ্-শাইবানী। তিনি 'ইলমি হাদীসে অনন্য সাধারণ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন জ্ঞানী ও সুদক্ষ ইমাম ছিলেন। তাঁর নামেই ইসলামের চতুর্থ মাযহাব হাম্বলী মাযহাবের নামকরণ করা হয়। তিনি ১৬৪ হিজরী সনে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। দুই বছর বয়সে তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। মাতা তাঁকে লালন পালন করেন। প্রাথমিক শিক্ষা ও কুর'আন শিক্ষার পর তিনি ইমাম আবূ ইউসুফের মজলিসে শরীক হতে শুরু করেন এবং ষোল বৎসর বয়সে হাদীস অধ্যয়ন করতে শুরু করেন।

প্রথমে তিনি বাগদাদের মুহাদ্দিসগণের নিকট হতেই হাদীস শিক্ষা করতে শুরু করেন। এ পর্যায়ে তাঁর হাদীসের উস্তায ছিলেন হুশাইম ইব্ন বাশীর ইব্ন আবূ হাযিম (রহঃ) (মৃঃ ১৮৩/৭৯৯) তাঁর কাছে তিনি একাদিক্রমে ১৬ বৎসর বয়স হতে ২০ বৎসর বয়স পর্যন্ত (১৭৯-১৮৩/৭৯৫-৭৯৯) অবস্থান করে হাদীস অধ্যয়ন করেন। এ সময়ে তিনি বাগদাদের অপর একজন মুহাদ্দিস 'উমাইর ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন খালিদ (রহঃ) হতে যথেষ্ট সংখ্যক হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি 'আবদুর

Dhaka University Institutional Repository

রহমান ইব্‌ন মাহ্‌দী ও আবূ বকর ইব্‌ন 'আইয়্যাশ (রহঃ) নামক অপর দু'জন মুহাদ্দিসের নিকটও হাদীস অধ্যয়ন করেছেন বলে জানা যায়।

১৮৬ হিজরী সনে তিনি হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশ ভ্রমণ শুরু করেন। প্রথমে তিনি বসরা তারপর হিজায গমন করেন। একই উদ্দেশ্যে তিনি ইয়ামান ও কূফা শহরেও গমন করেন। তিনি ১৮৭ হিজরীতে মক্কায় গমন করেন এবং সেখানকার মুহাদ্দিসগণের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর একান্ত অনুসারী। ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর মিসর যাত্রা করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সার্বক্ষণিকভাবে তাঁর সাহচর্যে অবস্থান করেন। ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ

خَرَجْتُ مِنْ بَغْدَادَ وَمَا خَلَفْتُ بِهَا اَتْقٰى وَلَا اَفْقَهَ مِنِ ابْنِ حَنْبَلٍ -

আমি বাগদাদ থেকে বের হয়ে পড়ি এবং তথায় ইব্‌ন হাম্বল (রহঃ) তপেক্ষা অধিক মুত্তাকী এবং অধিক ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদ আর কাউকে ছেড়ে আসি নি।

শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি শিক্ষাদানের কাজ শুরু করেন। এ সময়েই তিনি ফিক্‌হ গবেষণায় নিজস্ব ধারা প্রবর্তন করেন। যদিও ফকীহ্‌ অপেক্ষা মুহাদ্দিসের মধ্যেই তাকে বেশি গণ্য করা হত, তথাপি তিনি তাঁর নিজস্ব ফিক্‌হ মোতাবেক ফাতাওয়া দিতে শুরু করেন।

'আব্বাসীয় খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ্‌-এর আমলে ২২০ হিজরী সনের রামাযান মাসের শেষ দশকে কুর'আন চিরন্তন মতের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ইমাম আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্বল (রহঃ)-কে আহ্‌বান জানান হয়, কিন্তু তিনি এ আহ্‌বানে সাড়া দেন নি। ফলে তিনি প্রহৃত ও বন্দী হন। তবুও তিনি এ মতের অস্বীকৃতির ওপর দৃঢ় থাকেন। '

হাদিসবিদগণের একটি প্রাজ্ঞ দল তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল্‌-বুখারী, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, ওয়াকী', 'আবদুর রায্‌যাক, শাফি'ঈ (রহঃ) প্রমুখ।

ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) হাদীসের সত্যতা নির্ণয়ের ব্যাপারে ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর ওপর পূর্ণমাত্রায় নির্ভর করতেন। তিনি তাঁকে বলে রেখেছিলেন ঃ

يَا اَبَا عَبْدِ اللهِ اِذَا صَحَّ عِنْدَكُمُ الْحَدِيْثُ فَاَعْلِمْنِى بِهِ اَذْهَبُ اِلَيْهِ -

হে আবূ 'আবদুল্লাহ ! যখনই কোন সহীহ হাদীস আপনার গোচরীভূত হবে, আপনি তখনি তা আমাকে অবহিত করবেন। আমি সেটার ভিত্তিতে আমার ফিক্‌হের মাযহাব ঠিক করব।

ইমাম আহ্‌মদ (রহঃ) ছিলেন সুন্দর মুখমণ্ডল ও মধ্যম আকার আকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি মেহেন্দি দ্বারা খেযাব করতেন, লাল খেযাব করতেন না। তাঁর স্বল্প সংখ্যক দাঁড়ি কৃষ্ণবর্ণের ছিল। তিনি পার্থিব জীবনের প্রতি অনাসক্ত ছিলেন। তাঁর ৭৭ বৎসরকালের জীবনে কারও কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করেন নি। তাঁর জীবন-যাপন পদ্ধতি দেখে কারও আখিরাতের কথা স্মরণ না হয়ে পারত না। গভীর জ্ঞান, পরম নিষ্ঠা এবং কুর'আন ও হাদীসের প্রতি অটল আনুগত্যের খ্যাতিতে তিনি বহু শিষ্য ও ভক্ত পরিবেষ্টিত থাকতেন।

ইমাম আহ্‌মদ ২৪১ হিজরী সনের ১২ই রবি'উল আউয়াল জুমু'আর দিবসের সূর্যোদয়ের পর মুহূর্তে বাগদাদে ইন্‌তিকাল করেন। তাঁর জানাযায় আট লক্ষ পুরুষ ও ষাট হাজার মহিলা সমবেত হয়েছিল বলে জানা যায়। তাঁকে বাবু হারব (بَابُ حَرْب) গোরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি দু'জন

Dhaka University Institutional Repository

সংকলিত মুসনাদ[১৬৮] গ্রন্থটি একটি সফল ও বিরাট কর্ম প্রচেষ্টা। সুবৃহৎ কলেবরের জন্য এটিকে হাদীস শাস্ত্রের বিশ্বকোষ বলে অভিহিত করা হয়। মুসনাদে আহমদের মধ্যে সাতশ' সাহাবীর রিওয়ায়াত রয়েছে। ইমাম আহমদ সাড়ে সাত লক্ষ হাদীস হতে যাচাই-বাছাই করে ত্রিশ অথবা চল্লিশ হাজার হাদীস নির্বাচন করে এ মুসনাদ সংকলন করেন।

সম্ভ্রান্ত পুত্র সন্তান রেখে যান। একজনের নাম সালিহ (২০৩-২৬৬/৮১৮-৮৭৯), তিনি ছিলেন ইস্পাহানের কাযী। অপরজনের নাম 'আবদুল্লাহ (২১৩-২৯০/৮২৮-৯০২)। এ নাম অনুসারেই ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর কুনিয়াত ছিল আবূ 'আবদুল্লাহ।

হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বলের অনবদ্য অবদান 'মুসনাদে আহ্মদ ইব্ন হাম্বল।' মুসনাদ ছাড়া ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বলের যেসব বিষয়ে অবদান ছিল, সেগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ঃ কিতাবুল 'আমল, কিতাবুত্ তাফসীর, কিতাবুন্ নাসিখ ওয়াল মানসূখ, কিতাবুয্ যুহদ, কিতাবুল মাসা'ইল, কিতাবুল ফাযা'য়িল, কিতাবুল মানাসিক, কিতাবুল ঈমান, কিতাবুল ই'তিকাদ, কিতাবুস্-সালাত, কিতাবুল ওয়ারা' প্রভৃতি।

তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৭-১০০ ; আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা,* ১১শ খণ্ড (বৈরুত, লেবানন, ১৪০৩/১৯৮৩), পৃঃ ১৭৭-৩৫৮ ; *তাযকিরাতুল হুফ্ফায,* ২য় খণ্ড, , *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৪৩১-৪৩২; ইব্ন কাসীর, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৩৫-২৩৭ ; ইব্ন নাদীম, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩৭৮-৩৭৯ ; Ameer Ali, ***Ibid*** P. 229 ; মুহাম্মদ আবূ যাহু, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৫২ ; সুয়ূতী, *তাবাকাতুল হুফ্ফায* (মাকতাবা ওয়াহ্বাহ, কায়রো, মিসর, ১৩৯৩/১৯৭৩), পৃঃ ১৮৯ ; ইব্ন আবী হাতিম, *কিতাবুল জারহ্ ওয়াত্ তা'দিল,* ১ম খণ্ড, ১ম সং (দা'ইরাতুল মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, ডিকান, ১৩৭২/১৯৫২), পৃঃ ২৯২-৩১৩ ; 'ওমার রিযা কাহ্হালাহ, *মু'জামুল-মু'আল্লিফীন,* ৩য় খণ্ড (মাকতাবাতুল মাসনা, বৈরুত, লেবানন, তা.বি.), পৃঃ ১১৬-১১৭ ; Dr. Muhammad Zubayar Siddiqi, ***Ibid***, P. 77-88.

১৬৮. যে সব হাদীস গ্রন্থে সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পর পর সংকলিত হয়, ফিক্হের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না, তাকে মুসনাদ (مسند) বলা হয়। এ বিন্যাস কেউ কেউ রাবীগণের নামের 'আরবী বর্ণের ক্রমানুসারে, আবার কেউ তাঁদের ইসলাম গ্রহণের অগ্রাধিকার ভিত্তিতেও করেছেন। ইমাম মূসা কাযিম ইব্ন জা'ফর সাদিক (১২৮-১৬৮/৭৪৫-৭৮৪), সর্ব প্রথম 'মুসনাদ' সংকলন করেন।

'আমীমুল ইহসান, *তারীখে 'ইলমে হাদীস* (বাংলা অনুবাদ ঃ লোকমান আহমদ আমীমী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৪২১/২০০০), পৃঃ ২৬ ; ডঃ শামীম আরা চৌধুরী, *হাদীস বিজ্ঞান* (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১৪২২/২০০১), পৃঃ ৯৬-৯৭ ; মুহাম্মদ আবূ যাহু, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

এ গ্রন্থে মোট কতটি হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন ঃ

والمشهور ان مسند الامام احمد يشتمل على ثلثين الف حديث ومع زيادة ولده على اربعين الف حديث -[১৬৯]

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে মূলত ত্রিশ হাজার হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে । আর তাঁর পুত্রের সংযোজনের ফলে শেষ পর্যন্ত এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চল্লিশ হাজার হাদীসে। কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিস বলেছেন এর মোট হাদীসের সংখ্যা চল্লিশ হাজার, কিন্তু এক হাদীসের একাধিকবার উল্লেখ বাদ দিলে সংখ্যা দাঁড়ায় ত্রিশ হাজার।[১৭০] ইব্‌ন খালদূনের মতে এর হাদীস সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার । এর অধিকাংশ হাদীসই মারফূ'[১৭১]। অন্যান্য মুসনাদ থেকে মুসনাদে আহমদই সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ। তাঁর সমকালীন ও পরবর্তীকালের সকল পর্যায়ের মুহাদ্দিসগণ এর অসাধারণ মূল্য ও গুরুত্ব স্বীকার করে বলেছেন ঃ

انه اجمع كتب السنة للحديث واصحها بعد الصحيحين -[১৭২]

মুসনাদে আহমদ সহীহাইনের পরে হাদীসের সর্বাধিক সমন্বয়কারী ও বিশুদ্ধতম গ্রন্থ। ইমাম আহমদ (রহঃ) এই গ্রন্থখানিকে মুসনাদ রীতিতে সংকলন করেছেন। তিনি এক একজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন, তারপর সেই সাহাবী কর্তৃক নবী (সাঃ) -এর যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা পরপর উল্লেখ করেছেন। এ হাদীসসমূহের উল্লেখ শেষ হয়ে গেলে তিনি অপর এক সাহাবী এবং তাঁর বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বিষয়বস্তুর দৃষ্টিতে হাদীস সজ্জিত করেন নি। ফলে এতে হদ সম্পর্কে উদ্ধৃত একটি হাদীসের পরপরই দেখা যায় 'ইবাদত ও পরকালের ভয় সম্পর্কিত হাদীস।[১৭৩]

---

১৬৯. *আল হিত্তাহ্ ফী যিকরিস সিহাহ সিত্তাহ্,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১১।

১৭০. মুহাম্মদ আবূ যাহু, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩৭।

১৭১. যে হাদীসের সনদ রাসূলে করীম (সাঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদের ধারাবাহিকতা মহানবী (সাঃ) থেকে হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝখান থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়ে নি, তাকে মারফূ' হাদীস বলা হয়। অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাণী, কাজ ও সমর্থনকে হাদীসে মারফূ' বলা হয়।
ডঃ শামীম আরা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩৮-৩৯।

১৭২. 'আল্লামা আহ্‌মাদুল বান্না, *বুলূগুল-আমানী মিন আসরারিল ফাত্‌হির রাব্বানী,* ১ম খণ্ড (দারু-ইহ্‌ইয়াইত্-তুরাসিল 'আরাবী, বৈরুত, লেবানন, তা. বি.), পৃঃ ৯।

১৭৩. মুহাম্মদ আবূ যাহু, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আহমদ (রহঃ) দীর্ঘদিনের অপরিসীম ও অবিশ্রান্ত সাধনা ও অভিনিবেশের ফলে এ গ্রন্থ-খানি প্রস্তুত করতে সমর্থ হন। তিনি ষোল বছর বয়সে হাদীস অধ্যয়ন কাল হতেই হাদীস মুখস্থ করার সাথে সাথে তা লিখে নিতে শুরু করেন।[১৭৪] এরপর সারা জীবন তিনি এ কাজই করেছেন। তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল, এ হাদীস গ্রন্থখানিকে সর্বতোভাবে ব্যাপক ও সমস্ত প্রয়োজনীয় হাদীসের আকর করে তোলা। হাদীসসমূহ তিনি আলাদা আলাদা পৃষ্ঠায় লিখে রাখতেন। শেষ পর্যন্ত তা এক বিরাট গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে পরিণত হয়।

কিন্তু ইমাম আহমদ (রহঃ) তাঁর বাসনা ও সাধনা সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই উপলব্ধি করেন যে, তাঁর জীবনীশক্তি শেষ হয়ে আসছে। এ অবস্থায় তিনি তাঁর সন্তান ও পরিবারের লোকজনকে একত্রিত করে হাদীসের এ বিরাট সংকলনটি আদ্যোপান্ত পড়ে শোনান এবং এটিকে স্বতন্ত্র ও পরিচ্ছন্নভাবে লিখিয়ে দেন। কিন্তু ইমাম আহমদ (রহঃ) তাঁর সারা জীবনের সাধনার ফলে সংকলিত হাদীসসমূহকে যাচাই-বাছাই করে গ্রন্থাকারে সজ্জিত ও সুসংবদ্ধ করে যেতে পারেন নি।[১৭৫]

একশ' বাহাত্তর অংশে বিভক্ত এ গ্রন্থখানিতে মাত্র আঠারখানি মুসনাদ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবীর মুসনাদ উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আহ্‌লে বায়ত-এর মুসনাদ, তৃতীয় পর্যায়ে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ, চতুর্থ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমরের মুসনাদ, পঞ্চম 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর আবূ মারমাসা, ষষ্ঠ হযরত 'আব্বাস, সপ্তম আবূ হুরায়রার মুসনাদ, অষ্টম আনাস ইব্‌ন মালিক, নবম আবূ সা'ঈদ খুদরীর মুসনাদ, দশম জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ-এর মুসনাদ, একাদশ মাক্কী সাহাবীগণের মুসনাদ, দ্বাদশ মাদানী সাহাবীদের মুসনাদ, এয়োদশ সুফফার অধিবাসী সাহাবী, চর্তুদশ বসরায় অধিবাসী সাহাবী, পঞ্চদশ সিরিয়ার অধিবাসী সাহাবী, ষোড়শ আনসার ও সপ্তদশ হযরত আয়শা (রাঃ)-এর মুসনাদ।[১৭৬]

ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর হাদীস গ্রন্থখানি তাঁর আকাঙ্খিত উচ্চ মর্যাদাই লাভ করতে পারত, যদি তিনি এটির সংকলন ও সম্পাদনার কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ করে যেতে পারতেন। তাই বহু সহীহ হাদীস এবং বহু সংখ্যক সাহাবীর বর্ণনা তাঁর মুসনাদে অর্ন্তভুক্ত হতে পারে নি।

---

১৭৪. ইব্‌ন তাইমিয়াহ, *মিনহাজুস্-সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ* (বূলাক, মিসর, ১৩২২/১৯০৪), পৃঃ ২১।

১৭৫. ডঃ শামীম আরা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১৪-১১৫।

১৭৬. মুহাম্মদ আবূ যাহু, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১১।

Dhaka University Institutional Repository

হাফিয ইব্‌ন কাসীর (রহঃ)[১৭৭] এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ ইমাম আহমদ সংকলিত মুসনাদ গ্রন্থখানি হাদীস ও বর্ণনা সূত্রের বিপুলতা ও রচনা সৌকর্যে অতুলনীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া সত্ত্বেও এটি হতে বিপুল সংখ্যক হাদীস বাদ পড়ে গেছে। বলা হয় যে, প্রায় দু'শ' সাহাবীর বর্ণিত কোন হাদীসই এটিতে উদ্ধৃত হয় নি। অথচ সহীহাইনে তাঁদের বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে।[১৭৮]

কিন্তু এসব সত্ত্বেও মুসনাদে আহমদের বৈশিষ্ট্য কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। গ্রন্থটিতে যে স্বকল্পিত, ব্যক্তিগত রচনা ও অমূলক একটি হাদীসও নেই, তা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত। ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়াহ লিখেছেন যে, এ ধরনের একটি হাদীসও মুসনাদ গ্রন্থে নেই।[১৭৯] অধিকন্তু সহীহ হাদীসসমূহের এতবড় সমষ্টি দ্বিতীয়টি নেই। মুসনাদসমূহের মধ্যে এটি একটি বৃহত্তম ও বিশ্বস্ততর মুসনাদ। হাফিয নূরুদ্দীন হায়সামী লিখেছেন ঃ

مُسْنَدُ اَحْمَدَ اَصَحُّ صَحِيْحًا مِنْ غَيْرِهٖ - [১৮০]

সহীহ হাদীস হিসেবে মুসনাদে আহমদ অপর হাদীস গ্রন্থের তুলনায় অধিকতর সহীহ।

ইমাম আহমদ (রহঃ) তাঁর নিজস্ব মানদণ্ডে ওজন করে হাদীসসমূহ সংকলন করেছেন।

---

১৭৭. তাঁর পুরো নাম ঃ হাফিয ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইব্‌ন 'ওমর ইব্‌ন কাসীর (রহঃ)। তিনি ছিলেন একজন যুগশ্রেষ্ট মুফাস্‌সির। তিনি ৭০১/১৩০১ সনে দামিশ্‌কে জন্মগ্রহণ করেন এবং দামিশ্‌ক নগরীতেই লালিত পালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। অন্যান্য উস্‌তায ছাড়াও বিশ্ববিখ্যাত মুজাদ্দিদ শায়খুল ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়াহ্‌ (রহঃ)-এর (৬৬১-৭২৮) নিকট তিনি অধিক শিক্ষা লাভ করেন। অল্প বয়সেই তিনি যুগান্তকারী ইতিহাস গ্রন্থ 'আল্‌-বিদায়াহ্‌ ওয়ান নিহায়াহ্‌' এবং 'তাফসীর' গ্রন্থ রচনা করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন বিষয়ে তিনি মোট ষোলখানা অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। শেষ বয়সে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। স্বীয় উস্‌তায ইব্‌ন তাইমিয়াহ্‌র ন্যায় তিনিও কুচক্রীমহলের নানাবিধ নির্যাতনের শিকার হন। 'আল্লামা ইব্‌ন হাজার (৭৭৩-৮৫২) তাঁকে মুহাদ্দিস-ফকীহগণের মধ্যে গণ্য করেন। যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮) তাঁকে বিশ্বস্ত, মুহাদ্দিস ও মুফতী বলে অভিহিত করেছেন। সুয়ূতী (৮৪৯-৯১১) তাঁকে হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে সিদ্ধহস্ত বলেছেন। তাফসীরকুল শিরোমণি 'আল্লামা ইব্‌ন কাসীর ৭৭৪/১৩৭২ সনে ইন্‌তিকাল করেন এবং মৃত্যুর পরে দামিশ্‌কে তদীয় উস্‌তায ইব্‌ন তাইমিয়াহ্‌ (রহঃ)-এর পাশে সুফীদের গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

শাকির আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১২-১৬ ; দাউদী, *তাবাক্বাতুল মুফাস্‌সিরীন*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১০ ; *তাবাক্বাতুল হুফ্‌ফায*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২৯-৫৩০।

১৭৮. *তাদরীবুর রাবী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭।

মূল 'আরবী ঃ

اِنَّ الامامَ احمدَ قَد فَاتَه فِى كتَابِه هٰذا مَعَ اَنَّه لايُوَزِيه كِتَاب مُسْنَد فِى كَثْرَتِه وحُسنِ سِيَاقِه اَحَادِيْث كَثِيرةً جدًا بَل قد قِيلَ اِنَّه لَم يَقَعْ له جَمَاعَةٌ مِّن الصَّحابَةِ الذِيْنَ فِى الصَّحِيحَيْنِ قَرِيبًا مِّن مِائتين -

১৭৯. মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৮০।

১৮০. *তাদরীবুর রাবী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাদ্দিসগণ বলেছেন ঃ

إِنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ لَا يُخْرِجَ إِلَّا حَدِيثًا صَحِيحًا عِنْدَهُ - [১৮১]

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল তাঁর গ্রন্থে তাঁর শর্তানুযায়ী বিশেষ সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

মুসনাদের কয়েকটি হাদীস সম্পর্কে ইব্ন জাওযী (রহঃ) প্রমুখ সমালোচনা করেছেন। হাফিয ইব্ন হাজার (রহঃ) 'ফী কাওলিল-মুসাদ্দাদ' এবং ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) 'আয-যাইলুল মুমাহিয়্যাহ'-এর মধ্যে এর জবাবে যা লিখেছেন তার মূল কথা হল, ইনসাফের দৃষ্টিতে মুসনাদের বিচার করলে এ কথা বলতে হয় যে, এতে কিছু দুর্বল (যা'ঈফ) হাদীস রয়েছে। এসব দুর্বল হাদীস ইমাম সাহেবের ইন্তিকালের পর তাঁর পুত্র 'আবদুল্লাহ সংযোজন করেছেন বলে মুহাদ্দিসগণ মনে করেন।

'আল্লামা আহমাদুল বান্না এ বিরাট গ্রন্থখানির পূর্ণ সম্পাদনা করেছেন এবং অধ্যায় ও বিষয়বস্তুর দৃষ্টিতে পূর্ণ বিন্যস্ত করেছেন। বর্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগে এটির বৃহদায়তন ২১ খণ্ড মিসর হতে 'ফাতহুর রাব্বানী' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এর সাথে বিশদ ব্যাখ্যা গ্রন্থও 'বুলূগুল আমানী' নামে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। বর্তমানে এটি একটি বিরাট হাদীস সম্পদ।

মদীনা মুনাওওয়ারায় আবাস গ্রহণকারী হাদীসবিদ আবুল-হাসান ইব্ন 'আব্দিল-হাদী (রহঃ) (মৃঃ ১১২৯/১৭১৬) মুসনাদের একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। যায়নুদ্দীন 'উমর ইব্ন আহ্মদ আশ্-শিমা' আল্-হলবী মুসনাদের একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করেন এবং এর নাম রাখেন

دُرُّ الْمُنْتَقَدِ مِنْ مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ -

অনুরূপভাবে এর আর একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করেন সিরাজুদ্দীন 'উমর ইব্ন 'আলী ওরফে ইব্নুল-মুলাক্কান আশ-শাফি'ঈ (রহঃ) (মৃঃ ৯০৫/১৪৯৯)।[১৮২]

সুনানে দারিমী

ইমাম দারিমী (রহঃ)[১৮৩] (১৮১-২৫৫/৭৯৭-৮৬৯)-এর হাদীস গ্রন্থ 'সুনানে দারিমী' নামে খ্যাত। তবে এটিকে 'মুসনাদে দারিমী'-ও বলা হয়। কিন্তু প্রথমোক্ত নামই অধিকাংশ হাদীস বিশারদ গ্রহণ করেছেন । ইমাম দারিমী (রহঃ) তাঁর গ্রন্থখানি কঠোর পরিশ্রম ও অবিশ্রান্ত সাধনার মাধ্যমে

---

১৮১. *আল হিত্তাহ্ ফী যিকরিস সিহাহ্ সিত্তাহ্,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১১।

১৮২. ডঃ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত* (আল্-মাকতাবাতুশ্ শাফিয়া বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী, ১৪২২/২০০১), পৃঃ ৫৮।

১৮৩. তাঁর পুরো নাম ঃ আবূ মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদুর রহমান ইবনুল ফাযল ইব্ন বাহ্রাম ইব্ন 'আবদুস সামাদ আত্-তামীমী (রহঃ) । তিনি ১৮১ হিজরী সনে সামারকন্দে জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস শাস্ত্রে তিনি অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। নিজ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে হাদীসের সন্ধানে তিনি খুরাসান, সিরিয়া, 'ইরাক, মিসর, এবং হিজায প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করে

Dhaka University Institutional Repository

লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি অসংখ্য হাদীস হতে যাচাই-বাছাই করে তাঁর দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ তাঁর গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। এর হাদীসসমূহ দৈনন্দিন কার্যকলাপের বিবরণ প্রদানের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়েছে। এতে ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিভিন্ন অধ্যায় অনুযায়ী হাদীসসমূহ শ্রেণীবিভক্ত। কোন কোন মুহাদ্দিস সুনানে ইব্‌ন মাজাহ্‌ অপেক্ষা সুনানে দারিমীকে অধিকতর উন্নত ও দোষত্রুটি মুক্ত হাদীস গ্রন্থ বলে মনে করেন। কেননা, ইব্‌ন মাজাহ্‌-এর তুলনায় তাতে দুর্বল হাদীস কম এবং

হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন। তিনি তৎকালীন প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। তাঁর উস্‌তাযগণের মধ্যে আবুল ইয়ামান আল-হাকাম ইব্‌ন আন-নাফি', ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাসসান, মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ আর-রাকাশী, মুহাম্মদ ইবনুল মুবারক, হিব্বান ইব্‌ন হিলাল, যায়দ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, ইব্‌ন 'উবায়দ আদ্‌-দিমাশ্‌কী, ওয়াহব ইব্‌ন জারীর (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ রয়েছেন। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ, আত্‌-তিরমিযী, আন্‌-নাসা'ঈ, আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, 'ঈসা ইব্‌ন 'উমার আস-সামারকান্দী (রহঃ) এবং আরও অনেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

তিনি সামারকন্দের কাযী পদে নিযুক্ত হয়ে কেবলমাত্র একটি মুকাদ্দমার বিচার করেই পদত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন ধার্মিক, বিদ্যোৎসাহী ও তীক্ষ্ম মেধার অধিকারী। স্বেচ্ছা দারিদ্র ছিল তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইমাম দারিমী (রহঃ) ২৫৫ হিজরী সনে ইন্‌তিকাল করেন। তিনি অন্যতম সুনান প্রণেতা। সুনানে দারিমী ছাড়া ইমাম দারিমী আরও দু'টি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। যথা- ১. আত্‌-তাফসীর এবং ২. কিতাবুল জামি'।

ডঃ শামীম আরা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৬৩, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮ ; 'আমীমুল ইহ্‌সান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

যথেষ্ট মুরসাল[১৮৪] ও মুনকাতি'[১৮৫] হাদীস রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে যদিও সুনানে দারিমী সিহাহ সিত্তাহ্-এর সমতুল্য নয়, তথাপিও এ সংকলনের বিশেষ সুনাম রয়েছে। পরবর্তীকালে এটি সম্পাদিত হয়ে ভারত হতে ছাপা হয়েছে।[১৮৬]

---

১৮৪. মুরসাল إِسْمِ مَفْعُوْل -এর সীগাহ اِرْسَال -এর উৎপত্তি মূল বা مَصْدَر – اِرْسَال অর্থ খুলে দেয়া, ছেড়ে দেয়া, মুক্ত করে দেয়া। مُرْسَل অর্থ মুক্ত, খোলা, পরিত্যাক্ত, পরিত্যাজ্য ইত্যাদি। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় مُرْسَل বলা হয় সেই হাদীসকে, যার সনদের শেষের দিকে তাবি'ঈ-এর পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম পরিত্যাগ করা হয়েছে। এরূপ করাকে 'ইরসাল' বলা হয়।

যেমন কোন তাবি'ঈ তাঁর শায়খের নাম উল্লেখ না করে বলেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا -

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ বলেছেন।

فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا -

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করেছেন।

যেমন مقدمة مشكوة -এর গ্রন্থকার مُرْسَل হাদীসের সংজ্ঞা নির্ণয়ে বলেন ঃ

وَاِنْ كَانَ السُّقُوْطُ مِنْ اٰخِرِ السَّنَدِ فَاِنْ كَانَ بَعْدَ التَّابِعِى فالحَدِيْثُ مُرْسَلٌ ، وهٰذا الفِعْلُ اِرْسَالٌ كَقَوْلِ التَّابِعِيِّ قالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا -

যেহেতু তাবি'ঈ-এর পরবর্তী ব্যক্তি সাহাবীও হতে পারেন আবার অন্য তাবি'ঈও হতে পারেন। আর তাবি'ঈ নির্ভরযোগ্য হতে পারেন আবার নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারেন। তাই মুরসালকে মারদূদ مَرْدُوْد বা অগ্রহণযোগ্য-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

ডঃ শামীম আরা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৫-৫৬।

১৮৫. যে হাদীসে বর্ণনা সূত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় নি ; বরং বর্ণনা সূত্রের মধ্যে কোন স্তরে এক বা একাধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়েছেন তাকে হাদীসে মুনকাতি' (حَدِيْثُ مُنْقَطِعٌ) বলে। আর এ বাদ পড়াকে ইনকাতা' বলা হয়।

মুহাম্মদ শামসুল হক দৌলতপুরী, ***হাদীস শাস্ত্র পরিচিতি*** (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা, ১৪১৫/১৯৯৫), পৃঃ ৪২।

১৮৬. ডঃ শামীম আরা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

আল্-মুস্তাদরাকে হাকিম

ইমাম হাকিম নীশাপূরী (রহঃ)[১৮৭] (৩২১-৪০৫/৯৩৩-১০১৪) প্রধানত ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর গ্রন্থ প্রণয়নের পর অবশিষ্ট সহীহ হাদীসসমূহ ও তার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থটির নাম 'আল-মুস্তাদরাক।'

---

১৮৭. তাঁর পুরো নাম ঃ আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দিল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হামদুভিয়াহ্ আল-হাকিম আন্-নীশাপূরী। তিনি ইবনুল-বায়্যি' (ابنُ البَيِّع) নামে খ্যাত। তিনি হিজরী ৩২১ সালের রবি'উল আউয়াল মাসে নীশাপূরে জন্মগ্রহণ করেন। এ প্রসংগে ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন ঃ

وُلِدَ سَنَةَ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ وَثَلَاثَ مِائَةَ فِىْ رَبِيعِ الاَوَّلِ

তিনি প্রাথমিক শিক্ষা ও পবিত্র কুর'আন শিক্ষা সমাপনের পর হাদীস ও ফিক্‌হ শিক্ষা শুরু করেন। তিনি যখন যৌবন লাভ করেন তখন আবূ সাহাল মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলাইমান আস্-সালূকী আল্-ফকীহ্ আশ্-শাফি'ঈ (রহঃ) (মৃঃ ৩৬৯/৯৭৯)-এর নিকট ফিক্‌হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য 'ইরাক গমন করে আবূ 'আলী ইব্‌ন আবী হুরাইরাহ আল-ফকীহ (রহঃ)-এর নিকট অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি হাদীস অন্বেষণ শুরু করেন এবং হাদীস শিক্ষায় এমন বিভোর হয়ে পড়েন যে, হাদীসেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি অগণিত হাদীসবিদ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর শায়খগণের তালিকা এক হাজারের কাছাকাছি। এ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী (রহঃ) বলেন ঃ

طَلَبَ الْحَدِيثَ مِنَ الصِّغَرِ بِاعِتِنَاءِ أَبِيهِ وَخَالِه فَسَمِعَ سَنَة ثَلَاثِينَ وَرَحَلَ إِلَى العِرَاقِ وَهُو ابنُ عِشرِينَ وحَجَّ ثم جَالَ فِى خُرَاسَان وَمَا وَرَاءَ النهرِ وسَمِعه بِالبِلَادِ مِنْ أَلفَى شَيخٍ أَو نَحوِ ذٰلِك وَقد رَأى أبوه مسلمًا -

'উলূমুল হাদীসে তাঁর সংকলিত جزء -এর সংখ্যা ১৫ শতের মত। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ নিম্নরূপ ঃ

১. আস্-সহীহান - الصَّحِيحَان,

২. আল্-'ইলাল - العِلَلُ,

৩. আল্-আমালী - الأَمَالِى,

৪. ফাওয়াইদুশ্ শুয়ূখ - فَوَائِدُ الشُّيُوخِ,

৫. আমালিল-'আশিয়্যাত - امَالِى العَشِيَّاتِ,

৬. তারাজিমুশ্ শুয়ূখ - تَرَاجِمُ الشُّيُوخِ,

৭. মা'রিফাতু 'উলূমিল হাদীস - مَعرِفَةُ عُلوم الحَدِيثِ,

৮. তারীখু 'উলামাইন নীশাপূর - تَارِيخُ عُلَمَاءِ النَّيسَابُور,

৯. আল্-মাদখালু ইলা 'ইলমিস্-সহীহ - المَدخَلُ اِلى عِلم الصَّحِيح,

১০. আল-মুস্তাদরাক 'আলাস-সহীহাইন - المُسْتَدرَكُ عَلى الصَّحِيحَين,

১১. ফাযাইলুল ইমামিশ শাফি'ঈ - فَضَائِلُ الإِمَام الشَّافِعى,

Dhaka University Institutional Repository

শায়খাইন[১৮৮] যে দু'খানি হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, 'ইলমি হাদীসের জগতে তা-ই সর্বাধিক সহীহ। বস্তুত উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে উল্লিখিত সহীহ হাদীসসমূহের বাইরেও এমন বহু হাদীস রয়ে যায়, যা গ্রন্থদ্বয়ে অন্তর্ভুক্ত হাদীসসমূহের সমপর্যায়ের সহীহ। ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) কোন হাদীসকে সহীহ বলে গ্রহণ করার জন্য যে শর্ত আরোপ করেছিলেন এবং সহীহ হাদীস বেছে নেয়ার জন্য যে মানদণ্ড স্থাপন করেছিলেন, সেই শর্ত ও মানদণ্ডে উত্তীর্ণ আরও বহু হাদীস গ্রন্থাবদ্ধ করা হয় নি-- শুধু গ্রন্থদ্বয়ের আকার অসম্ভব রকম বিরাট হয়ে যাওয়ার আশংকায়। যেমন ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন ঃ

---

১২. তাসমিয়াতু মান আখরাজাহুমুশ শাইখান - تَسْمِيَةُ مَنْ أَخْرَجَهُمُ الشَّيْخَانِ ,

১৩. ফাযাইলু ফাতিমাতিয্ যাহ্রা - فَضَائِلُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ ,

তিনি দু'বার 'ইরাক ও হিজায ভ্রমণ করেন। এ দু'টি দেশ তিনি দ্বিতীয়বার ভ্রমণ করেন ৩৬০ হিজরী সালে। তিনি হাদীসের হাফিয ও শায়খগণের সংস্পর্শে গমন করে তাঁদের সাথে বিতর্ক ও আলোচনায় ব্যাপৃত হন এবং তাঁদের নিকট থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। তিনি ইমাম দারা কুতনী (রহঃ)-এর সাথে বিতর্কে প্রবৃত হন এবং তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। মোটকথা তিনি তাঁর যুগের হাদীসবিদগণের ইমাম ছিলেন। ইমাম দারা কুতনী (রহঃ) তাঁর সাহচর্য গ্রহণ করেন। আবূ বকর আল্-কাফ্ফাল আশ্-শাশী (রহঃ) এবং অনুরূপ ব্যক্তিবর্গ তাঁর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি সামানিয়া শাসন কালে ৩৫৯ হিজরী সালে বিচারকের পদ অলংকৃত করেন। এ কারণেই তাঁকে হাকিম উপাধিতে ভূষিত করা হয়। অতঃপর তাঁকে জুরজান'-এর কাযীর পদ প্রদান করা হলে তিনি তা গ্রহণ করা হতে বিরত থাকেন। তিনি ৪০৫ হিজরী সনে সফর মাসের তৃতীয় তারিখ মঙ্গলবার দিবসে ইন্তিকাল করেন। এ প্রসংগে আবূ মূসা আল-মাদানী বলেন ঃ

كَانَ الحَاكِمُ دَخَلَ الحَمَّامَ فاغتَسَلَ وخَرَجَ وَقَالَ آه فَقُبِضَ رُوحُهُ وَهُو مُتَّزِرٌ لَمْ يَلبسْ قَمِيصَهُ بَعدُ ، ودُفِنَ بعدَ العَصرِ يومَ الاربعَاءِ وصَلّى عَلَيهِ القَاضِى ابوبَكرِ الحيرِىُّ تُوفِّى الحَاكِمُ فِى صَفَر سَنةَ خَمسٍ واَربَعِ مِائَةٍ رحِمهُ الله تعالى -

আয্-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল,* ৩য় খণ্ড, ১ম সং (দারুল ইহ্ইয়াইল কুতুবিল্-'আরাবিয়্যাহ, মিসর, ১৩৮২/১৯৬৩), পৃঃ ৬০৮ ; *সীয়ারু আ'লামিন নুবালা,* ১৭শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬২-১৭৭ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৪৭৩ ; *তাবাক্বাতুল হুফ্ফায,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৯-৪১১ ; ইব্‌ন কাসীর, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩৫৫ ; ইব্‌নুল-'ইমাদ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৭৬ ; ইব্‌ন হাজার, *লিসানুল মীযান,* ৫ম খণ্ড, ১ম সং (দা'ইরাতুল মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১৩২৯/১৯১১), পৃঃ ২৩২-২৩৩।

১৮৮. মহানবী (সাঃ)-এর সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও 'ওমর (রাঃ)-কে একত্রে শায়খাইন বলা হয়। কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-কে একত্রে শায়খাইন বলা হয় এবং ফিক্হ-এর পরিভাষায় ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ও আবূ ইউসুফ (রহঃ)-কে একত্রে শায়খাইন বলা হয়। তবে এখানে শায়খাইন দ্বারা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-কে বুঝানো হয়েছে।

ডঃ শামীম আরা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

مَا اَدْخَلْتُ فِى كِتَابِ الْجَامِعِ اِلاَّ مَا صَحَّ وَتَرَكْتُ مِنَ الصِّحَاحِ لِحَالِ الطُّوْلِ - [১৮৯]

আমি আমার এই হাদীস গ্রন্থে কেবল সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীসই সংযোজন করেছি। এ ছাড়া আরও বহু হাদীস আমি ছেড়ে দিয়েছি গ্রন্থের আকার দীর্ঘ ও বিরাট হওয়ার আশংকায়। সেগুলো এ গ্রন্থে শামিল করি নি।

ইমাম হাকিম নীশাপূরী (রহঃ) এ ধরনের হাদীসসমূহ অনুসন্ধান করে এবং নিজস্ব মানদণ্ডে যাচাইয়ের পর সেইসব হাদীসের সমন্বয়ে 'মুস্তাদরাক' নামে আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন।[১৯০] প্রায় দশ হাজার হাদীস এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। বস্তুত তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর পরিত্যক্ত সহীহ হাদীসসমূহ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তাই বলা হয় ঃ

مَا تَرَكَهُ الْبُخَارِىُّ فَاسْتَدْرَكَهُ الْاِمَامُ الْحَاكِمُ النَّيْسَابُوْرِىُّ -

ইমাম বুখারী (রহঃ) যা পরিত্যাগ করেছেন, ইমাম হাকিম নীশাপূরী (রহঃ)- তা তাঁর গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন।

মুস্তাদরাকে হাকিম (রহঃ)-এর কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

১. ইমাম বুখারী (রহঃ) যেখানে একই বিষয়ের ওপর একই হাদীস বিভিন্ন সনদের কারণে বার বার উল্লেখ করেছেন ; সে ক্ষেত্রে নীশাপূরী (রহঃ) একই বিষয়ে এক সনদে মাত্র একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২. মুস্তাদরাকে হাকিমের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, যেসব হাদীসের সনদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) নীরব ছিলেন, তিনি সেগুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

৩. যেসব হাদীস দ্বারা কোন মাস'আলার দিকে ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয়, তিনি পাঠকদের সুবিধার্থে তা 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থে সংক্ষেপে বর্ণনা করে দিয়েছেন।

৪. তাঁর গ্রন্থে উল্লিখিত যেসব হাদীস সম্পর্কে অন্য মুহাদ্দিসগণের সমালোচনা রয়েছে, তিনি তাঁর সন্তোষজনক জবাব প্রদান করেছেন।

ইমাম হাকিম নীশাপূরী (রহঃ) সংকলিত 'মুস্তাদরাক' একটি প্রসিদ্ধ ও বহুল প্রচারিত গ্রন্থ।[১৯১]

---

১৮৯. ইবন হাজার, *হুদা আস্-সারী* (দারু ইহ্ইয়াইত্-তুরাসিল 'আরাবী, বৈরুত, ১৪০২/১৯৮১), পৃঃ ৫।
১৯০. হাজী খলীফা, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩২৫।
১৯১. ডঃ শামীম আরা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৭৪-১৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম যাহাবী (রহঃ) (মৃঃ ৭৪৮/১৩৪৭) 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থটির সমালোচনা ও সংক্ষেপণ করেছেন। তিনি 'আল্-মুস্তাদরাক' সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, মুস্তাদরাক গ্রন্থে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়ের শর্তানুসারে অথবা কোন একজনের শর্তানুসারে সংগৃহীত হাদীসের সংখ্যা পর্যাপ্ত। সম্ভবত এর মোট সংখ্যা কিতাবের প্রায় অর্ধেক। কিতাবের প্রায় এক চতুর্থাংশ হাদীস বিশুদ্ধ সনদবিশিষ্ট। তবে তাতে কিছু সন্দেহজনক হাদীসও রয়েছে। অবশিষ্ট প্রায় এক চতুর্থাংশ হাদীস মুনকার, দুর্বল এবং বিশুদ্ধ নয়। এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু মাওযূ'[১৯২] হাদীসও রয়েছে। এ বিষয়টি ইমাম হাকিম (রহঃ)-এর ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনক। কেননা তিনি ছিলেন এ বিষয়ের একজন দক্ষ হাফিয। অবশ্য এর কারণস্বরূপ বলা হয়, তিনি এ গ্রন্থটি তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সংকলন করেন এবং এ সময়ে বার্ধক্য তাঁকে পেয়ে বসে।[১৯৩]

ইবন হাজার (রহঃ) বলেন, ইমাম হাকিম (রহঃ)-এর এ শিথিলতার কারণ হচ্ছে, তিনি পর্যালোচনা এবং যাচাই-বাছাই-এর জন্যই প্রথমত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। কিন্তু ইত্যবসরে তাঁর মৃত্যু ঘটে যায়। গ্রন্থটি পুণর্লিখন এবং যাচাই-বাছাইয়ের তিনি আর সুযোগ পান নি।[১৯৪]

---

১৯২. যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও মহানবী (সাঃ)-এর নামে ইচ্ছা করে কোন মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে সাব্যস্ত হয়েছে--তার হাদীসকে হাদীসে মাওযূ' বলে। এরূপ ব্যক্তির কোন হাদীসই কখনও গ্রহণযোগ্য নয়, যদিও সে তারপর খালেস তওবা করে।

মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী, ***হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস*** (এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা, ১৯৯২), পৃঃ ৭।

১৯৩. *সীয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৫-১৭৬ ।

১৯৪. 'আল্লামা সাখাভী বলেন ঃ

يُقَالُ : اِنَّ السَّبَبَ فِى ذٰلكَ اَنه صَنَّفَهُ فِـى اَوَاخِرِ عُمْرِهِ وَقَد حَصَلَتْ لَـهُ الغَفلَـةُ وَتغير أَو انه لَمْ يتيسّرْ لَه تَحرِيْرُه وَتَنْقِيحُهُ وَيدُلُّ له اَنَّ تساهُلَه فِى قَدرِ الخَمسِ الاَوَّلِ مِنـه قَلِيلٌ جِدًّا بِالنِّسبَةِ لِبَاقِيهِ - فَاِنَّهُ وُجِدَ عِنْدَه اِلٰى هُنَا اِنْتَهٰى اِمْلَاءُ الحَاكِمِ -

সাখাভী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

সহীহ ইব্ন হিব্বান

ইব্ন হিব্বান (রহঃ)[১৯৫] (মৃঃ ৩৫৪/৯৬৫) অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। তাঁর রচিত ও সংকলিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'আল্-মুসনাদুস্ সহীহ' প্রসিদ্ধ । যাকে নামকরণ

---

১৯৫. তাঁর পুরো নাম ঃ আবূ হাতিম মুহাম্মদ ইব্ন হিব্বান ইব্ন আহমদ ইব্ন হিব্বান আল-বুসতী। তিনি সিজিস্তানের অন্তর্গত 'বুসত' শহরে ২৭৪ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই প্রতিপালিত হন। বুসত শহরের প্রতি সম্পৃক্ত করে ইব্ন হিব্বানকে বুসতী বলা হয়। এটি কাবুলের একটি শহর। হামাভী এবং সাম'আনী বলেন ঃ

بُست بِالضَّم : مَدِينَةٌ بَينَ سِجِستَانَ وَغزنِين وَ هَرة وَهِى بَلدةٌ مِن بِلادِ كَابِل وَهِى بَلدةٌ حَسنةٌ كَبِيرة الخَضرِ وَالاَنهَارِ -

ইব্ন হিব্বান হাদীসের বড় হাফিয, হাদীস গ্রন্থ প্রণেতা ও হাদীস জ্ঞানে যুগশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শাশ হতে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত সুদূর পথ সফর করেন।

যেমনটি সাম'আনী বলেছেন ঃ

وَكَانَ اَبوحَاتِم امَامَ عَصْرِه صَنَّفَ تَصَانِيفَ لَم يسبَقْ اِلٰى مِثْلِـهَا - دَخَلَ فِيـهَا بَيـنَ الشَّاشِ اِلَى الاِسْكَندَرِيَّةِ -

ইব্ন হিব্বান সম্পর্কে অনুরূপ কথা 'আল্লামা খাতীব বাগদাদীও বলেছেন।

كَانَ ثِقَةً نَبِيلاً وَلَه التَّصَانِيفُ الكَثِيرَةُ -

তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। তাঁর বহু সংখ্যক হাদীস গ্রন্থও রয়েছে।

ইব্ন হিব্বান (রহঃ)-এর কিতাবসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সহীহ ইব্ন হিব্বান । এ ছাড়া কিতাবুস্-সিফাত এবং মাশাহিরুল 'উলামা'ইল আমসার'-ও তাঁরই লিখিত। এ দু'টি গ্রন্থ ইব্ন হাজার 'আসকালানী (রহঃ)-এর টীকাসহ বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। তিনি 'রাওযাতুল 'উকালা ওয়া নুযহাতুল ফুযালা' নামক একখানি চারিত্রিক শিক্ষামূলক গ্রন্থও রচনা করেন। এর পাণ্ডুলিপি হামবুর্গ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। এই গ্রন্থখানি ১৩২৮ হিজরী সালে কায়রো থেকে মুদ্রিতও হয়েছে। এতে তাঁর রচিত আরও এগারটি গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে।

রিজাল শাস্ত্রের ওপর তাঁর প্রণীত, 'কিতাবুস সিকাত', 'মা'রিফাতুল মাজরূহীন', 'আস-সাহাবুত তাবি'ঈন', 'আতবা'উত তাবি'ঈন', 'আসামী মান ইউ'রাফুল কুনা' উল্লেখযোগ্য।

ইব্ন হিব্বান শিক্ষা সমাপনের পর সামারকন্দের কাযী নিযুক্ত হন এবং প্রায় এক যুগ পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন। তিনি 'নবুওয়াতকে জ্ঞান ও কর্মের সমাহার' বলে ব্যাখ্যা করলে তাঁকে ধর্মদ্রোহী ঘোষণা করে কাযীর পদ থেকে অপসারণ করা হয়। এরপর তিনি নাসাল ও নীশাপুরে অবস্থানের পর সামারকন্দে হাদীসশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে জীবন অতিবাহিত করেন। ইমাম হাকিম নীশাপূরী (রহঃ) তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ৮০ বৎসর বয়সে জুমু'আ রাত ৩৫৪/৯৬৫ সনে তিনি সামারকন্দে ইন্তিকাল করেন। জুমু'আর নামাযের পর বুসত্ শহরে তাঁর বাড়ীর নিকটেই তাঁকে দাফন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়েছে, আল্-আনওয়া'উ ওয়াত্ তাকাসীম (الْأَنْوَاعُ وَالتَّقَاسِيْمُ) বলে।[১৯৬]

আয-যিরাকলী তাঁর 'আল্-আ'লাম' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হাদীস শাস্ত্রে ইব্ন হিব্বান প্রণীত গ্রন্থের নাম 'আল-মুসনাদুস্ সহীহ' কিন্তু এটি সহীহ ইব্ন হিব্বান নামেই অধিক পরিচিত। কোন কোন 'আলিমের মতে এটি 'সুনান ইব্ন মাজাহ্' থেকেও অধিকতর বিশুদ্ধ গ্রন্থ।[১৯৭]

সহীহ ইব্ন হিব্বান সম্পর্কে প্রায় সকল মুহাদ্দিসের মত এই যে, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের পর যাঁরা প্রকৃত সহীহ হাদীসের সমন্বয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম যদি ইব্ন খুযায়মার নাম উল্লেখ করতে হয়, তবে তাঁর পরপরই উল্লেখ করতে হয় ইব্ন হিব্বানকে।[১৯৮] তাঁর গ্রন্থ থেকে হাদীস খুঁজে বের করা সুকঠিন। কারণ গ্রন্থটি বাব বা মুসনাদে সজ্জিত নয়। গ্রন্থকার গ্রন্থটিকে পাঁচটি ভাগে শ্রেণী বিন্যাস করেন। তা নিম্নরূপ ঃ

১. আদেশসমূহ।
২. নিষেধসমূহ।
৩. খবরসমূহ।
৪. মুবাহসমূহ।
৫. নবী করীম (সাঃ)-এর কর্মসমূহ ।

অতঃপর এ পাঁচটি শ্রেণী বিন্যাসকে আরও বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়। কেননা তাঁর কিতারের বর্ণনা ছিল খুবই কঠিন। পরবর্তীদের মধ্য থেকে 'আলাউদ্দীন ইব্ন 'আলী ইব্ন বালবান আল-ফারিসী (মৃঃ ৯৩৭/১৫৩০) এটাকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করেন এবং নাম রাখেন 'আল ইহ্সান ফী তাকরীবি সহীহি ইব্নি হিব্বান'[১৯৯] (الإِحْسَانُ فِى تَقْرِيْبِ صَحِيْحِ ابنِ حِبَّان)।

এ প্রসংগে সাম'আনী বলেন ঃ '

مَاتَ ابنُ حِبان لَيلةَ الجُمُعَةِ لِثَمانى لَيالٍ بَقِينَ مِنْ شَوَّال - ٣٥٤، وَدُفِنَ بَعدَ صَلاةِ الجُمُعَةِ فى الصُّفة الَّتِى اِبتَناه بِمَدِينَةِ بست بِقُرْبِ دَارِهِ -

সাম'আনী, *আল্-আনসাব* (Leyden: E.J.Brill Imprime rie orientale Londen: Luzac & Co, Great Russell street, 1912), পৃঃ ৩৪৮-৩৪৯ ; ইয়াকূত আল্-হামাভী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৯২-৪৯৮ ; ইব্ন কাসীর, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৯৩ ; আল্-ইয়াফি'ঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৬৮। 'আরবী পাণ্ডুলিপির তালিকা সংখ্যা, ১৫৭০ ; Goldziher Muh. stu. ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৯, পরিশিষ্ট ৫।

১৯৬. মুহাম্মদ আবূ যাহু, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪২৫।

১৯৭. আয্-যিরাকলী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৮; *সীয়ারু আ'লামিন নুবালা*, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৯।

১৯৮. মুহাম্মদ আবূ যাহু, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪২৬।

মূল 'আরবী ঃ

قالوا : واصح مَنْ صَنَّفَ فِى الصَّحِيح المُجَرَّدِ بَعدَ الشَّيْخَيْنِ ابن خُزَيمَة فَابن حِبَّان -

১৯৯. মুহাম্মদ আবূ যাহু, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪২৫-৪২৬।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হুসাইন আল্-হায়সামী (রহঃ)[২০০] সহীহ ইব্ন হিব্বান গ্রন্থের زَوَائِدُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ (সহীহাইনে নেই অথচ এ গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে এমন হাদীস)-কে একটি খণ্ডে সন্নিবেশ করেন। হাদীসবিদগণ সহীহ নির্ধারণে ইব্ন হিব্বানের প্রতি শিথিলতার দোষ আরোপ করেন। তবে ইমাম হাকিম (রহঃ)-এর মুস্তাদরাক গ্রন্থে যে পরিমাণ শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন ইব্ন হিব্বানের শিথিলতা তার তুলনায় অনেক কম।

মূল 'আরবী ঃ

وَ كتابُه هٰذا عَلى تَرتيبٍ مُختَرَعٍ فَلاَ هُو عَلَى الاَبْوَابِ ولاَ هُو عَلى المَسَانِيدِ - رَتَّبَهَ مُؤَلِّفُهُ عَلىٰ خَمسةِ اقسَامٍ وَهِى الاَوَامِرُ ، والنَّوَاهِى ، والاَخبَارُ ، والاِبَاحَاتُ ، وافعَالُ النَّبِىِّ صَلىَّ اللهُ عليه وسَلَّمَ - ونوعُ كلِّ واحدٍ مِنْ هٰذه الخَمسَةِ الى اَنْوَاعٍ لِذَا كَانَ الكَشفُ فى كَتَابِه عسرًا جدًّا، وقد رتَّبه بعضُ المُتَأخِّرينَ وَهُو عَلاءُ الدِّين عَلِىُّ بنُ بلبَان الفَارِسىُّ المُتَوفىُّ سَنةَ ٧٣٩ عَلىَ الأبوابِ وسَمَّاه : الاِحسانُ فِى تَقريبِ صَحيحِ ابنِ حِبَّان -

২০০. 'আলী ইব্ন আবী বকর আল্-হায়সামী (৭৩৫/১৩৩৫-৮০৭/১৪০৫) শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তাঁর কুনিয়াত আবুল হাসান এবং নূরুদ্দীন ছিল উপাধী। তিনি বাল্যকাল থেকেই যায়নুদ্দীন আল্-'ইরাকী (রহঃ)-এর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর হাদীস অন্বেষণের প্রাথমিক স্তরে আল্-'ইরাকীর সাথেই আবুল ফাতহ আল্-মায়দূমী, ইব্নুল মুলূক, ইব্নুল-কাতরাওয়ানী প্রমুখ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।

তিনি সর্বদাই আল্-'ইরাকীর সংস্পর্শে থাকেন এবং এক সময় তিনি তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি 'ইরাকীর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ তাঁর নিকট থেকেই পাঠ করেন। তিনি ছিলেন খুব সহজ সরল এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী, ইব্ন হাজার 'আসকালানী (রহঃ) তাঁর নিকট مَجْمَعُ الفَوَائِد গ্রন্থের অর্ধেক পরিমাণ পাঠ করেন। তিনি রামাযান মাসের ১৯ তারিখ মঙ্গলবার রাতে কায়রোতে ইন্তিকাল করেন এবং বাবুল-বারকূয়াহ-এ সমাহিত হন।

ইব্নুল 'ইমাদ, *শাযারাতুয-যাহাব,* ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৭০ ; খাতীব বাগদাদী, *ইযাহুল মাকনূন,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৬ ; 'ওমর রিযা কাহ্হালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন,* ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪১০-৪১১।

Dhaka University Institutional Repository

এ মর্মে ইমাম হাযিমী (রহঃ)[২০১] বলেন, হাদীসের সহীহ নির্ধারণে ইমাম হাকিম (রহঃ)-এর তুলনায় ইব্ন হিব্বান বেশী সর্তকতা অবলম্বন করেছেন।[২০২]

---

২০১. আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন মূসা ইব্ন 'উসমান ইব্ন মূসা ইব্ন 'উসমান ইব্ন হাযিম আল্-হামাযানী একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, ইমাম ও হাদীসের হাফিয ছিলেন। তিনি ৫৪৮/১১৫৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাগদাদ, বসরা, মক্কা, মদীনা, সিরিয়া ও জাযীরাহ্ ইত্যাদি দেশে পরিভ্রমণ করে তথাকার বড় বড় মুহাদ্দিস ও শিক্ষাবিদগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেন। তাঁর উস্তাযগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন--আবূ যুর'আহ্ আল্-মাকদিসী, হাফিয আবুল 'আলা আল্-হামাযানী, আবুল হুসাইন 'আবদুল হক ইব্ন ইউসুফ, 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদুস্ সামাদ আল্-'আত্তার, মুহাম্মদ ইব্ন তালহা আল্-মালিকী প্রমুখ। হাযিমী বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি তাকওয়া ও পরহেযগারীর অধিকারী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আবূ মূসা বলেন ঃ

مَارَأَيْتُ شَابًّا اَحْفَظَ مِنْهُ

আমি যুবকদের মধ্যে তাঁর চেয়ে অধিক হাফিযুল হাদীস আর কাউকে দেখি নি। তিনি ৫৮৪/১১৮৮ সনে ইন্তিকাল করেন।

তাযকিরাতুল হুফ্ফায, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৬৩।

২০২. মুহাম্মদ আবূ যাহু, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৪২৬ ; '*হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২।

মূল 'আরবী ঃ

وَقَدْ نَسَبُوْا اِلَيْهِ التَّسَاهُلَ فِى التَّصْحِيْحِ اِلاَّ اَنَّ تَسَاهُلَهُ اَقَلُّ مِنْ تَسَاهُلِ الحَاكِمِ قَالَ الحَازِمِيُّ: ابن حِبانَ أمكن فِى الحَدِيْثِ مِنَ الحَاكِمِ -

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সহীহাইন সংকলনে অনুসৃত নীতিমালা ও উভয়ের অবস্থান

- সহীহ বুখারীর নীতিমালা
- সহীহ মুসলিমের নীতিমালা
- সহীহাইনের অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

সহীহাইন্ সংকলনে অনুসৃত নীতিমালা ও উভয়ের অবস্থান

সহীহ বুখারীর নীতিমালা

ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) প্রশ্নাতীত মেধা ও ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। লক্ষ লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে এমনভাবে তাঁদের নিজ নিজ সংকলন তৈরী করেছেন যা সুধী সমাজের নিকট অতি সমাদৃত। সহীহ বুখারী সংকলনে ইমাম বুখারী (রহঃ) নিজস্ব কিছু নীতিমালা গ্রহণ করেছেন, তন্মধ্যে একটি হল, লক্ষ লক্ষ মুখস্থকৃত হাদীস হতে যাচাই-বাছাই করে একমাত্র সহীহ হাদীস তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা। এ প্রসঙ্গে কয়েকজন বিশিষ্ট মনীষীর উক্তি উপস্থাপন করা হল।

মুহাম্মদ ইব্ন হাম্দুবিয়া (রহঃ)'(মৃঃ ৩২৯/৯৪০) বলেন ঃ আমি মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ আমি একলক্ষ সহীহ হাদীস মুখস্থ করেছি এবং সহীহ ব্যতীত দু'লক্ষ হাদীস কণ্ঠস্থ করেছি।[১]

'আলী ইব্নুল হুসাইন ইব্ন 'আসিম আল্-বায়কান্দী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আমাদের মধ্যে উপস্থিত হন। আমরা তাঁর সান্নিধ্যে সমবেত হই। মাশায়িখ সবাই তাঁর ভক্ত ছিলেন। আমরা তাঁর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করছিলাম, এরই মধ্যে আমাদের এক সাথী আমার ধারণায় তিনি হামিদ ইব্ন হাফ্সই হবেন, বলে উঠলেন ঃ আমি ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়াইহ্ (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি, যিনি বলেছেন ঃ আমার কিতাবের সত্তর হাজার হাদীস

---

১. খাতীব বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, ২য় খণ্ড (মাকতাবাতুল কুদ্সী, কায়রো, মিসর, ১৩৪৯/১৯৩১), পৃঃ ২৫ ; যাকারিয়া আন্-নববী, *তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, ১ম খণ্ড (কায়রো, মিসর), পৃঃ ৬৮।

মূল 'আরবী ঃ

مُحَمَّدُ بنُ حَمدُوِيَةَ قَالَ : سَمِعتُ مُحمدَ بنَ اسماعيلَ البُخَارِيَّ يقولُ : أحفظُ مِائَةَ أَلفِ حديثٍ صحيحٍ و مِائَتَيْ ألفِ حَديثٍ غيرِ صَحيحٍ -

Dhaka University Institutional Repository

আমার মুখস্থ আছে। 'আলী ইব্নুল হুসাইন বলেন ঃ এ কথা শুনে মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বলে উঠলেন ঃ আপনি কি তাতেই অবাক হলেন ? সম্ভবত এ যুগে এমন ব্যক্তিও আছেন, যিনি তাঁর কিতাবের দু'লক্ষ হাদীস্ মুখস্থ রেখেছেন। আর এ কথা দ্বারা তিনি নিজেকেই বুঝিয়েছিলেন।[২]

আর তিনি তো এমন অসংখ্য হাদীস ত্যাগ করেছেন, যার সংখ্যা লক্ষাধিক হবে। কারণ সেসব হাদীসের বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে তাঁর সন্দেহ ছিল।[৩]

মুহাম্মদ ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) (মৃঃ ৩২৭/৯৩৮) বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈলকে কোন একটি হাদীস প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ হে অমুকের পিতা ! তুমি তো আমাকে কেবল একটি হাদীস ত্যাগ করতে দেখেছ ! অথচ আমি এক ব্যক্তির দশ হাজার হাদীস ত্যাগ করেছি। শুধু এ কারণে যে, তাঁর ব্যাপারে আমার সংশয় ছিল। এমনি আরেক লোকের দশ সহস্র বা ততোধিক হাদীস সংগ্রহ করি নি, যার নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে আমার দ্বিধা ছিল।[৪]

সুতরাং ব্যাপক রিওয়ায়াত, অপরিমেয় জ্ঞান ও প্রখর স্মৃতিশক্তির দিক থেকে ইমাম বুখারী (রহঃ) যে, মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত অতুলনীয় স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর এ সহীহ গ্রন্থটি সংকলন সম্পর্কে নিম্নোক্ত দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়।

এক. ইব্রাহীম ইব্ন মা'কিল আন্-নাসাফী (রহঃ) (মৃঃ ২৯৫/৯০৭) বলেন ঃ আমি আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈলকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ আমি ইস্হাক ইব্ন রাহ্ওয়াইহ্ (রহঃ)-এর মজলিসে বসা ছিলাম, হঠাৎ আমার এক সহপাঠি বলে উঠলেন ঃ তুমি যদি নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীসসমূহ একটি গ্রন্থে সংক্ষিপ্তাকারে সন্নিবেশিত করতে ! তখন থেকে বিষয়টি আমার মনকে নাড়া দিতে থাকে । অবশেষে আমি এ গ্রন্থ সংকলনে মনস্থির করি এবং "আল্-জামি'উস সহীহ" কিতাবখানি রচনায় আত্মনিয়োগ করি।[৫]

---

২. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৫ ; ইব্ন হাজার, *হুদা আস্-সারী* (দারু ইহ্ইয়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, বৈরুত, লেবানন, ১৪০২/১৯৮১), পৃঃ ৪৮৭।

৩. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৮৭।

৪. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৫।

মূল 'আরবী ঃ

محمدُ بنُ ابى حاتِمٍ قالَ : سُئِلَ محمدُ بنُ اسماعيلَ عَن خَبرِ حديثٍ، فقالَ : يَا أبَا فُلان ! تَرَانِي أدلِّسُ ؟ تَرَكتُ أنَا عَشَرَةَ الافِ حديثٍ لِرجلٍ لى فيه نَظرٌ ، وتركتُ مثلَه أو أكثرَ منه لِغيرِه لى فِيه نَظرٌ -

৫. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৮ ; যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৪।

মূল 'আরবী ঃ

ابْرَاهِيمُ بنُ مَعقِلٍ النسفيُّ قال : سَمِعتُ أبا عبدِ الله محمدَ بنَ إسماعيلَ يقولُ : كنتُ عندَ إسحاقَ بنِ رَاهوَيه ، فقال لنا بعضُ اصحابِنا : لو جَمعتم كِتابًا مُختَصرًا لِسُنَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ : فوقَعَ ذالكَ فِى قَلبِى ، فأخذتُ فِى جَمعِ هذا الكتابِ يعنى كتابَ الجَامعِ -

Dhaka University Institutional Repository

দুই. মুহাম্মদ ইব্ন সুলাইমান ইব্ন ফারিস (রহঃ) বলেন ঃ আমি ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমি একবার মহানবী (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন তাঁর সম্মুখে উপবিষ্ঠ এবং আমার হাতে একটি পাখা, যার মাধ্যমে তাঁর শরীর মুবারক হতে মশা-মাছি তাড়াচ্ছি। কোন এক স্বপ্ন দ্রষ্টার নিকট স্বপ্নের তাৎপর্য জানতে চাইলে তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি মহানবী (সাঃ)-এর ওপর আরোপিত মিথ্যাকে প্রতিহত করবে। সুতরাং সে স্বপ্নই আমাকে 'আল্-জামি'উস্ সহীহ' নামক গ্রন্থটি সংকলনে উদ্বুদ্ধ করে।[৬]

বস্তুত এ বর্ণনা দু'টোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ এমন হতে পারে, তিনি প্রথমে ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়াইহ্ (রহঃ)-এর মজলিসে এ কথা (সহীহ গ্রন্থ সংকলনের কথা) শুনেছেন এবং পরে স্বপ্ন দেখেছেন। অতএব উভয়টিই সঠিক।

দ্বিতীয় হিজরী শতকের শেষ দিকে ইমামগণ কী পদ্ধতিতে হাদীস সংকলন করতেন সে প্রসঙ্গে হাফিয ইব্ন হাজার 'আসকালানী (রহঃ) বলেন ঃ অধিকাংশ মুহাদ্দিসই তখন মুসনাদ আকারে হাদীস সংকলন করতেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা অধ্যায় ও মুসনাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন.আবূ বকর ইব্ন আবী শায়বা। ইমাম বুখারী (রহঃ) যখন এসব সংকলন ও তার বর্ণনাধারা ও বিন্যাস পদ্ধতি অবলোকন করেন, তখন তিনি তাতে সহীহ ও হাসান হাদীসের একত্র বিন্যাস এবং পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক য'ঈফ হাদীসও সন্নিবেশিত দেখতে পান। ফলে তার মনে হয় যে, এমন গ্রন্থকে মহামূল্যবান গ্রন্থ বলে ভূষিত করা যায় না। ফলে তিনি সহীহ হাদীস সংকলন করার উদ্দেশ্যে এমন এমন নীতি গ্রহণ করেন, যাতে কোন মানুষের মনে সন্দেহের অবকাশ না থাকে এবং এ কাজে আপন সংকল্পকে সুদৃঢ় করলেন।[৭]

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর এ সংকলনে নিজের সমুদয় রিওয়ায়াত ও মুখস্থ হাদীসকেই অন্তর্ভুক্ত করেন নি ; বরং তিনি তাঁর মুখস্থ হাদীসগুলোর অতি সামান্য একটি অংশই এতে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ সবই তাঁর মুখস্থ হাদীসসমূহ থেকে নির্বাচিত। তিনি বলেন ঃ আমি আনুমাণিক ছয় লক্ষ হাদীস থেকে এ সহীহ গ্রন্থটি সংকলন করেছি এবং এটিকে আমার নাজাতের উসীলারূপে

---

৬. ইব্ন হাজার, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭ ; যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৪।

মূল 'আরবী ঃ

مُحمدُ بنُ سُليمانَ بن فَارِسٍ قَالَ : سَمِعْتُ البُخَارىَّ يَقولُ : رَأيتُ النَّبىَّ صَلى اللهُ عَليه وَسلَّمَ وكأنَّنى وَاقفٌ بَيْنَ يَدَيهِ ، وَبِيدَى مِرْوَحَةٌ أذبُّ بِها عَنه، فَسَألتُ بَعضَ المُعَبِّرينَ ، فَقالَ لِى : تذُبُّ عنه الكَذِبَ، فهُوَ الَّذي حَمَلنِى عَلى إخراجِ الجَامِعِ الصَّحيح -

৭. ইব্ন হাজার, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠিত করেছি।[৮] যদি তিনি তাঁর মুখস্থ সকল হাদীস গ্রন্থিত করতেন, তাহলে গ্রন্থটির কলেবর খুবই দীর্ঘ হত। কারণ তিনি এক হাজার 'হাফিযুল হাদীস' শায়খ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমনটি স্বয়ং ইমাম বুখারী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ আল্-কাত্তান।[৯]

সহীহ বুখারী রচনায় ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর অপর একটি নীতি হল, একমাত্র সহীহ হাদীস তাঁর গ্রন্থে সংকলন করা। কেননা, সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কোন হাদীসই তাঁর গ্রন্থে স্থান পায় নি। এ প্রসংগে ইব্রাহীম ইব্ন মা'কিল বলেন ঃ আমি মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈলকে বলতে শুনেছি, আমি আমার জামি' গ্রন্থে সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কোন প্রকার হাদীস লিপিবদ্ধ করি নি। আর গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার ভয়ে বহু সহীহ হাদীস ত্যাগ করেছি।[১০]

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর আরেকটি নীতি হল, হাদীস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে গোসল করা ও দু' রাক'আত নামায আদায় করা। কেননা, তিনি যখনই কোন হাদীস নির্বাচনের পর সংকলনের সংকল্প করতেন, তখন গোসল করে দু' রাক'আত সালাত আদায় করে নিতেন।

ফার্বারী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমাকে মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি এ গ্রন্থে যখন কোন হাদীস লেখার চিন্তা করেছি, তখন গোসল করে দু' রাক'আত সালাত আদায় করার পর ঐ হাদীসখানি লিপিবদ্ধ করেছি।[১১]

---

৮. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৮ ; ইব্ন হাজার, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৭ ; যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৭৪।

মূল 'আরবী ঃ

أخرَجتُ هٰذا الكِتَابَ يَعنِى الصَّحِيحَ مِن زهاءِ سِتمائَةِ ألفِ حَدِيثٍ - وجعلتُه حُجَّةً بَينِى وَبَينَ اللهِ

৯. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১০ ; যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৭৩-৭৪ ।

১০. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃ ঃ ৮-৯ ; যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৭৪ ।

মূল 'আরবী ঃ

وَلَم يُدخِل فِى كِتَابِه إلا الصَّحِيحَ قال إبراهيمُ بنُ مَعقِل : سَمِعتُ محمدَ بنَ إسمَاعيلَ يَقولُ : مَا أدخلتُ فِى كِتَابِى الجَامِعِ إلا مَا صَحَّ، وتَركتُ مِن الصِّحَاحِ لحَالِ الطُّولِ-

১১. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৯ ; যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৭৪ ।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ الفِرَبْرِىُّ رحمه اللهُ : قَالَ لِى مُحمدُ بنُ إسماعيلَ البُخَارِىُّ : مَا وضعتُ فِى كِتَابِ الصَّحِيحِ حَدِيثًا إلا اغتسلتُ قبلَ ذلك وَصَلَّيتُ رَكعَتَينِ -

Dhaka University Institutional Repository

মূলত ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর হাদীস লিপিবদ্ধ করণের পদ্ধতি ছিল এরূপ। তিনি প্রথমত ঃ নির্দিষ্ট একটি অধ্যায়ের হাদীস গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করতেন, এ সবের পারস্পরিক পার্থক্য নিরূপণ করতেন, তারপর একটিকে অপরটির সাথে মিলিয়ে কোন একটিকে নির্বাচন করতেন। নির্বাচিত হাদীসটির ক্ষেত্রে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি যখন পরিপূর্ণরূপে সায় দিত, তখন সাথে সাথেই তা যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করতেন না ; বরং তার পূর্বে গোসল করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নিতেন। উদ্দেশ্য সমগ্র কাজটি যেন খাঁটি ও কল্যাণময় হয়। এর পরিবর্তে তিনি যদি তাঁর সমস্ত মুখস্থ হাদীসই লিপিবদ্ধ করতেন, তা হলে তা বিশাল আকার ধারণ করত।

হযরত ইসমা'ঈলী (রহঃ) (মৃঃ ২৯৫/৯০৭) বলেন ঃ আমি ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমি এ গ্রন্থে সহীহ হাদীস ব্যতীত একটি হাদীসও সংযোজন করি নি। আর অনেক সহীহ হাদীসই লিপিবদ্ধ না করে ছেড়ে দিয়েছি। এর কারণ হল, তিনি যদি তাঁর সমুদয় সহীহ হাদীস জামি' গ্রন্থে সংযোজন করতেন, তবে একটি অধ্যায়ে তাঁকে সাহাবীগণের একটি জামা'আতেব হাদীস সংযোজন করতে হত এবং সহীহ হলে তাঁদের প্রত্যেকেরই বর্ণনা পরম্পরার উল্লেখ করতে হত, ফলে গ্রন্থটি অনেক বড় হয়ে যেত।[১২]

এ জন্যই ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ আমি আমার জামি' গ্রন্থটিতে সহীহ নয় এমন একটি হাদীসও লিপিবদ্ধ করি নি। আর مَخَافَةَ الطوْلِ وفِى رِوَايةٍ حَتَّى لَا يَطُوْلَ কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার ভয়ে বিপুল পরিমাণ সহীহ হাদীস ছেড়ে দিয়েছি।

সহীহ বুখারী ফিক্‌হের অধ্যায় মালার অনুকরণে সজ্জিত।[১৩] ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর পূর্বে ফকীহ হাদীস বিশারদগণ তাঁদের সংকলনগুলোতে কেবল জান্নাতের সুসংবাদ, 'ইবাদত, যুদ্ধ, চিকিৎসা বা 'আকীদা ইত্যাদি অধ্যায়ে আলোচনা সীমিত রাখতেন। সহীহ বুখারীই প্রথম গ্রন্থ যাতে শর্তারোপের মাধ্যমে বিশুদ্ধ হাদীস নির্ণয় করার পর ইসলামের প্রত্যেকটি বিষয় ও শাস্ত্রকে একত্রে সমন্বিত করা হয়েছে। ওয়াহী নাযিলের শুরু ও ওয়াহী অবতরণের পদ্ধতি বর্ণনা হতে শুরু করে ইসলামের বুনিয়াদী বিষয় 'আকাইদ, 'ইবাদত, লেনদেন, আচার-ব্যবহার, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনী, পৃথিবীর সৃষ্টি, যুদ্ধ, কুর'আনের ব্যাখ্যা, ফযীলত, চিকিৎসা,

---

১২. ইব্‌ন হাজার, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭।

মূল 'আরবী ঃ

رَوَى الإِسْمَاعِيْلِىُّ رَحِمه الله عنه تعالىٰ عَنه قَالَ : لَم أخرِجْ فِى هٰذا الكتَاب إلا صَحِيحًا وَمَا تَرَكتُ مِن الصَّحِيحِ أكثرَ لِأنَّه لو أخرَجَ كُلَّ صَحِيْحٍ عِنْده لَجَمَعَ فِى الْبَابِ الوَاحِدِ حَدِيثُ جَمَاعةٍ مِنَ الصَّحابةِ ولَذَكَرَ طَرِيقَ كلِّ واحِدٍ مِنهُم إِذا صَحَّتْ فيَصِيرُ كِتابًا كَبِيرًا جدًّا-

১৩. ইব্‌ন হাজার, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬ ; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ,১৪০২-১৯৮২), পৃঃ ১২৪।

Dhaka University Institutional Repository

আদব, জান্নাতের আশাবাদ ও তাওহীদ ইত্যাদিসহ সহীহ বুখারীতে ৫৪টি বিষয়ের ওপর হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। রাজনীতি ছাড়াও কিয়ামতের খুঁটিনাটি বিষয়ও তিনি স্পষ্ট দলীল প্রমাণ দ্বারা চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন।

হাদীস নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর সূক্ষ্ম সমালোচনামূলক দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। হাদীসের 'মতন' (মূলবচন) উদ্ধৃত করা সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সতর্কতা ও সততার পরিচয় দিয়েছেন। প্রয়োজনে টীকার মাধ্যমে মূল বচনের পর্যাপ্ত ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন।

এই গ্রন্থের হাদীস সমন্বয়ের কাজ শেষ করার পর তিনি হাদীসসমূহ বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে 'তরজমাতুল বাব' বা শিরোনাম প্রদান করেন। অধ্যায় ও শিরোনাম অলংকারময় ও অর্থবহ করার জন্য তিনি কোন কোন হাদীসের অংশ দ্বারা শিরোনাম লিখেন। কোথাও শিরোনামে কুর'আনের আয়াত উল্লেখ করেছেন। কুর'আনের সূক্ষ্ম বিষয়ের ব্যাখ্যাও করেছেন। কোন কোন মাস'আলার সমর্থনে প্রসঙ্গক্রমে সাহাবীগণের সিদ্ধান্ত এবং তাবি'ঈগণের মতামত উদ্ধৃত করেছেন। 'আকাইদ ও নীতিশাস্ত্রের বিষয়েও আলোচনা করেছেন। তাই এই পবিত্র গ্রন্থখানি সহীহ হাদীসের ও বহু প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও বহু বিষয়ের ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে।

সহীহ বুখারীর ভাষা খুবই উন্নতমানের। প্রসিদ্ধ নাহ্‌ববিদ 'আল্লামা রবীশীয়া (রহঃ) (মৃঃ ৬৮৭/১২৮৮) বলেন ঃ 'আরবী শিখতে পবিত্র কুর'আনে হাকীম, তারপর সহীহ বুখারী ও হিদায়াহ্[১৪] পড়। সহীহ বুখারীর উত্তম হাদীস হল 'তিন সনদ বিশিষ্ট হাদীস' (حَدِيثُ ثُلَاثِيَاتُ) যার মধ্যে মাত্র তিনটি মাধ্যম রয়েছে। সহীহ বুখারীতে এ শ্রেণীর সনদ সংখ্যা বাইশটি। আর দীর্ঘ বা বহু সনদ বিশিষ্ট হাদীস হল 'তিস'ইয়াত' (تُسْعِيَّاتُ) অর্থাৎ যার মধ্যে নয়টি মাধ্যম রয়েছে।[১৫]

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর জীবনের হিরন্ময় ষোলটি বছর এ গ্রন্থ সংকলনের মহান কাজে অতিবাহিত করেন।

'আবদুর রহমান ইব্‌ন রাসাইন আল-বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ আমি শুনেছি, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী বলেছেন ঃ আমি আমার এ সহীহ গ্রন্থটি সুদীর্ঘ ষোলটি বছরে সংকলন করেছি এবং ছয় লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে নির্বাচিত মাত্র কয়েক হাজার হাদীস সংকলন করেছি। আর গ্রন্থটিকে আমার ও আল্লাহ্ তা'আলার মাঝে দলীলরূপে স্থাপন করেছি।[১৬]

---

১৪. 'হিদায়াহ্' বুরহানুদ্দীন 'আলী ইব্‌ন আল্-মারগেনানী (রহঃ) (৫১১/১১১৭-৫৯৩/১১৯৬) সংকলিত ইসলামী আইন শাস্ত্রের একটি অন্যতম গ্রন্থ।

১৫. ডঃ শামীম আরা চৌধুরী, *হাদীস বিজ্ঞান* (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২২/২০০১), পৃঃ ১২৭-১২৮।

১৬. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে এ বিষয়ে একজন ভারতীয় অনভিজ্ঞ 'আলিমের সাথে এক বিশিষ্ট 'আলিমের যে বির্তক হয়েছিল, সে বিষয়ে আলোকপাত করা আবশ্যক। এ বিতর্কে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর হাদীস চয়ন পদ্ধতির বিষয়টি উল্লেখ করা যায়।

তাঁর প্রশ্ন ঃ তিনি বলেন ঃ হুদা-আস্-সারী গ্রন্থে তিনি পাঠ করেছেন যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) ছয় লক্ষ হাদীস থেকে এ গ্রন্থটি সংকলন করেছেন, এ কথাটি কি ঠিক ?

বিজ্ঞ 'আলিম ঃ হ্যাঁ ঠিক।

তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ ষোল বছরে ?

তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ, ষোল বছরে।

প্রশ্নকর্তা বলেন, তাহলে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সংকলিত গ্রন্থের হাদীস সংখ্যা যখন বার হাজার তাহলে এটি কিভাবে সম্ভব যে, তিনি প্রতিটি হাদীস গ্রন্থনার পূর্বে গোসল করে অথবা অযূ করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নিতেন। অথচ যেসব হাদীসের মধ্য থেকে তিনি এসব হাদীস সংকলন করেছেন তার সংখ্যা ছয় লক্ষ। তাহলে তার অর্থ কি এ দাঁড়ায় না যে, তিনি ছয় লক্ষ বার গোসল করেছেন ও ছয় লক্ষ বার দু'রাক'আত করে নামায আদায় করেছেন। এ বিষয়টি অবিবেচনা প্রসূত। অতএব হে বিজ্ঞ পণ্ডিত ! আপনাদের দাবীটি অসার।

উত্তরে তিনি বলেন ঃ এটি আপনার চরম ভ্রান্তি ও অনুমান মূলক মন্তব্য এবং জ্ঞান ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্রটি। তিনি প্রশ্ন করেন তা কিভাবে ?

উত্তরে বিজ্ঞ 'আলিম বলেন ঃ ইব্ন হাজার প্রদত্ত তথ্যমতে মুকার্‌রার ব্যাতিরেকে সহীহ বুখারীর হাদীস সংখ্যা দু'হাজার ছয়শ' দু'টি। আর মুকার্‌রারসহ মু'আল্লিকাত ও মুতাবি'আত ছাড়া মোট হাদীসের সংখ্যা সাত হাজার তিনশ' সাতানব্বই।

এবার হিসাব করুন, তিনশ' ষাট দিনে হয় এক বছর, আর ইমাম বুখারী (রহঃ) যে কয় বছরে হাদীস চয়ন করেছেন তা তিনশ' ষাট দিয়ে গুণ করলে দিবসের সংখ্যা দাঁড়ায় "পাঁচ হাজার সাতশ' ষাট দিন"। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি মুকার্‌রার হাদীস বাদ দিলে মোট হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় দু'হাজার ছয়শ' দু'টি। তাহলে এবার এ সংখ্যা দিয়ে ষোল বছর তথা পাঁচ হাজার সাতশ' ষাট দিনকে ভাগ করুন, দেখবেন তার উত্তর হবে তিনি কেবল প্রতি সাড়ে চার দিনে কেবল দু'টি হাদীস সংকলন করেছেন। এবারে প্রশ্নকারী নির্বাক হয়ে গেলেন। উপস্থিত সুধী মণ্ডলী বিজ্ঞ 'আলিমের জবাবে খুশী হলেন । তাই আল্লাহ্ পাকের এ নি'আমতের অগণিত শুকরিয়া ।

যারা সুন্নাহ্কে অস্বীকার করে , তারা মূলত ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চায়। তাদের এসব সংশয় সন্দেহের উদ্দেশ্য হল, কোন একটি অজুহাত তুলে মুসলমানদেরকে নবী করীম (সাঃ)-এর সুন্নাত থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া, যদিও তা সুস্পষ্ট মিথ্যা। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তো মহান। যিনি তাঁর দ্বীনকে সমুন্নত রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনিই তাদের দাবিয়ে দিবেন এবং ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করার জন্য এমন শক্তিশালী ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটাবেন, যিনি তাদের হিংসার অনল নিভিয়ে শক্তি খর্ব করে সমূলে উৎখাত করবেন। প্রকৃতপক্ষে অবশ্য তাদের কোন ভিত্তিই নেই।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম বুখারী (রহঃ) যেসব স্থানে অবস্থান করে এ গ্রন্থটি সংকলন করেছেন ; সে সব স্থানের ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী একাধিক বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। তবে তাতে সমন্বয় সাধন খুবই সহজ।

'উমর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন বুজাইর আল্-বুজাইরী (রহঃ) বলেন ঃ আমি শুনেছি , মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি মসজিদুল হারামে বসে আমার জামি' গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করেছি। আমি যখনই তাতে কোন হাদীস সংযোজন করার সংকল্প করেছি, তখন প্রথমে ইস্তিখারা করেছি। এরপর দু'রাক'আত সালাত আদায় করে হাদীসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে আস্থা অর্জিত হওয়ার পরই কেবল তা সংকলন করেছি।[১৭]

'আবদুল কুদ্দুস ইব্ন হুমাম (রহঃ) বলেন ঃ আমি মাশায়িখগণের অনেককে বলতে শুনেছি। মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহঃ) অনেকগুলো অধ্যায়ের সূচনা করে তা সমাপ্ত করেন মহানবী (সাঃ)-এর রাওযা মুবারক ও মিম্বারের মধ্যস্থলে বসে । আর তিনি প্রতিটি অধ্যায়ের সূচনালগ্নে দু'রাক'আত নফল সালাত আদায় করে নিতেন।[১৮]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন ঃ আবুল ফযল মুহাম্মদ ইব্ন তাহির আল্-মাকদিসী এবং অন্যান্যদের মতে, ইমাম বুখারী (রহঃ) গ্রন্থটি সংকলনের কাজ সম্পন্ন করেছেন বুখারা নগরীতে। কারও কারও মতে মক্কায়, আবার কারও মতে বসরায়। এ সব ক'টি অভিমতই বিশুদ্ধ। এসব বিভিন্ন মতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ইমাম নববী (রহঃ) বলেন ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) উল্লিখিত সব ক'টি স্থানে বসেই গ্রন্থটি সংকলনের কাজ সম্পন্ন করেছেন। কেননা, তিনি সুদীর্ঘ ষোলটি বছর এ মহান কাজে নিয়োজিত ছিলেন। যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর ইমাম নববী (রহঃ) আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী (রহঃ)-এর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। এতে তিনি বলেন ঃ আমি ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমি আমার জামি' গ্রন্থটি নিয়ে বসরায় সুদীর্ঘ পাঁচ বছর অবস্থান করেছি সেখানে আমি গ্রন্থ সংকলনের কাজ করতাম এবং প্রতি বছর বায়তুল্লাহ শরীফে গিয়ে পবিত্র হাজ্জ আদায় করতাম। তারপর মক্কা নগরী থেকে বসরায় ফিরে আসতাম। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ আমি আশা করি মহান আল্লাহ্ এ রচনাবলীর মধ্যে মুসলিম মিল্লাতের জন্য অশেষ কল্যাণ ও বরকত নিহিত রাখবেন।[১৯]

---

১৭. ইব্ন হাজার, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৮৯ ।

১৮. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯ ; যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৪ ।

মূল 'আরবী ঃ

عبدُ القدوسِ بنُ همامٍ قال : سَمِعتُ عِدةً مِنَ المشَايخِ يقولُونَ : حَولَ مُحمدِ بنِ إسماعيلَ البخارىِ تَراجم جَامِعَه بينَ قبرِ النبىِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ومنبرِه ، وكان يُصَلِّىَ لِكلِّ ترجمةٍ رَكعتَيْنِ-

১৯. যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৪-৭৫ ; ইব্ন হাজার, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৮৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

এসব আপাত বিরোধী বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় বিধান কল্পে হাফিয ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী (রহঃ) অভিমত পেশ করেন যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রথমে মসজিদুল হারামে বসে তাঁর গ্রন্থ সংকলনের সূচনা করেন এবং তার অধ্যায় বিন্যাস করেন। তারপর নিজ দেশ বুখারায় গিয়ে ও অন্যান্য স্থানে সফর করে হাদীস সংকলন করেন। তা তাঁর বর্ণনা হতেই পরিস্কার বুঝা যায়। তিনি বলেছেন ঃ আমি ষোলটি বছর এ কাজে নিয়োজিত ছিলাম। আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, এ সুদীর্ঘ কাল তিনি একাধারে মক্কায় অতিবাহিত করেন নি। অবশ্য বহু বুযুর্গ শায়খ থেকে ইব্‌ন 'আদী বর্ণনা করে বলেন ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) অনেকগুলো অধ্যায় রচনা করেছেন, যা তিনি সমন্বিত করেছেন মহানবী (সাঃ)-এর কবর ও তাঁর মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানে বসে এবং তিনি প্রতিটি তরজমা বা অধ্যায়ের সূচনালগ্নে দু'রাক'আত নফল সালাত আদায় করে নিতেন। ইব্‌ন হাজার বলেন ঃ পূর্বের বর্ণনার সাথে এ বর্ণনাটিরও কোন বিরোধ নেই। কেননা, হতে পারে তিনি প্রথমে সেখানে পাণ্ডুলিপি গ্রন্থনা করেন তারপর বর্ণিত স্থানসমূহে গিয়ে তার চূড়ান্ত রূপ দান করেন।[২০]

এ আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, নিশ্চয়ই ইমাম বুখারী (রহঃ) নির্দিষ্ট একটি স্থানে বসে সমুদয় হাদীস সংকলন করেন নি। কেননা, তিনি কোন এক স্থানে হাদীসগুলোকে তাঁর স্মৃতি কিংবা কোন গ্রন্থ থেকে পরখ করার পর নির্বাচন করতেন। তারপর অন্য স্থানে গিয়ে তা লিপিবদ্ধ করতেন। বুখারার গভর্নর আহ্‌ইয়াদ ইব্‌ন আবূ জা'ফর (রহঃ)-এর বক্তব্য থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল একদা বলেছেন ঃ

মূল 'আরবী ঃ

قالَ النَبوِىَّ رَحِمهُ اللهُ : وقال اٰخَرُونَ مِنهُم ابوُ الفَضلِ محمدُ بنُ طاهِرِ المُقدسىُّ : صَنَّفه بِبُخارٰى وقيلَ بِمَكةَ ، وقِيلَ بِالبَصرَةِ وكلُّ هٰذا صَحيحُ - ومَعناهُ انَّه كانَ يُصنّفُ فيه- فِى كُلّ بَلدَةٍ مّن هٰذه البُلدَانِ فَانه بَقِى فى تَصنِيفِه سِتَّ عَشَرةَ سنةً كما سَبَق ثـم ذَكَر رِوَايـةَ أبِى عَبدِ الله مُحمدِ بنِ على قال : سَمعتُ البُخارِىَّ يقولُ : أقَمتُ بالبصرَةِ خمسَ سِنِينَ مَعَ كُتُبِى أصَنِفُ وأحَجُّ فى كُلّ سنةٍ وأرجِعُ من مَكّةَ الى البَصرَةِ قال البُخارِىُّ : وانا ارجُو أنَ يُبارِكَ اللهُ تعالىٰ لِلمُسلِمِينَ فى هٰذه المُصَنَّفاتِ -

২০. ইব্‌ন হাজার, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৮৯ ।

মূল 'আরবী ঃ

قال الحافظُ ابنُ حَجَر رَحِمَه اللهُ تعالىٰ : إنَّه ابتَدَأ تَصنيفَه وتَرتيبَه وأبوابَه فِى المَسجِدِ الحرَام - ثم كانَ يُخرِجُ الأحَادِيثَ بَعدَ ذالك فِى بَلدِه وغيرِها ، ويَدُلُّ عليه قولُه : إنه أقامَ فِيه ستَّ عشَرَةَ سنةً فانه لَم يجاوِرْ بمكةَ هذه المُدةَ كُلَّها - وقد رَوٰى ابنُ عَدِيٍّ عَن جَماعةٍ مّنَ المَشايِخِ : أنَ البُخارِىَّ حَولَ تَرَاجم جَامِعِه بَيْنَ قَبرِ النبىّ صَلى اللهُ عليه وسَلَّمَ ومِنبَرِه ، وكان يُصَلى لِكُلّ تَرجَمةٍ رَكعتَينِ - قلتُ (أى الحافظ) : ولا يُنافِى هٰذا ايضًا ما تَقدّمَ ، لِأنَه يُحمَلُ علىٰ أنه فِى الأوّلِ كَتَبَه فى المُسَوَّدةِ وهُنا حُوّلَ إلىٰ المُبَيَّضةِ -

Dhaka University Institutional Repository

رُبَّ حَدِيْثٍ سَمِعْتُهُ بِالْبَصْرَةِ وَكَتَبْتُهُ بِالشَّامِ وَرُبَّ حَدِيْثٍ سَمِعْتُهُ بِالشَّامِ وَكَتَبْتُهُ بِمِصْرَ-[২১]

কখনও এমন হত, একটি হাদীস শুনেছি বসরায়, কিন্তু তা লিপিবদ্ধ করেছি সিরিয়ায় গিয়ে। পক্ষান্তরে কোন হাদীস সিরিয়ায় শুনেছি, কিন্তু তা মিসরে গিয়ে লিপিবদ্ধ করেছি।

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর এ সহীহ গ্রন্থটি পাণ্ডুলিপি থেকে প্রতিলিপি করে গ্রন্থাকারে সাজানোর পর তদানীন্তন শ্রেষ্ঠতম হুফ্ফায মুহাদ্দিসগণের নিকট পেশ করেন। তাঁরা ছিলেন হাদীসের দোষ- ত্রুটি চিহ্নিত করণে অভিজ্ঞ এবং রিওয়ায়াতের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে পারদর্শী। যেমন আবূ জা'ফর আল 'উকাইলী (রহঃ) (মৃঃ ৩২২/৯৩৩) বলেন ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থটি সংকলনের পর তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত 'আলী ইব্নুল মাদীনী, আহমদ ইব্ন হাম্বল, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মু'ঈন প্রমুখের সম্মুখে তাঁদের মতামত যাচাই-এর জন্য উপস্থাপন করেন। তাঁরা সবাই তা পছন্দ করেন এবং খুবই চমৎকার ও উত্তম বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। অতঃপর মাত্র চারটি হাদীস ব্যতীত সমুদয় হাদীস বিশুদ্ধ বলে সাক্ষ্য প্রদান করেন। 'উকাইলী (রহঃ) বলেন ঃ সে চারটি হাদীসের ক্ষেত্রেও ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর অভিমতই প্রণিধানযোগ্য। আর তা হচ্ছে সে হাদীসগুলোও সহীহ।[২২]

সহীহ বুখারীর বর্ণনাকারীর সংখ্যা অগণিত। মহান আল্লাহ্‌র পবিত্র কালাম ব্যতীত অপর কোন গ্রন্থের বর্ণনাকারীর সংখ্যা এত বিপুল বলে জানা যায় না।

এ গ্রন্থের একজন বিশিষ্ট রাবী মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আল্-ফারবারী (রহঃ) (মৃঃ ৩২০/৯৩২) বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (রহঃ)-এর সহীহ গ্রন্থটি শ্রবণ করেছেন এমন লোকের সংখ্যা নব্বই হাজার, তন্মধ্যে আমি ছাড়া আর কেউ জীবিত নেই।[২৩]

ইমাম ফারবারী (রহঃ)-এর তথ্যটি ছিল তার জানা মতে। অন্যথায় তার ইন্তিকালের পরেও দীর্ঘ নয় বছর জীবিত ছিলেন আবূ তালহা মানসূর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন কারীনাহ আল্ বাযদুভী। কারণ তিনি ইন্তিকাল করেন ৩২৯ (তিনশ' উনত্রিশ) হিজরীতে।[২৪] অথচ ফারবারী (রহঃ)-এর ইন্তিকাল হয়েছিল ৩২০ (তিনশ' বিশ) হিজরীতে।

---

২১. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১ ।

২২. ইব্ন হাজার, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৮৯ ; ইব্ন হাজার, *তাহ্যীবুত তাহযীব* (দা'ইরাতুল মা'আরিফ আন্-নিযামিয়াহ্, হায়দারাবাদ, ডিকান, ১৩২৬/১৯০৮), পৃঃ ৫৪।

২৩. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯ ; যাকারিয়া আন্-নববী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৩।

প্রসংগত উল্লেখ্য, 'তাহ্যীবুল আসমা ওয়াল লুগাত' গ্রন্থে সহীহ বুখারীর রাবীগণের সংখ্যা বর্ণিত আছে ৭০,০০০ (সত্তর হাজার)।

২৪. *হুদা আস্-সারী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯১।

Dhaka University Institutional Repository

সহীহ বুখারীর অপর একজন বর্ণনাকারীও ফারবারী (রহঃ)-এর পর বাগদাদে জীবিত ছিলেন। তিনি হলেন আল-হুসাইন ইব্ন ইসমা'ঈল আল্-মুহামিলী (রহঃ) (মৃঃ ২৩৫/৩৩০)।[২৫]

ইমাম বুখারী (রহঃ) ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী । তিনি তাঁর সহীহ গ্রন্থে যা সংযোজন ও বিন্যস্ত করেছেন, তার সবটুকুই তার অন্তরে ধারণ করা ছিল। কোন কিছুই তার নিকট অস্পষ্ট ছিল না।[২৬]

আর কেনই বা এমন ব্যক্তির কাছে সেগুলো অস্পষ্ট থাকবে, যাঁর অবস্থা ছিল এমন যে, একদা একরাতে চিন্তা করতে বসলেন তাঁর গ্রন্থে তিনি কতটি লাইন লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে তাঁর দৃষ্টি দু'লক্ষ হাদীসে গিয়ে পৌঁছে । অতএব, যে ব্যক্তির দৃষ্টির সম্মুখে বিপুল পরিমাণ হাদীস বিদ্যমান, সেক্ষেত্রে স্বল্প ক'টি হাদীস তাঁর দৃষ্টির আড়ালে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না।

ওয়ারাকাহ (রহঃ) বলেন ঃ আমি শুনেছি, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল (রহঃ) বলেছেন ঃ গতরাতে শয্যায় গমনের পূর্বে আমি আমার গ্রন্থকে কতগুলো হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে বিন্যস্ত করেছি, সে সময় ভাবছিলাম ও গণনা করছিলাম, তাতে প্রায় দু' লক্ষ হাদীস আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে। তিনি আরও বলেন ঃ যদি আমাকে প্রার্থনা করতে বলা হয়, তাহলে আমি কেবল একটি দু'আতে দশ হাজার হাদীস আবৃত্তি না করা পর্যন্ত থামব না।[২৭]

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর পূর্ণ গ্রন্থটি তিনবার সংকলন করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ আমি আমার গ্রন্থটিকে তিনবার সংকলন করেছি।[২৮] মহান আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

---

২৫. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫।

২৬. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯ ।

মূল 'আরবী ঃ

وَقَد كَانَ الإِمَامُ الْبُخَارِىُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالىٰ يَحفظُ جَمِيعَ مَا أَدخلَ فِى مُصَنَّفِه لاَيَخْفَى عَلَيه شَئٌ -

২৭. *হুদা আস্-সারী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৭ ।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ وَرَقةُ : سَمعتَهُ يقولُ : مَا نِمتُ البَارحَةَ حتّٰى عَددتُ كَمْ ادخلتُ فِى تَصَانِيفى مِنَ الْحَدِيثِ فَإِذا نحوٌ مِّن مائتى أَلفِ حَدِيثٍ وَقالَ أيضًا : لَو قِيلَ لِى تَمن - لَمَا قُمتُ حتَّى أَروِىَ عَشَرةَ الافِ حَدِيثٍ فِى الصَّلَاةِ خَاصَّةً -

২৮. *হুদা আস্-সারী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৭ ।

মূল 'আরবী ঃ

هٰذا وَقَد أَلَّفَ جَمِيعَ كُتُبِه ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، كَمَا قَالَ : وَصنَّفتُ جَمِيْعَ كُتُبِى ثَلاثَ مَرَّاتٍ

Dhaka University Institutional Repository

সহীহ মুসলিমের নীতিমালা

ইমাম মুসলিম (রহঃ) সহীহ মুসলিম রচনায় তাঁর উস্তায ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর পদাংক অনুসরণ করেন। নিম্নে তাঁর কিঞ্চিৎ স্বরূপ তুলে ধরা হল।

হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ আল্ মাসিরজেসী (রহঃ) (মৃঃ ২৯৮/৩৬৫) বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি ঃ আমি মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ আমি নিজের কানে শ্রুত তিন লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই বাছাই করে 'মুসনাদে সহীহ' রচনা করেছি।[২৯]

ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর সফরসঙ্গী আহ্মদ ইব্ন সালামা (রহঃ) বলেন ঃ সুদীর্ঘ পনেরটি বছর ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর সহীহ গ্রন্থটি সংকলনে আমি তাঁর সংগে থেকে তাঁকে সহায়তা প্রদান করেছি। গ্রন্থটিতে বার হাজার হাদীস বিদ্যমান রয়েছে।[৩০]

ইমাম মুসলিম (রহঃ) জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় শীর্ষস্থানীয় হওয়া সত্ত্বেও সংকলনের কাজ শেষ করার পর সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসীনে কিরামের মধ্যে যাঁরা জারূহ ও তা'দীল ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী, তাঁদের সম্মুখে পেশ করেন। তন্মধ্যে আবূ যুর'আহ্ আর রাযী (রহঃ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । যেমন মক্কী ইব্ন 'আব্দুল্লাহ বলেন ঃ আমি মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ সংকলনের কাজ সমাাপ্তির পর আমি আমার এ গ্রন্থটি আবূ যুর'আহ্ আর রাযী (রহঃ)-এর সম্মুখে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পেশ করলাম। ফলে তিনি যে ক'টি হাদীসের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকার ইঙ্গিত করলেন, সেসব হাদীস আমি পরিত্যাগ করলাম।[৩১]

---

২৯. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০১ ; মুহাম্মদ আবুল হুসাইন, *তাবাকাতুল হানাবিলাহ*, ১ম খণ্ড, (বৈরুত, লেবানন, তা. বি.), পৃঃ ৩৩৮ ; আয্-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ২য় খণ্ড, ৩য় সং (দা'ইরাতুল মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, ডিকান, ১৩৭৬/১৯৪৬), পৃঃ ৫৮৯ ।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ الحُسينُ بنُ محمدٍ المَاسرْجِسِيُّ : سُمعتُ أبى يقولُ : سمعتُ مُسلمَ بـنَ الحَجَّاجِ يقولُ : صنَّفتُ هٰذا المُسنَدُ الصَّحِيحَ مِن ثلاثِمِائَةِ ألفِ حَدِيثٍ مَسمُوعة -

৩০. আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৮৯।

মূল 'আরবী ঃ

وقال احمدُ بنُ سَلَمةَ وهُو رَفِيقُ الإمامِ مُسلِمٍ فى الرِّحلَةِ : كَتبتُ مَعَ مُسلِمٍ فِى تَألِيفِ صَحِيحِه خَمسَ عشَرَةَ سَنةً وهُوَ اِثنا عَشَرَ ألف حديثٍ -

৩১. *হুদা আস্-সারী*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

সহীহাইন সংকলনে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর অনুসৃত নীতিমালার পূর্বাপর বিশ্লেষণের পর একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সহীহ বুখারী রচনায় ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর অনুসৃত নীতিমালা ও চয়ন পদ্ধতি ছিল অতুলনীয়। কারণ, হাফিয ইব্ন হাজারের বর্ণনা মতে তাঁর গ্রন্থে মুকার্‌রার হাদীসসহ মুতাবি'আত ও মু'আল্লাকাত[৩২] ব্যতীত মোট হাদীসের সংখ্যা সাত হাজার তিনশ' সাতানব্বই। আর মুকার্‌রার, মু'আল্লাকাত, মুতাবি'আত ও ইখতিলাফে রিওয়ায়াতসহ মোট হাদীসের সংখ্যা হচ্ছে ন'হাজার দু'শ' আশি। আর মুকার্‌রার হাদীস ছাড়া মোট হাদীসের সংখ্যা মাত্র দু'হাজার ছ'শ' দু'টি।[৩৩]

আল্লামা বদরুদ্দীন 'আইনী (রহঃ) সহীহ বুখারীর হাদীস সংখ্যা সম্পর্কে বলেন ঃ সহীহ বুখারীতে সন্নিবেশিত সনদযুক্ত মোট হাদীস সংখ্যা ৭২৭৫টি। এতে পুনরাবৃত্তিকৃত হাদীসসমূহ গণ্য। আর তা বাদ দিয়ে হিসাব করলে হয় প্রায় চার হাজার হাদীস।[৩৪]

অতএব, ছয় লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই বাছাই করে মাত্র এ ক'টি হাদীস দ্বারা তাঁর গ্রন্থের বিন্যাস বাস্তবিকই হাদীস সংকলনে তাঁর সীমাহীন সতর্কতা, ত্রুটি হয়ে যাওয়ার ভয় ও সার্বক্ষণিক সচেতনতারই প্রমাণ বহন করে। অপরদিকে সুদীর্ঘ ষোলটি বছর ব্যাপী তাঁর হাদীস চয়ন, প্রতিটি

মূল 'আরবী ঃ

اِنَّ مُسلِمًا رَحِمَهُ الله تَعالىٰ مَعَ تَقدُّمِه فِى العِلْمِ والمَعرِفَةِ عَرَضَ كِتَابَه الصَّحِيحَ بَعدَ الاِنْتِهَاءِ منه علىٰ عُلمَاءِ عَصرِه مِمَّن لَهُم مَعرِفةٌ تَامَّةٌ فِى العِلْمِ والجَرحِ والتَعدِيلِ ، كَابِى زُرْعةَ الرَّازِىِّ رَحِمَه اللهُ تعالىٰ : فَقدْ قالَ مَكِّىُّ بنُ عَبدِ اللهِ : سَمِعتُ مُسلِمَ بنَ الحَجَّاجِ يقولُ: عَرَضتُ كِتابِى هٰذا علىٰ أَبِى زُرْعَةَ الرَّازِىِّ فَكُلُّ مَا أَشَارَ اَنَّ لَه عِلةً تَركتُه -

৩২. মু'আল্লাকাত বহুবচন, এর একবচন মু'আল্লাক। যে হাদীসের সনদে ইনকিতা' প্রথম দিকে হয়েছে অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েছে তাকে মু'আল্লাক বলে। কোন কোন গ্রন্থকার কোন কোন হাদীসের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীসটিকেই বর্ণনা করেছেন। আর এরূপ করাকে তা'লীক বলে। কখনও কখনও তা'লীকরূপে বর্ণিত হাদীসকেও 'তা'লীক' বলে। ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর গন্থে এরূপ বহু 'তা'লীক' রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে যে, সহীহ বুখারীর সমস্ত তা'লীকেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। অপর সংকলনকারীগণ এ সমস্ত তা'লীক মুত্তাসিল সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন।

মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, ***হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস*** (এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা, ১৯৯২ খ্রিঃ), পৃঃ ৫-৬।

৩৩. মুহাম্মদ আবূ যাহ্‌, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৭৯।

৩৪. সুয়ূতী, *তাদরীবুর-রাবী শারহু তাকরীবিন-নববী*, ১ম খণ্ড (আল্‌-মাতবা'আতুল খায়রিয়্যাহ, মিসর, ১৩৫৭/১৯৩৮), পৃঃ ২।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় রচনায় ইস্‌তিখারা[৩৫] করা ইত্যাদি এমন একটি বিশাল পরিশ্রমের কাজ, যার জন্য তিনি মুসলিম মিল্লাতের পক্ষ থেকে এ গ্রন্থের মূল্যায়ন ও কৃতজ্ঞতা লাভের দাবী রাখেন।

ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর অবস্থানও অনুরূপ। মুহাম্মদ ফুয়াদ 'আবদুল বাকী (রহঃ)-এর গণনা মতে, সহীহ মুসলিমে মোট হাদীসের সংখ্যা তিন হাজার তেত্রিশটি। মিয়ানাজী (রহঃ)-এর মতে মুকার্‌রার হাদীসসহ মোট হাদীসের সংখ্যা বার হাজার।

মোটকথা এ উভয় সংখ্যার যেটিই হোক না কেন, সরাসরি নিজের কানে শ্রুত তিন লক্ষ হাদীস থেকে এত অল্প কিছু হাদীসকে নির্বাচন এবং সুদীর্ঘ পনের বছরে এ কাজটি সম্পাদনের দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, ইমাম মুসলিম (রহঃ)-ও এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন এবং হাদীস সংকলনে ত্রুটি-বিচ্যুতির ভয়ে সর্বদাই সন্ত্রস্ত ছিলেন। শ্রুত লক্ষ লক্ষ হাদীস থেকে এ অল্প কয়েকটি হাদীস সংকলন এ কথাও প্রমাণ করে যে, মূলত তিনি এসব রিওয়ায়াত ও সূত্রগুলোর সার নির্যাস গ্রহণ করেছেন।

সহীহ মুসলিমের শুরুতে ইমাম মুসলিম (রহঃ) 'হাদীস বিজ্ঞান' (عِلْمُ الْحَدِيْثِ) -এর একটি উপক্রমণিকা সংযোজন করেছেন। এ সংকলনটি ৫২টি কিতাব বা মূল অধ্যায়ে বিভক্ত। এসব অধ্যায়ে হাদীসের সাধারণ বিষয় যেমন ঃ ঈমানের পাঁচটি স্তম্ভ, বিবাহ, দাসত্ব, বিনিময় প্রক্রিয়া, উত্তরাধিকার আইন, যুদ্ধ, কুরবানী, শিষ্টাচার, রীতিনীতি, নবীগণ, সাহাবীগণ, অদৃষ্ট এবং অন্যান্য ধর্মীয় ও পারলৌকিক বিষয় রয়েছে। গ্রন্থশেষে তিনি পবিত্র কুর'আনের তাফসীর সম্পর্কে একটি অধ্যায় সংযোজন করেছেন। এ শেষোক্ত অধ্যায়টি খুবই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু গ্রন্থের সর্বপ্রথম অধ্যায় 'কিতাবুল ঈমান' অনেক বিস্তৃত এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের ধর্মতত্ত্বের পূর্ণ আলেখ্য।

---

৩৫. যে ব্যক্তি কোন গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্বন্ধে এখনও মন স্থির করতে পারেন নি, সে সম্পর্কে কোন হিতকর সিদ্ধান্ত দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার উদ্দেশ্যে বিশেষ ধরনের এক প্রার্থনাকে ইস্‌তিখারা বলা হয়। শব্দটি (خَيْرٌ হতে) خَارَ ক্রিয়ার বাব ইস্‌তিফ'আল-এর মাস্‌দার, অর্থ মঙ্গল প্রার্থনা করা বা কল্যাণকর নির্দেশ লাভের প্রয়াস পাওয়া। ইস্‌তিখারা কিছুটা দীর্ঘ একটি অনুষ্ঠান বা প্রার্থনা। রাসূলে করীম (সাঃ)-এর আমলেই এর সূচনা হয়। কিছু সংখ্যক মুসলিম সামালোচক এর যথার্থতায় সন্দেহ করে থাকেন। দু'রাক'আত সালাতের মাধ্যমে তা আরম্ভ করা হয়। এতে পবিত্র কুর'আনের কোন্ কোন্ আয়াত পড়তে হবে হাদীসে তারও নির্দেশ দেয়া আছে। ইস্‌তিখারার জন্য মসজিদে যাওয়ার রীতির কথা উল্লিখিত হয়েছে। তবে তা বাধ্যতামূলক নয়। যে কোন উদ্দিষ্ট কর্মের জন্য পৃথক ইস্‌তিখারা করতে হয়, বহু কর্মের যথা সারা দিনের সব কর্মের উদ্দেশ্যে রাতে একবার মাত্র ইস্‌তিখারা করা যথেষ্ট নয়।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁর গ্রন্থে হাদীসের সনদের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। অনেক সময় তাঁর গ্রন্থে এক-একটি হাদীস বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, যা একটি ধরনের বা সামান্য পরিবর্তিত বিভিন্ন মত্ন-এর সূচনা হিসেবে কাজ করে। এ ধরনের নতুন সনদ মূল গ্রন্থে 'হা' (ح) (তাহবীল বা হাওয়ালা ঃ 'পরিবর্তন') অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করেন।[৩৬]

ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁর গ্রন্থের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে এত সতর্ক ছিলেন যে, সনদ ও মতন ছাড়া আর কিছুই তিনি এতে সন্নিবেশিত করেন নি। এমন কি নিজের তরফ হতে হাদীসের 'শিরোনাম' (تَرْجَمَةُ الْبَـابِ) পর্যন্ত লিখেন নি। তবে এমনভাবে তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এর বিন্যাস করেছেন যে, অতি সহজেই শিরোনাম নির্ধারণ করা যায়। বর্তমান যে শিরোনাম দেখা যায়, তা সহীহ মুসলিমের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইমাম নববী (রহঃ)-এর সংযোজন।[৩৭] এখানে উল্লেখ্য, বিভিন্ন ব্যাখ্যা গ্রন্থে হাদীসের গণনায় বেশ কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ পার্থক্যের মূলে যে প্রধান কারণ, তা হল ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর মহামূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ যদিও ষোল বছরের মধ্যে শেষ করেন, তথাপি এতে পরিবর্তন, সংযোজন ও পরিবর্জনের কাজ এর পরও দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলতে থাকে। এ কারণে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর নিকট হতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ছাত্র সহীহ বুখারী শ্রবণ করেছেন বলে তাঁদের কাছে রক্ষিত গ্রন্থের হাদীসের সংখ্যায় পার্থক্য সূচিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের ছাত্রগণের কাছে সে হাদীসগুলোই লিখিত রয়েছে, যা তখন পর্যন্ত মূল গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছিল। পরে তাতে পরিবর্তন করা হয়েছে। গ্রন্থকার প্রাথমিক সংকলন হতে কোন কোন হাদীস বাদ দিয়ে অনেক নতুন হাদীস তাতে সংযোজন করেছেন। ফলে এ পর্যায়ে যাঁরা সেটি শ্রবণ করেছেন, তাঁদের কাছে পূর্বের তুলনায় বেশী সংখ্যক ও নবসংযোজিত হাদীসও পৌঁছেছে।

---

৩৬. উদাহরণ- ১

حدَّثنا زُهَيرُ بنُ حَرْبٍ حدَّثنا اِسمَاعيلُ بْن عُلَيَّةَ ح وَحدَّثنا ....

ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম,* ১ম খণ্ড (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ), পৃঃ ১৩১।

উদাহরণ- ২

حدَّثنا ابوبَكرِ بنُ اَبى شَيْبَةَ حدَّثنا عَبدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ ح وحدَّثنـا ابـنُ نُمَـيْرٍ حدثنـا اَبِى حدَّثنا الاَعْمَشُ ح وحَدَّثنِى ....

ইমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৫৯।

উদাহরণ- ৩

حَدَّثنا اَبُوبَكرِ بنُ اَبى شَيْبَةَ حدَّثنـا اَبُواُسـامَةَ ح وحدَّثنـا ابـنُ نُمَيرٍ حدَّثنـا اَبِـى ح وحدَّثنا اَبُوكُرَيبٍ حدَّثنا ابُو اِدْرِيسَ كُلهُمْ عَنْ اِسمَاعِيْلَ بنِ ابى خَالدٍ ح وحدَّثنا ....

ইমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৪৭।

৩৭. ইমাম নববী, ***শারহ্ সহীহ মুসলিম,*** ১ম খণ্ড, (দারু ইহ্ইয়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, বৈরুত, লেবানন, ১৩৯২/১৯৭২), পৃঃ ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

সহীহাইনের অবস্থান

পূর্ববর্তী যুগের বিদূষী 'আলিমগণ সহীহাইনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। তাঁরা এ সিদ্ধান্তে উপনিত হন যে, পূর্বাপর কোন যুগেই এ দু' গ্রন্থের সমকক্ষ কোন গ্রন্থ অস্তিত্ব লাভ করে নি। অবশ্য কুর'আনুল কারীমের প্রতি যতটুকু গুরুত্বারোপ করা হয়, এক্ষেত্রে ঠিক ততটুকু নয়।

মোটকথা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ের ওপর যে বিপুল পরিমাণ শরহ্-শরূহাত, মাস'আলা মাসা'ইল ইস্তিম্বাত (উদ্ভাবন), নানা রকমের আপত্তি উত্থাপন ও তার সমাধান, টিকা-টিপ্পনীসহ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং তার সার-সংক্ষেপ রচিত হয়েছে, তাতে গ্রন্থ দু'টির গুরুত্বের ব্যাপারে আর কোন আলোচনার অবকাশ থাকে না। এ জন্যই গ্রন্থ দু'টির প্রশংসার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে ঃ إِنَّهُمَا أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى-[৩৮]

'মহান আল্লাহ্‌র কিতাবের পরই বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে এ গ্রন্থ দু'টির অবস্থান'। এ মন্তব্যের ধারায় কেউ কেউ যে আলোচনা করেছেন তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তারপর আমরা গ্রন্থ দু'টির হাদীসের ওপর আলোচনা করব। অতঃপর গ্রন্থদ্বয়ের ওপর যে সমালোচনা করা হয়েছে তার প্রতি আলোকপাত করব ইনশা'আল্লাহ্।

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহ্‌লভী (রহঃ)[৩৯] (১১১৪-১৭০৩/১১৬২-১৭৪৮) বলেন ঃ হাদীসের গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার স্তরভেদ ও ক্রমবিন্যাস রয়েছে। সুতরাং এ ব্যাপারে জানার গুরুত্ব অপরিসীম।

---

৩৮. ইব্‌নুস সালাহ, *কিতাবু 'উলূমিল হাদীস 'ওরফে মুকাদ্দামা ইব্‌নুস সালাহ* (সা'আদাহ প্রেস, মিসর, ১২৬/১৯০৮), পৃঃ ১৪।

৩৯. শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) (১৭০৩-১৭৬২) ঃ তিনি ছিলেন একজন ইসলামী চিন্তাবিদ, সর্বশ্রেষ্ঠ 'আলিম, দার্শনিক, মুজতাহিদ, রাজনীতিবিদ, গ্রন্থকার ও সমাজ সংস্কারক ব্যক্তি। কুর'আন ও হাদীসের শিক্ষা বিস্তারে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্‌র বিশেষ অবদান রয়েছে। তিনি ১৭০৩ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শাহ্ 'আবদুর রহীম, পনের বছর বয়সে তিনি তাঁর পিতার নিকট কুর'আন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ ও দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। সতের বছর বয়সে তরীকত শিক্ষা দান ক্ষেত্রে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। পিতার মৃত্যুর (১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দের) পর তিনি রহীমিয়া মাদ্‌রাসায় বার বছর শিক্ষকতা করেন। ১৭৩০ সালে তিনি মক্কা ও মদীনায় গমন করে তথাকার মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীসের উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। ১৭৩২ সালে ভারতে আগমন করে পুনরায় রহীমিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। আমৃত্যু শিক্ষাদানে ব্যাপৃত থেকে ১৭৬২ সনে তিনি ইন্‌তিকাল করেন এবং দিল্লীতে সমাহিত হন। শাহ্ সাহেবের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক চিন্তাধারা মুসলিম জাহানে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এতে মুসলিম জাতি শরী'আত ও তরীকতের পাশাপাশি জগত ও জীবন তথা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলী নিয়ে চিন্তাভাবনা করার চেতনা লাভ করে। শরী'আতের যাবতীয় বিধানের নিহিত দর্শন সম্বলিত তাঁর প্রণীত গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্' মুসলিম বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে এক অমূল্য সংযোজন। এতে মানব সমাজের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হয়েছে। 'ইযালাতুল খাফা'

Dhaka University Institutional Repository

এখানে বলে নেয়া ভাল যে, হাদীস বিজ্ঞানকে মূলত সহীহ (বিশুদ্ধ) ও প্রসিদ্ধ হওয়ার দিক থেকে চারটি স্তরে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম স্তর ঃ সর্বপ্রথম বা সর্বোচ্চ স্তরের অধিকারী হচ্ছে সেসব হাদীস, যা মুতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, মুসলিম উম্মাহ্র হাদীস বিজ্ঞানীগণ কোন মতানৈক্য ছাড়াই তা গ্রহণ করেছেন এবং তার ওপর 'আমল করেছেন।

দ্বিতীয় স্তর ঃ এ স্তরে এমন সব হাদীস রয়েছে যা এমন একাধিক সূত্রে প্রাপ্ত, যাতে সংশয় বা সন্দেহের লেশ মাত্রও থাকার কথা নয়। বিভিন্ন দেশের প্রখ্যাত ও স্বনামধন্য ফকীহ্গণ হাদীসগুলোর ওপর 'আমল করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একমত। সংক্ষেপে এ কথাও বলা যেতে পারে যে, এসব এমন হাদীস, যাতে বিশেষভাবে হারামাইন শরীফাইন-এর 'আলিমগণের কোন দ্বিমত নেই অথবা সে হাদীসগুলো এমন প্রসিদ্ধ কাওলী হাদীস, যার ওপর পৃথিবীর এক বিশাল অঞ্চলের জনগণ 'আমল করেন, যা সাহাবা ও তাবি'ঈগণের এক বিরাট সংখ্যক রাবী কর্তৃক বর্ণিত।

পরের স্তরে বিদ্যমান রয়েছে এমন হাদীস, যা সহীহ কিংবা হাসান উভয়ই হতে পারে এবং হাদীসবিদগণ তার বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।

মোটকথা, সহীহ হাদীস হচ্ছে তা-ই, যার ব্যাপারে সংকলক নিজেই নিজের ওপর শর্তারোপ করবেন যে, তিনি সহীহ অথবা হাসান হাদীস ছাড়া অন্য কোন ধরনের হাদীস গ্রহণ করবেন না।

মশহুর হচ্ছে--সংকলিত সমুদয় হাদীস গ্রন্থনার পূর্বে ও পরে মুহাদ্দিসীনে কিরামের মুখে মুখে তা উচ্চারিত হবে। তার স্বরূপ এমন হবে যে, হাদীসের ইমামগণ হাদীস রচনার পূর্বে তা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করতে থাকবেন এবং সেগুলো তাদের মুসনাদ[৪০] ও জামি'[৪১] গ্রন্থাবলীতে গ্রহণ

নামক গ্রন্থে তিনি খিলাফতে রাশিদাকে ইসলামের মূলনীতির উৎস বলে বর্ণনা করেন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বসমূহের পূর্ণ ব্যাখ্যা তুলে ধরেন।

শায়খ মুহাম্মদ ইকরাম, *মওজে কাওসার* (লাহোর, ফিরোজ সন্স, ১৯৫৮খ্রিঃ), পৃঃ ৩৪৫-৩৪৬ ; মুহাম্মদ ইসহাক ভাট্টী, *ফুকাহায়ে হিন্দ,* ৫ম খণ্ড (লাহোর, ১৯৮১খ্রিঃ), পৃঃ ৩১৭-১৪০৫।

৪০. যেসব হাদীস গ্রন্থে সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পর পর সংকলিত হয়, ফিকহের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় নি, তাকে আল্-মুসনাদ (الْمُسْنَدُ) বলা হয়। এ বিন্যাস কেউ কেউ রাবীগণের নামে 'আরবী বর্ণের ক্রমানুসারে আবার কেউ তাঁদের ইসলাম গ্রহণের অগ্রাধিকার ভিত্তিতেও করেছেন। ইমাম মূসা কাযিম ইব্ন জা'ফর সাদিক (মৃঃ ১৬৮/৭৮৪) সর্বপ্রথম 'মুসনাদ' সংকলন করেন। এছাড়া মুসনাদে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, মুসনাদে তায়ালিসী, মুসনাদে 'আবদ্ ইব্ন হুমাইদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে সর্বাপেক্ষা নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ মুসনাদ ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল সংকলন করেন।

ডঃ শামীম আরা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৯৬-৯৭।

৪১. যেসব হাদীস গ্রন্থ 'আকীদা-বিশ্বাস, আহ্কাম (শরী'আতের আদেশ-নিষেধ) আখলাক-আবদ ও শিষ্টাচার, কুর'আনের তাফসীর, ইতিহাস, যুদ্ধ ও সন্ধি, রিকাক ও জীবন সম্বলিত বর্ণনা (تَفْسِيْر،

Dhaka University Institutional Repository

করবেন। আর গ্রন্থিত হবার পর কিতাবটির রেওয়ায়তে তারা ব্যাপৃত হয়ে পড়বেন। তা মুখস্থ করবেন। আর জটিল স্থানগুলো আয়ত্ত্ব করবেন। দুর্বোধ্য জায়গাগুলো বিশ্লেষণ করবেন। তার ই'রাব-এর বর্ণনা প্রদান করবেন। হাদীসের সূত্রগুলো প্রকাশ করবেন। তন্মধ্য হতে ফিক্হী মাসা'ইল উদ্ভাবন করবেন। এর বর্ণনাকারীগণের জীবনী পর্যালোচনা করবেন এবং যুগ যুগ থেকে অদ্যাবধি তা চলতে থাকবে, এমন কি শেষাবধি মহান আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত এ গ্রন্থে বিদ্যমান হাদীসগুলোর এমন কোন দিকই আর অবশিষ্ট থাকবে না, যা নিয়ে মুহাদ্দিসগণ আলোচনা করেন নি।

হাদীস বিজ্ঞানের সমালোচকবৃন্দও গ্রন্থটি সংকলিত হওয়ার পূর্বে এবং পরে সংকলিত হাদীসের সাথে একমত হবেন এবং তার বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে রায় প্রদান করবেন। তাছাড়া গ্রন্থে বিদ্যমান গ্রন্থকারের অভিমতের ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন। উপরন্তু তাদের মুখে গ্রন্থটির প্রশংসা ও স্তুতি উচ্চারিত হবে।

ফিক্হ শাস্ত্রের ইমামগণ তা হতে অবিরাম মাস'আলা উদ্ভাবন করতে থাকবেন, তার ওপর নির্ভরশীল হবেন এবং তাকে যথেষ্ট মনে করবেন।

সর্বোপরি, সাধারণ জনগোষ্ঠী গ্রন্থটির সম্মান ও মর্যাদা প্রদানে কোন প্রকার কুণ্ঠাবোধ করবেন না।

অতএব, 'বিশুদ্ধ' ও 'প্রসিদ্ধ' এ দু'টি গুণ যখন কোন গ্রন্থে পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকবে, সেটি তখন প্রথম স্তরের কিতাব বলে গণ্য হবে।

সারকথা, বিশুদ্ধতা ও প্রসিদ্ধতার গুণ যখন কোন গ্রন্থে পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকবে তখন সেটি গণ্য হবে প্রথম স্তরের গ্রন্থরূপে। তারপর এ গুলোর স্তরভেদেও তারতম্য ঘটবে। আর যদি কোন গ্রন্থে উল্লিখিত কোন গুণেরই অস্তিত্ব না থাকে, তবে তার কোন গ্রহণযোগ্যতাই থাকবে না। প্রথম স্তরে বিদ্যমান যে গ্রন্থটি শীর্ষে অবস্থান করবে, তা মুতাওয়াতির হাদীসরূপে গণ্য হবে। এর নিম্ন ধাপে বিদ্যমান থাকলে তা হবে মুস্তাফিয পর্যায়ভুক্ত। 'ইলমি হাদীসের বিশুদ্ধ ও অকাট্য হাদীসগুলোর ন্যায় প্রথম স্তরের গ্রন্থগুলো 'আমলের উপকারিতা প্রদান করবে এবং দ্বিতীয় স্তরের গ্রন্থগুলোর মর্যাদা হবে এর পরে। অর্থাৎ তা যন্নী হাদীসের মর্যাদা লাভ করবে।

اَدَب ، سِيَر ، مَنَاقِب ، اَحْكَام ، اَشْرَاط ، فِتَن ، عَقَائِد) ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়, তাকে আল্-জামি' (الجَامِعُ) বলা হয়। এ ধরনের প্রথম গ্রন্থ হল 'জামি' ইমাম সাওরী'। সহীহ হাদীস সম্বলিত নিখুঁত জামি' সংকলন করেছেন ইমাম বুখারী (রহঃ)। আর সহীহ ও হাসান মিশ্রিত নিখুঁত জামি' সংকলন করেছেন ইমাম তিরমিযী (রহঃ)। সহীহ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর ও কিরা'আত সংক্রান্ত হাদীস খুবই কম, তাই হাদীস বিশারদগণের মতে তা জামি' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

ডঃ. শামীম আরা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯৬ ; মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১-১২।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপক গবেষণার পর এ সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া যায় যে, প্রথম স্তরে বিদ্যমান গ্রন্থের সংখ্যা মাত্র তিনটি । আর সে তিনটি গ্রন্থ হচ্ছে ঃ ১. মুওয়াত্তা, ২. সহীহ বুখারী ও ৩. সহীহ মুসলিম।

উপরোক্ত বিশ্লেষণের পর শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) বলেন ঃ মুহাদ্দিসীনে কিরাম সকলেই এ কথায় একমত যে, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে যেসব হাদীস বিদ্যমান রয়েছে তার সবটুকুই মুত্তাসিল,[৪২] মারফূ' এবং অকাট্যরূপে বিশুদ্ধ ও খাঁটি। আর এ গ্রন্থ দু'টি মুতাওয়াতির রূপে তার সংকলনকারী পর্যন্ত পৌছেছে। যে কেউ এ গ্রন্থদ্বয়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করবে, সে নিঃসন্দেহে বিদ'আতী এবং সে মুসলিম উম্মাহ্র পথ পরিহার করে ভিন্ন পথে যাত্রা শুরু করেছে।

তিনি আরও বলেন ঃ অবশ্য হাকিম (মুস্তাদরাকে হাকিম-এর রচয়িতা) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের পরে আরও কিছু হাদীস উদ্ভাবন করেছেন, যা সহীহাইনের শর্তাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অথচ ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) তা গ্রহণ করেন নি। তবে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) কোন হাদীসই সংকলন করতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের উস্তাসগণকে না দেখাতেন। তাঁরা তা দেখার পর হাদীসটির বিশুদ্ধতায় একমত হলে এবং 'এ হাদীসের বক্তব্যই সঠিক' এমন মন্তব্য করলেই কেবল রচয়িতাদ্বয় তা সংকলন করতেন। যেমনটি এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেছেন ঃ

لَمْ اَ ذْكُرْ هٰهُنَا اِلاَّ مَا اَجْمَعُوْا عَلَيْهِ -[৪৩]

যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁরা কোন হাদীসের বিশুদ্ধতায় একমত হয়েছেন, ততক্ষণ আমি সে হাদীস গ্রন্থ মধ্যে উল্লেখ করি নি।

---

৪২. যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়ে নি, তাকে মুত্তাসিল হাদীস বলা হয়। মুত্তাসিল হাদীস চার প্রকার ঃ

১. মুতাওয়াতির (مُتَوَاتِرْ) ২. মাশহূর (مَشْهُوْرْ) ৩. 'আযীয (عَزِيْزْ) ও ৪. গারীব (غَرِيْبٌ) আর খবরে মাশহূর, 'আযীয, গারীব এ তিনটি হাদীসকে একত্রে খবরে ওয়াহিদ (خبر واحد) বলা হয়।

ডঃ শামীম আরা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৯ ; মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫।

৪৩. ইমাম মুসলিম (রহঃ) " مَا اَجْمَعُوا عَلَيْهِ " বাক্য দ্বারা যা উদ্দেশ্য করেছেন, বালকীনী (রহঃ)-এর ভাষায় তাঁরা হলেন চারজন ঃ এক. আহ্মদ ইব্ন হাম্বল, দুই. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মু'ঈন, তিন. 'উসমান ইব্ন আবী শায়বা ও চার. সা'ঈদ ইব্ন মানসূর আল-খুরাসানী।

সিরাজুদ্দীন আল বালকীনী, *মাহাসিনুল ইসতিলাহ* (কায়রো, মিসর), পৃঃ ৯১ ; সুয়ূতী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাদের শিক্ষকবৃন্দের ন্যায় কোন হাদীস গ্রহণ করার পূর্বে হাদীসের মূল ভাষ্য নিয়ে গবেষণা করতেন । দেখতেন এটি মুত্তাসিল না মাক্‌তূ'[৪৪] ইত্যাদি। অবশেষে হাদীসটির সম্যক অবস্থা তাঁদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে পড়ত। [৪৫]......।

হাফিয 'ইরাকী (রহঃ)[৪৬] সহীহ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম-এর অবস্থান নির্ণয়ে তুলনামূলক আলোচনার সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে তাঁর আল্‌ফিয়াহ্ গ্রন্থে বলেন ঃ

أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِى الصَّحِيْحِ * مُحَمَّدٌ وَخُصَّ بِالتَّرْجِيْحِ
وَمُسْلِمٌ بَعْدُ وَبَعْضُ الغَرْبِ مَعْ * اَبِى عَلِىٍّ فَضَّلُوا ذَا لَوْ نَفَعْ

সহীহ হাদীসের সর্বপ্রথম সংকলক হচ্ছেন ইমাম বুখারী (রহঃ)। এ বিষয়ে প্রাধান্য পাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি অনন্য। তারপরে ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর অবস্থান । আবূ 'আলীসহ কোন কোন পাশ্চাত্য মুহাদ্দিস ইমাম মুসলিম (রহঃ)-কে প্রাধান্য দিয়েছেন ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর ওপর যদি তা উপকারে আসে।

---

৪৪. যে হাদীসের সনদ কোন তাবি'ঈ পর্যন্ত পৌছেছে অর্থাৎ কোন তাবি'ঈ (রহঃ)-এর বাণী, কাজ ও সমর্থনকে মাকতূ' হাদীস বলা হয়। গুরুত্ব ও প্রাধান্যের দিক দিয়ে হাদীসে মারফূ'-এর স্থান সর্বপ্রথম, তারপর হাদীসে মাওকূফ এবং সর্বশেষে মাকতূ'-এর স্থান। অনেকে মাওকূফ ও মাকতূ'-কে হাদীস না বলে আসারই বলে থাকেন আবার কখনও কখনও আসার অর্থে মহানবী (সাঃ)-এর হাদীসকেও বুঝায়।

ডঃ শামীম আরা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৯ ; মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫।

৪৫. শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ*, ১ম খণ্ড (মিসর ঃ ১৩২২/১৯০৪ কায়রো ঃ দারুত তুরাস, ১৩৫৫/১৯৩৬, করাচী ঃ আসাহ্হুল মাতাবি', ১৩৮৪/১৯৬৪), পৃঃ ২৮০-২৮৩।

৪৬. তাঁর পুরো নাম ঃ হাফিয যায়নুদ্-দীন আবুল ফযল 'আবদুর রহীম ইবনুল হুসায়ন ইব্ন 'আবদুর রহমান। তিনি স্বীয় যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিম ছিলেন। ইব্ন হাজার (রহঃ) তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি লাভ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'আলফিয়াহ শারহ আলফিয়া' এবং 'তাখরীজু 'আহাদীসিল ইহ্য়া' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী, *আত্-তা'লীকাতুস্ সানিয়্যাহ 'আলাল ফাওয়াইদিল বাহিয়্যাহ*, ১ম সং (আস্-সা'আদাহ প্রেস, মিসর, ১৩২৪/১৯০৬), পৃঃ ৩৭ ; ডক্টর আফতাব আহমদ রহমানী, ***Hafiz Ibn Hazar Al–Asqalani and his contribution to Hadith Literature*** (Rajshahi University, 1967), p. 11 ; 'আবদুল হালীম, *আল বিযা'আতুল মুয্জাত লিমান ইউতালি'উল মিরকাত*, ১ম সং (মাতবা'আতুল ইমদাদিয়াহ, মুলতান, পাকিস্তান, ১৩৯২/১৯৭২), পৃঃ ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসংগে হাফিয 'ইরাকী বলেন ঃ বিশুদ্ধ হাদীস যিনি সর্বপ্রথম সংকলন করেছেন তিনি হচ্ছেন, ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল্-বুখারী (রহঃ) এবং তাঁর কিতাবটি জমহুর মুহাদ্দিসগণের মতে সহীহ মুসলিম থেকে বিশুদ্ধ। তারপর সহীহ মুসলিমের অবস্থান। আর এ বক্তব্যটিই ধ্রুব সত্য।

ইমাম নববী (রহঃ) (৬৩১/১২৩৩-৬৭৬/১২৭৭) বলেন ঃ এ কথাটি সঠিক। এর উদ্দেশ্য হল ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর তা'লীক ও তারাজিম ব্যতীত বাকী হাদীসগুলো। আর এসব সংকলনে তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি। হাফিয 'ইরাকী (রহঃ)-এর বক্তব্য ঃ وَمُسْلِمٌ بَعْدُ -এর অর্থ হল সহীহ হাদীসের ভিত রচনা ও বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে সহীহ বুখারীর পরে হচ্ছে সহীহ মুসলিমের অবস্থান।

'ইরাকী (রহঃ)-এর বক্তব্যে ব্যবহৃত وَبَعْضُ الْغَرْبِ -এর অর্থ হচ্ছে بَعْضُ اَهْلِ الْغَرْبِ এ বাক্যে مضـاف বা সম্বন্ধ পদকে উহ্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, পাশ্চাত্যের কিছু সংখ্যক লোক এবং হাকিম (রহঃ)-এর উস্তায হাফিয আবূ 'আলী আল-হুসাইন ইব্ন 'আলী আন-নীশাপূরী সহীহ বুখারীর ওপর সহীহ মুসলিমকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আবূ 'আলী বলেন ঃ

مَا تَحْتَ اَدِيْمِ السَّمَاءِ اَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ فِى عِلْمِ الْحَدِيْثِ-[৪৭]

হাদীস শাস্ত্রে সহীহ মুসলিম অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ কোন গ্রন্থ আকাশের নীচে নেই।

কাযী 'ইয়ায (রহঃ)[৪৮] "আবূ মারওয়ান আত্তুবনী"[৪৯] থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ আমার শায়খগণের কেউ কেউ ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর কিতাবের ওপর ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর কিতাবকে প্রাধান্য দিতেন।

---

৪৭. মুহাম্মদ আবূ যাহু, *আল-হাদীসু ওয়াল মুহাদ্দিসূন,* ৪র্থ সং (দারুল কিতাবিল 'আরাবী, বৈরুত, লেবানন ১৪০৪/১৯৮৪), পৃঃ ৩৯২ ; আয্-যাহাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫৮৯।

৪৮. আবুল ফযল 'ইয়ায ইব্ন মূসা আল্-ইয়াহসুবী আস্-সাবতী (মৃঃ ৫৪৪/১১৪৯) আল-মালিকী একজন হাফিয, মুজতাহিদ, ফকীহ্, মুফাস্সির এবং ইতিহাসবিদ ছিলেন। তাঁর দাদা 'আমরুন আন্দালুস থেকে মরক্কোর ফারস শহরে আগমন করে সাবতাহ শহরে বসবাস করেন। তিনি আবূ 'আলী আল্-গাস্সানীর নিকট ২২ বছর যাবৎ অবস্থান করেন এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি লাভ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা প্রচুর, তার মধ্যে اِكْمَالُ الْمُعْلِمِ ، مَشَارِقُ الاَنْوَارِ ، الشِّفَاءُ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।

সীয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১ম সং (বৈরুত লেবানন, ১৪০৩/১৯৮৩), পৃঃ ২১২-২১৮ ; *তাহ্যীবুল আসমা ওয়াল লুগাত,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩।

৪৯. হাফিয সাখাভী (রহঃ) 'ফাত্হুল মুগীস' শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন ঃ "الطبنى" শব্দটি "طاء" অক্ষরে পেশ হবে, তারপর প্রসিদ্ধ ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে "باء" অক্ষরটি সাকিন হবে এবং এরপর নূন অক্ষর হবে। এটি আফ্রিকা মহাদেশের কোন একটি পাশ্চাত্য নগরীর নাম।

শিহাবুদ্দীন ইয়াকূত, *মু'জামুল বুলদান,* ৪র্থ খণ্ড, ১ম সং (মাকতাবাহ্ খাঞ্জী, কায়রো, মিসর, তা.বি.), পৃঃ ২১।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্নুস্ সালাহ (রহঃ)[৫০] (৫৭৭/১১৮১-৬৪৩/১২৪৫) বলেন ঃ আবূ 'আলী প্রমুখের বক্তব্যের উদ্দেশ্য যদি এমনটি হয় যে, সহীহ মুসলিম গ্রন্থটি প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য কেবল এ কারণেই যে, তাতে সহীহ ব্যতীত অন্য কোন হাদীস সংযুক্ত হয় নি, তবে তাতে কোন আপত্তি নেই । আর যদি অর্থ এই হয় যে, সহীহ মুসলিম হাদীসের সমুদয় গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশুদ্ধতম, তাহলে এ কথাটি আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। মোটকথা, হাদীসের গ্রন্থাবলীর মধ্যে এ দু'টি কিতাবই হচ্ছে সর্বাধিক বিশুদ্ধ।[৫১]

আর হাফিয 'ইরাকী (রহঃ) যে বলেছেন ঃ এ দু'টি গ্রন্থ হাদীস শাস্ত্রে সংকলিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ, এটি এমনই বক্তব্য যাতে হাদীস বিজ্ঞানের অধিকাংশ 'আলিম একমত। এ জন্যই আমি অন্যান্য গ্রন্থাবলীর ওপর সহীহাইনের প্রাধান্যের ক্ষেত্রে হাদীস শাস্ত্রের কিছু সংখ্যক ইমামের অভিমত উদ্ধৃত করতে চাই, যদিও বা প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থাকা সত্ত্বেও হাদীস শাস্ত্রের জমহুর 'আলিমগণ সুস্পষ্টরূপে সহীহ মুসলিমের ওপর সহীহ বুখারীকে প্রাধান্য দিয়েছেন। শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারী (রহঃ), আফ্রিকার কিছু লোক ও আবূ 'আলী আন-নীশাপূরী (রহঃ) কর্তৃক ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর ওপর ইমাম মুসলিম (রহঃ)-কে প্রাধান্য দেয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন ঃ কোন লাভ নেই। তাঁর মতে, পারিভাষিক অর্থে যদিও বা ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর ওপর ইমাম মুসলিম (রহঃ)-কে প্রাধান্য দেয়া স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ; কিন্তু সুস্পষ্ট ভাষায় ইমাম মুসলিম (রহঃ)-কে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর ওপর প্রাধান্য না দেয়াতে এ বক্তব্য দ্বারা তেমন কোন লাভ হয় নি। বিশুদ্ধ হাদীস হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহঃ) শর্তারোপ করেছেন যে, বর্ণনাকারী ও শ্রোতা উভয়ের সাক্ষাত হয়েছে এ মর্মে প্রমাণ থাকতে হবে, অথচ ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর মতে, উভয়ের সাক্ষাতের সম্ভাবনা ও সমকালীন যুগে বিদ্যমান থাকলেই চলবে। এতদ্ভিন্ন 'আলিমগণ সবাই

---

৫০. তাঁর পুরো নাম ঃ হাফিয তাক্বীউদ্দীন আবূ 'আমর 'উসমান ইব্ন সালাহুদ্দীন 'আবদুর রহমান ইব্ন 'উসমান ইব্ন মূসা কুর্দী শাহারযূরী শাফি'ঈ 'ওরফে ইব্নুস সালাহ (রহঃ) (৫৭৭-৬৪৩)। তিনি হাদীস, তাফ্সীর, ফিক্হ ও উসূলে ফিক্হে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) বলেন, তিনি প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, দুনিয়াত্যাগী ও বিশুদ্ধ সালাফী 'আকীদার অধিকারী ছিলেন। ইব্ন খাল্লিকান বলেন, তিনি স্বীয় যুগের অন্যতম সেরা মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, ফকীহ্ ও মুফতী ছিলেন। উসূলে হাদীসের ওপর লিখিত 'মুকাদ্দামা ইব্নুস্ সালাহ' নামে খ্যাত তাঁর রচিত ছোটগ্রন্থ 'কিতাবু 'উলূমিল হাদীস' তাঁকে জগদ্বিখ্যাত করেছে।

দাউদী, *তাবাক্বাতুল মুফাসসিরীন,* ১ম খণ্ড (তাহকীক ঃ 'আলী মুহাম্মদ 'ওমর, মাকতাবাহ্ ওয়াহ্বাহ, কায়রো, মিসর, ১৩৯২/১৯৭২), পৃঃ ৩৭৭ ; সুয়ূতী, *তাবাকাতুল হুফ্ফায* (মকতাবাহ্ ওয়াহ্বাহ, কায়রো, মিসর, ১৩৯৩/১৯৭৩), পৃঃ ৪৯৯ ; তাকীউদ্দীন আস্-সুবকী, *তাবাকাতুশ্-শাফি'ঈয়াহ্,* ৫ম খণ্ড (বৈরুত, অফসেট ছাপা, তা.বি.), পৃঃ ১৩৭।

৫১. হাফিয 'ইরাকী, *আত্-তাবসিরাতু ওয়াত্ তায্কিরাহ,* ১ম খণ্ড (আল মাগরিব), পৃঃ ৩৯-৪০ ; ইব্নুস্ সালাহ, *'উলূমুল হাদীস* (সা'আদাহ প্রেস, মিসর, ১৩২৬/১৯০৮), পৃঃ ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

একমত যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) ইমাম মুসলিম (রহঃ) অপেক্ষা বড় এবং হাদীস সংগ্রহের ক্ষেত্রেও অধিক অগ্রসর। উপরন্তু ইমাম মুসলিম (রহঃ) হচ্ছেন ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর ছাত্র। এমন কি ইমাম দারা কুতনী (রহঃ)[৫২] বলেন ঃ لَوْلَا الْبُخَارِيُّ لَمَا ذَهَبَ مُسْلِمٌ وَلَا جَاءَ -[৫৩]

ইমাম বুখারী (রহঃ) না থাকলে ইমাম মুসলিম (রহঃ) এতটা এ কল্যাণপথের যাত্রী হতে পারতেন না এবং এ পথে আসতেন না।

কেউ কেউ বলেন ঃ এ ক্ষেত্রে উভয়ই সমান। আবার কারও কারও মতে ঃ এ ক্ষেত্রে নীরব থাকাই উত্তম। মোটকথা, হাদীস গ্রন্থাবলীর মধ্যে এ দু'জনের কিতাবই সর্বাধিক বিশুদ্ধ।[৫৪]

---

৫২. ইমাম দারা কুতনী (৩০৬/৯১৮-৩৮৫/৯৯৫) (রহঃ) বাগদাদের দারা কুতন নামক মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। এর প্রতি নিসবত করে তাঁকে দারা কুতনী বলা হয়। তিনি খুব ছোট বেলায় আস্-সাফ্ফা-এর মসলিসে জ্ঞানান্বেষণের জন্য হাযির হন। তিনি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস লাভের মানসে বসরা, কূফা, ওয়াসিত, সিরিয়া ও মিসর ভ্রমণ করেন। তিনি আবুল কাসিম বাগাবী আবূ বকর ইব্ন আবী দাউদ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণের নিকট অধ্যায়ন করেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে আবূ বকর আল্-বুরকানী, আবূ নু'আয়ম ইস্পাহানী, কাযী আবুত্-তায়্যিব তাবারী প্রসিদ্ধ। খাতীব বাগদাদী তাঁকে যুগ শ্রেষ্ঠ ইমাম, মুহাদ্দিস, হাদীসের 'ইল্লত, আসমা'উর রিজাল এবং রাবীগণের অবস্থার জ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বশেষ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বলে অভিহিত করেছেন। হাকিম আবূ 'আব্দিল্লাহ তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ

صَارَ الدارَ قُطْنِيُّ اوحدَ عصره فِى الحِفْظِ والفَهْمِ والوَرَعِ ، إماماً فى القِرَاءتِ والنحْوِ ، صادفت فوق ما وصف لِى ،

আবূ যর আল-হারবী বলেন, আমি হাকিমকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি দারা কুতনীর মত কাউকে দেখেছেন ? তখন তিনি বললেন, তিনিই তো তাঁর মত কোন ব্যক্তিকে দেখেন নি, আমি কি করে দেখব ? আল-বুরকানী বলেন, দারা কুতনী (রহঃ) তাঁর কণ্ঠস্থ থেকেই হাদীসের 'ইল্লাত লিপিবদ্ধ করাতেন। কাযী আবুত্-তায়্যিব বলেন ঃ

الدارَ قُطنِى أمِيرُ المؤمِنينَ فِى الحدِيثِ ، وما رأيتُ حَافظاً وَرَدَ بَغدادَ الا مضى اليه وسلم له -

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে,

كِتَابُ العِلَلِ ، السُّنَنُ ، كِتَابُ الأربَعِينَ ، الاِسْتِدْرَكَاتُ والتَتَبُّعُ ، الاِلزَامَاتُ علَى الصَّحِيْحَين، كِتَابُ القِرَاءتِ ، كِتَابُ الضُّعَفَاءِ -

খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩৬ ; খায়রুদ্দীন যিরাকলী, *আল-আ'লাম,* ২য় সং (বৈরুত, লেবানন, ১৩৯৯/১৯৯৭), পৃঃ ৩১৪ ; ইবনুল 'ইমাদ, *শাযারাতুয-যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব* (মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো, মিসর; ১৯৫০/১৯৩২), পৃঃ ১১৬-১১৭ ; 'ওমর রিযা কাহ্হালাহ, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন* (মাকতাবাতুল মাসনা, বৈরুত, লেবানন, তা.বি.), পৃঃ ১২৯।

৫৩. মুহাম্মদ আবূ যাহ্, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩৯০।

৫৪. যাকারিয়া আল্-আনসারী, *ফাতহুল বাকী শারহু আলফিয়াতিল 'ইরাকী,* ১ম খণ্ড (পুনঃ বিন্যাস ও পুনরালোচনা সহকারে, মাগরিব সংস্করণ), পৃঃ ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম ইব্‌নুস সালাহ (রহঃ) বলেন ঃ সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী আল্-জু'ফী। তারপর তাঁরই উত্তরসূরীগণের মধ্য থেকে তাঁর অনুসরণ করেন আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্‌নুল হাজ্জাজ আন্-নীশাপুরী আল-কুশাইরী। ইমাম মুসলিম (রহঃ) হচ্ছেন এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অধিকাংশ শায়খগণের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁর সাথে শরীক ছিলেন। আর এ মনীষীদ্বয়ের গ্রন্থ দু'টি হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র কিতাবের পরেই বিশুদ্ধতম গ্রন্থ।[৫৫]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন ঃ কেবলই সহীহ হাদীস দ্বারা সংকলিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ হচ্ছে সহীহ বুখারী, তারপর সহীহ মুসলিম। আর পবিত্র কুর'আনের পর এ দু'টিই হচ্ছে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ। আবার এ দু'টির মধ্যে সহীহ বুখারী হচ্ছে সবচেয়ে বেশী উপকারী ও বিশুদ্ধ। আবার কারও কারও মতে সহীহ মুসলিমই হচ্ছে সহীহ। তবে প্রথম অভিমতই সঠিক।[৫৬]

মোদ্দাকথা, কঠিন থেকে কঠিনতম শর্তারোপ করে ও অত্যধিক সর্তকতা অবলম্বন করে যখন সহীহাইন আত্মপ্রকাশ করল, তখন ব্যাপকভাবে বিদ্বানমণ্ডলী এ কথায় একমত হলেন যে, গ্রন্থ দু'টি সর্বাধিক বিশুদ্ধ এবং এর হাদীসগুলোও বিশুদ্ধতায় সর্বোচ্চ শীর্ষস্থানীয়।

সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাকার ইমাম নববী (রহঃ) তাঁর গ্রন্থে বলেন ঃ সমস্ত 'আলিম ঐকমত্য পোষণ করেন যে, মহাগ্রন্থ আল্-কুর'আনুল কারীমের পর দুনিয়ার সমুদয় গ্রন্থের মধ্যে এ দু'টি কিতাব হচ্ছে সর্বাধিক বিশুদ্ধ এবং মুসলিম উম্মাহ্ এ দু'টিকে এক বাক্যে গ্রহণও করেছেন। আর সহীহ বুখারী হচ্ছে এ দু'টির মধ্যে বিশুদ্ধতর ও অধিক কল্যাণকর এবং বাহ্যিক ও সূক্ষ্ম বিষয়ে অধিকতর দিক নির্দেশক। তবে এ কথাও সত্য যে, ইমাম মুসলিম (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ) থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন। আবার ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বয়ং এ স্বীকৃতিও দিয়েছেন যে, 'ইলমি হাদীসে ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর কোন তুলনা নেই।

---

৫৫. ইব্‌নুস্ সালাহ, *কিতাবু 'উলূমিল হাদীস 'ওরফে মুকাদ্দামা ইব্‌নুস্ সালাহ* (সা'আদাহ্ প্রেস, মিসর, ১৩২৬/১৯০৮), পৃঃ ১৩-১৪।

মূল 'আরবী ঃ

قالَ الإمامُ ابنُ الصَّلاَحِ رَحِمـهُ اللهُ تَعالىٰ : أَوَّلُ مَن صَنَّفَ الصَّحِيحَ البُخَارِىُّ أبو عَبد الله مُحمدُ بنُ إسمَاعيلَ الجُعْفِىُّ مَولاهُم ، وتَلاَه أبو الحُسَيْن مُسلِمُ بنُ الحَجَّاج النيسَابُورِىُّ القُشَيْرِىُّ - مِنْ انفُسِهِمْ وَمُسْلمُ مع أنّه أخَذَ عَن البُخَارِىّ وَاستَفَادَ مِنه ، يُشَارِكُه فِى أكثَرِ شيُوخِه ، وكِتَابَاهُمَا أصَحُّ الكُتُبِ بعدَ كِتَابِ اللهِ العَزِيزِ-

৫৬. ইব্‌ন হাজার, *তাকরীবুত-তাহ্‌যীব* ১ম খণ্ড (আল্-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, মদীনা, ১৩৮০ / ১৯৬০), পৃঃ ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

সহীহ বুখারীকে প্রাধান্য দিয়ে যে আলোচনাটি এতক্ষণ উপস্থাপন করা হল, মূলত এটিই প্রসিদ্ধ 'আলিমগণের সর্বজনস্বীকৃত অভিমত। হাদীসের সূক্ষ্ম বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী, অতিশয় সতর্কতা অবলম্বনকারী, রুচিশীল হাদীস বিশারদগণেরও অভিমত এটাই।

আবূ 'আলী আল্ হুসাইন ইব্ন 'আলী আন্-নীশাপূরী, আল্ হাফিয শায়খুল হাকিম আবূ 'আব্দুল্লাহ ইব্নুল বাই' বলেন ঃ সহীহ মুসলিম হচ্ছে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ। আফ্রিকার কিছু সংখ্যক শায়খও তাঁর সাথে একমত পোষণ করেন। তবে প্রথমোক্ত বক্তব্যটিই সঠিক।

দার্শনিক, ফকীহ্, হাফিয, ইমাম আবূ বকর ইসমা'ঈলী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থ "আল্ মুদখাল"-এ সহীহ বুখারীর প্রাধান্যের বিষয়টি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। অপর দিকে ইমাম আবূ 'আবদুর রহমান আন্ নাসা'ঈ (রহঃ) থেকে বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তিনি বলেন ঃ এসব গ্রন্থাবলীতে ইমাম বুখারী সংকলিত গ্রন্থের চেয়ে উত্তম কিছু পাওয়া কঠিন।[৫৭]

"তাহ্যীবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত"-এর গ্রন্থকার বলেন ঃ 'উলামায়ে কিরাম এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, এ পর্যন্ত যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তন্মধ্যে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম হচ্ছে সর্বাধিক বিশুদ্ধ । আর জমহুর 'আলিমগণ এ কথায় একমত যে, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে সহীহ বুখারী হচ্ছে বিশুদ্ধতর এবং অধিক উপকারী ।

মূল 'আরবী ঃ

قالَ الإمامُ النَبوِىُّ رَحِمَه الله : أوَّلُ مُصنَّفٍ فِى الصَّحِيحِ المُجَرَّدِ صَحِيْحُ البُخَارِىِّ ثم مُسْلِمٍ ، وَهُمَا أَصَحُّ الكُتُبِ بَعدَ القُرْانِ والبخارى أصحُّهُمَا وأكثرُهمَا فَوائِدَ - وقِيلَ مُسلمٌ أصحُّ والصَّوابُ الأوَّلُ -

৫৭. শারহ্ সহীহ মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৪।

মূল 'আরবী ঃ

قال الإمامُ النبوىُّ رَحِمَه اللهُ تعالىٰ فى شَرْحِه لِصَحِيحِ مُسلم : اتَّفق العُلماءُ رَحِمهُمُ اللهُ علىٰ أنَّ اصحَّ الكُتُبِ بَعْدَ القُرانِ العَزِيزِ : الصحيحَانِ - البُخَارِىُّ ومُسلمُ - وتَلقَّتهُمَا الأئمَّةُ بِالقبُولِ ، وكِتابُ البُخَارِىِّ أصحُّهُمَا وأكثرُهُمَا فوائِدَ ومَعارِفَ ظَاهِرةٍ وغَامِضَةٍ ، وقد صَحَّ ان مسلمًا كان مِمَّنْ يَستَفِيدُ مِن البُخَارِىِّ ، ويَعتَرِفُ بِانَّهُ لَيْسَ له نَظِيرٌ فى عِلم الحَدِيثِ -

وهٰذا الذِى ذَكرْناه مِنْ تَرْجِيْحِ كتَابِ البُخَارِى هو المَذهَبُ المُختَارُ - الذِى قَالَه الجَماهِيرُ ، واَهلُ الاِتقَانِ ، والحذق والغَوص عَلىٰ أسرار الحَدِيثِ -

وقال أبُوعلِى : الحُسَينُ بنُ عَلى النيسابوُرِىُّ الحَافِظُ شيخُ الحَاكمِ أبِى عَبدِ اللهِ ابنِ البيع - كتابُ مسلمٍ أصحُّ ، ووَافقه بعضُ شُيوخِ المَغرِبِ والصحيحُ الأوَّلُ -

وقد قرَّرَ الإمامُ الحافِظُ الفَقِيهُ النظَّارُ أبوبكرٍ الاسْمَاعِيلىُّ رحِمَه اللهُ فى كِتَابِه " المَدْخَلُ" تَرجِيحَ كتابِ البُخَارِىِّ -

ورَوَينا عَنِ الامامِ أبِى عَبدِ اللهِ النسائىِّ رحِمَه اللهُ أنَّهُ قال: مَا فِى هٰذِه الكُتُبِ كُلِّهَا أجوَدَ مِن كِتَابِ البُخَارِىِّ -

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

وَاجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلٰى صِحَّةِ هٰذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ وَوُجُوْبِ الْعَمَلِ بِاَحَادِيْثِهِمَا-[৫৮]

মুসলিম উম্মাহর সবাই একমত হয়েছেন যে, এ কিতাব দু'টি সহীহ এবং এ গ্রন্থদ্বয়ে বিদ্যমান হাদীসের ওপর 'আমল করা ওয়াজিব।

হাফিয ইব্ন হাজার 'আসকালানী (রহঃ) ইমাম নাসা'ঈ (রহঃ)-এর বক্তব্যের জের টেনে বলেন ঃ اَلْجُوْدَةُ বা উত্তম শব্দ দ্বারা ইমাম নাসা'ঈ (রহঃ) সনদ বা সূত্র সংক্রান্ত উত্তম হওয়ার দিকটির কথাই উল্লেখ করেছেন, হাদীস বিশারদগণের পরিভাষা থেকে যেমনটি অনুধাবিত হয়।

ইব্ন হাজার (রহঃ)-এর এ বক্তব্যটিও ইমাম নাসা'ঈ (রহঃ)-এর বক্তব্যের ন্যায় গুণাবলীর ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষ সাধনের বিষয়টি বুঝায়। রাবীগণের আলোচনা সমালোচনায় ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর ভীষণ কড়াকড়ি, চিন্তা ভাবনা, গবেষণা ও সতর্কতা তথা এ বিষয়ে সমকালীন যুগের সমুদয় গবেষককে ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার ফলে রুচিশীল একদল হাদীস বিজ্ঞানী এ ক্ষেত্রে মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ (রহঃ)-এর ওপর ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে প্রাধান্য দেন। অপরদিকে ইমাম দারা কুতনী প্রমুখ এসব সহ অন্যান্য বিষয়ে সহীহ গ্রন্থের সংকলক ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে ইমামুল আ'য়িম্মা আবূ বকর ইব্ন খুযাইমা (রহঃ)-এর ওপর প্রাধান্য দেন।[৫৯]

হাফিয আবূ 'আলী আন্-নীশাপূরী (রহঃ) (২৭৭/৮৯০-৩৪৯/৯৬০)-এর ব্যক্তব্যের জবাব অচিরেই প্রদান করা হবে।

সহীহ বুখারীর প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'উমদাতুল ক্বারী'র ব্যাখ্যাকার 'আল্লামা হাফিয বদরুদ্দীন 'আইনী (রহঃ)[৬০] নিজ গ্রন্থে বলেন ঃ

---

৫৮. *তাহ্যীবুল আসমা ওয়াল লুগাত,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৩-৭৪।

৫৯. *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০-১১।

৬০. তাঁর পুরো নাম ঃ আবূ মুহাম্মদ মাহ্মূদ ইব্ন আহমদ মূসা বদরুদ্দীন 'আইনী (রহঃ)। তাঁর পিতা আহ্মদ (৭২৫/১৩২৫-৭৮৪/১৩৮২) আলেপ্পোর অধিবাসী ছিলেন। এরপর তিনি 'আইন-তাব্ নামক শহরে স্থানান্তরিত হন এবং তথাকার কাযী পদে নিয়োজিত হন। এ শহরেই বদ্দরুদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতা এবং তাঁর শহরের অন্যান্য 'আলিমগণের নিকট থেকে জ্ঞানার্জনের পর আলেপ্পো, সিরিয়া, বায়তুল মুকাদ্দাস প্রভৃতি শহরের বিশিষ্ট শায়খের নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণের মধ্যে রয়েছেন, হাফিয যায়নুদ্দীন 'আবদুর রহীম আল্-'ইরাকী, হাফিয সিরাজুদ্দীন বালকীনী, তাকীউদ্দীন ইব্ন মুহাম্মদ প্রমুখ। তিনি হাদীস, ফিক্হ, তারীখ প্রভৃতি শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন বহু গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, 'উমদাতুল ক্বারী, আল্-বিনায়াহ্ ফী শারহিল হিদায়াহ্, রামযুল হাকা'ইক ফী শারহি কানযিদ্ দাকা'ইক, আল-ওয়াসীত ফী মুখ্তাসারিল মুহীত প্রমুখ।

তারজুমাতুল 'আইনী, *মুকাদ্দিমাতু 'উমদাতিল-ক্বারী* (দারুল ফিক্র, মিসর), পৃঃ ২-১০।

Dhaka University Institutional Repository

اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ عَلٰى اَنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ تَعَالٰى اَصَحُّ مِنْ صَحِيْحَى الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ-[৬১]

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমস্ত 'আলিম এ বিষয়ে একমত যে, মহান আল্লাহ্র কালামের পর সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম অপেক্ষা অধিকতর বিশুদ্ধ গ্রন্থ এ পৃথিবীতে আর নেই।' পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য তথা আফ্রিকা অঞ্চলের কেউ কেউ সহীহ বুখারীর ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন সহীহ মুসলিমকে। কিন্তু জমহুর 'উলামায়ে কিরাম সহীহ মুসলিমের তুলনায় সহীহ বুখারীর অধিক উপকারিতার কথা বিবেচনা করে সহীহ মুসলিমের ওপর সহীহ বুখারীকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।[৬২]

'আল্লামা ইব্ন তাইমিয়াহ্ (রহঃ) (৬৬১/১২৬২-৭২৮/১৩২৭) বলেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِى اتَّفَقَ عَلَيْهِ اَهْلُ الْعِلْمِ اَنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ الْقُرْاٰنِ كِتَابٌ اَصَحُّ مِنْ كِتَابِ الْبُخَارِيِّ وَ مُسْلِمٍ -[৬৩]

'জ্ঞানী-গুণী সবাই এ বিষয়ে একমত যে, পবিত্র কুর'আনের পর সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ মহান আল্লাহ্র এ যমীনে আর দ্বিতীয়টি নেই।' প্রশ্ন হ'ল এ গ্রন্থ দু'টির এ বৈশিষ্ট্য কেন ? এর উত্তরে বলা যায় যে, মূলত এ গ্রন্থদ্বয় রচনার সময় তাঁরা তাঁদের গ্রন্থে কেবল সনদের দিক থেকে বিশুদ্ধ হাদীসই গ্রহণ করার নীতি অবলম্বন ও অনুসরণ করেন। গ্রন্থ সংকলনের সময় সাহাবা ও তাবি'ঈগণের আসার এবং হাসান, মুরসাল ইত্যাদিসহ সমুদয় হাদীস গ্রহণ করার অভিপ্রায় তাঁদের ছিল না। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) সনদ বা সূত্রের দিক থেকে রাসূলে করীম (সাঃ)-এর বিশুদ্ধ হাদীসই কেবল গ্রহণ করেছেন। ফলে তাঁদের গ্রন্থদ্বয় اَصَحُّ الْكُتُبِ বা অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থরূপে বিভূষিত হওয়ার দাবী অর্জন করেছে। কারণ রচিত গ্রন্থসমূহে নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণিত হাসীসগুলোর মধ্যে এসব হাদীসই সর্বাধিক বিশুদ্ধ।[৬৪]

---

৬১. বদরুদ্দীন 'আইনী, *উমদাতুল ক্বারী*, ১ম খণ্ড (দারুল ফিক্র, মিসর), পৃঃ ৫।

৬২. বদরুদ্দীন 'আইনী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫ ।

মূল 'আরবী ঃ

فَرَجَّحَ الْبعضُ مِنْهُمْ الْمغَارِبَةُ صَحِيحَ مُسْلِمٍ عَلٰى صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَالْجُمهُورُ عَلٰى تَرْجِيحِ صَحِيحِ الْبخَارِيِّ عَلٰى مسلم ، لِاَنَّهُ اَكْثَرُ فَوَائِدَ مِنه -

৬৩. ইব্ন তাইমিয়াহ, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, ২০তম খণ্ড, (মক্কা ঃ মাকতাবা নাহ্যাতুল হাদীসাহ, মুদ্রণ কায়রো ১৪০৪/১৯৮৪), পৃঃ ৩২১।

৬৪. ইব্ন তাইমিয়াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩২১।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম ইব্ন তাইমিয়াহ (রহঃ) অন্যস্থানে আরও বলেন, হাদীসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দু'টিই, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম।

فَلَيْسَ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ كِتَابٌ أَصَحُّ مِنَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ -[৬৫]

"পবিত্র কুর'আনের পর আকাশের নীচে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের চেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ আর নেই"।

শুদ্ধ ও অশুদ্ধ হাদীসসমূহ পর্যালোচনার যোগ্যতাসম্পন্ন হাদীস বিশারদ ও হাদীস পরখকারী দূরদৃষ্টিসম্পন্ন 'আলিমগণের উপরোক্ত অভিমতই এ দাবী প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট।

'আল্লামা ত্বীবী (রহঃ)[৬৬] (মৃঃ ৭৪৩/১৩৪২) বলেন ঃ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে শর্তাবলীর শক্তিমত্তা ও দুর্বলতার তারতম্যের ভিত্তিতে সহীহ হাদীসের স্তর নির্ণয় দ্বারাও আমরা হাদীসের গ্রন্থাবলীর মধ্যে ব্যবধান রচনা করে থাকি। সে দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি যে, কেবল সহীহ হাদীস রচনার ক্ষেত্রে যিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ)। তারপরে ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর অবস্থান। আর মহান আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের পরই বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ দু'টির অবস্থান।[৬৭]

মূল 'আরবী ঃ

وإنَّما كَانَ هٰذَانِ كِتَابَانِ كَذَالِكَ ، لِأَنَّهُ جُرِّدَ فِيهِمَا الحَدِيثُ الصَّحِيحُ المُسْنَدُ ، ولم يَكُنِ القَصدُ بِتَصنِيفِهِمَا ذِكرُ آثَارِ الصَّحَابَةِ والتَابِعِينَ، ولاَ سَائِرِ الحَدِيثِ مِن الحَسَنِ والمُرسَلِ وشِبهُ ذَالِكَ -

ولَارَيبَ أَنَّ مَا جُرِّدَ فِيهِ الحَدِيثُ الصَّحِيحُ المُسنَدُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ أَصَحُّ الكُتُبِ ، لِأَنَّهُ أَصَحُّ مَنقُولاً عَنِ المَعْصُومِ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ- مِنَ الكُتُبِ المُصَنَّفَةِ-

৬৫. ইব্ন তাইমিয়াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৪ ।

৬৬. তাঁর পুরো নাম ঃ শারফুদ্দীন হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ ত্বীবী (মৃঃ ৭৪৩/১৩৪২)। তিনি দার্শনিক ও বিদ'আতীদের বিরুদ্ধে কঠোর ছিলেন। তিনি যামাখ্শারীর (৪৬৭-৫৩৮) তাফ্সীর 'কাশ্শাফ'-এর ভাষ্য লেখেন ও তাঁর ভ্রান্ত 'আকীদাসমূহ খণ্ডন করেন। তিনি 'মিশকাত'-এর ভাষ্য লেখেন।

'আবদুল হালীম, *মিরকাত*, ১ম খণ্ড-এর টীকা নম্বর ১০১ (কুতুব খানা ইশা'আতুল ইসলাম, চুড়িওয়ালা, দিল্লী-৬, তা.বি.), পৃঃ ৭৩-৭৫।

৬৭. ত্বীবী, *আল্ খুলাসাতু ফী উসূলিল হাদীস* (কায়রো সংস্করণ), পৃঃ ৩৬।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ : وتتفَاوَتُ دَرجَاتُ الصَّحِيحِ بِحَسَبِ قُوَّةِ شُرُوطِهِ ، وأَولُ مَنْ صَنَّفَ فِى الصَّحِيحِ المُجَرَّدِ : الإِمَامُ البُخَارِىُّ ، ثُمَّ مُسلِمٌ ، وكِتَابَاهُمَا أَصَحُّ الكُتُبِ بَعدَ كِتَابِ اللهِ العَزِيزِ-

Dhaka University Institutional Repository

হাফিয 'ইরাকী (রহঃ) ফাত্হুল মুগীস (فَتْحُ الْمُغِيْث) গ্রন্থে তাঁর "আল্ফিয়াহ্" গ্রন্থের কিছু কবিতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ প্রকাশ থাকে যে, বিশুদ্ধতার শর্তাবলীর মাধ্যমে হাদীসের শক্তিমত্তা ও দুর্বলতার যে ব্যবধান সূচিত হয়, তার সাহায্যে হাদীসের স্তরের মধ্যেও তারতম্য ঘটে। আর এ নীতিমালার আলোকে বলা যায় যে, হাদীসের কিতাবাদির মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ কিতাব সহীহ বুখারী, তারপর সহীহ মুসলিম। যেমনটি পূর্বেও আলোচিত হয়েছে যে, সহীহ বুখারীর ক্ষেত্রে أَصَحّ এবং সহীহ মুসলিমের ক্ষেত্রে الصَّحِيح শব্দের প্রয়োগ করাই যথার্থ। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সহীহ হাদীসকে সাত ভাগে বিভক্ত করা যায়।

ক. সর্বাধিক বিশুদ্ধ ঐ সকল হাদীস, যা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) গ্রহণ করেছেন।

খ. তারপর সেসব হাদীস যা কেবল ইমাম বুখারী (রহঃ) গ্রহণ করেছেন।

গ. তারপর সেসব হাদীস যা কেবল ইমাম মুসলিম (রহঃ) একা গ্রহণ করেছেন।[৬৮]............।

হাফিয ইব্ন কাসীর আদ্-দিমাশ্কী (রহঃ) (মৃঃ ৭৭৪/১৩৭৩) বলেন ঃ বিশুদ্ধ হাদীস একত্রীকরণে সর্বপ্রথম গুরুত্ব আরোপ করেন, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল্-বুখারী। তারপর তাঁকে অনুসরণ করে অগ্রসর হন তাঁরই সাথী ও সুযোগ্য ছাত্র আবুল হাসান মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ আন্ নীশাপূরী। সুতরাং হাদীসের কিতাবাদির মধ্যে এ দু'টিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ কিতাব। তন্মধ্যে জমহুরের মতে সহীহ বুখারী হচ্ছে প্রণিধানযোগ্য। পক্ষান্তরে ইমাম হাকিম (রহঃ)-এর শায়খ আবূ 'আলী আন্-নীশপূরী ও পাশ্চাত্যের কিছু সংখ্যক 'আলিম এতে দ্বিমত পোষণ করেন।[৬৯]

ইমাম ফাসীহুল হারুভী (রহঃ) বলেন ঃ সর্বপ্রথম ইমাম বুখারী (রহঃ) সহীহ হাদীস সংকলন করেন, তারপর ইমাম মুসলিম (রহঃ)। আর মহান আল্লাহ্র কিতাবের পর এ দু'জনের কিতাবই সবচেয়ে বিশুদ্ধ।

---

৬৮. হাফিয 'ইরাকী, *ফাত্হুল মুগীস শারহ্ আলফিয়াতিল হাদীস* (কায়রো সংস্করণ), পৃঃ ২৩-২৪।

৬৯. হাফিয ইব্ন কাসীর আদ্ দামিশ্কী, *ইখতিসারু 'উলূমিল হাদীস বিশারহিল বা'ইসিল হাসীস*, পৃঃ ৭-৮।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ الدِمَشْقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : أَوَّلُ مَنِ اعْتَنَى بِجَمْعِ الصَّحِيحِ : أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسمَاعِيلَ البُخَارِيُّ ، وَتَلَاهُ صَاحِبُه وَتِلمِيذُه أَبُو الحَسَنِ مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ النِيسَابُورِيُّ- فَهُمَا أَصَحُّ كُتُبِ الحَدِيثِ وَالبُخَارِى أَرْجَحُ كَمَا هُو قَوْلُ الجُمْهُورِ خِلَافًا لِأَبِى عَلى النِيسَابُورِيِّ شَيخِ الحَاكِمِ وَطَائِفَةٍ مِّنْ عُلَمَاءِ المَغْرِبِ -

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বলেন ঃ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের আত্মপ্রকাশের পূর্বে আমার জানামতে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের পর ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মুওয়াত্তা অপেক্ষা বিশুদ্ধ কোন গ্রন্থ আর ছিল না। গ্রন্থদ্বয় বিকাশের পর সহীহ বুখারী হচ্ছে জমহুরের মতে সর্বাধিক সহীহ গ্রন্থ।[৭০]

ইমাম সাখাভী (রহঃ)[৭১] বলেন ঃ সর্বপ্রথম যিনি বিশুদ্ধ হাদীস সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করেন, তিনি মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল্-বুখারী। তাঁর কিতাবটিই এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আবূ 'আলী ইব্নুস সাকান ও মাস্লামাহ ইব্ন কাসিম প্রমুখ যেমনটি সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন। তা ছাড়া এ শাস্ত্রে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর পদচারণা ও চরমভাবে এর গভীরে গিয়ে পৌছার কারণেই تَعَالِيق ও تَرَاجِم এবং সাহাবা ও তাবি'ঈগণের বাণী ছাড়াই তিনি তাঁর সহীহ গ্রন্থের বিশুদ্ধ হাদীসগুলো দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছেন। তাঁর এ গ্রন্থটি সমস্ত সহীহ গ্রন্থের ওপর প্রাধান্য লাভ করেছে।

---

৭০. ফাসীহ হারুভী, *জাওয়াহিরুল উসূল ফী 'ইলমি হাদীসির রাসূল* (আল মাকতাবাতুল 'ইলমিয়াহ বিল মাদীনাতিল মুনাওওয়ারাহ), পৃঃ ১৮।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ الإِمَامُ فَصِيحُ الهَرَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالىٰ : أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِى الصَّحِيحِ المُجَرَّدِ : الإِمَامُ البُخَارِيُّ ثُمَّ مُسْلِمٌ وَكِتَابَاهُمَا أَصَحُّ الكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ تَعَالىٰ -

وَامّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ : مَا أَعلَمُ شَيئاً بَعْدَ كِتَابِ اللهِ أَصَحَّ مِن مُوَطَّإِ مَالِكٍ ، فَقَبْلَ وُجُودِ الكِتَابَيْنِ ثُمَّ البُخَارِيُّ أَصَحُّهُمَا صَحِيحًا عِندَ الجُمْهُوْرِ -----

৭১. 'আল্লামা শামসুদ্দীন আবুল খায়ের মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদির রহমান আশ্-শাফি'ঈ (রহঃ) ছিলেন একজন মিসরীয় হাদীস বিশারদ ও 'আলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ জীবনীকার। তিনি ছিলেন এক বিশিষ্ট 'আলিম পরিবারের সন্তান ; পরিবারটি দু'পুরুষ আগে মধ্য বদ্বীপ অঞ্চলের সাখা শহরে হিজরত করে কায়রো নগরীর ফাতিমী মহল্লায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। তিনি বিদ্যালয়ে লেখাপড়ায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং এখানে তাঁর কর্মতৎপরতা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দানে ব্রতী একজন শিক্ষকের ন্যায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। প্রসিদ্ধ ধর্মশাস্ত্রবিদ শায়খ ইব্ন হাজার 'আসকালানী কর্তৃক মহানবী (সাঃ)-এর হাদীস সম্পর্কে, উচ্চতর শিক্ষা লাভে নিয়োজিত হয়ে সাখাভী অচিরেই হাদীস শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। পাণ্ডিত্য ও ধর্ম নিষ্ঠার আদর্শরূপে ইব্ন হাজারের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়ে সাখাভী তাঁর এই জ্ঞানী পরামর্শদাতার গুণগরিমা আরও বৃদ্ধি করার কাজে জীবন উৎসর্গ করেন। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে সাখাভীর মানসিক প্রবণতা এমন সব কর্ম রচনায় তাঁকে আকৃষ্ট করে, যা পদ্ধতির মৌলিকত্ব অপেক্ষা জ্ঞানকোষের ন্যায় পরিধির ব্যাপকতার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। সাখাভীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কীর্তি হচ্ছে ৯ম/১০ম শতাব্দীর স্মরণীয় ব্যক্তিবৃন্দের জীবন বৃত্তান্তের সুবিশাল অভিধান গ্রন্থ রচনা। আয-যাও'উল-লামি' ফী আ'ইয়ানিল কারনিত্-তাসি', (সম্পাদনা, হুসামুদ্-দীন আল কুদ্সী ১২ খণ্ডে, কায়রো, ১৩৫৩-৫/১৯৩৪-৬) শিরোনামে প্রকাশিত

Dhaka University Institutional Repository

وَمُسلم بعد- দাল অক্ষরে পেশ সহকারে "মর্যাদা-মাহাত্ম্য ও রচনা বিন্যাসের ক্ষেত্রে সহীহ বুখারীর পর হচ্ছে সহীহ মুসলিমের অবস্থান" বাক্যে مُضَاف اليه বা সম্বন্ধিত পদকে বিলুপ্ত করা হয়েছে, যার দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে لِلْعِلْمِ بِهِ তথা তাঁর সাথে জ্ঞানের ক্ষেত্রে । মূলত পুরো বাক্যটি তাঁর মতে ছিল এরূপ ঃ وَمُسْلِمٌ بَعْدَ الْبُخَارِيِّ وَضْعًا وَرُتْبَةً لِلْعِلْمِ بِهِ মর্যাদা-মাহাত্ম্য ও রচনা বিন্যাসের জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর পর ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর অবস্থান।

সতর্ক, সুরুচিবোধসম্পন্ন ও বিষয়বস্তুর গভীরে পৌছে সূক্ষ্মতত্ত্ব আহরণে সমর্থ জমহুর 'আলিমগণের অভিমত এটাই ।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

وَبِالْجُمْلَةِ فَكِتَابُهُمَا اَصَحُّ كُتُبِ الْحَدِيْثِ- [৭২]

মোটকথা, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়ের কিতাবই হাদীস শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

এই গ্রন্থে বিপুল সংখ্যায় বৈচিত্রপূর্ণ ব্যক্তিবৃন্দের জীবন বৃত্তান্তের সমাহার ঘটেছে। এই গ্রন্থখানি প্রাক-আধুনিক আমলের মুসলিম জাহানের মধ্যাঞ্চলের 'উলামা' সমাজ সম্পর্কে গবেষণার অন্যতম মুখ্য তথ্য-উৎসে পরিণত হয়েছে। এতে অন্তর্ভুক্ত অসংখ জীবন-কাহিনীর বিন্যাসে ঐ সমস্ত গুণ প্রাধান্য পেয়েছে, যে সবের প্রতি সমকালীন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ তাঁদের নিজ নিজ উস্তাযগণের মূল্যায়নের বেলায় সমধিক গুরুত্ব দিতেন।

সাখাভী কায়রোর কয়েকটি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শায়খুল হাদীস পদের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মামলূক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সিরীয় অঞ্চলও সফর করেন। এ সফরকালে তিনি হাদীস প্রচারের অনুমতিপত্র লাভেচ্ছু প্রার্থিগণ কর্তৃক হাদীস পঠন প্রত্যক্ষ করেন এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজধানী শহরে সহকর্মীদের সাথে হাদীসের কোন বিতর্কিত মূল পাঠের ওপর বহু বাহাসেও শরীক হন।

৮৭০/১৪৬৬ সনে তিনি প্রথমবারের মত হাজ্জ করেন। তিনি পরে আরও দু'বার হাজ্জ উপলক্ষে হিজাযে আসেন এবং তথায় অবস্থান করে জ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত হন। প্রাচ্যদেশীয় মুসলিম বিদগ্ধজনের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময়ের এক সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে পবিত্র নগরী মক্কা ও মদীনা সফর তিনি খুবই পছন্দ করতেন। মধ্যযুগের শেষভাগের একজন বিশিষ্ট বিদগ্ধ পণ্ডিত হিসেবে আস্-সাখাভী ছিলেন সঙ্গতভাবেই একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। শেষ বয়সে আস্-সাখাভী হিজাযে ফিরে এসে তাঁর কতিপয় রচনাকর্মের মূল পাঠ রচনার সমাপ্তি বা সংশোধনের কাজে এবং হাদীস বয়ানে ছাত্রদের শিক্ষাদানে বাকী জীবন নিয়োজিত করেন এবং সেখানেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৪শ খণ্ড, ১ম ভাগ (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৯/১৯৯৮), পৃঃ ২৬০-২৬১ ; ইব্‌নুল 'ইমাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫-১৭।

৭২. সাখাভী, *ফাতহুল মুগীস শারহু আলফিয়্যাতিল হাদীস*, ১ম খণ্ড (সালাফিয়াহ্ কায়রো, মিসর), পৃঃ ৮৫-৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) (৮৪৯/১৪৪৫-৯১১/১৫০৫) তাঁর "আল্ফিয়াহ গ্রন্থে বলেন ঃ

وَاَوَّلُ الْجَامِعِ بِاقْتِصَارِ * عَلَى الصَّحِيْحِ فَقَطِ الْبُخَارِيُّ

وَمُسْلِمٌ مِنْ بَعْدِهِ وَالاَوَّلُ * عَلَى الصَّوَابِ فِى الصَّحِيْحِ اَفْضَلُ

وَمَنْ يُفَضِّلْ مُسْلِمًا فَاِنَّمَا * تَرْتِيْبَهُ وَوَضْعَهُ قَدْ اَحْكَمَا

وَانْتَقَدُوْا عَلَيْهِمَا يَسِيْرًا * فَكَمْ تَرٰى نَحْوَهُمَا نَصِيْرًا

وَلَيْسَ فِى الْكُتُبِ اَصَحُّ مِنْهُمَا * بَعْدَ الْقُرْاٰنِ وَلِهٰذَا قُدِّمَا

مَرْوِىُّ ذَيْنِ فَالْبُخَارِىُّ فَمَا * لِمُسْلِمٍ فَمَا حَوَي شَرْطُهُمَا -[৭৩]

শুধুমাত্র বিশুদ্ধ হাদীস নিয়ে সর্বপ্রথম গ্রন্থ সংকলনকারী হচ্ছেন ইমাম বুখারী (রহঃ)। তারপর সে ধারায় গ্রন্থ রচনা করেন ইমাম মুসলিম (রহঃ)। তবে সত্যকথা হল ঃ সহীহ হাদীস সংকলনে যিনি সর্বপ্রথম আত্মনিয়োগ করেন, তিনিই উত্তম। আর যারা মুসলিম (রহঃ)-কে প্রাধান্য দেন, তারা মূলত ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর রচনাশৈলী ও অনুপম বিন্যাসের ক্ষেত্রেই তাঁকে অগ্রাধিকার দেন। আর এ গ্রন্থদ্বয়ের সমালোচকদের সংখ্যাও খুব নগণ্য। পক্ষান্তরে, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর সাহায্য ও সমর্থনকারীর সংখ্যাই বেশি। পবিত্র কুর'আনের পর বিদ্যমান গ্রন্থাবলীর মধ্যে এ দু'টি অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ আর নেই। তাই তো মর্যাদার শীর্ষে তাঁদের অবস্থান। তবে সহীহ বুখারীর যে সৌন্দর্য ও সৌকর্য বর্ণনা করা হয়, তা আবার মুসলিমের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। তাই প্রথমে সহীহ বুখারীর স্থান তারপর সহীহ মুসলিমের তারপর উভয়ের শর্ত মুতাবেক বর্ণিত হাদীস গ্রন্থের অবস্থান।

'আল্লামা তাহির ইব্ন সালেহ আল্ জাযাইরী (রহঃ) বলেন ঃ কেবল সহীহ হাদীস সর্বপ্রথম রচনা করেন ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী। তাঁকে অনুসরণ করে অগ্রসর হন ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন্-নীশাপূরী আল্-কুশাইরী। অবশ্য যারা ইমাম বুখারী (রহঃ) থেকে উপকৃত হয়েছেন ও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন, ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁদের অন্যতম। তদুপরি ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর অনেক শিক্ষক হতেও ইমাম মুসলিম (রহঃ) হাদীস সংগ্রহ করেন। আর উভয়ের কিতাবই হাদীস গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ। ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বলেন ঃ

مَا عَلٰى وَجْهِ الاَرْضِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ اَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مَالِكٍ

মহান আল্লাহ্র কিতাবের পর পৃথিবীতে ইমাম মালিক (রহঃ)-এর কিতাবের চেয়ে সহীহ কোন গ্রন্থ নেই।

ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর উক্তির জবাব এই যে, তাঁর এ বক্তব্যটি ছিল সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম সংকলিত হওয়ার পূর্বে।

তবে কিছু কিছু লোকের اَنَّ مَالِكًا اَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِى الصَّحِيْحِ

---

৭৩. সুয়ূতী, *আলফিয়্যাতুল হাদীস* (কায়রো, মিসর), পৃঃ ৫-৬।

Dhaka University Institutional Repository

'ইমাম মালিক (রহঃ)-ই সর্বপ্রথম সহীহ হাদীস নিয়ে গ্রন্থ সংকলন করেন' এ বক্তব্যটিও আমরা স্বীকার করি ; কিন্তু তিনি তাঁর গ্রন্থে কেবল সহীহ হাদীসের সমাবেশ করেন নি ; বরং তাতে মুরসাল, মুনকাতি' এবং বালাগাত জাতীয় হাদীসও স্থান পেয়েছে। অধিকন্তু তাঁর বালাগাতে এমন কিছু হাদীসও রয়েছে যা আদৌ পরিচিত নয়। বিষয়টি হাফিয ইব্ন 'আবদুল বার উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তাঁর সংকলনে সহীহ, য'ঈফ উভয় হাদীসেরই সংমিশ্রণ ঘটেছে।[৭৪]

বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় পূর্বে আমরা যা আলোচনা করেছি তার দ্বারা --

إِنَّ الْعُلَمَاءَ مُتَّفِقُوْنَ عَلَىٰ أَنَّ الصَّحِيْحَيْنِ هُمَا أَصَحُّ كِتَابٍ فِى الْحَدِيْثِ بَلْ أَصَحُّ كِتَابٍ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ -

'আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেন যে, হাদীসের গ্রন্থাবলীর মধ্যে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমই হচ্ছে বিশুদ্ধতম গ্রন্থ ; বরং তাঁদের মতে কিতাবুল্লাহ্র পর বুখারী ও মুসলিমই হচ্ছে সর্বাধিক সহীহ।

আবার সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে অগ্রগণ্য কোন্টি ? এর উত্তরে জমহুর 'আলিমগণের অভিমত হল, বুখারী অগ্রগণ্য। তবে হাফিয আবূ 'আলী নীশাপূরী ও পাশ্চাত্যের কতিপয় 'আলিম এ ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, উভয়ের মধ্যে মুসলিম অগ্রগণ্য। যেমন আবূ 'আলী নীশাপূরী বলেন ঃ

مَا تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاءِ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ

আকাশের নীচে মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ (রহঃ)-এর কিতাব অপেক্ষা অধিক সহীহ আর কোন কিতাব নেই।

'আল্লামা ইব্নুস্ সালাহ (রহঃ) (৫৭৭/১১৮১-৬৪৩/১২৪৫) হাফিয আবূ 'আলী নীশাপূরী (রহঃ)-এর এ বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে বলেন ঃ যদি নীশাপূরী (রহঃ)-এর কথার উদ্দেশ্য এই হয় যে, য'ঈফ হাদীস তাতে আদৌ সংযোজিত হয় নি, সে দিক থেকে সহীহ মুসলিম অগ্রাধিকার যোগ্য, তবে বিবৃত বক্তব্যে একটি ফাঁক আছে বিধায়, তাতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ সহীহ বুখারীর تَرَاجِمُ أَبْوَابٍ বা অধ্যায় বিন্যাসের সূচনায় এমন একটি হাদীস সংযোজিত হয়েছে, যা সনদের দিক থেকে সহীহ হওয়ার শর্তাবলীর মধ্যে পড়ে না। সহীহ হাদীস পাঠকালে এ জাতীয় হাদীস সহীহ মুসলিমে আছে বলে প্রতীয়মান হয় না।

---

৭৪. তাহির ইব্ন সালিহ আল্-জাযাইরী আদ্-দিমাশ্কী, *কিতাবু তাওযীহিন নাযার ইলা উসূলিল আসার* (আল্-মাতবা'আতুল জামালিয়্যাহ্, মিসর ১৩২৯/১৯১১), পৃঃ ৮৫- ৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য তাতে এ কথা আবশ্যিক হয়ে পড়ে না যে, সমষ্টিগত হাদীসের দিক থেকে ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর গ্রন্থ ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর ওপর অগ্রগণ্য।[৭৫]

যেমনটি মোল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ)-ও জবাব দিয়েছেন। উপরন্তু, তিনি ইব্‌নুস সালাহ (রহঃ)-এর বক্তব্য অপেক্ষা অতিরিক্ত এ কথাও বলেছেন যে,

ثُمَّ اتَّفَقَتْ الْعُلَمَاءُ عَلٰى تَلَقِّى الصَّحِيْحَيْنِ بِالْقَبُوْلِ - وَاَنَّهُمَا اَصَحُّ الْكُتُبِ الْمُؤَلَّفَةِ ثُمَّ الْجُمْهُوْرُ عَلٰى اَنَّ صَحِيْحَ الْبُخَارِىِّ اَرْجَحُهُمَا وَ اَصَحُّهُمَا -

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম যে গোটা মুসলিম জাহানে গ্রহণযোগ্য ও সংকলিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বাধিক সহীহ, তাতে 'আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন । তারপর জমহুর 'আলিমগণের মতে বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে সহীহ বুখারী হচ্ছে সর্বাধিক সহীহ ও অগ্রগণ্য।

আবার কেউ কেউ বলেন ঃ সরাসরি তো কেউ আবূ 'আলী (রহঃ)-এর বক্তব্যের বিরোধিতা করেন নি। কেননা, তাঁর বক্তব্য হচ্ছে --

مَا تَحْتَ اَدِيْمِ السَّمَاءِ اَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ

তাতে তো এ কথা সরাসরি বলা হয় নি যে, সহীহ বুখারীর চেয়েও গ্রন্থটি অধিক সহীহ। কারণ اَصَحِيَّة বা সর্বাধিক বিশুদ্ধ-এর নফী বা নেতিবাচক বক্তব্য দ্বারা এ কথা বুঝায় না যে, অন্য কোন গ্রন্থ তার সমান হতে পারে না।

আর পাশ্চাত্যের কতিপয় লোক, যে সহীহ মুসলিমকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তার অর্থ হল ঃ রচনাশৈলী, বিন্যাস সৌকর্য ও উত্তম ধারায় সাজানোর দিক থেকে সহীহ মুসলিম অগ্রগণ্য। কারণ, তাঁদের কেউ-ই স্পষ্টভাষায় এ কথা বলেন নি যে, বুখারী অপেক্ষা মুসলিম অধিক সহীহ। তাঁদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য যদি তাই হয়, তবে আমাদের সামনে ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে তা প্রত্যাখ্যান করার মত। কেননা, সহীহ মুসলিমে বিদ্যমান সহীহ হাদীসের মান সম্পন্ন যেসব হাদীস রয়েছে, সহীহ বুখারীতে তো আরো পরিপূর্ণ ও গুণগত মান সম্পন্ন নিখুঁত হাদীস রয়েছে।[৭৬]

---

৭৫. ইব্‌নুস সালাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫।

মূল 'আরবী ঃ

فَأَجَابَ ابْنُ الصَّلَاحِ رحِمَهُ اللهُ تَعالىٰ عَلىٰ هٰذَا الْقَوْلِ : اِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ كِتَابَ مُسلِمٍ يَتَرَجَّحُ ، بِأَنَّهُ لَمْ يُمَازِجْهُ غَيرُ الصَّحِيْحِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ خُطْبَتُهُ إلاَّ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ مَسْرُوْدًا ، غَيْرَ مَمْزُوجٍ بِمِثْلِ مَا فِى كِتَابِ الْبُخَارِىِّ ، فِى تَرَاجِمِ أَبْوَابِهِ ، مِنَ الأَشْيَاءِ الَّتِى لَمْ يُسْنِدْهَا عَلىٰ الْوَصْفِ الْمَشْرُوطِ فِى الصَّحِيحِ - فَهٰذَا لاَ بَأْسَ بِهِ وَلاَيَلْزَمُ مِنهُ أَنَّ كِتَابَ مُسلِمٍ أَرْجَحُ فِيمَا يرجح إِلىٰ نفسِ الصَّحِيحِ علىٰ كتابِ الْبُخَارِىِّ............

৭৬. মোল্লা 'আলী ক্বারী, *মিরক্বাতুল মাফাতিহ্ শারহ্ মিশকাতিল মাসাবীহ,* ১ম খণ্ড (পাকিস্তান), পৃঃ ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিযুল হাদীস 'আব্দুর রহমান ইব্ন 'আলী ইয়ামানী (রহঃ) বলেনঃ

تَشَاجَرَ قَوْمٌ فِى الْبُخَارِىِّ وَمُسْلِمٍ * لَدَىَّ وَقَالُوا اَىَّ ذَيْنِ يُقَدَّم
فَقُلْتُ لَقَدْ فَاقَ الْبُخَارِىُّ صِحَّةً * كَمَا فَاقَ فِى حُسْنِ الصِّنَاعَةِ مُسْلِمٌ-৭৭

সহীহ বুখারী, ও সহীহ মুসলিম নিয়ে আমার সামনে একদল লোক বিতর্কে প্রবৃত্ত হল যে, কোন্ কিতাবটি সৌকর্যে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। এ বিতর্কের সমাধান টেনে আমি বললাম, বিশুদ্ধতার দিক থেকে সহীহ বুখারী যেমন প্রাধান্য লাভ করেছে, ঠিক তেমনিভাবে রচনাশৈলী ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে সহীহ মুসলিম অগ্রাধিকার লাভ করেছে।

মোদ্দাকথা, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম প্রত্যেকটির ভিন্নভিন্ন দৃষ্টিকোণ, বৈশিষ্ট ও গুণাবলী রয়েছে, যা দ্বারা স্ব-স্ব আঙ্গিকে উভয়টিই শীর্ষস্থান দখল করে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হতে পারে।

মূল 'আরবী ঃ

وتَفضِيلُ بَعضِ المَغَارِبَةِ لِصَحِيحِ مُسلِمٍ ، مَحمولٌ عَلٰى مَا يَرجِعُ لِحُسنِ السِّيَاقِ ، وجُودَةِ الوَضعِ والتَّرتِيبِ اِذَا لَمْ يَفصَحْ أحدٌ مِّنهُم بِاَنَّ ذَالِكَ رَاجِعٌ اِلٰى الأَصَحِّيَّةِ ، وَلَو صَرَّحُوا بِهِ لَرَدَّ عَلَيْهِمْ شَاهِدُ الوُجُودِ ، لِأَنَّ ما يَدُورُ عَليه الصِّحَّةُ مِنَ الصِّفَاتِ المَوجُودَةِ فى صَحِيحِ مُسلِمٍ ، مَوجودَةٌ فِى صَحِيحِ البُخارِيِّ علٰى وَجْهٍ أكمَلَ وَاسدَّ...... .

৭৭. মুহাম্মদ হানীফ গাঙ্গূহী, *যাফরুল মুহাসসিলীন বি-আহ্ওয়ালিল মুসান্নিফীন মা'আ ইযাফাতে জাদিদাহ* (হানীফ বুক ডিপো, দেওবন্দ, জেলাঃ সাহারাণপূর, ইউ,পি, তা.বি.), পৃঃ ১২১।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সহীহাইনের শর্তাবলী, শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য

- সহীহাইনের শর্তাবলী
- সহীহাইনের শ্রেষ্ঠত্ব
- সহীহ বুখারীর বৈশিষ্ট্য
- সহীহ মুসলিমের বৈশিষ্ট্য

Dhaka University Institutional Repository

সহীহাইনের শর্তাবলী, শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য

সহীহাইনের শর্তাবলী

প্রতিটি গ্রন্থেরই নির্দিষ্ট কতগুলো শর্তাবলী থাকে, যার মাধ্যমে গ্রন্থের মান বৃদ্ধি পায়। অনুরূপ 'সিহাহ সিত্তাহ্' বা হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয়টি গ্রন্থসমূহের মধ্যে সহীহাইনের সুনির্দিষ্ট কতগুলো শর্তাবলী রয়েছে। সহীহাইন ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থাবলীরও নিজস্ব কিছু শর্তাবলী আমরা দেখতে পাই। নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হল।

ইমাম আবুল ফযল মুহাম্মদ ইব্‌ন তাহির আল-মাকদেসী (রহঃ)[১] 'আ'ইম্মায়ে সিত্তাহ্' বা বিশিষ্ট ছয়জন ইমামের[২] রচিত গ্রন্থাবলীর শর্তাবলী প্রসংগে বলেন ঃ

ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) এবং পরে আমরা যাঁদের আলোচনা করব--তাঁদের কারও কাছ থেকেই এরূপ কথা পাওয়া যাবে না যে, তাঁরা বলেছেন ঃ আমি আমার গ্রন্থাবলীর মধ্যে সে সব হাদীস গ্রহণ করেছি যা অমুকের শর্তাবলী অনুযায়ী পাওয়া গেছে। বিষয়টি তাঁদের গ্রন্থমালার

---

১. মুহাম্মদ ইব্‌ন তাহির আল্-মাকদেসী (রহঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসে ৪৪৮/১০৫৬ সনের শাওয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্বপ্রথম ৪৬০ হিজরীতে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী, অল্পেতুষ্ট, অধিক ভ্রমণকারী, যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, সূফী এবং হাদীসের হাফিয। তিনি হাদীস অন্বেষণের সফরে কখনও যানবাহনে চড়তেন না, নগ্নপায়ে হাটতেন, আপন কিতাব পৃষ্ঠদেশে বহন করতেন এবং দিবা-নিশি বিশ ফারসাখ রাস্তা অতিক্রম করতেন। তিনি ছিলেন বহু গ্রন্থ প্রণেতা এবং মহানবী (সাঃ)-এর হাদীসের অনুসারী। আবুল কাসিম ইব্‌ন 'আসাকির (রহঃ) বলেন,

سَمِعْتُ إِسمَاعِيلَ بْنَ مُحَمدٍ الحَافِظَ يَقولُ : أَحفَظُ مَن رَأيتُ مُحَمدُ بنُ طَاهِرٍ -

শুজা' আয্ যাহলী (রহঃ) বলেন, তিনি হাজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রবি'উল আউওয়াল মাসের দু-দিন অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় জুমু'আর দিবসে ৫০৭ হিজরী সালে ইনতিকাল করেন।

كَانَ ابنُ طَاهِرٍ احدَ الحُفَّاظِ ، حُسنَ الاعْتِقَادِ ، جَمِيلَ الطَّرِيقَةِ ، صَدُوقًا ، عَالِمًا بِالصَّحِيحِ وَالسَّقِيمِ ، كَثِيرَ التَّصَانِيفِ ، لَازِمًا لِلاَثَرِ-

যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায,* ২য় খণ্ড, ৩য় সং (দা'ইরাতুল-মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, ডিকান, ১৩৭৬/১৯৪৬), পৃঃ ১২৪২-১২৪৮ ; ইব্‌নুল 'ইমাদ, *শাযারাতুয যাহাব,* ২য় খণ্ড (মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো, মিসর, ১৩৫০/১৯৩২), পৃঃ ১৮ ; ইব্‌ন খাল্লিকান, *ওয়াফা ইয়াতুল আ'ইয়ান ওয়া আম্বাই আবনাইয-যামান* (মায়মানিয়া প্রেস, মিসর, ১৩১০/১৮৯২), পৃঃ ২৭৮-২৮৮।

২. ছয়জন ইমামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

Dhaka University Institutional Repository

ক. ইমাম বুখারী (রহঃ) (১৯৪/৮১০-২৫৬/৮৭০)। পুরো নাম ঃ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌নুল মুগীরাহ ইব্‌ন বারদিযবাহ। 'বারদিযবাহ' শব্দের অর্থ কৃষক। তাঁর প্রপিতা বারদিযবাহ ছিলেন অগ্নিউপাসক। পারস্য বিজয়ের সময় তিনি মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। তাঁর পুত্র মুগীরাহ বুখারার তৎকালীন গভর্নর আল-ইয়ামানুল জু'ফী-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর দাদা ইব্‌রাহীম সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় নি। তবে তাঁর পিতা ইসমা'ঈল ছিলেন একজন খ্যাতিমান ও প্রতিষ্ঠিত মুহাদ্দিস।

আহমদ 'আলী সাহারাণপূরী, *মুকাদ্দিমাতু সহীহিল বুখারী,* ১ম সং (নূর মুহাম্মদ আসাহহুল মাতাবি', করাচী, ১৩৫৭/১৯৩৮), পৃঃ ৩ ; Dr. Zubayar Siddiqi, ***Hadith Literature (Calcutta University,*** 1961), p. 89.

খ. ইমাম মুসলিম (রহঃ) (২০২/৮১৭ অথবা ২০৬/৮২১-২৬১/৮৭৫)। পুরো নাম ঃ আসাকিরুদ্দীন আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন কূশাদ আল-কুশাইরী। উল্লেখ্য, হাফিয যাহাবী (রহঃ)-এর মতে, তিনি হিজরী ২০৪ সনে জন্মগ্রহণ করেন। ইব্‌নুল আসীর এবং ইব্‌ন খাল্লিকানের মতে তিনি হিঃ ২০৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

যাহাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫৮৮ ; তাকীউদ্দীন নাদাভী, *মুহাদ্দিসীন-ই-'ইযাম আওর উনকে কারনামে,* ১ম সং (মাজলিস-ই-নাশরিয়াতে ইসলাম, করাচী, ১৯৮৩), পৃঃ ১৬৭।

গ. ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) (২০২/৮১৭-২৭৫/৮৮৯)। পুরো নাম ঃ সোলায়মান ইব্‌নুল আশ'আস ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন বাশীর ইব্‌ন শাদ্দাদ ইব্‌ন আমর। তিনি সিজিস্তান-এ জন্মগ্রহণ করেন। ইব্‌ন খাল্লিকানের মতে এটি বসরার নিকটবর্তী একটি গ্রামের নাম। শাহ্ 'আবদুল 'আযীয (রহঃ)-এর মতে, সিজিস্তান হচ্ছে হেরাত এবং সিন্ধু প্রদেশের মধ্যবর্তী একটি বিখ্যাত শহর। ইয়াকূত হামাভী (রহঃ)-এর মতে এ স্থানটি খুরাসানে অবস্থিত। এর অপর নাম সানজার। এ জন্য ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ)-কে সানজারীও বলা হয়। প্রসংগত উল্লেখ্য, ইমাম আবূ দাউদের উর্ধ্বতন পিতা ইমরান বনূ আয্‌দ গোত্রের অধিবাসী ছিলেন। তিনি হযরত 'আলী (রাঃ)-এর পক্ষে যুদ্ধরত অবস্থায় সিফফীন প্রান্তরে শহীদ হন।

খাতীব বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ,* ২য় খণ্ড (মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো, মিসর, ১৩৪৯/১৯৩১), পৃঃ ৫৫-৫৯ ; ইব্‌নুল 'ইমাদ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৬৭ ; তাকীউদ্দীন নাদাভী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৮৯ ।

ঘ. ইমাম তিরমিযী (রহঃ) (২০৯/৮২১-২৭৯/৮৮৯)। পুরো নাম ঃ আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন 'ঈসা ইব্‌ন সাওরাহ ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন যাহ্‌হাক আস-সুলামী আত্‌-তিরমিযী আল্ বূগী।

আয্‌-যাহাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬৩৫।

ঙ. ইমাম নাসা'ঈ (রহঃ) (২১৫/৮৩০-৩০৩/৯১৫)। পুরো নাম ঃ আহ্‌মদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন বাহর আবূ 'আবদির রহমান আন নাসা'ঈ।

ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *ইমাম তাহাভী (র) ঃ জীবন ও কর্ম* (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৪১৮/১৯৯৮), পৃঃ ৫৩-৫৪।

চ. ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্ (রহঃ) (২০৯/৮২৪-২৭৩/৮৮৬)। পুরো নাম ঃ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন মাজাহ্ আর্‌-রাবা'ঈ আল্‌-কাযভীনী।

উল্লেখ্য, 'মাজাহ্' কার নাম এ সম্পর্কে পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। মুরতাযা যাবীদী, শাহ্ 'আবদুল 'আযীয এবং নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালীর মতে 'মাজাহ্' তাঁর আপন মাতার নাম। কিন্তু আবুল কাসিম রাফি'ঈ, খালীল কাযভীনী প্রমুখ ঐতিহাসিকের মতে 'মাজাহ্' তাঁর পিতা ইয়াযীদের

Dhaka University Institutional Repository

ওপর গভীর পর্যালোচনা থেকে জানা যায়। ফলে তাঁদের প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক শর্তের কথা অবগত হওয়া যায়। নিম্নে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্তাবলী আলোচিত হল।

১. ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) এমন হাদীস গ্রহণ করেছেন, যার নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণের বর্ণনা পরম্পরা প্রসিদ্ধ সাহাবী পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে।

২. যার ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই ; বরং সকল হাদীস বিশারদই ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

৩. হাদীসের সনদটি মুত্তাসিল।

৪. যদি সাহাবী থেকে দু'জন বা ততোধিক রাবী হাদীসটি বর্ণনা করেন, তবে তো ভাল। অন্যথায় রাবী যদি একজনও হন এবং বর্ণনাধারা সে রাবী পর্যন্ত বিশুদ্ধ হয়, তাহলে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) সে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন। সামনে তা আলোচনা করা হবে ইন্‌শাআল্লাহ্।

অতঃপর মুহাম্মদ ইব্‌ন তাহির আল্‌-মাকদেসী (রহঃ) বলেন ঃ আবূ দাউদ ও তাঁর পরবর্তী গ্রন্থকারগণের গ্রন্থাবলীকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়।

১. সহীহ ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) যেসব হাদীস গ্রহণ করেছেন, ইমাম আবূ দাউদ এবং পরবর্তী সকলেই প্রায় সেগুলো গ্রহণ করেছেন। কেননা, সেসব গ্রন্থাবলীতে আলোচিত অধিকাংশ হাদীসই সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে পাওয়া যায়।

উপাধি ছিল। ইব্‌ন মাজাহ্ অনারব বংশোদ্ভূত ছিলেন। কিন্তু আরবের 'রাবী'আহ্' গোত্রের প্রতি সম্পৃক্ত করে তাঁকে আর্-রাবা'ঈ বলা হয়। কারণ তাঁর বংশ রাবী'আহ্ গোত্রের মাওলা ছিলেন। ইব্‌ন খাল্লিকানের মতে 'রাবী'আহ্' নামে কয়েকটি গোত্র রয়েছে। এগুলোর মধ্যে তিনি কোন গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি। তাঁর জন্মস্থান কাযভীন আযারবাইজান প্রদেশের একটি শহর। ইহা বর্তমানে ইরানে অবস্থিত । এ শহর তৃতীয় খলীফা হযরত 'ওসমান (রাঃ)-এর সময় বিজিত হওয়ার পর থেকেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে গণ্য।

ইব্‌ন খাল্লিকান, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৭৯ ; ইব্‌ন তাগরী বারদী, *আন্ নুজূমুয যাহিরাহ ফী মুলূকি মিসরা ওয়াল কাহিরাহ,* ৩য় খণ্ড (ওয়াযারাতুস্ সাকাফাহ ওয়াল ইরশাদ, মিসর, ৮৮৫/১৪৮০), পৃঃ ৭০ ; যিরাক্‌লী, *আল-'আলাম,* ৮ম খণ্ড, ২য় সং (বৈরুত, লেবানন, ১৩৯৯/১৯৯৭), পৃঃ ১৫ ; নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান, *আল্-হিত্তাহ্ ফী যিকরিস সিহাহ্ সিত্তাহ্* (কানপুর, ভারত, ১২৮৩/১৮৬৬), পৃঃ ১২৮ ; শাহ্ 'আবদুল'আযীয দেহ্‌লভী, *বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন* (করাচী, ১৯৭০খ্রিঃ), পৃঃ ২৯৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

২. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শর্তের অনুরূপ হওয়ার ভিত্তিতে সহীহ। আবূ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুন্দাহ বর্ণনা করেন ঃ ইমাম আবূ দাঊদ ও ইমাম নাসা'ঈ (রহঃ)-এর শর্তাবলীর অন্যতম শর্ত হচ্ছে ঃ এমন সম্প্রদায়ের হাদীস গ্রহণ করা যাদের হাদীস বর্জনে বিশিষ্ট হাদীস বিজ্ঞানী ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) একমত হন নি। তবে হাদীসটি হতে হবে সহীহ ও সনদের দিক থেকে মুত্তাসিল, যাতে কোন প্রকার ছেদ ও ইরসাল না থাকে। ফলে এ প্রকার হাদীসগুলো সহীহ হাদীসের মধ্যেই গণ্য হতে থাকে। কারণ, ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ আমি একলক্ষ সহীহ ও দু'লক্ষ গায়রে সহীহ হাদীস মুখস্থ করেছি। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন ঃ আমি আল্-মুসনাদুস্ সহীহ গ্রন্থখানিকে নিজের কানে শোনা তিন লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে সংকলন করেছি। অথচ, আমরা দেখতে পাই তাঁরা উভয়ে একত্রে ও পৃথক পৃথকভাবে যা গ্রহণ করেছেন তা সর্বসাকুল্যে কম বেশী দশ হাজারের মত হবে।[৩]

অতএব, এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) গ্রহণ করেন নি, এমন বিপুল সংখ্যক হাদীস অবশিষ্ট রয়ে গেছে। তবে সে সব হাদীসের সনদ আর ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) গৃহীত হাদীসের সনদ এক নয়। কিছুটা হলেও নিম্নমানের। সুতরাং ইমাম আবূ দাঊদ ও ইমাম নাসা'ঈ (রহঃ) ঐসব হাদীসও গ্রহণ করেছেন, যা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) পৃথক পৃথকভাবে গ্রহণ করেন নি। তবে সেগুলোও মোটামুটি ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর পরিত্যক্ত সহীহ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।

৩. এমন সব হাদীস, যা উপরোক্ত হাদীসের মান-সম্পন্ন নয় ; তবে অনেক ক্ষেত্রে হাদীসের সংগ্রাহক সেসব হাদীসের মধ্যে বিদ্যমান দোষ ত্রুটি প্রকাশ করে দিয়েছেন। এটি হাদীস বিজ্ঞানে পারদর্শীগণও উপলব্ধি করতে পারেন।

তারপর তিনি ইমাম তিরমিযী (রহঃ)-এর শর্তাবলী আলোচনা প্রসংঙ্গে বলেন ঃ আর আবূ 'ঈসা তিরমিযী (রহঃ)-এর গ্রন্থ একাই চার প্রকারে বিভক্ত। তারপর তিনি ওপরের প্রকারত্রয়ের আলোচনা করেন। অতঃপর তিনি নিজেই সে সব হাদীসের স্বরূপ প্রকাশ করে বলেন ঃ আমি আমার গ্রন্থে এমন হাদীসও গ্রহণ করেছি, যার ওপর কোন কোন ফকীহ্ 'আমল করেছেন। এটি একটি ব্যাপক শর্ত। কেননা, কোন না কোন দলীল গ্রহণকারী এ হাদীসের ভিত্তিতে দলীল গ্রহণ করেছেন অথবা সে হাদীসের প্রতিপাদ্য বিষয়ের ওপর 'আমল করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সে সব হাদীস গ্রহণ করেছেন। তার সনদ সহীহ কিনা তাতে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নি। অবশ্য তাতে তিনি

---

৩. আর আমার মতে তার সংখ্যা হচ্ছে মাত্র পাঁচ হাজার। কারণ, ইমাম মুসলিম (রহঃ) আনুমানিক আট'শ হাদীস ব্যতিরেকে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর গৃহীত সমুদয় হাদীসই গ্রহণ করেছেন। যেমনটি হাফিয ইব্‌ন হাজার স্বীয় 'হুদা আস্-সারী' ও হাফিয সুয়ূতী স্বীয় 'তাদরীবে' উল্লেখ করেছেন। আর মুকাররার হাদীস ছাড়া সহীহ মুসলিমের হাদীস সংখ্যা যখন মোট প্রায় চার হাজার, তখন মুকার্‌রার বাদ দিলে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসের সংখ্যা দাড়ায় মোট পাঁচ হাজার ।

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচনার কোন অবকাশও রাখেন নি। কারণ তাঁর রচনায় সে সব হাদীস স্থান পেলেও প্রতিটি হাদীস সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য তিনি প্রদান করেছেন।[৪]

অপর দিকে আবূ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুন্দাহ সহীহাইনের শর্তাবলী ও অবশিষ্ট চারটি সুনান গ্রন্থে বিদ্যমান হাদীসসমূহের গুণগত মান সম্পর্কে যে আলোচনা পেশ করেছেন, তার মধ্যে তুলনা করলে বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কেননা, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্তাবলী হল তাঁরা কেবল সহীহ হাদীসই গ্রহণ করেছেন, যা তাঁরা নিজ মুখে বলেছেন। পক্ষান্তরে পরবর্তী সুনানগুলোর গ্রন্থকারগণ এরূপ শর্ত পালন করেন নি; বরং তাঁদের গ্রন্থাবলীতে সহীহ হাদীসও রয়েছে যা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে। আবার ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্তাবলীর আওতায় পড়ে, কিন্তু ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) গ্রহণ করেন নি এমন হাদীসও রয়েছে। অবশ্য ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) যা পরিত্যাগ করেছেন এমন হাদীসও মোটামুটি সহীহ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। আর তৃতীয় প্রকার হচ্ছে এমন হাদীস যে সবের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে, এ দুর্বলতা দূর করা সম্ভব হোক বা না হোক। আর ইমাম আবূ দাঊদ ও ইমাম তিরমিযী (রহঃ) উভয়েই তা সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করেছেন। যেমন ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) তাঁর "إِلىٰ اَهْلِ مَكَّةَ"- শীর্ষক গ্রন্থে তাঁর সুনান গ্রন্থের আলোচনায় বলেছেন ঃ আমি যে সুনান গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছি, তাতে হাদীস শাস্ত্র বিশারদগণ কর্তৃক বর্জিত কোন হাদীস নেই। আর তাতে কোন মুনকার হাদীস থাকলে আমি তা প্রকাশ করে দিয়েছি এই বলে যে, এটি মুনকার হাদীস। তা ছাড়া অন্য কোন হাদীস এ অধ্যায়ে নেই। তারপর তিনি বলেন ঃ আমার কিতাবে বিদ্যমান কোন হাদীসে বড় ধরনের কোন দুর্বলতা থাকলে আমি তাও প্রকাশ করে দিয়েছি। তন্মধ্যে আবার যে হাদীসের সনদ সহীহ নয় এবং যে হাদীস সম্পর্কে আমি কোন আলোচনার অবতারণা করি নি, বুঝতে হবে সে হাদীসটি সহীহ হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আবার কোনটি তার চেয়েও অধিক সহীহ।[৫]

---

৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন তাহির আল মাকদেসী, *শুরূতুল আ'য়িম্মাতিস সিত্তাহ্* (কুদসী, কায়রো, মিসর), পৃঃ ১০-১৩।

৫. *আবূ দাঊদ ইলা আহ্‌লে মক্কা* (পুস্তিকাটি আয়াউশ্ শারী'আহ্-এর মুখপত্রের পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়), পৃঃ ২৭৮-২৭৯ ;

মূল 'আরবী ঃ

قالَ ابُوْدَاوُدَ رَحِمَه اللهُ تعالىٰ فِى رِسَالَتِه إِلىٰ اَهْلِ مَكَّةَ فِى وَصْفِ سُنَنِه " ولَيْسَ فِى كِتَابِ السُّنَنِ الَّذِى صَنَّفتُه - عَنْ رَجلٍ مَتْرُوكِ الحَدِيثِ شَئٌ وإذَا كانَ فِيه حَدِيثٌ مُنكَرٌ بَيَّنْتُ أَنَّه مُنكَرٌ - ولَيْسَ عَلىٰ نَحوِه فِى البَابِ غيرُه .... ثم قالَ : و مَا كانَ فِى كِتابِى مِنْ حَدِيثٍ فِيه وَهنٌ شَدِيدٌ فقد بَيَّنْتُه، وَمِنه مَالاَ يَصِحُّ سَنَدُه ، وما لَمْ أَذكُرْ فِيه شَيئًا فهُو صَالِحٌ ، وَبعضُها أَصحُّ مِن بَعضٍ -

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষান্তরে, মুনযিরী (রহঃ) আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন বকর ইব্‌ন দাস্‌সাহ সূত্রে বর্ণনা করে বলেন ঃ আমি আবূ দাঊদ (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ

ذَكَرْتُ الصَّحِيحَ وَمَا يُشْبِهُهُ وَيُقَارِبُهُ

আমি সুনান গ্রন্থে সহীহ ও যা সহীহ হাদীসের মত এবং যা এর কাছাকাছি তার সবগুলোই গ্রহণ করেছি।[৬]

হাফিয ইব্‌ন মুন্দাহ (রহঃ) বলেন ঃ আবূ দাঊদ ও নাসা'ঈ (রহঃ)-এর শর্তাবলী বা রীতি হল ঃ এমন সম্প্রদায়ের হাদীস গ্রহণ করা, যা বর্জন করার ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণ একমত নন। তবে হাদীসটি অবশ্যই সনদের দিক থেকে সহীহ হতে হবে এবং তাতে কোন কর্তন বা ছেদ ও ইরসাল (إِرْسَالُ) থাকবে না।[৭]

এ বক্তব্যের দ্বারা শায়খাইন এবং পরবর্তী অন্যান্য গ্রন্থকারগণের মধ্যে বিরাট ব্যবধান পরিস্ফুট হয়ে উঠে। ইমাম হাকিম (রহঃ) তাঁর " الْمَدْخَلُ " গ্রন্থে বলেন ঃ যেমনটি মুহাম্মদ ইব্‌ন তাহির প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।[৮] প্রথম প্রকার অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়েই একত্রে যে হাদীস গ্রহণ করেছেন, সে হাদীসগুলো সহীহ হাদীসের মধ্যে প্রথম স্থানের অধিকারী।

উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করা যায়। যে হাদীসটি একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী মহানবী (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, সাহাবীগণের মধ্যেই আবার সে হাদীসের দু'জন নির্ভরযোগ্য রাবী রয়েছেন। তারপর সে হাদীসটি মহানবী (সাঃ)-এর সাহাবী থেকে কোন তাবে'ঈ বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে যাঁর যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে। তাবি'ঈগণের মধ্যেও আবার সে হাদীসের দু'জন নির্ভরযোগ্য রাবী রয়েছেন। অতঃপর তাবি' তাবি'ঈগণ থেকে একজন প্রসিদ্ধ, নির্ভরযোগ্য ও হাফিযুল হাদীস সে হাদীসটি ঐ তাবি'ঈ থেকে বর্ণনা করেছেন, তারপর চতুর্থ পর্যায়ে

---

৬. হাফিয মুনযিরী, *মুখতাসারু সুনানি আবী দাঊদ* (দারুল বায মক্কাতুল মুকাররামা, তা.বি.), পৃঃ ৭-৮।

৭. হাফিয মুনযিরী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৮।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ مَنْدَه : إِنَّ شَرْطَ أَبِى دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ إِخْرَاجُ حَدِيثِ أَقْوَامٍ لَمْ يُجْتَمَعْ عَلَى تَرْكِهِمْ ، إِذْ صَحَّ الْحَدِيثُ بِاتِّصَالِ السَّنَدِ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ وَلَا إِرْسَالٍ -

৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন তাহির আল-মাকদেসী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৪ ; হাফিয 'ইরাকী, ***ফাতহুল মুগীস শারহু আলফিয়্যাতিল হাদীস***, ১ম খণ্ড (ভারত), পৃঃ ৪২-৪৩ ; সুয়ূতী, ***তাদরীবুর রাবী*** (আল্-মাত্‌বা'আতুল খাইরিয়্যাহ, মিসর, ১৩৫৭/১৯৩৮), পৃঃ ১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

বহু রাবী সে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরপর সে সব রাবীগণের মধ্য থেকে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শায়খ হবেন হাফিয, সুদৃঢ়রূপে নির্ভরযোগ্য এবং 'আদালত বা ন্যায় নিষ্ঠার সাথে প্রসিদ্ধ। এমনটি হলেই কেবল সে হাদীসটি হবে সহীহ হাদীসের মধ্যে প্রথম স্তরের অধিকারী।

আমার মতে, "যে হাদীসটি একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী রাসূলে করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, সাহাবীগণের মধ্যেই আবার সে হাদীসের দু'জন নির্ভরযোগ্য রাবী রয়েছেন" ইমাম হাকিমের এ বক্তব্যটি অধিকাংশ হাদীস বিশারদই প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ, এমন অনেক হাদীস পাওয়া যায়, যা একজন সাহাবী ব্যতীত আর কেউই বর্ণনা করেন নি। যেমন, মিরদাসুল আসলামী যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, সে হাদীসটি কেবল কায়স ইব্ন আবী হাযিমই বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে মুসাইয়্যাব ইব্ন হুযন (রাঃ)-এর হাদীসটি তাঁর পুত্র সা'ঈদ ছাড়া আর কেউ-ই বর্ণনা করেন নি।

হাকিম (রহঃ)-এর সুযোগ্য ছাত্র ইমাম বায়হাকীও এ বিষয়ে তাঁর সাথে একমত। কিন্তু হাফিয ইব্ন হাজার (রহঃ) তাঁর هُدَى السَّارِى গ্রন্থে বলেন ঃ হাকিম কর্তৃক আরোপিত শর্ত যদিও বা কিছু সংখ্যক সাহাবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যাঁদের হাদীস গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যথায় বাকী সবের ক্ষেত্রেই সে শর্তটি প্রযোজ্য। কেননা হাদীসের গ্রন্থাবলীতে এমন কোন হাদীসের অস্তিত্বই পাওয়া যায় না, যে হাদীসটি কেবল একজন রাবী বর্ণনা করেছেন।[৯]

তবে হাকিম (রহঃ)-এর নিজের বক্তব্য দ্বারাই এসব কথার অসারতা প্রতিপন্ন হয়। আর তা হল সাহাবীগণকে তিনি এ শর্ত থেকে বাদ দিয়েছেন। কেননা, সাহাবী যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তার রাবী যদি একজনও বিদ্যমান থাকেন এবং সনদের ধারাটি তাঁর পর্যন্ত সহীহ হয়, তবে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) সে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সাহাবী ছাড়া অন্যদের বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ হওয়ার শর্তটি অবশ্যই আরোপ করতে হবে এভাবে যে, তাঁর থেকে বিপুল সংখ্যক লোক সে হাদীসটি বর্ণনা করবেন। তাই বলা যায় যে, যাঁরাই ইমাম হাকিম (রহঃ) -এর এ বক্তব্যের বাহ্যিক দিক বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁরা তাঁর এ বক্তব্যের গূঢ় রহস্য সম্পর্কে অবগত হতে পারেন নি।

---

৯. ইব্ন হাজার, *হুদা আস-সারী* (দারু- ইহ্ইয়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, বৈরুত, লেবানন,১৪০২/১৯৮২), পৃঃ ৯।

মূল 'আবরী ঃ

قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِى كِتَابِهِ "هُدَى السَّارِى" والشَرطُ الَّذِى ذَكَره الحَاكِمُ - وإِن كَانَ مُنتَقِضًا فِى حَقِّ بَعضِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ أخرج لَهُم فإنَّه مُعتَبَرٌ فِى حَقِّ مَن بَعدَهُم ، فَلَيسَ فِى الكِتَابِ حَدِيثٌ أَصلٌ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ لَيسَ لَهُ إلاَّ رَاوٍ وَاحِدٌ قَطٌّ -

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম সাখাভী (রহঃ) বলেন ঃ আমি ইমাম হাকিম (রহঃ)-এর বক্তব্যে সুস্পষ্টরূপে তাঁর এ শর্ত থেকে সাহাবীগণকে বাদ দেয়ার বিষয়টি পেয়েছি। যদিও এটি তাঁর প্রথম বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক। হতে পারে তিনি তাঁর প্রথমোক্ত বক্তব্য প্রত্যাহার করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ প্রসিদ্ধ একজন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের ক্ষেত্রে একজন প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ রাবী ছাড়া অন্য কোন রাবী যখন আমরা না পাই, তখন সে হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করি এবং সে হাদীসকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করি। কারণ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়ের শর্ত মোতাবেক সহীহ। কেননা, ইমাম বুখারী (রহঃ) কায়স ইব্ন আবী হাযিম (রহঃ)-এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। যা তিনি মিরদাসুল আসলামী ও 'আদী ইব্ন 'উমাইরাহ্ (রাঃ)[১০] থেকে বর্ণনা করেছেন। অথচ, কায়স (রহঃ) ব্যতীত এ দু'জন থেকে এ হাদীসটি আর কেউ-ই রিওয়ায়াত করেন নি। এমনিভাবে ইমাম মুসলিম (রহঃ)-ও আবী মালিক আল্-আশজা'ঈ (রহঃ) তাঁর পিতা থেকে এবং মিজযাত ইব্ন যাহির আল্ আসলামী তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন।[১১]

এ আলোচনার দ্বারা ইমাম হাকিম (রহঃ)-এর বক্তব্যটি অটুট থেকে যায় এবং সদ্য সমাপ্ত কথার মাধ্যমে তাঁর ওপর আরোপিত সকল অপবাদ তিরোহিত হয়ে যায়।[১২]

আর হাদীস শাস্ত্র বিশারদগণের কেউ কেউ হাকিম (রহঃ)-এর বক্তব্যের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, "তাঁর শর্তারোপের উদ্দেশ্য হচ্ছে--রাসূলে করীম (সাঃ) থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ রাবী হাদীসটি বর্ণনা করবেন।" এটি একটি ভুল ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যার মাধ্যমে ইমাম হাকিম (রহঃ)-এর বক্তব্যকে উদ্দেশ্য বিহীন অন্য একটি বিষয়ের প্রতি ধাবিত করা ছাড়া আর কিছুই হয় নি ; বরং ইমাম হাকিম (রহঃ)-এর বক্তব্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য একমাত্র মহান আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন। কারণ সাধারণত রাসূলে করীম (সাঃ) থেকে হাদীসের বর্ণনাকারী ব্যক্তিটি নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ অপরিচিত হবেন না। ফলে অন্তত দু'জন রাবী তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করবেন। তাঁর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, প্রতিটি হাদীসেরই বিশিষ্ট দু'জন রাবী হবেন, যারা দু'জন রাবী থেকে হাদীসটি বর্ণনা করবেন। আবার তাঁদের থেকে এমনিভাবে দু'জন রাবী এ হাদীসটি বর্ণনা করবেন ইত্যাদি।[১৩]

---

১০. 'আদী ইব্ন 'উমাইরাহ্ (রহঃ)-এর হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহঃ) গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহঃ) গ্রহণ করেন নি। তাছাড়া কায়স তাঁর থেকে একাই রিওয়ায়াত করেন নি।

মূল 'আরবী ঃ

الَّذِى أَخْرَجَ حَدِيثَ عَدِىِّ بنِ عُمَيرَةَ هُوَ مُسلِمٌ لا البُخَارِىُّ، وَقَيسٌ لَم يَنفَرِدْ عَنهُ أَيضًا

১১. মিজযাত ইব্ন যাহির আল আসলামী (রহঃ)-এর হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহঃ) গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (রহঃ) গ্রহণ করেন নি।

মূল 'আরবী ঃ

والَّذِى أَخرجَ حَدِيثَ مِجزَاةَ ابنِ زَاهِرٍ إِنَّمَا هُوَ البُخَارِىُّ لا مُسلِمٌ -

১২. হাফিয ইরাকী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৩।

১৩. সুয়ূতী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১২৫ ; হাফিয 'ইরাকী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে আবূ বকর আল হাযিমী (রহঃ) হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর শর্তাবলী এবং ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) এবং তাঁদের পরবর্তী উসূলবিদগণের শর্তাবলী বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ যখন এ কথা প্রমাণিত হল যে, বর্ণনার বিশুদ্ধতার স্তর নিরূপণের জন্য বর্ণনাকারীর গুণাবলী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া প্রয়োজন, তখন আমরা আমাদের পূর্বকৃত ওয়াদা অনুযায়ী এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, সুনির্দিষ্ট শর্তাবলী কোন ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া গেলে তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করা অপরিহার্য। শর্তগুলো এরূপ ঃ

প্রথম শর্ত ঃ মুসলমান হওয়া। আর এটাই প্রধান উদ্দেশ্য (الإِسْلَامُ وَهُوَ المَقْصُودُ الأَعْظَم)। কেননা, মুশরিকদের বর্ণনা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ 'আকল (العَقْلُ) বা জ্ঞান। কেননা, কোন ব্যক্তি জ্ঞান থাকলেই কেবল সে সম্বোধন লাভ করতে পারে এবং এর দ্বারাই সে সঠিক বিষয়টির সন্ধান লাভ করে। পক্ষান্তরে, যার জ্ঞান নেই তার পর্যায় দু'টি। হয় সে পাগল অথবা নির্বোধ শিশু। আর এ উভয়ের বর্ণনা বা সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য নয়।

তৃতীয় শর্ত ঃ সিদ্ক (الصِّدْقُ) বা সত্যবাদিতা। এটি এমন একটি উন্নত গুণ, যা নবীগণের বৈশিষ্ট্য, পুণ্যবানদের স্বভাব, নেককারদের অবস্থানস্থল, সত্য ও মিথ্যার মধ্যকার অন্তরায় এবং জ্ঞানী ও মূর্খের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে।

চতুর্থ শর্ত ঃ বর্ণনাকারী মুদাল্লিস (المُدَلِّس) হবেন না। তাদলীসের বেশ ক'টি প্রকার রয়েছে এবং তন্মধ্যে একটি অপরটি অপেক্ষা সহজতর। তাছাড়া বসরা ও কূফার সিকাহ্ রাবীগণ তাদলীসকে অবজ্ঞা করেন নি। উপরন্তু সহীহ হাদীসের গ্রন্থাবলীতেও মুদাল্লিসগণের মধ্য থেকে কতিপয় লোকের হাদীস স্থান লাভ করেছে। তথাপিও সহীহ হাদীসের শর্তাবলী দ্বারা তা বাদ পড়ে যায়।

পঞ্চম শর্ত ঃ 'আদালত (العَدَالَةُ) বা ন্যায়পরায়ণতা। সকল আহলে 'ইলম এ কথায় একমত যে, ন্যায়পরায়ণ না হলে কোন বর্ণনাকারীর বর্ণনা গ্রহণ করা হবে না। 'আলিমগণ বলেন ঃ অধস্তন বর্ণনাকারী থেকে নিয়ে নবী করীম (সাঃ) পর্যন্ত যেসব হাদীসের সনদ মুত্তাসিল , সেসব হাদীসেরও রাবীগণের ন্যায়নিষ্ঠা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তার ওপর 'আমল করা অপরিহার্য নয়। তবে যেসব সাহাবী সরাসরি মহানবী (সাঃ) থেকে মারফূ' হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের কথা ভিন্ন। কারণ, সাহাবীগণের ন্যায়নিষ্ঠতা তো সকলেরই জানা। কেননা, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর সাহচর্য লাভকারীগণকে ন্যায়পরায়ণ করে দিয়েছেন এবং তাঁদের ন্যায়নিষ্ঠতা ও পবিত্রতার সংবাদ প্রদান করেছেন।

ষষ্ঠ শর্ত ঃ বর্ণনাকারী ব্যক্তির ন্যায়নিষ্ঠতা প্রমাণিত হওয়ার পর এবং ন্যায়নিষ্ঠ হওয়ার পক্ষে অন্তরায় যথা নির্বুদ্ধিতা ইত্যাদি না থাকা সাব্যস্ত হওয়ার পর আহ্লে 'ইলমগণের নিকট হাদীস অন্বেষী এবং এ ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ সাধকরূপে তাঁকে পরিচিত থাকতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম শর্ত ঃ বর্ণনাকারীর স্মৃতিতে রক্ষিত হাদীসগুলো 'আলিমগণের নিকট থেকে সংগৃহীত হতে হবে, গ্রন্থাবলী থেকে নয়।

অষ্টম শর্ত ঃ রাবী যখন শ্রবণ করেছেন তখন থেকেই হাদীসটি তাঁর মুখস্থ থাকতে হবে এবং তাঁর শায়খ থেকে এ রিওয়ায়াত বর্ণনার ওপর তাঁর বিশ্বাস থাকতে হবে যে, তিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে তাদলীসের আশ্রয় নেন নি। যদিও তিনি তাদলীস করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ।

নবম শর্ত ঃ উদাসীনতা বা অবহেলার সমুদয় চিহ্ন থেকে মুক্ত হয়ে সুস্থ মস্তিষ্কে জাগ্রত অবস্থায় বর্ণনাকারীকে হাদীস বর্ণনা করতে হবে।

দশম শর্ত ঃ বর্ণনাকারীর মধ্যে ধারণা করে হাদীস বর্ণনার প্রবণতা ও ক্রটি করার অভ্যাস নিতান্তই কম থাকতে হবে। কারণ, যিনি প্রচুর ভুল করেন এবং যাঁর হাদীস বর্ণনার প্রবণতা অনেক বেশী, তাঁর বর্ণিত হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং তার দ্বারা আর দলীল পেশ করা যায় না। সে যোগ্যতা তাঁর মধ্য থেকে তিরোহিত হয়ে যায়।

একাদশ শর্ত ঃ বর্ণনাকারীকে দেখলেই মনে হবে তিনি একজন পুণ্যবান ব্যক্তি এবং শান্তশিষ্ট ও ভাব গাম্ভির্যপূর্ণ মানুষ। উন্মাদনা ও পাগলামির ব্যাপারে প্রসিদ্ধ নন তাঁকে এমনটি হতে হবে। কারণ, এগুলো বোকামিরই নামান্তর।

দ্বাদশ শর্ত ঃ বর্ণনাকারীকে প্রবৃত্তি পূজা থেকে দূরে থাকতে হবে। বিদ'আত[১৪] পরিত্যাগকারী হতে হবে। ভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়, এমন বিদ'আতকারীর হাদীস প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে অধিকাংশ 'আলিমই ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আর যেসব বিদ'আত ভ্রান্তির দিকে ধাবিত করে না এমন বিদ'আতীর হাদীস গ্রহণ করতে তারা দ্বিধা-সংকোচ করেন।

---

১৪. বিদ'আত-এর অর্থ ঐ মত, বস্তু বা কর্ম প্রণালী, যার অনুরূপ কোন কিছু পূর্বে বর্তমান ছিল না বা সম্পাদন করা হয় নি ; নব প্রবর্তন বা অভিনবত্ব। ধর্মের স্বীকৃত উৎসগুলোর সাথে যে সকল নব-প্রবর্তিত ধর্ম-নৈতিক বিশ্বাসের কোন সামঞ্জস্য নেই এবং মুসলিম সমাজে এমন যে সব নতুন ধারণা ও রীতিনীতির উদ্ভব হয় যা রাসূলে করীম (সাঃ)-এর জীবন-যাপন প্রণালীর সাথে সম্পর্ক নেই, তা-ই হল বিদ'আত। বিদ'আতের ক্রমবিকাশ ব্যাপারে বড় বড় দু'টি দলের উদ্ভব হয়। প্রথম দলের অভিমত, মু'মিনদের কর্তব্য হল মহানবী (সাঃ)-এর সুন্নাহর অনুসরণ করা, নতুন কিছু করা নয়। অপর দলটি পারিপার্শ্বিকতা ও অবস্থার পরিবর্তনের ব্যাপারে স্বীকার করেন এবং শিক্ষা দেন যে, বিভিন্ন মাত্রায় ও বিভিন্নভাবে ভাল ভাল বিদ'আত এবং এমন কি প্রয়োজনীয় বিদ'আতও রয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ ও আহ্‌লে হাদীসের মতে যা কিছু অভিনব এবং পবিত্র কুর'আন, সুন্নাহ, ইজমা' বা সাহাবীগণের কথা ও কাজের পরিপন্থী তা-ই বিদ'আত এবং উহাই বিপথে পরিচালিত করে। বিদ'আত প্রসংগে মহানবী (সাঃ) ঘোষণা করেন ঃ وَشَرُّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُل بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُـل ضَلَالَـةٍ فِـى النَّـارِ- ইসলামী শরী'আতের মধ্যে মনগড়াভাবে যা নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে তা নিকৃষ্ট। প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদ'আত। প্রত্যেকটি বিদ'আতই ভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেকটি ভ্রষ্টতাই জাহান্নামে নিক্ষেপ করে।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, ১ম সং (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০২/১৯৮২), পৃঃ ১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস বিশারদগণের প্রধান কাজ হল সহীহ হাদীস সংগ্রহ করা। এ কাজে তাঁরা নির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁদের এ নীতিমালাগুলোকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। নিম্নে তা উপস্থাপন করা হল।

প্রথম স্তর ঃ এ স্তরে তাঁরা প্রথমত রাবীগণের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়ে নিশ্চিত হন যে, তিনি তাঁর শায়খগণ থেকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে 'আদিল বা ন্যায়নিষ্ঠ কি না। অনুরূপভাবে যাঁদের থেকে তাঁরা রিওয়ায়াত করেন তাঁদের ব্যাপারে নিশ্চিত হন যে, তাঁরাও 'আদিল। যদি তাঁদের কারও থেকে তাঁর সংকলিত হাদীস সহীহ প্রমাণিত হয়, তখন তাঁরা তাঁর হাদীস গ্রহণ করেন এবং সংকলন করেন। পক্ষান্তরে বিশুদ্ধতায় কিছুটা সংশয় থাকায় শাওয়াহিদ ও মুতাবি'আত[১৫] ব্যতিরেকে অন্য কোন ক্ষেত্রে সেসব হাদীস গৃহীত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

এ অধ্যায়টি কিছুটা কঠিন। আর মূল রাবী থেকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে রাবীগণের স্তর পরিচিতি এবং তাঁদের বর্ণিত হাদীসের স্তরভেদ সম্বন্ধে অবগতি থাকলেই কেবল সে বিষয়টি অনুধাবন করা কিছুটা সহজ হয়ে ওঠে। উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করার প্রয়াস নেয়া যায়।

উদাহরণত আমরা বলতে পারি যে, আমরা জানি, ইমাম যুহরী (রহঃ)[১৬]-এর শাগিরদগণ পাঁচটি স্তরে বিভক্ত। ওপরের বর্ণনা মতে প্রতিটি স্তরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ রয়েছে এবং এর মধ্যে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। যাঁরা প্রথম সারিতে পড়েন, তাঁদের বর্ণিত হাদীস বিশুদ্ধতার শীর্ষে গণ্য এবং ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর একান্ত লক্ষ্য এটাই যে, তিনি তাঁদের থেকে হাদীস সংগ্রহ করবেন।

---

১৫. এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর একজন রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায়, তাহলে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে প্রথম রাবীর হাদীসটির মুতাবি' বলে--যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী অর্থাৎ সাহাবী একই ব্যক্তি হন। আর এরূপ হওয়াকে 'মুতাবি'আত' বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসটিকে প্রথম ব্যক্তির হাদীসের শাহিদ বলে। আর এ জাতীয় সকল হাদীসকে 'শাওয়াহিদ' বলে। মুতাবি'আত ও শাওয়াহিদ দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি ও প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি পায়।

ডঃ 'ইজাজ আল-খাতীব বলেন ঃ

الْمُتَابَعَةُ هِيَ مُشَارَكَةُ رَاوِيًا آخَرَ فِي رِوَايَةِ حَدِيثٍ عَنْ شَيْخِهِ أَوْ عَمَّنْ فَوْقَهُ مِنَ الْمَشَايِخِ وَالشَّوَاهِدُ الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى عَنْ صَحَابِيٍّ مُشَابِهًا لِمَا رُوِيَ عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ فِي اللَّفْظِ أَوِ الْمَعْنَى -

মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস* (এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা ১৯৯২ খ্রিঃ), পৃঃ ৭ ; ডঃ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত* (আল-মাকতাবাতুশ্-শাফিয়া, বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী ১৪২২/২০০১), পৃঃ ৪১।

১৬. তাঁর পুরো নাম ঃ আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন 'ওবায়দুল্লাহ ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন শিহাব ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্নুল হারিছ ইব্ন যুহরা আল কুরাশী আয্ যুহরী আল মাদানী। তিনি ৫০/৬৭০ সনে কুরায়শ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'ইলমি হাদীসের একজন সুবিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তৎকালে ইমাম যুহরীই সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি বলে পরিগণিত ছিলেন। ফিক্হ এবং হাদীস শাস্ত্রে কেউই তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। জীবনে বহু সংখ্যক সাহাবীর দর্শন লাভ করার সৌভাগ্য তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল। তিনি আনাস ইব্ন মালিক, ইব্ন 'ওমর, সহল ইব্ন সা'দ, সা'ঈদ ইব্ন ইয়াযীদ, সা'ঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব, আবী উমামা ইব্ন সাহল, 'আবদুর রহমান ইব্ন সা'দ, মাহমূদ ইব্নুর রাবী' (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম ও বড় বড় তাবি'ঈ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর শিক্ষকগণেরও উস্তায ছিলেন। বিপুল সংখ্যক তাবি'ঈ তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। 'ইলমি হাদীসে তিনি ছিলেন অবিসংবাদিত ইমাম। তাঁর বর্ণিত হাদীস ছিল তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির বাস্তব প্রমাণ। 'আমর ইব্ন দিনার (রহঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন : مَا رَأَيْتُ أَنَصَّ لِلْحَدِيْثِ مِنَ الزُّهْرِيِّ ইমাম যুহরী অপেক্ষা হাদীসের অধিক প্রামাণ্য ও অকাট্য দলীলরূপে আর কাউকে দেখি নি। বস্তুত আল্লাহ্ পাক তাঁকে অপরিসীম স্মরণশক্তি দান করেছিলেন। তাঁর স্মরণশক্তি সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন : اِنَّهُ حَفِظَ الْقُرْآنَ فِى ثَمَانِيْنَ لَيْلَةً তিনি মাত্র আশি রাতে পবিত্র কুর'আন মজীদ সম্পূর্ণ মুখস্থ করেছেন। ইমাম যুহরী নিজ স্মরণশক্তি সম্বন্ধে স্বয়ং বলেন : مَا اسْتَوْدَعْتُ حِفْظِى شَيْئًا فَخَانَنِى কোন কিছু মুখস্থ করে নেয়ার পর তা আমি আর কখনও ভুলে যাই নি।

তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান লিখিতভাবে সংরক্ষণ করার চেয়ে মুখস্থ ও চর্চার মাধ্যমে সংরক্ষণ করার পক্ষপাতি ছিলেন। বিখ্যাত মনীষী কাযী ইব্ন 'আবদুল বার (রহঃ) তাঁর 'জামি' বায়ানুল 'ইলম' গ্রন্থে ইমাম যুহরী (রহঃ)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, 'শাসক সম্প্রদায় যদি আমাদেরকে বাধ্য না করতেন, তবে আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে পুস্তকে সীমাবদ্ধ ও বন্দী করতাম না। 'ওমর ইব্ন 'আবদিল 'আযীয (রহঃ)-এর আদেশক্রমে সর্বপ্রথম তিনি রাসূলে করীম (সাঃ)-এর হাদীস সংগ্রহ ও গ্রন্থাবদ্ধ করেন। তিনি হাদীস সংগ্রহের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তিনি মদীনার প্রত্যেক আনসারীর ঘরে ঘরে উপস্থিত হয়ে স্ত্রী-পুরুষ ও যুবক-বৃদ্ধ যাকেই পেতেন, তাকেই এমন কি পর্দানশীন মহিলাগণকেও মহানবী (সাঃ)-এর বাণী ও অবস্থাসমূহ জিজ্ঞাসাবাদ করে লিপিবদ্ধ করতেন। তাঁর হাদীস সংগ্রহের বিরাট কাজ লক্ষ্য করে ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বলেছেন : لَوْ لَا الزُّهْرِيُّ لَذَهَبَ السُّنَنُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ ইমাম যুহরী না হলে মদীনার হাদীসসমূহ নিঃসন্দেহে বিলীন হয়ে যেত।

ইমাম যুহরী (রহঃ) সংগৃহীত হাদীসের সংখ্যা দু'হাজার দু'শ। তিনি সমগ্র হিজায অঞ্চলে প্রাপ্তব্য হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন। ৮০ হিজরীতে খলীফা 'আবদুল মালিক তাঁকে নিজ দরবারে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিশেষভাবে সম্মানিত করেন। তিনি সর্বদাই শাসক সম্প্রদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতেন এবং তাঁদের প্রিয়পাত্রদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। খলীফা হিশাম ইব্ন 'আবদুল মালিক তাঁর সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার ভার ইমাম যুহরীর ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। তিনি সম্ভবত খলীফা 'ওমর ইব্ন 'আবদিল 'আযীযের নির্দেশে 'কিতাবুল মাগাযী' নামক মহাগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ১২৪/৭৪৩ সনে সিরিয়ার 'শাগবাদ' নামক গ্রামে ইন্তিকাল করেন। সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস,* ৩য় সং (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৩৯৯/১৯৯২), পৃঃ ৩২৭ ; কাযী ইব্ন 'আবদিল বার, *জামি' বায়ানুল 'ইলম,* ১ম সং (ইদারাতুত্-তাবা'আহ্ আল মুনীরিয়্যাহ, মিসর), পৃঃ ১৫৬ ; ডঃ শামীর আরা চৌধুরী, *হাদীস বিজ্ঞান,* ১ম প্রকাশ (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২২/২০০১), পৃঃ ১৬০-১৬১ ; মুহাম্মদ আবূ যাহ্, *আল্ হাদীসু ওয়াল মুহাদ্দিসূন* (দারুল কিতাবিল 'আরাবী, বৈরুত, লেবানন, ১৪০৪/১৯৮৩), পৃঃ ১৭৪-১৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় স্তর ঃ এ স্তরে যাঁরা পড়েন, তাঁরা ন্যায় নিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রথম সারির রাবীগণের অংশীদার। কিন্তু প্রথম সারীর রাবীগণের মধ্যে যেমন হিফয ও ইত্কান উভয়টিরই সমাহার ঘটেছে এবং তাঁরা দেশে-বিদেশে ভ্রমণে তথা সর্বাবস্থায় ইমাম যুহরী (রহঃ)-এর সুদীর্ঘ সান্নিধ্য পেয়েছেন, দ্বিতীয় সারির রাবীগণ তেমনটি পান নি। তারা ইমাম যুহরী (রহঃ)-এর সান্নিধ্য লাভ করেছেন, তবে তা খুবই কম সময়ের জন্য। তাই ইমাম যুহরী (রহঃ)-এর হাদীসের সাথে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা হয়েছে কম। আর কর্তব্যনিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাঁরা প্রথম স্তরের লোকদের ন্যায় ছিলেন না। আর তাঁরা হচ্ছেন ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্তভুক্ত লোক।

তৃতীয় স্তর ঃ এ স্তরের লোকেরা ইমাম যুহরী (রহঃ)-এর সাহচর্য ঠিক সেভাবেই লাভ করেছেন, যেভাবে প্রথম সারির বর্ণনাকারীগণ লাভ করেছিলেন। কিন্তু জারহ্-এর ন্যায় ত্রুটি থেকে তাঁরা মুক্তি লাভ করতে পারেন নি। সুতরাং তাঁদের বর্ণিত হাদীস প্রত্যাখ্যান ও গ্রহণযোগ্যতার মাঝামাঝি পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। আর এরাই হচ্ছেন ইমাম আবূ দাঊদ ও ইমাম নাসা'ঈ (রহঃ)-এর শর্তভুক্ত লোক।

চতুর্থ স্তর ঃ এরা জারহ্ ও তা'দীলের ক্ষেত্রে তৃতীয় স্তরের রাবীগণের মতই। তবে ইমাম যুহরীর হাদীস সম্পর্কে তাঁদের খুব একটা পারদর্শিতা নেই। কেননা, ইমাম যুহরীর সাথে তাঁরা সময় কাটিয়েছেন কম। আর এরাই হচ্ছেন ইমাম আবূ 'ঈসা তিরমিযী (রহঃ)-এর শর্তযুক্ত লোক।

পঞ্চম স্তর ঃ এ স্তরে দুর্বল ও অখ্যাত রাবীগণের অবস্থান। যাঁরা অধ্যায় ভিত্তিক হাদীস সংকলন করেছেন, তাঁদের জন্য এসব রাবীগণের হাদীস অন্য হাদীসের সমর্থন কিংবা কোন প্রমাণ উপস্থাপন ব্যতিরেকে গ্রহণ করা সংগত নয়। তবে এ অভিমত ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) ও তাঁর নিম্ন স্তরের লোকদের জন্য। শায়খাইন (রহঃ)-এর মতে কোন ক্ষেত্রেই এদের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। তারপর তিনি এ পাঁচটি স্তরের প্রত্যেকটিকেই সুস্পষ্টরূপে বিশ্লেষণ করার উপমা টেনে বলেন ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) কখনও কখনও দ্বিতীয় স্তরের রাবীগণ থেকে রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন। আর ইমাম মুসলিম (রহঃ) গ্রহণ করেছেন তৃতীয় স্তর থেকেও।[১৭]

---

১৭. আবূ বকর আল হাযিমী, *শুরূতুল আয়িম্মাতিল খামসা,* পৃঃ ৩৯-৪৭।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ الحَازِمُ رَحِمَه اللهُ تعالىٰ فِى بَيَانِ شُرُوطِ المُخبِرِ فِى الرِّوايَةِ ، وبَيانِ شرطِ الشَيْخين ومَنْ بعدَهُما مِن اَصحَابِ الاصُولِ : فإذا ثَبَتَ اَنَّ الحَاجةَ دَاعِيةٌ فِى تَصْحِيحِ......

الشرطُ الاَوَّلُ : الإِسلامُ ، وهُو المقصودُ الأَعظمُ ....-

الشرطُ الثانِى : العَقلُ ، وبه يَتوجَّهُ الخِطابُ ....-

شرطٌ اُخرُ : الصِّدقُ ، وهُو عُمدَةُ الأنبَاءِ.................-

شرطٌ اُخرُ : اَنْ لايكُونَ مُدلِّسًا ....-

شرطٌ اُخرُ : العَدالةُ ، وقَد اَجْمَعَ اهلُ العِلمِ عَلىٰ اَنَّه لا يُقبَلُ إلاَّ خبرُ العدلِ.........-

وَمِنها : اَنْ يكونَ الشَّخْصُ بَعْدَ اَنْ تُبَتَتَ عَدَالَتُهُ ....-

Dhaka University Institutional Repository

এ ক্ষেত্রে আমরা মনে করতে পারি যে, প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের বর্ণনাকারীগণ হিফয, ইত্কান, যব্ত[১৮] ও 'আদালতের ক্ষেত্রে প্রায় সমপর্যায়ের। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ঠিক সেরূপ নয় ; বরং দ্বিতীয় স্তরের বর্ণনাকারীগণ অপেক্ষা প্রথম শ্রেণীর বর্ণনাকারীগণ তথা ইমাম যুহরীর সুদীর্ঘ সাহচর্য লাভকারী এবং এ কাজে নিষ্ঠার সাথে অবিচল ব্যক্তিগণই শ্রেয়। আর এসব রাবীগণের নিকট থেকেই ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীস সংগ্রহ করেছেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় স্তরের রাবীগণ সেরূপ সাহচর্য লাভ করেন নি ; অথচ, তাঁদের মধ্যে হিফ্য বা মুখস্থ শক্তি, যব্ত ও 'আদালত[১৯] ছিল প্রথম স্তরের

ومِنها : انْ يكونَ حِفظُهُ مَاخوذًا عَنِ العُلمَاءِ لاَعَنِ الصُحفِ -

ومِنها : انْ يكونَ ضَابطاً مِمَّا سَمعَه وقتَ سَمَاعِه ....-

ومِنها : انْ يكونَ مُتيقظا سَلِيمَ الذِّهنِ عَنْ شَوائبِ الغفلةِ -

ومِنها : انْ يكونَ قليلَ الغَلطِ والوَهمِ ....-

ومِنها : أنْ يكونَ حسنَ السمتِ ، موصوفًا بالوَقَار ....-

ومِنها : أنْ يكونَ مُجانباً لِلأهْواءِ تاركًا لِلبِدع ....-

ثُمَّ اعلَم أنّ لِهؤلاءِ الائمّةِ مذهبًا فِى كَيْفيّةِ اِستِنباطِ مَخارِجِ الحَديثِ ، نُشيرُ اِليهَا علىٰ سَبيلِ الاِيْجَازِ -

وذَالك أنَّ مذهبَ مَنْ يخرجُ الصحيحَ : أن يَعتبرَ حالَ الراوىِ العدلِ فى مشَايِخِه...

فَمَن كانَ فِى الطَّبقةِ الأُولىٰ : فَهُوَ الغايةُ فِى الصّحّةِ ، وهو غَايةُ مَقصَدِ البُخَارِىّ -

والطَّبقةُ الثَانيهُ : شَاركتْ الأولىٰ فِى العَدالةِ ....

والطبقةُ الثالثهُ : جمَاعةٌ لزَموا الزُّهرىَّ مثلَ أهلِ الطبقةِ الأُولىٰ ....

والطبقةُ الرابعةُ : قومٌ شارَكُوا أهلَ الطبقةِ الثالثةِ فى الجَرحِ والتَعدِيلِ ....

والطبقةُ الخامسةُ : نَفرٌ من الضُّعَفَاءِ والمَجهُولِينَ لايجوزُ لِمَن يخرجُ الحديثَ علَى الأبوَابِ

ثُمَّ مَثَّلَ لِاَعْيَانِ كُلِّ طَبَقةٍ مِّنَ الطَّبقاتِ الخَمْسِ ثُم قَالَ : وقدْ يُخْرِجُ البُخَارِىُّ أحيانًا مِنْ أعيانِ الطبقةِ الثانيةِ - ومسلمٌ مِن أعيانِ الطبقةِ الثالثةِ ....

১৮. যে স্মৃতিশক্তির দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে যব্ত (ضَبط) বলে।

ডঃ শামীম আরা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৪।

১৯. যে সুদৃঢ় নৈতিক শক্তি মানুষকে তাকওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে, তাকে 'আদালত (عَدَالَة) বলা হয়। এখানে তাকওয়া বলতে যাবতীয় অবৈধ কাজকর্ম, এমন কি অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কাজ থেকে বিরত থাকা বুঝায়। যেমন হেঁটে হেঁটে পানাহার করা বা রাস্তাঘাটের পার্শ্বে মলমূত্র ত্যাগ করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা বুঝায়। এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে 'আদিল বলা হয়।

ডঃ শামীম আরা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৩-৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

রাবীগণের ন্যায় অভিন্ন। সুতরাং ইমাম মুসলিম (রহঃ) প্রথম ও দ্বিতীয় সারির রাবীগণ হতে মৌলিক বিষয়ে হাদীস গ্রহণ করেছেন। তবে ইমাম বুখারী (রহঃ)-ও এ দ্বিতীয় সারির রাবীগণের মধ্যে গুটি কয়েক নির্বাচিত রাবী থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু তৃতীয় স্তর যথা হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ্ প্রমুখের ন্যায় রাবী হতে ইমাম বুখারী (রহঃ) আদৌ কোন হাদীস গ্রহণ করেন নি। তবে ইমাম মুসলিম (রহঃ) তৃতীয় সারির এসব রাবী হতে নির্বাচিত কিছু সংখ্যক বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণ করেছেন। ইমাম হাযিমী (রহঃ)-এর বক্তব্যের ভাবখানা ছিল এটুকুই।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) সমস্ত রাবীকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করেন। অচিরেই সে বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। তবে তা কোনক্রমেই তৃতীয় স্তরকে অতিক্রম করতে পারে নি।

ইমাম বুখারী (রহঃ) দ্বিতীয় স্তরের রাবীগণ যথা লাইস ইব্ন সা'আদ, আওযা'ঈ, ইব্ন আবী যি'ব প্রমুখ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন বটে ; কিন্তু তাঁদের ওপর তাঁর পরিপূর্ণ আস্থা ছিল না। আর ইমাম মুসলিম (রহঃ) প্রথম ও দ্বিতীয় উভয়ই স্তরের রাবী থেকেই পরিপূর্ণ আস্থা সহকারে হাদীস গ্রহণ করেছেন। অধিকন্তু, দ্বিতীয় স্তরের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহঃ) যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন, তৃতীয় স্তরের রাবীগণের ক্ষেত্রে ইমাম মুসলিম (রহঃ) সে রীতি অবলম্বন করেন। তবে চতুর্থ ও পঞ্চম স্তরের কোন রাবীর বর্ণনা তাঁরা গ্রহণ করেন নি।

হাফিয ইব্ন হাজার (রহঃ) বলেন ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) দ্বিতীয় স্তরের রাবীগণের অধিকাংশ রিওয়ায়াতই তা'লীকরূপে গ্রহণ করেছেন। তবে এর পরিমাণ খুবই কম।

তারপর তিনি বলেন ঃ এটাই হচ্ছে সে উপমা যা আমরা উল্লেখ করেছি। মুকাস্‌সিরীন তথা অধিক হাদীস বর্ণনাকারীগণের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। এর ওপর নাফে', আ'মাশ, কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখের শিষ্যগণের অবস্থাও অনুমান করা যায়। পক্ষান্তরে, গায়রে মুকাস্‌সিরীন তথা যাঁদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা কম তাঁদের মধ্য থেকে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) কেবল সেসব লোক থেকেই হাদীস. গ্রহণ করেছেন, যাঁদের সিকাহ্ ও 'আদালত ইত্যাদি নির্ভরযোগ্য এবং ভুলের সংখ্যা কম। সুতরাং তাঁরা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদুল আনসারী (রহঃ)-এর মুফরাদ হাদীস গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে, যাঁদের সিকাহ্ ও 'আদালত ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) সুদৃঢ় আস্থাশীল নন, তাঁদের এমন হাদীসও তাঁরা গ্রহণ করেছেন, যেসব হাদীস অন্যান্য রাবীগণও বর্ণনা করেছেন। আর এর সংখ্যাই অধিক ।[২০]

ইব্নুস্ সালাহ (রহঃ) সহীহ মুসলিমের শারহ্ গ্রন্থে বলেন ঃ যেমনটি ইমাম নববী নকল করেছেন যে, "সহীহ মুসলিমে ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্ত হচ্ছে, হাদীসটি সনদের দিক থেকে মুত্তাসিল হতে হবে উপরন্তু, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সিকাহ্ রাবীগণের দ্বারা বর্ণিত হতে হবে এবং শায ও 'ইল্লত থেকে মুক্ত হতে হবে।"

---

২০. ইব্ন হাজার, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯-১০।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেন ঃ এটাই হচ্ছে সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা। সুতরাং যে সব হাদীসে এসব শর্ত বিদ্যমান থাকবে, সকল হাদীস বিশারদের অভিমত হল সে সব হাদীস-ই সহীহ।[২১]

এদিকে ইমাম মুসলিম (রহঃ) হাদীসকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। আবার রাবীগণকেও তিনি তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম শ্রেণী থেকে তিনি গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। তবে তৃতীয় শ্রেণী থেকে আদৌ গ্রহণ করেন নি।

ইমাম হাযিমী (রহঃ) বলেন ঃ'যে সব খবর রাসূলে করীম (সাঃ)-এর দিকে সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করা হয়, সেগুলোকে আমরা তিনভাগে বিভক্ত করতে চাই। আর রাবীগণকেও পুনরাবৃত্তি ছাড়া তিন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করতে চাই। তবে কখনও কখনও কোন কোন সময় এমন আসে যে, তাতে হাদীসকে একাধিকবার আনতে হয়, যাতে অর্থের আধিক্য রয়েছে । অথবা, তাতে কোন সূত্র (اِسْنَاد) থাকে, যা এ ইস্নাদের পাশে রাখা যায়-- এ ইসনাদে কোন ত্রুটি থাকার কারণে। কেননা, যে হাদীসের মধ্যে অর্থের আধিক্য থাকে এবং আমরা যে হাদীসের মুখাপেক্ষী, তা পরিপূর্ণ হাদীসের (حَدِيْثٌ تَامٌّ) স্থলাভিষিক্ত হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং যে হাদীসের মধ্যে অর্থের আধিক্য রয়েছে বলে আমরা উল্লেখ করছি, সে হাদীসকে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

অতএব, সর্বাগ্রে আমরা চাই ত্রুটিমুক্ত, পবিত্র ও স্বচ্ছ হাদীস গ্রহণ করতে। যেমন, এমন রাবীগণের হাদীস যাঁরা হাদীস বর্ণনায় সদা ব্রত। আর তাঁরা যখন হাদীস নকল করেছেন তখন অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথেই নকল করেছেন। যাঁদের বর্ণনায় প্রচণ্ড রকমের কোন বিরোধ নেই ও মারাত্মক প্রকৃতির কোন ভুল-ত্রুটি নেই। 'আমরা যখন এসব লোকদের বর্ণিত হাদীস নির্বাচন সমাপ্ত করি, তখন দ্বিতীয় পর্যায়ে এমন কিছু লোকের হাদীস গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করব, যাঁদের হিফ্য, ইত্কান ইত্যাদি প্রথম স্তরের লোকদের মত নয় এবং পূর্বে আমরা যাঁদের গুণাগুণের আলোচনা করেছি, এরা তাঁদের চেয়ে নিম্নমানের রাবী, তদুপরি আল্লাহ্-ভীতি, সত্যবাদিতা ও পাণ্ডিত্যে তাঁরা পরিপূর্ণ। যেমন 'আতা ইব্ন সা'য়িব, ইয়াযীদ ইব্ন আবী যিয়াদ ও লাইস ইব্ন আবী সুলাইম এবং তাঁদের মত হাদীসের বর্ণনাকারীগণ। সুতরাং আমরা এতক্ষণ যাঁদের আল্লাহ্-ভীতি ও বিদ্যা-বুদ্ধি সম্বন্ধীয় বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলাম, তাঁরা জ্ঞানীগণের নিকট সুপরিচিত, তাঁদের সমকালীন অন্যান্য

---

২১. ইমাম নববী, *শারহ্ সহীহ মুসলিম,* ১ম খণ্ড (দারু ইহ্ইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, বৈরুত, লেবানন, ১৩৯২/১৯৭২), পৃঃ ১৫।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ ابنُ الصَّلاحِ رَحِمهُ اللهُ تعالىٰ فِي شَرحِ مُسلِمٍ ، كَما نَقَلَهُ النَّبوِيُّ رَحِمه اللهُ تعالىٰ

" شَرطُ مسلِمٍ رَحِمه اللهُ تعالىٰ فِي صِحَّتِه أَنْ يكونَ الحديثُ مُتَّصِلَ الأسْنادِ بِنقلِ الثِّقةِ عَنِ الثِّقةِ مِنْ أوَّلِه إلىٰ مُنتهاه ، سالمًا مِنَ الشُّذوذِ والعِلَّة "

قالَ : وهذا احَدُ الصَّحِيحِ فكُلُّ حديثٍ اجتَمَعَتْ فِيه هٰذِه الشُّرُوطُ ، فَهُو صَحيحٌ بِلا خِلافٍ بَينَ أَهلِ الحَدِيثِ .....-

Dhaka University Institutional Repository

মনীষীবৃন্দ এবং আমরা যাঁদের ন্যায়-নিষ্ঠা ও রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে দৃঢ়তার আলোচনা করেছি, তাঁরা এদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে থাকেন। অতএব, ওপরে বর্ণিত শ্রেণী ও স্তরে বিদ্যমান বর্ণনাকারীগণ হতে আমরা রাসূলে করীম (সাঃ)-এর হাদীসসমূহ গ্রহণ করব।

পক্ষান্তরে যে সব হাদীস ঐ সমস্ত রাবীগণ হতে বর্ণিত, যারা হাদীস বিজ্ঞানীগণের নিকট সমালোচিত, অথবা অধিকাংশ মুহাদ্দিস যাদের সমালোচনা করেছেন, আমরা তাদের হাদীস গ্রহণে এগিয়ে আসি নি। যেমন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মিসওয়ার, আবূ জা'ফর আল মাদা'য়িনী, 'আমর ইব্‌ন খালিদ প্রমুখ। কারণ এদের সম্বন্ধে জাল ও মাওযূ' হাদীস বর্ণনার দুর্ণাম রয়েছে। এমনিভাবে, যাদের অধিকাংশ হাদীস মুনকার অথবা ভুল তাদের থেকেও আমরা হাদীস গ্রহণে বিরত রয়েছি। এরূপ রাবীদের মধ্যে রয়েছেন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাররার ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবী উনায়সা প্রমুখ। আর তাদের মত আরও যারা মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন, তাদের হাদীসও আমরা গ্রহণ করি নি। আর এ নিয়ে গবেষণাও করি নি। কেননা হাদীস বিজ্ঞানীগণের ফয়সালাই এরূপ। তবে আমরা যাদের মাযহাব সম্বন্ধে অবহিত আছি যে, তারা উপরোল্লিখিত মুহাদ্দিসগণের কিছু কিছু হাদীস গ্রহণ করেন। তারা তাদের এরূপ হাদীস গ্রহণের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন যে, এদের কিছু হাদীস তো নিশ্চয়ই এমন আছে যেসব হাদীস বর্ণনায় এরা সিকাহ্ ও পূর্ণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন রাবীগণের সাথে হাদীস বর্ণনায় অংশীদার হয়েছেন ও হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে তাঁদের সাথে শরীক রয়েছেন।[২২]

সুতরাং, হাদীসের রিজাল বা বর্ণনাকারীগণকে চারভাগে বিভক্ত করা যায়। তবে তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরকে একই স্তরে গণ্য করা হয়। কেননা, তাদের উভয়ের হাদীসই বর্জন করা হয় এবং তাদের উভয়ের হাদীস নিয়েই কোন পর্যালোচনা করা হয় না। এ দিক থেকে তারা একই প্রকারের অর্ন্তভুক্ত বিধায় ইমাম হাযিমী (রহঃ)-এর বক্তব্যের সারাংশ হচ্ছে নিম্নরূপ।

হাদীসকে মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

এক. প্রথম প্রকার হচ্ছে সে সব হাদীস, যা সত্যনিষ্ঠ ও পূর্ণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ বর্ণনা করেছেন। যাঁরা হাদীস বর্ণনায় সুদৃঢ় ও অবিচল এবং নকল করার ক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠ ও পরহেযগার। অতঃপর তিনি হাদীস, ফিক্‌হ ও উসূল শাস্ত্রের ইমামগণের বরাত দিয়ে দলীল পেশ করেছেন যে, রাবীর যব্‌ত (ضَبْط) গুণটির পরিচয় পাওয়া যেতে পারে এভাবে যে, তাঁর অধিকাংশ রিওয়ায়াতই সিকাহ্ রাবীগণের বর্ণনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কদাচিৎ দু'একবার ছাড়া তাঁদের রিওয়ায়াতের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। অতএব, কদাচিৎ দু'একবার সিকাহ্ রাবীগণের বর্ণনার সাথে বিরোধপূর্ণ হওয়ায় তাঁদের যব্‌ত (ضَبْط) বা সংরক্ষণ গুণে খুব একটা ত্রুটি প্রতীয়মান হয় না ; বরং তাঁদের হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায়। কেননা, এমনটি থেকে মুক্ত থাকা আদৌ সম্ভব নয়। আর যদি সিকাহ্ রাবীগণের বর্ণিত হাদীসের সাথে তাঁদের বর্ণিত হাদীসের বিরোধের পরিমাণ অধিক হয়,

---

২২. ইমাম নববী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৮-৫৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

তবে তাঁদের সংরক্ষণ গুণ ত্রুটিপূর্ণ বলে মেনে নিতে হবে। অতএব তাঁদের হাদীস দ্বারা কোন প্রকার দলীল গ্রহণ করা যাবে না। এমনিভাবে তাদের সহীহ-য'ঈফ মিশ্রিত হাদীস ও মুযতারাব হাদীসের হুকুমও একই। অর্থাৎ এর পরিমাণ যদি নিতান্তই কম হয়, তবে তাতে কোন সমস্যা হবে না। অন্যথায় পরিমাণ অধিক হলে তাদের রিওয়ায়াত প্রত্যাখ্যান করা হবে। এরাই হচ্ছেন প্রথম সারির হাদীস বর্ণনাকারী। যথা মানসূর, আ'মাশ, মালিক প্রমুখ মনীষী।

দুই. দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হাদীসের রাবীগণ আল্লাহ্ভীরু, হিফ্য ও ন্যায় নিষ্ঠার ক্ষেত্রে মধ্যম স্তরের পর্যায়ভুক্ত। যেমন 'আতা ইব্ন সায়িব আল্-কূফী আত্ তাবি'ঈ আস-সিকাহ্। কিন্তু তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁর স্মরণশক্তি ও সংরক্ষণ ক্ষমতায় ত্রুটি দেখা দেয়। সুতরাং হাদীস বিজ্ঞানীগণ বলেন ঃ যাঁরা তাঁর নিকট থেকে প্রাথমিক যুগে হাদীস শ্রবণ করেছেন, তাঁদের হাদীস সহীহ এবং তাঁদের শ্রবণও সঠিক। আর যাঁরা তাঁর থেকে পরে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের হাদীসগুলো মুযতারাব বা ত্রুটিপূর্ণ হাদীস। প্রথম যুগে তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস শ্রবণ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম সাওরী ও শু'বা (রহঃ)।

আর পরবর্তী যুগের শ্রবণকারীগণের মধ্যে রয়েছেন জারীর, খালিদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ প্রমুখ---- যেমনটি ইমাম আহমদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।

তিন. তৃতীয় প্রকারভুক্ত হাদীসগুলো দু'ভাগে বিভক্ত।

১. নিজের পক্ষ থেকে হাদীস রচনায় যারা অপবাদ প্রাপ্ত।

২. যাদের বেলায় মুনকার ও ভুল হাদীস বর্ণনার ধারণা প্রবল।

হাদীস বিজ্ঞানীগণ মতবিরোধ করেছেন যে, ইমাম মুসলিম (রহঃ) পূর্বে বলেছেন ঃ যখন আমরা হাদীস বর্ণনাকারীগণের মধ্য থেকে পূর্বোক্ত এসব লোকের অবস্থা বর্ণনা করলাম, তখন আমরা তাদের কতিপয় এমন সব হাদীসেরও আলোচনা করব, যে সব হাদীসের সনদে এমন কতিপয় বর্ণনাকারী রয়েছেন, যারা হিফ্য ও ন্যায়নিষ্ঠার ক্ষেত্রে দৃঢ়তার গুণে গুণান্বিত নন। এ অঙ্গীকার তিনি পূরণ করেছেন কিনা ?

ইমাম হাফিয আবূ 'আবদুল্লাহ আল্-হাকিম ও তাঁর সাথী ইমাম হাফিয আবূ বকর আল্-বায়হাকী (রহঃ) (৩৮৪/৯৯৪-৪৫৮/১০৬৬)[২৩] বলেন ঃ দ্বিতীয় প্রকার রাবীগণের হাদীস বর্ণনার পূর্বেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে বিধায়, তাঁর সে আশা পূরণ হয় নি। তাই তিনি কেবল প্রথম প্রকার রাবীগণের হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর হাদীসের মাশাইখ ও রাবীগণ ইমাম হাকিম (রহঃ)-এর এ কথাটি সমর্থন করে তার ওপর দলীল পেশ করেছেন যে, হাকিম ও বায়হাকী (রহঃ) যা বলেছেন, তা ঠিকই। যেমন ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর ছাত্র সুফিয়ান বলেন ঃ ইমাম মুসলিম (রহঃ) তিনটি মুসনাদ গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন।

---

২৩. তাঁর পুরো নাম ঃ আবূ বকর আহমদ ইব্নুল হুসাইন ইব্ন 'আলী আল-বায়হাকী। খুরাসানের বিখ্যাত শহর নীশাপূরের 'বায়হাক' অঞ্চলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছোট বেলা থেকেই হাদীস অধ্যয়নে

Dhaka University Institutional Repository

১. ঐ গ্রন্থ যা তিনি লোকদের নিকট পাঠ করে শুনিয়েছেন।

২. ইক্‌রামা, ইসহাক এবং তাঁদের সমপর্যায়ের সে সব রাবী, যাঁরা যুদ্ধ-বিগ্রহের হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁরা এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

৩. যাতে য'ঈফ ও দুর্বল বর্ণনাকারীগণ অন্তর্ভুক্ত।[২৪]

কতিপয় 'আলিম আবার ইমাম হাকিম (রহঃ)-এর বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেন যে, ইমাম মুসলিম (রহঃ) যে ওয়াদা করেছিলেন তা তিনি পূরণ করেছেন। আর তা এভাবে যে, তিনি যদি প্রথম প্রকার রাবীগণের হাদীস (তথা হুফ্‌ফাযগণের হাদীস) বর্ণনা করে সমাপ্ত করতে পারতেন, তাহলে তিনি সেসব রাবীগণের হাদীস বর্ণনা করতেন, যাঁরা আল্লাহ্‌ভীরু, সত্যবাদী ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও পারদর্শিতা ও ইতকানের গুণে গুণান্বিত ছিলেন না। আর তাঁদের অগ্রভাগে রয়েছেন কাযী 'ইয়ায (রহঃ)। তবে কাযী 'ইয়ায (রহঃ) যা বলেছেন, ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর ছাত্র ইব্‌ন সুফিয়ান (রহঃ)-এর বক্তব্যের সাথে মিলানো হলে তা আর টিকে না। আর ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্তাবলীর সাথেও সাদৃশ্য নেই। যেমনটি ইব্‌নুস্ সালাহ বর্ণনা করেছেন। মোটকথা, ইমাম মুসলিম (রহঃ) মুতাবি'আতের মধ্যে দ্বিতীয় স্তরভুক্ত রাবীগণের হাদীস গ্রহণ করেছেন, মূল হাদীসগুলোতে নয়। অবশ্য এখানে এমন কতিপয় শর্তাবলী অবশিষ্ট রয়েছে যা বিরোধপূর্ণ। এ গুলো উল্লেখ করা প্রয়োজন, কাজেই তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

ব্রতী হন। ইমাম যাহাবী বলেন ঃ كَتَبَ الْحَدِيْثَ وَحَفِظَ مِن صَبَاه তিনি বাল্যকাল থেকেই হাদীস লিপিবদ্ধ ও কণ্ঠস্থ করেন।

তিনি খুরাসান, 'ইরাক, হিজায প্রভৃতি দেশের শতাধিক মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ থেকে হাদীস এবং ফিকহ্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে হাকিম আবূ 'আবদিল্লাহ নাসির ইব্‌ন মুহাম্মদ আবুল ফাতহ্ আল-মিরওয়াযী এবং ইব্‌ন ফুরাক উল্লেখযোগ্য। যাহাবী (রহঃ) বলেন ঃ

جَمَعَ بَيْنَ عِلْمِ الْحَدِيْثِ وَالفِقْهِ وَبَيَانِ عِلَلِ الْحَدِيْثِ وَ وَجْهِ الْجَمْعِ بَيْنَ الاَحَادِيْثِ -

তিনি হাদীস এবং ফিক্‌হ শাস্ত্র উভয় বিষয়েরই বিশেষজ্ঞ ছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি হাদীসের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা এবং পরস্পর বিরোধী হাদীসের সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে দক্ষ ছিলেন।

তিনি অত্যন্ত আল্লাহ্ ভীরু ছিলেন। আল-ইয়াফি'ঈ বলেন ঃ سَرَدَ الصَّوْمَ ثَلاَثِيْنَ سَنَةً তিনি ত্রিশ বছর যাবৎ রোযা রেখেছেন। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের সর্বাধিক খিদমত করেন। ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন ঃ اَوَّلُ مَنْ جَمَعَ نُصُوصَ الشَّافِعِيِّ فِى عَشْرِ مُجَلَّدَاتٍ তিনিই সর্বপ্রথম দশ খণ্ডে শাফি'ঈ মাযহাবের বিষয়াবলী সংগ্রহ করেন। এছাড়া তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ

كِتَابُ دَلاَئِلِ النبوَّةِ ، كِتَابُ الخِلاَفِ ، مَنَاقِبُ اَحْمَدَ ، مَنَاقِبُ الشَّافِعِيِّ ، كِتَابُ البَعْثِ وَالنُّشُورِ ، كِتَابُ الاعْتِقَادِ-

যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১৩২-১১৩৩ ; ইব্‌ন খাল্লিকান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১২০।

২৪. ইমাম নববী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৩-২৪।

Dhaka University Institutional Repository

তন্মধ্যে একটি তা-ই, যা ইমাম হাকিম 'উলূমুল হাদীসে উল্লেখ করেছেন যে, রাবীকে হাদীস অন্বেষণে প্রসিদ্ধ হতে হবে। তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, রাবী একেবারেই অপরিচিত নন ; বরং তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে এর চেয়ে আরও অধিক প্রসিদ্ধ হতে হবে।

'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আউন বলেন ঃ যাঁর ব্যাপারে হাদীস অন্বেষণের সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়া যাবে, তাঁর হাদীস গ্রহণ করা হবে না। ইমাম মালিক (রহঃ) হতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দিমায় আবুয্ যিনাদ থেকে বর্ণিত আছে যে, ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন ঃ মদীনা শরীফে আমি এমন একশ' ব্যক্তিকে পেয়েছি যাঁদের থেকে হাদীস গ্রহণ করা হয় নি। বলা হয় তাঁরা হাদীসের রাবী হওয়ার উপযুক্ত নন। হাফিয ইব্ন হাজার বলেন ঃ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর বক্তব্যের দ্বারা বাহ্যিকভাবে এর ওপর প্রবল জোর দেয়া বুঝায়, তবে হাদীসের সূত্র যখন অধিক হবে, তখন আর এর এত গুরুত্ব থাকবে না যেমনটি - ضَبط تام বা পূর্ণ সংরক্ষণের শর্তারোপ করা হয়। তা অধিক সূত্র বিদ্যমান থাকলে অনেকটা শিথিল হয়ে যায়। তিনি আরও বলেন ঃ বিষয়টি এভাবেও বলা যায় যে, ضَبط বা পূর্ণ সংরক্ষণের শর্তটি হাদীস অন্বেষণে প্রসিদ্ধ হওয়ার শর্তটিকে শিথিল করে দেয়। কারণ, হাদীস অন্বেষণে প্রসিদ্ধ থাকার উদ্দেশ্যই তো

মূল 'আরবী ঃ

فقد قَسّمَ الرِّجَالَ إلى اَربع طَبقَاتٍ ، لٰكِنـهَ اعتَبَرَ الطّبقَتَين الثَّالثـةَ وَالرَّابعـةَ وَاحِدةً باعتِبَارِ رَدِّ حَدِيثِهِمَا وَعَدمِ الانشِغَالِ بِهِمَا ومَفادُ كَلَامِهِ رَحِمَه اللهُ تَعَالٰى اَنّه قَسَّم الأحَادِيثَ إلٰى ثلاثةِ أقسَامٍ :

الأوّلُ : مَا رَوَاه الحُفَّاظُ المُتقِنُونَ ، أهْلُ الإستِقَامةِ فِى الحَدِيثِ .... وَهٰؤُلَاءِ هُـم الطّبقةُ الأُولٰى أمثَالُ مَنصُورٍ وَالأعمَش وَمَالكٍ ....

وَالثَّانِى : مَا رَواه المَسْتُورُوْنَ المُتوسِّطُونَ فِى الحِفْظِ وَالإتْقَانِ - كَعَطَاءِ ابـنِ السائِبِ الكُوفىّ التَّابعىّ الثِقَة ....-

اَمـا الثَّالثُ : فَهُم قِسمَانِ : الأوّلُ المُتَّهَمُونَ بِوَضعِ الحَدِيثِ وَتَولِيدِ الأَخبَارِ - وَالثَّانِى: مَن غَلبَ عَليهِمُ المُنكَرُ وَالغَلَطُ قَد اختَلفَ أهلَ العِلمِ فِى بَيَانِ مَعنٰى قَولِه رَحِمَـهُ الله تَعَالٰى " فَاِذا نَحنُ تَقصَّينَا أَخبارَ هٰذَا الصِّنفِ مِنَ النَّاسِ .... قَالَ الإمَامَانِ الحَافِظَانِ اَبُوعَبْدِ الله الحَاكِمُ وصَاحِبُه ....-"

وَقَد قَبل الشُّيوْخ وَالنَّاس مِنَ الحَاكِمِ هٰذَا القَول وَتَابعوه عَلَيْه ....- أَنَّ مُسلمًا أَخرَجَ ثَلَاثَةَ كُتبٍ مِن المُسنَدَاتِ ، أحدُها : هٰذَا الَّذِى قَرَأه عَلٰى النَّاسِ ، وَالثَّانِى : يَدخُلُ فِيهِ عِكرَمةُ وابنُ إسحَاقَ ، صَاحبُ المَغَازِى ، وَأَمثَالُها ، وَالثَّالثُ: يَدخلُ فِيه مِنَ الضُّعفَاءِ " -

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে, রিওয়ায়াতের বেলায় তাঁর অধিক গুরুত্বের কথা বুঝানো, যাতে এ বিষয়ে পূর্ণ আস্থা এসে যায় যে, তিনি যা রিওয়ায়াত করেছেন তা পূর্ণ সংরক্ষণ সহ করেছেন।[২৫]

তন্মধ্যে আরেকটি শর্ত হল--বর্ণনাকারী ও যাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে সাক্ষাত হওয়া শর্ত কি না ? নাকি তাঁদের মধ্যে সমকালীন যুগে বিদ্যমান থাকাই যথেষ্ট ?

ইমাম বুখারী (রহঃ) উভয়ের মধ্যে সাক্ষাতের শর্তারোপ করেছেন। তাঁদের দলীল হল মু'আন'আন[২৬] (مُعَنْعَنْ) রাবীর হাদীসকে মুত্তাসিলরূপে গণ্য করা হবে যদি তাঁদের মধ্যে সাক্ষাত ঘটে। কেননা, উভয়ের মধ্যে সাক্ষাত পাওয়া গেলে বাহ্যত তাঁদের মুদাল্লিস বলা হয় না। কেননা, শ্রবণ পাওয়া না গেলে এর ব্যবহার সে রাবীর ক্ষেত্রে হয় না। তারপর গভীর অনুসন্ধান তার ওপর দিক নির্দেশনা দেয়। কেননা, হাদীস বিজ্ঞানীগণের অভ্যাস হল, তাঁরা মুদাল্লিস ব্যতীত বাকীদের

---

২৫. সুয়ূতী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৯-৭০ ; তাহির ইব্ন সালিহ আল-জাযাইরী, *কিতাবু তাওযীহিন-নযর ইলা উসূলিল আসার* (আত-মাতবা'আতুল' জামালিয়্যাহ, মিসর, ১৩২৯/১৯১১), পৃঃ ৭৩, তবে তাতে 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আউন রয়েছেন। আর তা ভুল।

(ولكِنْ وقعَ فِيهِ عَبدَ الرَّحمٰنِ بنُ عَونٍ وَهُوَ خَطَأٌ)

মূল 'আরবীঃ

وخَالفَ بعضُ أهلِ العِلمِ ما قَالَه الحَاكِمُ وغيرُه .... لكنَّ الَّذِى قَالَه القَاضِى عِيَاض ، لايستقيمُ مَع مَاقاله ابنُ سُفيانَ .... فمِنها : مَا ذَكرَه الحَاكِمُ فِى عُلومِ الحَدِيثِ مِن كَونِ الرَّاوِى مَشهورًا بِالطلبِ ..... قال عبدُ اللهِ بنُ عونٍ : لايُوخَذ العلمُ إلا عمَّن شُهد له بِالطلبِ ....- قال الحَافِظُ ابنُ حَجَر : والظاهرُ مِن تصرُّفِ صَاحِبَى الصحيح

২৬. যে সনদে রাবী অপর রাবী হতে عن শব্দযোগে রিওয়ায়াত করেন, তাকে মু'আন'আন বলা হয়। সমসাময়িকগণের মু'আন'আন রিওয়ায়াত ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর মতে মুত্তাসিল। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মতে রাবী (বর্ণনাকারী) এবং মারবী 'আনহু (যার কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে)-এর মধ্যে সমগ্র জীবনে কমপক্ষে একবার হলেও সাক্ষাত হওয়া শর্ত। যেমন سَمِعْتُ (আমি শুনেছি) অথবা حَدَّثَنِى (আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন) বলা। অপর দিকে যেসব শব্দ দ্বারা হাদীস বর্ণরা করা হয়, তা আট স্তরে বিভিক্ত ঃ

১. سَمِعْتُ وَحَدَّثَنِى ঃ অর্থাৎ আমি শুনেছি এবং হাদীস বর্ণনা করেছি। যিনি একা একা শায়খের কাছ থেকে মূল হাদীস শ্রবণ করেছেন এটি তাঁর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। শব্দদ্বয়ের মধ্যে سَمِعْتُ শব্দটি রাবীর শ্রবণ প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে সবচাইতে স্পষ্ট শব্দ। এর গুরুত্ব তাই অধিক। حَدَّثَنِى যমীরের বহুবচন حَدَّثَنَا -এর অর্থ তার সাথে অন্যান্যরাও শায়খ থেকে হাদীস শুনেছেন। কখনও রূপক হিসেবে সম্মানার্থেও একজনের বর্ণনার ক্ষেত্রে حدثنا শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার কখনও অনুমতির স্থলেও حَدَّثَنَا বলা হয়, কিন্তু এতে তাদলীস বা অস্পষ্টতা থাকে।

উভয়ের মধ্যে যখন সাক্ষাত পাওয়া যাবে, তখন ...
মুত্তাসিল বলতে পারি।[২৭]

ইমাম মুসলিম (রহঃ) এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে বলেন ঃ উভয়ের মধ্যে সাক্ষাত হওয়ার সম্ভাবনাই যথেষ্ট ও উভয়কে সমকালীন হলেই চলবে। এরই ভিত্তিতে হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণ ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর শর্তাবলীকে প্রাধান্য দান করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন যে, ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর শর্তাবলী হল অধিক শক্ত ও সংকীর্ণ।[২৮]

---

২. أَخْبَرَنِى وَقَرَأْتُ ঃ আমাকে সংবাদ দিয়েছে এবং আমি তাঁর সামনে হাদীস পাঠ করেছি।
৩. قُرِأَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ঃ তার সামনে পাঠ করা হয়েছে আর আমি শুনছিলাম।
৪. أَنْبَأَنِى ঃ তিনি আমাকে সংবাদ দিয়েছেন।
৫. نَاوَلَنِى ঃ শায়খ নিজের মূল পাণ্ডুলিপি আমাকে দিয়েছেন।
৬. شَافَهَنِى بِالإِجَازَةِ ঃ শায়খ সামনা-সামনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন।
৭. كَتَبَ إِلَىَّ بِالإِجَازَةِ ঃ শায়খ আমাকে লিখিত অনুমতি দিয়েছেন।
৮. "عَنْ" وَغيره ঃ এ শব্দদ্বয় দ্বারা শোনা, না শোনা এবং অনুমতি দান সবকিছুরই সম্ভাবনা থাকে।

ইসনাদসমূহের ভুল এবং সনদের অবস্থা বর্ণনা করা ব্যতীত (জাল হাদীস ছাড়া) অন্যান্য য'ঈফ বা দুর্বল হাদীস বর্ণনা করা এবং তাতে 'আমল করা বৈধ। যেমন তারগীব (উৎসাহদান), তারহীব (ভীতিপ্রদর্শন), মাগাযী (যুদ্ধ-বিষয়ক) এবং ফাযাইল বর্ণনা বৈধ। এ বিশ্লেষণ থেকে বুঝা যায় যে, উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়া অন্যান্য বিষয় যেমন, 'আকা'ইদ ও আহকাম বিষয়ে এমন রিওয়ায়াতের ওপর 'আমল করা বৈধ হবে না।

ডঃ শামীম আরা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬২।

২৭. ইমাম নববী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১২৮ ; সান'আনী, *তাওযীহুল আফকার শারহু তানকীহিল আনযার*, ১ম খণ্ড (কায়রো, মিসর), পৃঃ ১১০।

মূল 'আরবী ঃ

ومِنهَا : هَلْ يُشتَرَطُ التَلاَقِى بَيْنَ كُلِّ رَاوٍ وَمَنْ رَوٰى عَنْه أَمْ يكتَفِى بالمُعَاصَرَةِ ؟
اشتَرَطَ اللِقَى البُخَارِىُّ رَحِمَه اللهُ تَعَالىٰ وَاختَارَه أئمَّةُ هٰذا الفَنِّ وَدَليلُهُم : أنَّ المُعَنْعَنَ عِندَ ثبُوتِ التَلاَقِى إنَّمَا حمل علىٰ الاتصَالِ ، لِأَنَّ الظَاهرَ مِمَّن لَيسَ بِمُدَلِّسٍ ، أنَّه لَايطلقُ ذٰلِك إلا عَلىٰ السَّمَاعِ ، ثُمَّ الاستِقرَاء يَدُلُّ عليهِ ، فإنَّ عَادتَهُم انهُم لايُطلِقُونَ ذَالِكَ إلاَّ فِيمَا سَمِعُوه إلا المُدَلِّس ، ولِهٰذا رَددنَا المُدلِّسَ ، فَإذَا ثَبَتَ التَّلاَقِى غَلَبَ علىٰ الظَّنِّ الاتصَالُ -

২৮. ইমাম নববী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে مُعْنَعَن – এর ব্যবহার করেন। তাই আমরা মুদাল্লিসের হাদীস প্রত্যাখ্যান করেছি। সুতরাং উভয়ের মধ্যে যখন সাক্ষাত পাওয়া যাবে, তখন প্রবল ধারণার ভিত্তিতে আমরা সে হাদীসকে মুত্তাসিল বলতে পারি।[২৭]

ইমাম মুসলিম (রহঃ) এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে বলেন ঃ উভয়ের মধ্যে সাক্ষাত হওয়ার সম্ভাবনাই যথেষ্ট ও উভয়কে সমকালীন হলেই চলবে। এরই ভিত্তিতে হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণ ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর শর্তাবলীকে প্রাধান্য দান করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন যে, ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর শর্তাবলী হল অধিক শক্ত ও সংকীর্ণ।[২৮]

---

২. اَخْبَرَنِىْ وَقَرَأْتُ ঃ আমাকে সংবাদ দিয়েছে এবং আমি তাঁর সামনে হাদীস পাঠ করেছি।
৩. قُرِأَ عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ ঃ তার সামনে পাঠ করা হয়েছে আর আমি শুনছিলাম।
৪. اَنْبَأَنِى ঃ তিনি আমাকে সংবাদ দিয়েছেন।
৫. نَاوَلَنِى ঃ শায়খ নিজের মূল পাণ্ডুলিপি আমাকে দিয়েছেন।
৬. شَافَهَنِى بِالاِجَازَةِ ঃ শায়খ সামনা-সামনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন।
৭. كَتَبَ اِلَىَّ بِالاِجَازَةِ ঃ শায়খ আমাকে লিখিত অনুমতি দিয়েছেন।
৮. "عَنْ" وَغَيره ঃ এ শব্দদ্বয় দ্বারা শোনা, না শোনা এবং অনুমতি দান সবকিছুরই সম্ভাবনা থাকে।

ইসনাদসমূহের ভুল এবং সনদের অবস্থা বর্ণনা করা ব্যতীত (জাল হাদীস ছাড়া) অন্যান্য য'ঈফ বা দুর্বল হাদীস বর্ণনা করা এবং তাতে 'আমল করা বৈধ। যেমন তারগীব (উৎসাহদান), তারহীব (ভীতিপ্রদর্শন), মাগাযী (যুদ্ধ-বিষয়ক) এবং ফাযাইল বর্ণনা বৈধ। এ বিশ্লেষণ থেকে বুঝা যায় যে, উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়া অন্যান্য বিষয় যেমন, 'আকা'ইদ ও আহকাম বিষয়ে এমন রিওয়ায়াতের ওপর 'আমল করা বৈধ হবে না।

ডঃ শামীম আরা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬২।

২৭. ইমাম নববী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১২৮ ; সান'আনী, *তাওযীহুল আফকার শারহু তানকীহিল আনযার*, ১ম খণ্ড (কায়রো, মিসর), পৃঃ ১১০।

মূল 'আরবী ঃ

ومنها : هَلْ يُشتَرَطُ التَلاَقى بَيْنَ كُلِّ رَاوٍ وَمَنْ رَوٰى عَنْه أمْ يكْتَفى بالمُعَاصَرَة ؟
اشْتَرَطَ اللقٰى البُخَارِىُّ رَحمَه اللهُ تعَالىٰ وَاختَارَهُ أئِمَّةُ هٰذَا الفَنِّ وَدَليلُهُمْ : أنَّ المُعَنْعَنَ عِنْدَ ثبُوتِ التَلاَقى اِنَّمَا حمل علىٰ الاتصَالِ ، لِأنَّ الظاهرَ مِمَّن لَيسَ بِمُدَلِّسٍ ، أنَّه لَايطلقُ ذٰلِك إلا عَلىٰ السَّمَاعِ ، ثُمَّ الاسْتِقرَاء يَدُلُّ عليهِ ، فإنَّ عَادتَهُمْ انَهُم لايُطْلِقُوْنَ ذَالِكَ إلاَّ فِيمَا سَمِعُوه إلا المُدَلِّس ، ولِهٰذا رَددنَا المُدَلِّسَ ، فَإذا ثَبَتَ التَّلاَقِى غَلبَ علىٰ الظَّنِّ الاتصَالُ -

২৮. ইমাম নববী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

আমার মতে উভয় মাযহাবের আলোকেই মুদাল্লিসের হাদীস বের হয়ে যায়। কারণ মুদাল্লিস যতক্ষণ পর্যন্ত সুস্পষ্টরূপে শ্রবণের কথা উল্লেখ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার হাদীস গ্রহণ করা হবে না। আর সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে যেসব হাদীস রয়েছে তা শ্রবণের ওপরই প্রযোজ্য এবং প্রকাশ্যরূপে তাঁর বর্ণনার কথা তারা অবগত আছেন।

وَاللهُ اَعلمُ

যাহোক সহীহাইনের হাদীসের মধ্যে হাদীস বিজ্ঞানীগণ ওপরে বর্ণিত যেসব শর্তাবলীর কথা অনুধাবন করেছেন, তা' বিশদভাবে আলোচনা করা হল। সেটা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) সুস্পষ্টরূপে বিশ্লেষণ করে থাকুন বা তাঁদের কথা থেকেই স্পষ্ট হোক। আমরা এ কথাও নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, বিশুদ্ধতা, সংরক্ষণ, কঠোরতা অবলম্বন ও গবেষণা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই উপরোক্ত শর্তাবলী হচ্ছে সর্বাধিক উত্তম শর্ত।

وَاللهُ اَعلمُ

মূল 'আরবী ঃ

وخَالفَ فِى المَسْالةِ الامَامُ مسلمٌ رَحِمهُ اللهُ تعَالىٰ : فاكتَفىٰ بإِمكَانِ اللّقىٰ والاِكتِفَاء بالمُعاصَرَةِ - وعلىٰ هٰذا رجَّحَ ائمةُ هٰذا الفنّ مَا اشتَرَطَهُ البُخَارِىُّ رَحِمَه اللهُ تعالىٰ وَرَأوا أَنّ شَرَطَهُ أدَقٌّ ، وَ أَضيَقُ -

Dhaka University Institutional Repository

সহীহাইনের শ্রেষ্ঠত্ব

হাদীস গ্রন্থাবলীর মধ্যে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম এক সাথে বা পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে অন্যান্য গ্রন্থের ওপর স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। এ দু'টি গ্রন্থে এমন অনেক অনন্য গুণ রয়েছে, যা অন্যান্য গ্রন্থাবলীতে পরিলক্ষিত হয় না। ফলে নির্দ্বিধায় অন্যান্য গ্রন্থাবলীর ওপর গ্রন্থদ্বয়ের প্রাধান্য লাভ সম্ভব হয়েছে। তাই গ্রন্থ দু'টি হাদীস বিজ্ঞানীগণের নিকটও একটি বড় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। সাধারণ মানুষের নিকটও তা মর্যাদার আসন লাভ করে। কিতাবুল্লাহ্র পরেই গ্রন্থ দু'টি মানুষের অন্তরে সবচেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে নিয়েছে, যা অন্য কোন গ্রন্থ পারে নি। যে সম্মান, মর্যাদা, পবিত্রতা ও গ্রহণযোগ্যতা গ্রন্থ দু'টি পেয়েছে, তা অন্য কোন গ্রন্থ পায় নি। সম্মান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব যুগ থেকে যুগান্তরে বৃদ্ধি পেতেই থাকে। ফলে গ্রন্থদ্বয়ের সাথে সম্পৃক্ত গ্রন্থাবলীর পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। তন্মধ্যে রয়েছে মুস্তাখরাজাতে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম। অর্থাৎ সহীহাইনের ওপর সংকলন, সংক্ষিপ্ত করণ, তা'লীকাত, মুস্তাখরাজাত, তারাজিমে রিজাল ..... ইত্যাদি। আর তা অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে। পরবর্তীতেও এভাবেই বহমান থাকবে। وَالْفَضْلُ لِلّٰهِ أَوَّلاً وَ اٰخِرًا

এ সম্মান ও মর্যাদা যখন কোন একটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত, তখন নিঃসন্দেহে তা আল্লাহ্র তাওফীক ও ক্ষমতা এবং দয়া ও অনুকম্পার সাথে সম্পৃক্ত। তারপর গ্রন্থকারদ্বয়ের ইচ্ছা যখন শুভ ও সংকল্প যখন খালেস, সুতরাং গ্রন্থদ্বয় একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই সংকলিত হয়েছে এবং এর সম্পর্ক ছিল একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই সাথে ।

দারুল হিজরতের ইমাম উপাধিতে ভূষিত ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রহঃ)-কে মুওয়াত্তা গ্রন্থ রচনাকালে জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কেন এ গ্রন্থটি লিখছেন, অথচ অমুক রচয়িতা তাঁর মুওয়াত্তা সংকলন করেছেন, যা এর চেয়ে কম করে হলেও দশগুণ বড়। তিনি জবাব দিলেন, এটি মহান আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই রচনা করা হয়েছে। যা বাকী থাকবে।

সত্যিই বলেছিলেন ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রহঃ)। কারণ অন্যের রচিত মুওয়াত্তাকে লোকেরা চিনেই না এবং তা থেকে বর্ণনা-ই করে না ; বরং গ্রন্থটি এবং এর মধ্যে বিদ্যমান হাদীসগুলো কাগজের পৃষ্ঠায়ই বন্দী হয়ে আছে। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মুওয়াত্তা আজ পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র পঠিত হয় । পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হতে শত শত 'আলিম সুদুর পথ অতিক্রম করে তাঁর নিকট থেকে সরাসরি মুওয়াত্তায় বিদ্যমান হাদীসের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। সে থেকেই 'মুওয়াত্তা' হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে স্থান লাভ করে।

সহীহাইনের অবস্থাও তদ্রূপ। আর এসবই মহান আল্লাহ্র দান ও অনুগ্রহ। অন্যথায় শায়খাইনের সমকালে ও তাঁদের পূর্বাপরেও অনেক বড় বড় গ্রন্থ ছিল। কিন্তু সেগুলো শায়খাইনের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারে নি। এটা কেবল আল্লাহ্ তা'আলারই করুণা ও মেহেরবানী।

সুতরাং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম যখন অন্যান্য গ্রন্থাবলীর ওপর বিশাল শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে, তখন নিঃসন্দেহে উভয়টির মধ্যে একটি অপরটি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যা 'আলিমগণ জানেন।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে এ বিষয়টি নিয়ে তাঁরা গবেষণা করেছেন, সহীহাইনের কিরা'আতের ভিতর থেকে তা উদ্ভাবন করেছেন এবং তাঁদের শর্তাবলীর যথার্থতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁদের গুণ-বৈশিষ্ট্য চয়ন করেছেন, সহীহাইনে তাঁদের কৃতিত্বের মূল্যায়ন করেছেন এবং শায়খাইনের অবস্থাদি নিয়ে বিশদ পর্যালোচনা করেছেন।

এ সব কারণে এ পর্যায়ে মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের কতিপয় বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যার দ্বারা গ্রন্থ দু'টি অন্যান্য গ্রন্থাবলীর ওপর শ্রেষ্টত্ব লাভ করেছে। সাথে সাথে এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্যের উল্লেখও থাকবে, যার মাধ্যমে উভয়টির মধ্যে একটি অপরটি হতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে।

এক. সহীহাইনে বিশুদ্ধতার শর্তাবলী

সহীহাইনে বিশুদ্ধতার সর্বাধিক উন্নত শর্তাবলীর সমন্বয় সাধিত হয়েছে। মূলত সহীহ হাদীসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ঃ

مَا رَوَاهُ عَدْلٌ تَامُّ الضَّبْطِ مُتَّصِلُ السَّنَدِ مِنْ غَيْرِ شُذُوْذٍ وَلَا عِلَّةٍ -[২৯]

সহীহ এমন হাদীসকে বলা হয়, যা একজন ন্যায়পরায়ণ রাবী বর্ণনা করেছেন, যিনি পূর্ণ রক্ষণশীল, হাদীসটির সনদ মুত্তাসিল হবে, তাতে কোন শায ও 'ইল্লত থাকবে না।

অতএব সহীহ হাদীসের শর্তাবলীর মধ্যে এ পাঁচটি বিষয় অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর তা হচ্ছে ঃ

১. الْعَدَالَةُ - ন্যায়পরায়ণ,
২. تَامُّ الضَّبْطِ - পূর্ণ রক্ষণশীল,
৩. اتِّصَالُ السَّنَدِ - সনদ মুত্তাসিল,
৪. غَيْرُ شَاذٍّ - শায না হওয়া,
৫. وَلَا مُعَلَّلٍ - মু'আল্লাল না হওয়া।

হাফিয যায়নুদ্দীন 'ইরাকী (রহঃ)-এর এতদ্‌সংক্রান্ত বক্তব্য অবশ্য পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন ঃ সহীহ বা বিশুদ্ধতার স্তরগত ব্যবধান নির্ণিত হয়ে থাকে বিশুদ্ধতার শর্তাবলীর দিক থেকে হাদীসের অবস্থানের দৃঢ়তা ও দুর্বলতার আলোকে। আর হাদীসের গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে সহীহ বুখারী, তারপর সহীহ মুসলিম ।[৩০] হাফিয 'ইরাকী (রহঃ) যা বলেছেন, তা হাদীস বিজ্ঞানীগণের নিকট সর্বসম্মতরূপে গ্রহণযাগ্য।

---

২৯. নববী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৬।
৩০. হাফিয 'ইরাকী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

দুই. কিতাবুল্লাহ্‌র পর গ্রন্থ দু'টি সর্বাধিক সহীহ্ গ্রন্থ

হাদীস শাস্ত্রের হাফিয এবং অন্যান্য শাস্ত্রের পণ্ডিতগণও সর্বসম্মতরূপে এ কথায় একমত যে, সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম মহান আল্লাহ্‌র কিতাব আল-কুর'আনুল করীমের পর সর্বাধিক সহীহ্ ও বিশুদ্ধ। আমরা পূর্বেই "সহীহাইন সংকলনে অনুসৃত নীতিমালা ও উভয়ের অবস্থান" নামক অধ্যায়ে এ বিষয়ে কিছু সংখ্যক মনীষীর বাণী উপস্থাপন করেছি এবং এ বিষয়ে তাঁদের ঐকমত্যের কথা পেশ করেছি। ইমাম ইবনুস সালাহ (রহঃ) বলেন ঃ মোটকথা সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম গ্রন্থদ্বয় হাদীসের গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ।[৩১]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন ঃ وَهُمَا أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ الْقُرْآنِ-[৩২]

এ গ্রন্থ দু'টি পবিত্র কুর'আনের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

তিনি অন্যত্র আরও বলেন ঃ

اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ أَصَحَّ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ : صَحِيْحَا الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ-[৩৩]

পৃথিবীতে যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তন্মধ্যে সর্বাধিক সহীহ্ গ্রন্থ হচ্ছে সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম।

'আল্লামা ইব্‌ন তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন ঃ নিশ্চয়ই আহ্‌লে 'ইলমগণ যে বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন, তা হচ্ছে এই যে, পবিত্র কুর'আনের পর সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম অপেক্ষা সহীহ্ গ্রন্থ দ্বিতীয়টি আর নেই।[৩৪]

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : اعْلَمْ أَنَّ دَرَجَاتِ الصَّحِيحِ تَتَفَاوَتُ بِحَسَبِ تَمَكُّنِ الْحَدِيثِ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ ، وَعَدَمِ تَمَكُّنِهِ ، وَإِنَّ أَصَحَّ كُتُبِ الْحَدِيثِ : الْبُخَارِيُّ ثُمَّ مُسْلِمٌ-

৩১. সুবহী সালেহ, *'উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু,* ১ম সং (দারুল 'ইলম, বৈরুত, লেবানন, ১৯৮৪), পৃঃ ১৫।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ الإِمَامُ ابْنُ الصَّلَاحِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَكِتَابُهُمَا أَصَحُّ كُتُبِ الْحَدِيثِ -

৩২. ইব্‌ন হাজার, *তাকরীবুত্ তাহ্‌যীব* (আল্- মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, মদীনা, ১৩৮০/১৯৬০), পৃঃ ৮৮।

৩৩. যাকারিয়া আন্-নববী, *তাহ্‌যীবুল আসমা ওয়াল লুগাত,* ১ম খণ্ড, (মিসর), পৃঃ ৭৩।

৩৪. ইব্‌ন তাইমিয়াহ, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া,* ২০তম খণ্ড (মাকতাবা নাহ্‌যাতুল হাদীসাহ, মক্কা, সৌদি 'আরব, ১৪০৪/১৯৮৪), পৃঃ ৩২১।

Dhaka University Institutional Repository

তিন. সহীহাইনের সনদ

হাদীস বিজ্ঞানীগণ সর্বসম্মতরূপে এ কথায় একমত যে, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বিদ্যমান প্রতিটি হাদিস, যা উভয়ে মারফূ‘ ও মুত্তাসিল সনদ সহকারে নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন তা সহীহ। আর তাঁরা এ বিষয়ে অবিচল ও অকাট্য বিশ্বাস পোষণ করেন।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন ঃ

وَاجْتَمَعَتْ الأُمَّةُ عَلٰى صِحَّةِ هٰذَيْنِ الكِتَابَيْنِ وَوُجُوبِ العَمَلِ بِاَحَادِيْثِهِمَا-[৩৫]

মুসলিম মিল্লাত এ বিষয়ে একমত যে, এ কিতাব দু’টি সহীহ এবং এতে বিদ্যমান হাদীসের ওপর ‘আমল করা ওয়াজিব।

ইমামুল হারামাইন (রহঃ) বলেন ঃ কোন লোক যদি শপথ করে বলে যে, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে বিদ্যমান হাদীস যদি সহীহ না হয়, তাহলে তাঁর স্ত্রী তালাক, তবে তাঁর স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হবে না। কারণ মুসলিম মিল্লাতের এ বিষয়ে ইজমা‘ সংঘটিত হয়েছে যে, এ গ্রন্থ দু’টিতে বিদ্যমান সমুদয় হাদীস সহীহ।[৩৬]

চার. সহীহাইন প্রথম সহীহ সংকলন

হাদীস বিজ্ঞানী ও অন্যান্য শাস্ত্রীয় পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে একমত যে, কেবল সহীহ হাদীস সর্ব প্রথম যিনি সংকলন করেন, তিনি হচ্ছেন ইমাম বুখারী (রহঃ) তারপর ইমাম মুসলিম (রহঃ)।

ইমাম ইবনুস সালাহ (রহঃ) বলেন ঃ সর্ব প্রথম যিনি সহীহ হাদীস সংকলন করেন, তিনি হলেন আবূ ‘আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা‘ঈল আল্-বুখারী আল্-জু‘ফী (রহঃ)। তারপর তাঁকে অনুসরণ করেন তাঁরই ছাত্র আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন্-নীশাপূরী আল-কুশাইরী (রহঃ)।[৩৭]

---

৩৫. *তাহ্যীবুল আসমা ওয়াল লুগাত,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৩।

৩৬. সুয়ূতী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৩১-১৩২।

মূল ‘আরবী ঃ

قَالَ إمَامُ الحَرَمَيْنِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالىٰ : لَوْ حَلَفَ إنْسَانٌ بِطَلَاقِ امْرَأتِهِ أنَّ مَا فِى الصَّحِيحَيْنِ مِمَّا حَكَمَا بِصِحَّتِهِ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا الزمتَهُ الطَّلَاقُ ، لِإجْمَاعِ المُسْلِمِيْنَ عَلٰى صِحَّتِهِ -

৩৭. সুবহী সালেহ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৩।

মূল ‘আরবী ঃ

قَالَ الإمَامُ ابْنُ الصَّلَاحِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالىٰ : أوَّلُ مَنْ صَنَّفَ الصَّحِيحَ : البُخَارِىُّ أبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ ابْنُ اسْمَاعِيلَ الجُعْفِىُّ مَوْلَاهُم وَتَلَاهُ : أبُو الحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ النَّيْسَابُورِىُّ القُشَيْرِىُّ مِنْ أنْفُسِهِمْ -

Dhaka University Institutional Repository

হাফিয সুয়ূতী (রহঃ) ছন্দাকারে হাদীস বিজ্ঞানীগণের ঐকমত্যের কথা ব্যক্ত করেছেন এভাবে ঃ

وَأَوَّلُ الجَامِعِ بِاقْتِصَارِ * عَلَى الصَّحِيْحِ فَقَطِ الْبُخَارِىُّ
وَمُسْلِمٌ مِنْ بَعْدِهِ وَالأَوَّلُ * عَلَى الصَّوَابِ فِى الصَّحِيحِ أَفْضَلُ

বিশুদ্ধ হাদীসের সমন্বয়ে সর্বপ্রথম যিনি সংক্ষিপ্তাকারে হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন, তিনি হচ্ছেন ইমাম বুখারী (রহঃ)। আর তাঁর পরের ব্যক্তি-ই হচ্ছেন ইমাম মুসলিম (রহঃ)। আর বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যিনি সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, তিনিই উত্তম।

তারপর তিনি আরও বলেন ঃ

وَلَيسَ فِى الكُتُبِ أَصَحُّ مِنهُمَا * بَعدَ القُرْآنِ وَلِهٰذَا قُدِّمَا
مَروِىُّ ذَيْنِ ، فَالبُخَارِىِّ فَمَا * لِمُسْلِمٍ ، فَمَا حَوَى شَرْطُهُمَا-[৩৮]

পবিত্র কুর'আনের পর পৃথিবীর সমগ্র গ্রন্থাবলীর মধ্যে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের চেয়ে আর কোন অধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ নেই। আর এ জন্যই উভয় গ্রন্থের সংকলিত বর্ণনাকে হাদীস বিজ্ঞানে সর্বাধিক প্রাধান্য দেয়া হয়। এর মধ্যে প্রথম স্থান সহীহ বুখারীর, দ্বিতীয় স্থান সহীহ মুসলিমের, তারপর উভয়ের শর্ত মুতাবেক বর্ণিত হাদীসের অবস্থান।

পাঁচ. সর্বাধিক সহীহ হাদীস

হাদীস বিজ্ঞানীগণ এ বিষয়ে একমত যে, হাদীস শাস্ত্রে সর্বাধিক সহীহ হচ্ছে সে সব হাদীস যার বিশুদ্ধতায় ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) একমত। তারপর সর্বাধিক সহীহ হাদীস হল তা-ই, যাকে ইমাম বুখারী (রহঃ) সহীহ বলেছেন। তারপর সহীহ হাদীস হল ইমাম মুসলিম (রহঃ) যা বর্ণনা করেছেন। তারপর সহীহ হাদীস হচ্ছে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্তানুযায়ী বর্ণিত হাদীসসমূহ। তারপর সেসব হাদীস যা কেবল ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর শর্ত মুতাবেক হয়। তারপর সেসব হাদীস যা কেবল ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্তানুসারে হয়। যেমনটি 'উলামায়ে কিরাম একমত হয়েছেন যে, أَصَحُّ الصَّحِيحِ বা সহীহ হাদীসসমূহের মধ্যে সর্বাধিক সহীহ হচ্ছে তা-ই, যা শায়খাইন রিওয়ায়াত করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তা সমালোচিত না হবে।

ইমাম ইবনুস্ সালাহ (রহঃ) বলেন ঃ সহীহ হাদীসের প্রকারসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে বিদ্যমান ও প্রথম সারিতে অবস্থিত যে হাদীস, তা হল " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ "-এর হাদীস। অধিকাংশ হাদীস বিশারদ এ কথাই বলেন এবং এর দ্বারা তাঁরা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর ঐকমত্যকেই বুঝিয়ে থাকেন। হাফিয যায়নুদ্দীন 'ইরাকী (রহঃ) হাদীস বিশারদগণের বাণীকে সংক্ষিপ্তভাবে ছন্দাকারে বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ

وَأَرْفَعُ الصحِيح مَرْوِيُّهُمَا * ثُمَّ البُخَارِىّ فَمُسلِم فَمَا
شَرطهُمَا حَوَى فَشَرط الجُعْفِىِّ * فَمُسلِمٍ ، فَشَرط غَير يَكفِى

৩৮. সুয়ূতী, *আলফিয়্যাতুল হাদীস* (কায়রো, মিসর), পৃঃ ৫-৬।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বাধিক সহীহ হল সেসব হাদীস, যা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়েই বর্ণনা করেছেন। তারপর ইমাম বুখারী (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, তারপর ইমাম মুসলিম (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, অতঃপর ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্ত মুতাবেক বর্ণিত হাদীস। তার পরের স্তরে জু'ফী যে ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্ত মুতাবেক বর্ণিত হাদীসের কথা বলেছেন তা যথার্থ নয়। অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্ত মুতাবেক হাদীসের পরে হবে কেবল সেসব হাদীস, যা ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর শর্ত মুতাবেক হয়।

ছয়. হাদীসের স্বরূপ

সহীহাইনের হাদীস যেহেতু সর্বাধিক বিশুদ্ধ, যাকে "مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ" বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা হয় এবং স্বয়ং গ্রন্থ দু'টি যেহেতু পবিত্র কুর'আনের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ, তারপর "مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ" -এর হাদীসের বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে যেহেতু 'আলিমগণ একমত, তারপর সহীহ বুখারীর হাদীস সর্বাধিক বিশুদ্ধ অতঃপর সহীহ মুসলিমের হাদীসের অবস্থান, তথা সহীহ বুখারীর পর বর্ণনাকৃত সমস্ত হাদীস অপেক্ষা সহীহ মুসলিমের হাদীস বিশুদ্ধ। এ কারণেই সহীহাইনের হাদীসের স্বরূপ কি ? এ বিষয়ে কোন প্রকার গবেষণা ব্যতিরেকেই গ্রন্থদ্বয়ের হাদীসের ওপর 'আমল করা হয়। মূলত এর কারণ হল, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়েই তাঁদের গ্রন্থে বর্ণিত সমস্ত হাদীস সম্পর্কে বিশুদ্ধতার অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে তাঁরা নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। উপরন্তু, মুসলিম মিল্লাত গ্রন্থদ্বয়ের হাদীসগুলোকে গ্রহণ করেছেন বিধায় এ ব্যাপারে অতিরিক্ত গবেষণার প্রয়োজন নেই। আবূ 'আবদুল্লাহ হুমায়দী (রহঃ)[৩৯] তাঁর "الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ" গ্রন্থে বলেনঃ আমাদের পূর্বসূরী ইমামগণের মধ্য হতে এমন কোন মনীষী আমরা পাই নি, যিনি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ সম্পর্কে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এসব গ্রন্থে সংকলিত হাদীসসমূহ বিশুদ্ধ।[৪০]

---

৩৯. তিনি মুসনাদ-ই হুমায়দী-এর সংকলক এবং সহীহুল বুখারী-এর হাদীসের প্রথম রাবী। তিনি ছিলেন কুরায়শ বংশোদ্ভূত। ইব্ন হিব্বান (রহঃ) তাঁকে সিকাহ্ রাবীগণের অন্তর্ভুক্ত করে বলেন যে, তিনি হাদীস শাস্ত্রে একজন সর্বজন স্বীকৃত ও সু-প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ছিলেন। ইব্ন 'উয়াইনাহ্ এবং তাঁর স্তরের রাবীগণের কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহের ক্ষেত্রে তিনি ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর সাথী ছিলেন। তিনি ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) থেকে নিবিষ্ট মনে ফিক্হ শাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর সাথে একত্রে মিসর গমন করেন। ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর ইন্‌তিকালের পর তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানেই ইহলোক ত্যাগ করেন।

ইব্ন হাজার, *ফাত্হুল বারী,* ১ম খণ্ড, ২য় সং (দারু ইহ্‌ইয়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, বৈরুত, লেবানন, ১৪০২/১৯৮১), পৃঃ ৬ ; 'আইনী, *'উমদাতুল ক্বারী* (দারুল ফিক্‌র মিসর, ১৩০৮/১৮৯০), পৃঃ ১৬ ; সুয়ূতী, *হুসনুল মুহাযারাহ,* ১ম খণ্ড (মাতবা'আতু ইদারাতিল ওয়াতান, মিসর ১২৯১/১৮৮২), পৃঃ ১৯৬।

৪০. সুবহী সালেহ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২২।

Dhaka University Institutional Repository

সহীহাইনের হাদীসগুলোর বিশুদ্ধতা এবং কোন গবেষণা ছাড়াই এর ওপর 'আমল করা চারটি বিষয়ের ইঙ্গিত বহন করে।

১. সহীহাইনের বিপুল সংখ্যক হাদীস মুতাওয়াতির।

২. এ দু'য়ের বেশীরভাগ হাদীসই শায়খাইন উভয়েই বর্ণনা করেছেন। যেমন হাফিয ইব্ন হাজার 'আসকালানী ও হাফিয সুয়ূতী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন যে, ৮২০টি হাদীস ব্যতীত বাকী সব হাদীসই ইমাম মুসলিম (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর হাদীসের ন্যায় হুবহু বর্ণনা করেছেন।

৩. সমস্ত মুসলিম মনীষী এমন কি মুসলিম জনসাধারণও উভয় গ্রন্থের হাদীসগুলোকে গ্রহণ করেছেন এবং এর ওপর 'আমল করেছেন। উপরন্তু গ্রন্থদ্বয়ের হাদীসগুলোর বিশুদ্ধতাকেও নির্দ্বিধায় সমর্থন করেছেন।

৪. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসগুলোকে কারীনা বা আনুষঙ্গিক সমুদয় বিষয়গুলোর মাধ্যমে পরিবেষ্টন করে নেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সামান্য আলোচনা পূর্বেও করা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা পরে আসবে। ইন্‌শা'আল্লাহ্।

সাত. সংকলনে বিশুদ্ধতার দাবী

'ইলমি হাদীসের ওপর এ পর্যন্ত যত গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে, তন্মধ্যে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) ব্যতীত আর কোন গ্রন্থকারই তাঁর গ্রন্থ সম্পর্কে এ কথা দাবী করেছেন বলে আমাদের জানা নেই যে, তাঁদের সংকলিত হাদীস সহীহ যেমনটি হুমায়দী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন। তারা চাই ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর পূর্বের সংকলক হন বা পরের। যেমন স্বয়ং ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ

مَا اَدْخَلْتُ فِى كِتَابِ الْجَامِعِ اِلاَّ مَا صَحَّ ، وَتَرَكْتُ مِنَ الصِّحَاحِ لِحَالِ الطُّولِ-[৪১]

আমি আমার জামি' গ্রন্থটিতে সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কোন হাদীস স্থান দেই নি। উপরন্তু, আমার এ গ্রন্থের কলেবর অনেক দীর্ঘ হয়ে পড়বে এ ভয়ে বহু সহীহ হাদীস বাদ দিয়েছি।

অপর এক বর্ণনায় ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ

وَمَا اَدْخَلْتُ فِيْهِ حَدِيْثًا حَتَّى اسْتَخَرْتُ اللهَ تَعَالىٰ وَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ، وَتَيَقَّنْتُ صِحَّتَهُ-[৪২]

আমি এ গ্রন্থে কোন হাদীস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে ইস্‌তিখারা করেছি এবং দু' রাক'আত সালাত আদায় করে এর বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে সুদৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করেছি। তারপরই কেবল হাদীসটিকে এ গ্রন্থে স্থান দিয়েছি।

---

৪১. সুবহী সালেহ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৫-১৬ ; আবূ বকর আল-হাযিমী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৪৯।

৪২. *হুদা আস-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন ঃ আমি যে সব হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে মনে করি, সমুদয় সেসব হাদীসই এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করি নি। কেবল সেসব হাদীসই লিপিবদ্ধ করেছি, যেসব হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণ একমত হয়েছেন।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) আবূ নাযার (রহঃ)-এর ভাগিনা আবূ বকর (রহঃ)-এর এক প্রশ্নের জবাবে এ বক্তব্যটি প্রদান করেন। একবার হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)[৪৩] -এর একটি হাদীস وَاِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوْا সম্পর্কে আবূ বকর (রহঃ) ইমাম মুসলিম (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, এ

---

৪৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) মহানবী (সাঃ)-এর অন্যতম সহচর এবং তাঁর বাক্য ও কর্মের উৎসাহী প্রচারক। তিনি দক্ষিণ 'আরবের আয্‌দ্ গোত্রের সুলায়ম ইব্‌ন ফাহ্‌ম বংশোদ্ভুত। 'আবূ হুরায়রা' উপনামে তিনি সমধিক পরিচিত। তাঁর প্রকৃত নাম সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী বর্ণনা পাওয়া যায়। অধিকতর বিশ্বস্ত বিবরণ মতে তাঁর নাম 'আবদুর রহমান ইব্‌ন সাখর, অথবা 'উমায়র ইব্‌ন আমির। বিড়ালের প্রতি স্নেহাধিক্যের জন্য তিনি আবূ হুরায়রা (অর্থাৎ ছোট বিড়ালের পিতা) নামে অভিহিত হন। এ উপনামের জনপ্রিয়তা তাঁর আসল নামটিকে আড়াল করে দাঁড়ায়।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হুদায়বিয়ার সন্ধি এবং খায়বার যুদ্ধের অর্ন্তবর্তী সময়ে মদীনায় আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ত্রিশ বছরের মত। তখন হতে তিনি রাসূলে করীম (সাঃ)-এর পবিত্র সাহচর্য অবলম্বন করেন এবং 'আসহাবে সুফ্‌ফা'-এর অন্তর্ভুক্ত হন। মহানবী (সাঃ)-এর খিদমতের প্রত্যেকটি সুযোগ গ্রহণ মানসে এবং তাঁর পবিত্র মুখ নিঃসৃত বাণী শোনার ঐকান্তিক আগ্রহে আবূ হুরায়রা (রাঃ) সর্বদা ছায়ার ন্যায় তাঁর অনুগামী হন ; এমন কি তিনি প্রায়ই মহানবী (সাঃ)-এর ওযূ এবং শৌচের জন্য পানির পাত্র নিয়ে যেতেন, হাজ্জ এবং জিহাদে তাঁর অনুগামী হতেন। রাসূলে করীম (সাঃ) যে খাদ্য হাদিয়া পেতেন, তা সবই প্রায় আসহাবে সুফ্‌ফার মধ্যে বন্টন করে দিতেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর ভাগে যতটুকু পড়ত, অত্যন্ত অপর্যাপ্ত হলেও তা খেয়েই তিনি দিন কাটিয়ে দিতেন।

সাহাবীগণ তাঁকে কখনও ক্ষুধায় কাতর দেখলে নিজেদের গৃহে ডেকে এনে আহার করাতেন। একবার জা'ফর ইব্‌ন আবী তালিব তাঁকে সাথে নিয়ে যান ; কিন্তু তাঁর ঘরে কিছু না থাকায় ঘি-এর শূন্য পাত্রটি হাযির করলেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) তা-ই চেটে-পুটে ক্ষুদা নিবারণের প্রয়াস পেলেন। অনেক সময় শুধু খেজুর আর পানি খেয়েই তিনি দিনের পর দিন খাটিয়ে দিতেন। কখনও কখনও পেটে পাথর বেঁধে শুইয়ে থাকতেন, কিন্তু কোনদিন কারও নিকট কিছু চাইতেন না।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) সর্বাপেক্ষা অধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের মোট সংখ্যা ৫৩৭৪ (পাঁচ হাজার তিনশ' চুয়াত্তর)। তার মধ্যে সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিম উভয় গ্রন্থে রয়েছে মোট ৩২৫ টি হাদীস, এককভাবে সহীহ বুখারীতে রয়েছে ৭৯ টি। আর সহীহ মুসলিমে ৭৩ টি হাদীস।

আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য। একবার আবূ হুরায়রা (রাঃ) রাসূলে করীম (সাঃ)-কে বললেন, আমি আপনার নিকট বহু হাদীস শুনি কিন্তু ভুলে যাই। রাসূলে করীম (সাঃ) তাঁকে বললেন, তোমার গায়ের চাদর খুলে ধর। তিনি তা খুলে ধরলেন,

Dhaka University Institutional Repository

আর রাসূলে করীম (সাঃ) কথা বলে গেলেন। তারপর রাসূলে করীম (সাঃ)-এর নির্দেশে আবূ হুরায়রা (রাঃ) চাদরটি গুটিয়ে নিয়ে নিজ বক্ষে চেপে ধরলেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, তারপর আমি আর কোনদিন কোন হাদীস ভুলি নি। কোন সাহাবী আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর উপরোক্ত উক্তির প্রতিবাদ করেন নি। তিনি বলতেন, 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রাঃ) ব্যতীত আমার চেয়ে অধিক হাদীস আর কেউ-ই জানে না। কিন্তু ইব্ন 'আমর বলেন, হাদীসে আবূ হুরায়রা (রাঃ) আমার চেয়ে অধিক জ্ঞান রাখেন। স্বয়ং 'ওমর (রাঃ) সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) আমাদের তুলনায় হাদীস শ্রবণের অধিকতর সুযোগ লাভ করেছেন এবং তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল।

আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর একটি অভ্যাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হাদীস বর্ণনার পূর্বে বরাবর রাসূলে করীম (সাঃ)-এর এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করতেন, "যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে তার বাসস্থান রচনা করবে।"

রাসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট হতে সরাসরি হাদীস শ্রবণ ছাড়াও আবূ হুরায়রা (রাঃ) বিশিষ্ট সাহাবীগণের মধ্যে আবূ বকর, 'ওমর, ফযল ইব্ন 'আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ হতে হাদীস গ্রহণ করেন এবং তা বর্ণনা করেন। অপর পক্ষে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর বর্ণনা মতে আটশত রাবী তাঁর নিকট হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন। সাহাবীগণের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস, ইব্ন 'ওমর, জাবির ও আনাস (রাঃ) প্রমুখ তাঁর নিকট হতে হাদীস শুনেছেন। অনেক সময় 'ওমর, 'উসমান, 'আলী, তালহা ও যুবায়র (রাঃ) প্রয়োজনে তাঁর কাছে হাদীসের অনুসন্ধান করতেন।

আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর দেহের রং ছিল গৌর, অপর এক বর্ণনায় কিঞ্চিত গৈরিক, দুই কাধ ছিল প্রশস্ত, মেজাজ বিনম্র, ভাল কাজে তিনি ছিলেন উদ্যোগী, মেহমানদারীতে ছিলেন অগ্রণী। রাসূলে করীম (সাঃ)-এর সময়ে সংসার বিরাগীরূপে চরম দারিদ্রে দিন কাটালেও পরবর্তী জীবনে তিনি বিবাহ করে সংসারী হন, সন্তান সন্ততির পিতা এবং ধন সম্পদের অধিকারী হন। প্রাচুর্যের সময় অভাবের কথা স্মরণ করে তিনি মহান আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) অতি ধর্মভীরু এবং রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নতের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। ইসলামী শরী'আতে তাঁর ব্যুৎপত্তি এবং বিদ্যা-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞায় 'ওমর (রাঃ)-এর গভীর আস্থা ছিল। তিনি তাঁকে বাহরাইন প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। অর্থ সঞ্চয়ের অপবাদে তাঁকে বরখাস্ত করেন, যথাবিহিত অনুসন্ধানের মাধ্যমে সন্দেহ দূর হলে পরে তাঁকে পুনরায় উক্ত পদ গ্রহণের অনুরোধ জানান, কিন্তু আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর আহত আত্ম-সম্মানবোধ উক্ত পদ পুনঃ গ্রহণে তাঁকে নিরুৎসাহ করে তোলে। ফলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খিলাফত কালে মদীনার শাসনকর্তা মারওয়ান আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীস স্মরণ রাখার অদ্ভূত শক্তি এবং হুবহু বর্ণনার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর অজান্তে পরীক্ষা করে তাঁর প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলেন।

হযরত 'ওমর (রাঃ) হতে মু'আবিয়া (রাঃ) পর্যন্ত প্রত্যেক খলীফা তাঁর নিকট হাদীস অনুসন্ধান করতেন এবং সাহাবী ও তাবি'ঈগণ যে কোন প্রশ্নের মীমাংসার জন্য তাঁর নিকট যেতেন। এতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) ছিলেন একজন শরী'আতজ্ঞ প্রজ্ঞাশীল এবং মুহাক্‌কিক ফকীহ্। তাঁর সরলতা, সততা এবং বিশ্বস্ততা ছিল প্রশ্নাতীত। রাসূলে করীম (সাঃ)-এর বহু গুরুত্বপূর্ণ হাদীস তথা ইসলামের বহু অমূল্য শিক্ষার প্রচারে তাঁর অতুলনীয় ভূমিকা কৃতজ্ঞতার সাথে

Dhaka University Institutional Repository

হাদীসটি কি আপনার দৃষ্টিতে সহীহ ? ইমাম মুসলিম (রহঃ) জবাব দিলেন হ্যাঁ সহীহ। আবূ বকর পুনরায় প্রশ্ন করেন, তাহলে আপনার গ্রন্থে এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেন নি কেন ? তার জবাবে তিনি উপরোক্ত বক্তব্যটি প্রদান করেন।[৪৪]

ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) ছাড়া আর যত গ্রন্থকার রয়েছেন তাঁরা সুনান গ্রন্থের প্রণেতাই হন না কেন, তাঁদের গ্রন্থাবলীতে সহীহ, য'ঈফ ইত্যাদি হাদীসের সমাহার ঘটেছে। আর এ বিষয়টি স্বয়ং তাঁরাই স্বীকার করেছেন। আর সুনান প্রণেতা ছাড়া বাকী যাঁরা আছেন, তাঁদের গ্রন্থাবলীর সংকলন প্রক্রিয়াই প্রমাণ বহন করে যে, তাতে সহীহ, হাসান ও য'ঈফ ইত্যাদি হাদীস সমূহ রয়েছে। উপরন্তু তাঁদের কেউই এ দাবী করেন নি যে, তাঁদের গ্রন্থে যেসব হাদীস রয়েছে তা সবই সহীহ।

আট. 'আলিমগণের গুরুত্ব প্রদান

'উলামায়ে কিরাম বিশেষত হাদীস বিশারদগণ সহীহাইনকে খুবই গুরুত্ব প্রদান করেন। তাঁদের গ্রন্থদ্বয় ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থের বেলায় এরূপ গুরুত্ব প্রদানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। চাই তা হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ হোক বা অন্য কোন গ্রন্থ। তবে পবিত্র কুর'আনুল কারীমের কথা আলাদা। তার সাথে অন্য কোন গ্রন্থের তুলনাই আসে না। 'উলামায়ে কিরামের এ বিশাল গুরুত্ব, সম্মান ও মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এভাবে যে, একটি বৃহৎ সংখ্যক শিরোধার্য পণ্ডিত মনীষীগণ সহীহাইনের ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার সংক্ষেপায়ণ করেছেন, তার সাথে সংযুক্ত করেছেন এবং তার থেকে মাস'আলা ইস্তিখরাজ করেছেন। কিংবা গ্রন্থদ্বয়ের যে কোন একটির ক্ষেত্রে এসব বিশ্লেষণ, নির্বাচন, সংক্ষেপায়ণ ও তা'লীকাতের সমন্বয় ঘটেছে। এসব বিষয় যদি কোন বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করে, তবে মনে করতে হবে যে এ শ্রেষ্ঠত্ব সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের, যা তাঁদের ছাড়া অন্য কারও ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় না। তাছাড়া সহীহাইনের ব্যাখায় অংশ নিয়েছেন বিভিন্ন ফিক্হী মাযহাবের ইমামগণ এবং তাঁদের প্রত্যেকেই ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) যা উদ্দেশ্য করেছেন, তার দ্বারাই দলীল পেশ করেছেন।

চিরস্মরণীয় থাকবে। তাঁর মৃত্যুসন সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। তিনি মতান্তরে ৫৭/৬৭৬-৫৮/৬৭৭-৫৯/৬৭৮ সনে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আটাত্তরের কাছাকাছি। ওলীদ ইব্ন 'উক্বা ইব্ন আবী সুফিয়ান তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। সাহাবীগণের মধ্যে ইব্ন 'ওমর এবং আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাঃ) শরীক হন। মদীনার অদূরে কাসবা নামক স্থানে তাঁর মৃত্যু হয়। পরে সেখান হতে তাঁর লাশ মদীনায় এনে সমাধিস্থ করা হয়।

ইব্ন কাসীর, *আল বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্,* নতুন সং (দারুল ফিক্র, বৈরুত, লেবানন, ১৩৯৮/১৯৭৭), পৃঃ ৩১৫ ; ইব্ন হাজার, *তাকরীবুত তাহ্যীব,* হাশিয়া ঃ পৃঃ ৪৪১ ; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯-৩০।

৪৪. ইমাম মুসলিম, ***সহীহ মুসলিম*** ২য় খণ্ড (আল্-মাকতাবাতুল আশ্রাফিয়া, দেওবন্দ, ইউ.পি.ভাতর, তা.বি.), পৃঃ ১৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া সহীহাইনের প্রতি এ গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রদান আমাদের এ যুগ পর্যন্ত বহাল রয়েছে। এ কারণেই বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও মুসলিম বিশ্বের এমন কি মধ্যপ্রাচ্যের বড় বড় পণ্ডিতগণকে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনায় অংশ নিতে দেখা যায়। তাই তো মসজিদে মাদরাসায় এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিংবা অপর কোন সমাবেশে এ গ্রন্থ দু'টির পড়াশুনায়, গবেষণায় এবং ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনায় যেরূপ অংশ নিতে দেখা যায়, অন্য কোন গ্রন্থের বেলায় তেমনটি দেখা যায় না। এ জন্যই বলা যায় যে, 'আলিমগণের নিকট সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের গুরুত্ব , তাৎপর্য ও মর্যাদা অপরিসীম।

নয়. মুস্তাখরাজাত

'মুস্তাখরাজ' (مُسْتَخْرَج) বলা হয় কোন গ্রন্থকার হাদীসের কোন একটি গ্রন্থ নির্বাচিত করে সে কিতাবের হাদীসসমূহ নিজের পক্ষ থেকে ভিন্ন এমন সনদে বর্ণনা করবেন, যে সনদটি মূল গ্রন্থকার বর্ণনা করেন নি। তারপর সে সনদের শেষ দিকে গ্রন্থকারের শায়খ অথবা তাঁর উপরস্থ কোন ব্যক্তি এমন কি সাহাবী পর্যন্ত গিয়ে হলেও একীভূত হয়ে যাবে। বিস্তারিত পরে আসবে।

অদ্যাবধি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ওপর যে সমস্ত মুস্তাখরাজাত সংকলিত হয়েছে অন্য কোন গ্রন্থের বেলায় তা ঘটে নি। এ বিষয়টি যদি কোন শ্রেষ্ঠত্ব বহন করে, তাহলে বলতে হবে, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) এ বিশাল সম্মান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। আহ্‌লে 'ইলম তাঁদের সে মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

কিছু সংখ্যক ইমামকে আমরা দেখতে পাই, যারা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ওপর পৃথক পৃথক মুস্তাখরাজাত গ্রন্থ সংকলন করেছেন। আবার কোন কোন ইমামকে দেখা যায় যে তাঁরা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ওপর একত্রে একই গ্রন্থে মুস্তাখরাজ সংকলন করেছেন। আবার অনেক ইমাম কেবল সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্য হতে একটি গ্রন্থের ওপর মুস্তাখরাজ সংকলন করেছেন।

অপরদিকে সহীহ মুসলিমের ওপর বড় বড় ইমামগণের অন্তত বিশটি মুস্তাখরাজাত সংকলিত হয়েছে বলে জানা যায়। অথচ, বাকী চারটি সুনানের ওপর একটি মুস্তাখরাজও হয় নি। পক্ষান্তরে, সহীহ বুখারীর তুলনায় সহীহ মুসলিমের ওপর মুস্তাখরাজাত-এর সংখ্যাও কম। সুতরাং এ বিষয়টিও সহীহাইনের শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদার প্রমাণ বহন করে।

মুস্তাখরাজাতের এ বিপুল পরিমাণ গ্রন্থাবলী নিঃসন্দেহে গ্রন্থ দু'টির গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ বহন করে। আর কেনই বা হবে না। মুস্তাখরাজাতের এ পদ্ধতিটি শ্রেষ্ঠত্বের একটি উন্নত প্রমাণ, একটি মূল্যবান বৈশিষ্ট্য ও অনুপম দৃষ্টিকোণ।

Dhaka University Institutional Repository

দশ. মুসলিম উম্মাহ্-এর প্রাধান্য

মুসলিম উম্মাহ্ মাহাত্ম্যপূর্ণ এ গ্রন্থ দু'টিকে সাদরে গ্রহণ করেছেন উপরন্তু গ্রন্থ দু'টোর ক্ষেত্রে উম্মতের এ মূল্যায়ণ, সমর্থন, গুরুত্ব প্রদান ও আঁকড়ে থাকাকেই এর শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাপক বলা যায়। কারণ মুসলিম বিশ্বে বিশেষ দু'একটি গ্রন্থাগার ছাড়া এমন কোন গ্রন্থাগার পাওয়া যাবে না যাতে এ গ্রন্থ দু'টো নেই। অধিকন্তু এ আঁকড়ে থাকা শুধু শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেই নয় ; বরং অতুলনীয় ও অভিনব এক পদ্ধতিতে বিদূষী ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ ও যুবকদের একটি অংশকেও গ্রন্থ দু'টোর প্রতি এগিয়ে আসতে দেখা যায়। হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থের প্রতি এমন গুরুত্বারোপের নযীর দ্বিতীয়টি আর নেই।

সত্যায়ন ও কর্মগত দিক থেকে উম্মাতে মুসলিমা কর্তৃক এ গ্রন্থ গ্রহণ ও এর থেকে উপকৃত হয়ে নিঃসন্দেহে গ্রন্থ দু'টোর হাদীসের বিশুদ্ধতার একটি বড় প্রমাণ সাব্যস্ত করেছেন। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে। বিশেষত যখন আমরা জানতে পারি যে, গোটা মুসলিম উম্মাহ্ একত্রে ভুল করতে পারে না, এ জাতীয় ভুল থেকে তাঁদেরকে নিষ্কৃতি দেয়া হয়েছে। তাই এ প্রসঙ্গে ইমাম নববী (রহঃ) বলেন ঃ সমস্ত উম্মত এ কথায় একমত যে, এ গ্রন্থ দু'টি সহীহ এবং এর ওপর 'আমল করা ওয়াজিব।[৪৫]

এগার. রাবীগণের মর্যাদা

সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে নিয়ে তৃতীয় শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত হাদীসের অধিকাংশ রাবীই নির্ভরযোগ্য ও ন্যায়নিষ্ঠ। আর ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) সাধারণত সেসব রাবীগণ থেকেই হাদীস গ্রহণ করেছেন যাঁরা ঐ যুগের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন রাবী।

ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেন ঃ জ্ঞান-পিপাসুদের এ কথা জেনে রাখা কর্তব্য যে, হাদীসের অধিকাংশ রাবীগণ সিকাহ্ বা নির্ভরযোগ্য। আর সহীহাইনের রাবীগণ হচ্ছেন তন্মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের অধিকারী। আর অবশিষ্ট রাবীগণের অধিকাংশই সিকাহ্।[৪৬]

---

৪৫. *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪।

৪৬. 'আবদুল কাদির আল আরনাভূত, *জামি'উল উসূল ফী আহাদিসির রাসূল,* ১ম খণ্ড (দামিশ্‌ক, তা.বি.), পৃঃ ১৭২।

Dhaka University Institutional Repository

হাফিয ইব্ন হাজার 'আসকালানী (রহঃ) তাঁর شَرْحُ نُخْبَةِ الفِكَرِ নামক গ্রন্থে বলেন ঃ বিশুদ্ধতার দিক থেকে অগ্রাধিকার লাভের ক্ষেত্রে সেসব হাদীসকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যেগুলো ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্ত মুতাবেক হয়। এর অর্থ হল সহীহাইনের রিজালগণের মধ্যে সহীহ হাদীসের রাবীগণের সমস্ত শর্তাবলী বিদ্যমান রয়েছে। আর সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের রাবীগণের অনিবার্যরূপে 'আদিল বা ন্যায়পরায়ণ হওয়ার ক্ষেত্রে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সুতরাং তাঁরা তাঁদের বর্ণনার ক্ষেত্রে সকলের অগ্রগামী। আর এটি এমন একটি মৌলিক ভিত্তি যে, কোন শক্তিশালী দলীল ছাড়া তা অগ্রাহ্য করার কোন উপায় নেই।[৪৭] 'আল্লামা ইব্ন তাইমিয়াহ্ (রহঃ)-ও এমনটি বলেছেন।

বার. শায়খাইনের কঠোর পরিশ্রম

ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) সহীহাইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কঠোর সাধনা, সীমাহীন পরিশ্রম, সংরক্ষণ ও একনিষ্ঠতার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা একান্তই বিরল। একাধিকবার সনদ বর্ণনা ও পুনরাবৃত্তি করার মাধ্যমে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কোন কোন অজ্ঞ লোক মনে করে যে, সনদের এ পুনরাবৃত্তি অবান্তর ও ত্রুটিপূর্ণ। মূলত তা ঠিক নয়। কারণ, শায়খাইন অনেক গুপ্ত বা সুস্পষ্ট রহস্যের কারণেই সনদগুলোর পুনরাবৃত্তি করেছেন। কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার কারণে এর উদাহরণ পেশ করা যাচ্ছে না। তবে সে দিকে কিছুটা ইঙ্গিত প্রদান করা হচ্ছে।[৪৮]

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর শায়খকে পরিবর্তন করে একটি সনদকে পুনরায় দ্বিতীয়বার বর্ণনা করেছেন। কারণ, প্রথমে তিনি যে সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তাতে এমন রাবী রয়েছেন, যাঁর শ্রবণ অথবা সাক্ষাত করে হাদীস বর্ণনার বিষয়টি যদিও প্রমাণিত সত্য ; কিন্তু অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও মর্যাদাসম্পন্ন রাবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদলীসের ক্ষেত্রে বহুল পরিচিত। অথবা তাঁর শায়খ থেকে শ্রবণের ক্ষেত্রে সংশয় রয়েছে, এমতাবস্থায় সে হাদীসকে দ্বিতীয় আরেক সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে এ সমস্যা দূর হয়ে যায়, যদিও বা সে সূত্র পূর্বের সূত্র

---

৪৭. ইব্ন হাজার, *শারহু নুখবাতিল ফিকর* (মাকতাবা থানবী, দেওবন্দ, ভারত, তা.বি.), পৃঃ ১৪-১৫।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَر رَحِمَهُ اللهُ تعالىٰ : فِى شَرحِ النُّخْبَةِ : ثُمَّ يقدمُ فِى الأَرجَحِيَّةِ مِنْ حيثُ الأَصحِّيةِ مَا وَافقه شرطُهمَا ، لِأَنَّ المُرَادَ به رُوَاتُهُمَا مَعَ بَاقِى شُرُوطِ الصَّحِيحِ ، وَ رُواتُهمَا قَد حَصَلَ الاِتِّفاقُ علىٰ القَول بِتَعدِيلِهِمْ بطَرِيقِ اللُّزومِ - فَهُمْ مُقَدَّمُونَ عَلىٰ غَيرِهِمْ فِى رِوَايَاتِهِمْ ، وَهٰذَا أَصلٌ لَايخرجُ عَنه إلا بِدليلٍ -

৪৮. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৭-৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

অপেক্ষা নিম্নমানের। অনুরূপভাবে হাদীসের মূল পাঠ বর্ণনা ও হাদীসের স্বরূপ স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য তাদের عَنْ فُلَانٍ বা مُعَنْعَنٌ হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে একাধিক সনদ বর্ণনার মূল হেতুটি যেমনিভাবে অনুধাবন করা যায়, তেমনিভাবে তাঁরা কোন মাস'আলা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে একটি হাদীসের একাধিক সনদ বর্ণনা করেছেন, যাতে اِخْتِلَافٌ-এর মূল ক্ষেত্রটি পরিস্কার হয়ে যায়। কখনও তাঁরা নিজের বদ্ধমূল কোন ধারাণার কারণেও সনদের পুনরাবৃত্তি করেছেন। আবার কখনও কোন মাস'আলার ক্ষেত্রে তাঁরা বদ্ধমূল ধারণা লাভ করতে পারেন নি-- এ কথা স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য যে, এ বিষয়ে আরও চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার অবকাশ রয়েছে বিধায় সনদের পুররাবৃত্তি করেছেন।

পক্ষান্তরে, মূল সনদের দ্বারা হাদীস বর্ণনা করার পর ভিন্ন আরেকটি সূত্র বর্ণনার কারণ তো ইমাম মুসলিম (রহঃ) সুস্পষ্টরূপে বলেই দিয়েছেন। যেমন কখনও তিনি কোন রাবীর নাম শুনেছেন অথচ পিতার নাম বা বংশ পরম্পরা সম্পর্কে অবহিত নন, তাই তিনি هُوَ ابْنُ فُلَانٍ বলে দিয়েছেন অথবা هُوَ الْفُلَانِيُّ বলেছেন। অথচ, রিওয়ায়াতের মাঝখানে তিনি এমনটি বলেন নি। কারণ, তিনি তাঁর শায়খ থেকে এ শব্দগুলো শুনতে পান নি। অথবা, তিনি বলেছেন وَ اللَّفْظُ لِفُلَانٍ (শব্দটি অমুক বর্ণিত) অথবা, বলেছেন فُلَانٌ حَدَّثَنَا (অমুক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন) অথবা বলেছেন فُلَانٌ اَخْبَرَنَا (অমুক আমাদেরকে হাদীসটি সম্পর্কে অবহিত করেছেন) ইত্যাদি।

উপরন্তু সহীহাইন নিয়ে গভীরভাবে যাঁরা গবেষণা করবেন তাঁদের সামনে বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

তের. শায়খাইনের পাণ্ডিত্য

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) হাদীসের জ্ঞান, রিওয়ায়াত, দোষ-ত্রুটি চিহ্নিত করণ ও এর প্রতিকার এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সমকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। কেননা, ইমাম বুখারী (রহঃ) 'আলী ইবনুল মাদীনী ও ইমাম আয্ যাহ্লী প্রমুখ বিদ্বান ব্যক্তিত্ব থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ)-ও । আর এ কথা তাঁদের সমকালীন ও পরবর্তী যুগের সমুদয় 'আলিম স্বীকার করেন। তারপর তাঁদের পরবর্তী যুগের পণ্ডিতদের মধ্যে এমন কেউ আবির্ভূত হন নি, যাঁরা রিওয়ায়াত ও ইস্তিম্বাতের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। এছাড়া আলোচ্য বিষয়ের বড় দলীল-- ইমাম বুখারী (রহঃ) ছয় লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে তাঁর এ সহীহ গ্রন্থটি সংকলন করেছেন। আর এ গ্রন্থটিকে তিনি তাঁর ও মহান আল্লাহ্র মধ্যে নাজাতের জন্য দলীলরূপে সাব্যস্ত করেছেন যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এমনিভাবে তিনি লিখেছেন যে, এক লক্ষ হাফিযুল হাদীসের চেয়েও অধিক সংখ্যক রাবী থেকে তিনি রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন।[৪৯]

---

৪৯. *হুদা আস-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৮ ; *তাহ্যীবুল আসমা ওয়াল লুগাত,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৩-৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থটিকে তিন লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে সংকলন করেছেন। তাঁদের ছাড়া বাকীদের অবস্থা মহান আল্লাহ্-ই সর্বাধিক অবগত। উপরন্তু ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) প্রত্যেকেই সুদীর্ঘ পনের বছরে তাঁদের সহীহাইন সংকলন করেছেন।[৫০]

সবচেয়ে বড় কথা হল, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর স্মৃতিশক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সমকালীন পণ্ডিতগণের স্বীকৃতি তো প্রসিদ্ধ ও সমুজ্জ্বল।

চৌদ্দ. শায়খাইনের ব্যক্তিত্ব

বিনয়, নম্রতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধৈর্য্য-স্থৈর্য, দ্বীন-ধর্ম ও উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ভরা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) ছিলেন এক অনুপম দৃষ্টান্ত ও মাইল ফলক।

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) ছয় লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে স্বীয় গ্রন্থ সংকলনের পর সমকালীন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ 'আলিম ও হাদীস বিজ্ঞানী 'আলী ইব্নুল মাদীনী, আহমদ ইব্ন হাম্বল ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মু'ঈন প্রমুখের সামনে পেশ করলে সকলেই গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর বলে অভিমত ব্যক্ত করেন এবং সহীহ ও বিশুদ্ধ বলে সাক্ষ্য দেন।[৫১]

অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিম (রহঃ)-ও স্বীয় সহীহ মুসলিম সংকলনের পর আবূ যুর'আহ্ আর রাযী (রহঃ) প্রমুখ সেরা পণ্ডিতগণের সামনে পেশ করেন। তাঁরা সকলেই সহীহ মুসলিমকে সহীহ ও বিশুদ্ধ গ্রন্থ বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।[৫২]

ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে কোন একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন ঃ হে অমুকের পিতা ! আপনি আমাকে تَدْلِيس -এর অপবাদে অভিযুক্ত করেছেন, অথচ আমি এক ব্যক্তির দশ হাজার হাদীস বর্জন করেছি শুধু এ কারণে যে, তার নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে আমার কিছুটা সংশয় ছিল। কেবল তা-ই-নয় ; বরং তাকে ছাড়া অন্যদের থেকেও আমি সমধিক সংখ্যক হাদীস গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছি।

একবার তিনি বসে চিন্তা করছিলেন, কি পরিমাণ হাদীস তিনি তাঁর রচনাবলীতে স্থান দিয়েছেন। তিনি বলেন, "দেখা যায় তাতে প্রায় দু'লক্ষ হাদীস স্থান লাভ করেছে।"[৫৩]

---

৫০. যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৮৯ ; খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০১ ; মুহাম্মদ আবুল হুসাইন, *তাবাকাতুল হানাবিলাহ্*, ২য় খণ্ড (বৈরুত, লেবানন, তা.বি.), পৃ ঃ ৩৩৮।

৫১. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ ঃ ১১।

৫২. *হুদা আস্-সারী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৭।

৫৩. *হুদা আস্-সারী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

কোন ব্যক্তির সম্মান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক তখনই প্রতিপন্ন হয়, যখন সর্বাধিক সংখ্যক লোক তাঁর থেকে জ্ঞানার্জন করে এবং দলে দলে তাঁর দিকে ধাবিত হয়। শায়খাইনের অবস্থাও ছিল তদ্রূপ। ইমাম ফারবারী (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ) থেকে তাঁর সহীহ গ্রন্থটির রিওয়ায়াত গ্রহণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল (রহঃ) থেকে প্রায় নব্বই হাজার লোক তাঁর সহীহ গ্রন্থটি শ্রবণ করেছেন। তন্মধ্যে আমি ছাড়া আর কেউ জীবিত নেই।[৫৪]

আমার মতে তাঁর এ কথার অর্থ হল, তাঁরা সবাই তাঁর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন। তবে ইমাম ফারবারী (রহঃ)-এর পরেও ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর শাগির্‌দগণের মধ্য হতে আবূ তালহা মনসূর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন কারীনা 'আল্-বাযদুবী (রহঃ) দীর্ঘ নয় বছর জীবিত ছিলেন।[৫৫]

তাছাড়া সহীহাইনের যে শ্রেষ্ঠত্ব আমি উল্লেখ করেছি তা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বিশুদ্ধতারই চূড়ান্ত নির্দশন। হাদীসের এত গ্রন্থাবলী রয়েছে যার নামও পর্যন্ত লোকেরা জানে না। তন্মধ্যে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের এ বিপুল পরিমাণ খ্যাতি তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের সবচেয়ে বড় দলীল যা আল্লাহ্ তা'আলা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-কে দান করেছেন। আর তা নাই বা হবে কেন ? অথচ মুসলিম মিল্লাতের সমস্ত 'আলিম এক বাক্যে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বিশুদ্ধতার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অধিকন্তু এ গ্রন্থ দু'টি হাদীসের গ্রন্থাবলীর মধ্যে সবচেয়ে সহীহ এবং কিতাবুল্লাহ্‌র পর সমুদয় গ্রন্থাবলী হতে অধিক বিশুদ্ধ।

---

৫৪. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯ ; *তাহ্‌যীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৩।

৫৫. *হুদা আস্-সারী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯১ ; ইবনুল 'ইমাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

সহীহ বুখারীর বৈশিষ্ট্য

সহীহ বুখারী হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থ এমন কি সহীহ মুসলিমের তুলনায়ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাছাড়া রচনাশৈলীর দিক থেকেও অধিক মর্যাদা ও গুরুত্ববাহী। নিম্নে এ বিষয়ে একটি সমীক্ষা পেশ করা হল।

এক. জমহুর ইমামগণ এ বিষয়ে একমত যে, একাধিক কারণে সহীহ মুসলিমের তুলনায় সহীহ বুখারী অধিক সহীহ। আর তা হল নিম্নরূপ ঃ

ক. শুধুমাত্র ইমাম বুখারী (রহঃ) যেসব রাবী থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সংখ্যা চারশ' পঁয়ত্রিশ। তন্মধ্যে সমালোচিত রাবীগণের সংখ্যা মাত্র আশি। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (রহঃ) (বুখারী ব্যতীত) যেসব রাবী থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সংখ্যা ছয়শ' বিশ। তন্মধ্যে সমালোচিত রাবীগণের সংখ্যা হচ্ছে একশ' ষাট।

খ. কেবল ইমাম বুখারী (রহঃ) যেসব রাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা সমালোচিত তাঁদের অধিকাংশ রাবী-ই তাঁর উস্তায, যাঁদের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়েছে। তাঁদের সাথে একসাথে তিনি উঠাবসা করেছেন এবং তাঁদের বিস্তারিত অবস্থা সম্পর্কেও তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর ব্যাপারে তেমনটি ঘটে নি

গ. যাঁদের থেকে কেবল ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীস গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে সমালোচিত বর্ণনাকারীর সংখ্যা তাঁদের থেকে গৃহীত হাদীসের তুলনায় অধিক নয়।

দুই. ইমাম বুখারী (রহঃ) মূলত প্রথম স্তরের সেসব রাবীগণ থেকেই হাদীস বর্ণনা করেছেন যাঁরা স্মরণশক্তি ও ন্যায়নিষ্ঠার চরম শিখরে আরোহণ করেছিলেন। অতঃপর দ্বিতীয় স্তরের সে সব রাবী থেকে রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন, যাঁরা প্রথম স্তরের রাবীগণের সুদীর্ঘ সান্নিধ্য লাভ করেছেন, তাঁদেরকে আঁকড়ে ধরেছেন এবং তাঁদের অনুসরণ করেছেন। তাও আবার تَعْلِيقَات -এর ক্ষেত্রে এ দ্বিতীয় পর্যায়ের রাবীগণের রিওয়ায়াত নেয়া হয়েছে।

পক্ষান্তরে, ইমাম মুসলিম (রহঃ) এ দ্বিতীয় প্রকার রাবীগণের থেকেই মূলত হাদীস গ্রহণ করেছেন যেমনটি ইমাম হাযিমী (রহঃ) প্রমাণ সহকারে দেখিয়েছেন।[৫৬]

---

৫৬. আবূ বকর আল্-হাযিমী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৩।

মূল 'আরবী ঃ

لَقَدْ امتَازَ صَحِيحُ البُخَارِيِّ عَلىٰ غَيرِه مِن كُتُبِ الحَدِيثِ : بِمَا فِيهَا صَحِيح مُسْلِم - بِمَيِّزَاتٍ كَثِيرَةٍ ومُهِمَّةٍ ، - أذكُرُ بَعضَها ، وَهِى : أوَّلاً - لَقَد ذَهَبَ الجُمهورُ إلى أنَّ صحيحَ البُخَارِى أصَحُّ مِن صَحيحِ مُسلِمٍ وَذَالك مِنْ وُجُوهٍ :

Dhaka University Institutional Repository

তিন. সহীহ বুখারী সংকলনের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর শর্তাবলী ছিল সহীহ মুসলিমের তুলনায় অধিক সংকুচিত ও জটিল। আর তা এরূপ ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) শর্তারোপ করেছেন যে, যাঁর থেকে রিওয়ায়াত গ্রহণ করা হবে, তাঁর সাথে জীবনে একবার হলেও রাবীর সাক্ষাত প্রমাণিত হতে হবে।

পক্ষান্তরে, ইমাম মুসলিম (রহঃ) الْمُعَاصَرَةُ বা সমকালীন হওয়ার শর্তারোপ করেছেন এ মর্মে যে, তাঁদের মধ্যে সাক্ষাতের সম্ভাবনাই যথেষ্ট। সাক্ষাত লাভ করা শর্ত নয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) কখনও কখনও এমন হাদীস বর্ণনা করেছেন যা অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। কারণ তাতে বর্ণনাকারী যে তাঁর শায়খ থেকে শ্রবণ করেছেন এ বিষয়টি যেন স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা, ইতোপূর্বে তিনি তাঁর থেকে مُعَنْعَنْ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

চার. ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর যে সমস্ত হাদীসের সমালোচনা করা হয়েছে, তাঁর মোট সংখ্যা হচ্ছে দু'শ' দশটি। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সমালোচিত হাদীসের সংখ্যা ৭৮ এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর সমালোচিত হাদীসের সংখ্যা ১০০টি। আর ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মসুলিম (রহঃ)-এর একত্রে সমালোচিত হাদীসের সংখ্যা মোট ৩২টি। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে সমালোচিত হাদীসের সংখ্যা যে গ্রন্থে কম, তা সে গ্রন্থ হতে উত্তম ও প্রণিধানযোগ্য, যাতে সমালোচিত হাদীসের সংখ্যা অধিক। অবশ্য এ কথাও জেনে রাখা উচিত যে, এসব সমালোচনা এমন সব কারণের ওপর ভিত্তি করে নয়, যা ঘৃণিত।

পাঁচ. হাফিয ইব্ন হাজার 'আসকালানী (রহঃ) তাঁর شَرْحُ نُخْبَةِ الفِكْرِ নামক গ্রন্থে বলেন, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহঃ) ছিলেন ইমাম মুসলিম (রহঃ) অপেক্ষা অনেক বড় এবং হাদীসের নৈপুণ্যে অধিক অগ্রগামী। পক্ষান্তরে, ইমাম মুসলিম (রহঃ) হচ্ছেন তাঁর ছাত্র ও পরিশ্রমের ফসল। আর ইমাম মুসলিম (রহঃ) সর্বদা তাঁর থেকে উপকৃত হয়েছেন এবং তাঁর পদাংক অনুসরন করেছেন। এমন কি ইমাম দারা কুত্নী (রহঃ) বলেন ঃ

لَوْ لَا الْبُخَارِيُّ لَمَا ذَهَبَ مُسْلِمٌ وَلَا جَاءَ

---

(١) ان الَّذِينَ انفَرَدَ البُخَارِيُّ بِالإِخْرَاجِ لَهُمْ دُونَ مُسلِم أَرْبَعمِائةٍ وَخَمسةٌ وثلاثُونَ رَجُلاً ، والمُتَكَلَّمُ فِيهِ مِنهُمْ نَحوُ ثمانِينَ رَجُلاً والذِينَ انفَرَدَ مسلمٌ بالإِخرَاجِ لَهُم دُونَ البخاريّ........-

(٢) إِنَّ الَّذِينَ انفرَدَ بِهِم البُخَارِيُّ مِمَّنْ تُكلِّمَ فِيهِم أَكثَرُهُمْ ....-

(٣) إِنَّ الَّذِينَ انفَرَدَ بهم البُخَارِيُّ مِمَّن تُكلِّمَ فِيهِم لَمْ يَكثُر مِن ....-

ثانيًا : إِن البُخَارِيَّ رَحِمَهُ اللهُ تعالىٰ يخرجُ عَنِ الطَّبقَةِ الأولىٰ البالغَةِ فى الحِفْظِ والإِتقانِ أصولاً ويخرجُ عَنِ الطبقةِ الَّتى تَلِيهَا فى التَّثَبُّتِ و طُولِ المُلازمَةِ اتصالاً وتَعلِيقًا بَينَمَا مسلمٌ يُخرِجُ عَن هٰذه الطَبقةِ اصولاً أيضًا - كَمَا قَرَّرَهُ الحازمىّ -

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম বুখারী (রহঃ) না থাকলে ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর আর্বিভাব এবং তাঁর উৎকর্য সাধিত হত না। এ বক্তব্যে যদিও কিছুটা অতিরঞ্জন রয়েছে, তবুও এ থেকে এ কথা নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ইমাম মুসলিম (রহঃ) অপেক্ষা ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অধিকতর এবং অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য।

আর তা কেনই বা হবে না ? স্বয়ং ইমাম মুসলিম (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর আঁখি যুগলের মধ্যস্থলে চুমু খেয়ে বলেন ঃ

دَعْنِى حَتّٰى أُقَبِّلَ رِجْلَيْكَ يَا أُسْتَاذَ الأُسْتَاذِيْنَ وَسَيِّدَ الْمُحَدِّثِيْنَ وَطَبِيْبَ الْحَدِيْثِ فِى عِلَلِهِ -

আমাকে আপনার পদযুগল চুম্বন করতে দিন, হে 'উস্তাযগণের উস্তায, মুহাদ্দিসীনগণের নেতা ও হাদীসের রোগের চিকিৎসক।

ছয়. যেসব গুণ বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে বিশুদ্ধতা নির্ণয় করা হয়, সেসব গুণাবলী সহীহ মুসলিমের তুলনায় সহীহ বুখারীতে পূর্ণতর ও দৃঢ়তর। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সহীহ বুখারী সহীহাইনের মধ্যে তুলনামূলকভাবে অধিক উপকারী। কারণ, তাতে ফিক্‌হী মাস'আলা উদ্ভাবনের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রজ্ঞাপূর্ণ সূক্ষ্ম বিষয় এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু বিষয় রয়েছে। ব্যাখ্যাকারগণ বিপুল পরিমাণে এ সবের বর্ণনা বিশ্লেষণ করেছেন। পক্ষান্তরে এমনও কিছু জ্ঞান-বিজ্ঞান তাতে রয়েছে যা ব্যাখ্যাকারগণ এখনও উদ্ধার করতে পারেন নি।

সাত. সহীহ বুখারীই হচ্ছে সর্বপ্রথম সে গ্রন্থ, যাতে কেবল বিশুদ্ধ হাদীস চয়ন করে গ্রন্থাকারে রূপ দেয়া হয়েছে।

ثَالِثًا : إِنَّ شَرْطَ الْبُخَارِىِّ فِى صَحِيْحِهِ أَضْيَقُ مِنْ شَرْطِ مُسْلِمٍ فِى صَحِيْحِهِ..........-

رَابِعًا : إِنَّ الأَحَادِيْثَ الَّتِى انْتُقِدَتْ عَلَيْهِمَا نَحْوُ مِأَتَيْنِ وَعَشْرَة ....-

خَامِسًا : إِنَّ الإِمَامَ الْبُخَارِىَّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى كَانَ كَمَا يَقُوْلُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ فِى شَرْحِ النُّخْبَةِ أَجَلَّ مِنْ مُسْلِمٍ فِى الْعُلُومِ وَأَعْرَفَ بِصِنَاعَةِ الْحَدِيْثِ مِنْه ....-

Dhaka University Institutional Repository

আট. মাগারিব তথা পাশ্চাত্যের 'আলিমগণ কর্তৃক সহীহ মুসলিমের অগ্রাধিকার ও প্রাধান্যের বিষয়টি আলোচনা করার পর হাফিয ইব্ন হাজার (রহঃ) বলেন ঃ ইমাম মুসলিম (রহঃ)-ই যখন এ বিষয়ে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তখন ইমাম বুখারী (রহঃ) তো তাঁর তুলনায় স্বীয় تَرَاجِمُ اَبْوَابٍ -এর মধ্যে এমন সব জ্ঞান ও প্রাচুর্যের সমাহার ঘটিয়েছেন, যা দেখে চিন্তাশক্তি বিস্মিত হয়ে পড়ে।

ইমাম আবূ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ জুমরা (রহঃ) আরেকটি সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় 'উলামায়ে কিরাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা বলেন, কঠিন বিপদে ও সংকটকালে সহীহ বুখারী তিলাওয়াত করা হলে তা থেকে মুক্তি লাভের প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। এমন কোন জলযান নেই, যাতে সহীহ বুখারী তিলাওয়াত করা হয়েছে, অথচ তা ডুবে গেছে।[৫৭]

سَادِسًا : اِنَّ الصِّفَاتِ الَّتِى تَدُوْرُ عَلَيْهَا الصِّحَّةُ فِى كِتَابِ الْبُخَارِىِّ اَتَمُّ مِنهَا فِى مُسلِمٍ واشدُّ -

سَابِعًا : كَمَا أَنَّ صحيحَ البُخَارِى هُوَ أَوَلُ كتَابٍ يفردُ الْاَحَادِيث الصَّحِيحةَ فِى كتَابٍ مُستقِل -

ثَامنًا : وَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجر بَعدَ ذِكرِه اعتِمادَ المَغَارِبَةِ عَلٰى صَحِيحِ مُسلمٍ : وَاِذَا امتَازَ مسلمٌ ....

وَمَا ذَكَرَه الاِمَامُ أبو مُحَمدِ ابنِ أبى جَمرةَ عَنْ بَعضِ السَّادَةِ قَالَ : مَا قُرِئَ صَحِيح البُخَارِى ....

৫৭. *হুদা আস্-সারী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১ ; *শারহু নুখবাতিল ফিকর*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩-১৪ ; 'ইরাকী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৪-২৫ ; *তাদরীবুর রাবী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২-১৩ ; তাহির ইব্ন সালিহ্ আল্-জাযাইরী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১২২ ।

উল্লেখ্য, এ ছাড়া আরও বহু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার দ্বারা সহীহ বুখারী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। যাঁরা আরও অধিক অবগতি লাভ করতে চান, তারা . مُصطلحه গ্রন্থাবলীর স্মরণাপন্ন হতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

সহীহ মুসলিমের বৈশিষ্ট্য

সহীহ মুসলিম নিম্নলিখিত কিছু কারণে সহীহ বুখারীর ওপর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে।

এক. সহীহ মুসলিম গ্রন্থটি নিম্নোক্ত কারণে সহজ। ইমাম মুসলিম একই বিষয়ভুক্ত সমুদয় হাদীসকে একই স্থানে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাতে তিনি সেসব সূত্র সমুদয়কে একত্রিত করেছেন, যা তিনি নির্বাচন করেছেন। তাছাড়া একত্রিত হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি একাধিক সনদেরও উল্লেখ করেছেন। ফলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে হাদীসের স্বরূপ অনুধাবন ও উপকৃত হওয়া সহজ হয়ে উঠে। অধিকন্তু ইমাম মুসলিম (রহঃ) যে বিভিন্ন সূত্রকে একত্রিত করেছেন, তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য এব ওপর নির্ভর করা সহজ হয়।

পক্ষান্তরে, ইমাম বুখারী (রহঃ) এ সব বিভিন্ন সূত্রকে ও একই হাদীসের বিভিন্ন রূপকে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। যার কারণে মনে হয় যে, এটি পূর্বোক্ত রূপ অপেক্ষা উত্তম। ফলে সহীহ বুখারী শিক্ষার্থীদের পক্ষে বুঝা অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়ে পড়েছে। অবশ্য এমন সব সূক্ষ্ম কারণে ইমাম বুখারী (রহঃ) এমনটি করেছেন, যা তিনি অনুধাবন করতে সর্বাধিক সমর্থ। শিক্ষার্থীরা এ সব সূত্র একত্র করতে সক্ষম নয়। এ সব হাদীসের সূত্রাবলী থেকে ইমাম বুখারী (রহঃ) যে সব সূত্র বর্ণনা করেছেন তার সবগুলোর ওপর নির্ভরতা অর্জন করা ছাত্রদের পক্ষে কঠিন।

এ প্রসঙ্গে ইমাম নববী (রহঃ) বলেন : আমি পরবর্তী কালের হাফিযুল হাদীসের এক সম্প্রদায়কে দেখেছি--এ বিষয়ে তাঁরা ভুল করে বলে দিয়েছেন যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) এ সব হাদীস বর্ণনা করেন নি। অথচ তাঁর গ্রন্থে তা বিদ্যমান আছে।

দুই. সহীহ মুসলিম যে সব কারণে সহীহ বুখারীর ওপর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, তার অন্যতম একটি কারণ হল--ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর নীতি এই যে, হাদীস যতই দীর্ঘ হোক না কেন পূর্ণ হাদীস তিনি একই অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। যেমনটি তাঁর প্রথম বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি একই হাদীসের সমুদয় সূত্রকে এক স্থানে একত্র করেছেন। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া তিনি এর পুনরাবৃত্তি করেন নি।

পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রয়োজনের চাহিদা অনুযায়ী একই হাদীসকে বিভক্ত করে দুই, তিন বা সাত, আট স্থানে পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। ফলে পূর্ণ হাদীসকে আয়ত্ত্বে আনা শিক্ষার্থীদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।

তিন. ইমাম মুসলিম (রহঃ) ভূমিকা বা খুৎবার পরই মূল হাদীসকে নিয়ে এসেছেন, তাছাড়া গায়রে সহীহ কোন হাদীস তিনি এর মাঝে লিপিবদ্ধ করেন নি। দেখা যায়, সহীহ বুখারীতে যে সব তাবি'ঈ ও তাবি' তাবি'ঈগণের বাণী এবং ফিক্হী কিছু বিধান রয়েছে, সহীহ মুসলিমে তা নেই। আর এগুলো মূলত مُعَنْعَن হাদীসের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) যেমন শর'ঈ বিধানাবলী উদ্ভাবনের পথ অবলম্বন করেছেন ইমাম মুসলিম (রহঃ) তা করেন নি।

Dhaka University Institutional Repository

হাফিয ইব্‌ন হাজার (রহঃ) বলেন ঃ এ জন্যই আমরা দেখতে পাই মাগরিবী 'আলিমগণ যাঁরা আহ্‌কাম বিষয়ক গ্রন্থাবলী রচনা করতে চান, তাঁরা মূল হাদীস চয়নে সহীহ মুসলিমকেই নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন। সহীহ বুখারীকে নয়। কারণ সহীহ বুখারীতে মূল হাদীসকে বিভক্ত করে বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে।

চার. ইমাম মুসলিম (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থটি তাঁর বহু উস্‌তাযের জীবদ্দশায় মূলকে সামনে রেখে নিজের শহরে বসে সংকলন করেছেন। ফলে শব্দ চয়ন ও মূল ধারা বর্ণনায় তিনি যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার অবকাশ পেয়েছেন।

পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর অবস্থা ছিল ভিন্ন। যেমন সহীহ একটি বর্ণনায় তিনি নিজেই বলেছেন ঃ

رُبَّ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ بِالْبَصْرَةِ كَتَبْتُهُ بِالشَّامِ وَرُبَّ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ بِالشَّامِ كَتَبْتُهُ بِمِصْرَ-[৫৮]

এমন অনেক হাদীস আছে, যা আমি বসরায় শ্রবণ করেছি কিন্তু তা লিপিবদ্ধ করেছি সিরিয়ায় বসে। আবার বহু হাদীস আছে, যা আমি সিরিয়ায় বসে শ্রবণ করেছি কিন্তু তা মিসরে গিয়ে লিপিবদ্ধ করেছি। সে কারণেই অনেক হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁর মনে সংশয়ের সৃষ্টি হত। কিন্তু ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর তেমনটি হয় নি।

পাঁচ. ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে মু'আল্লাক হাদীসের খুব বেশী একটা স্থান দেন নি। ফলে তাঁর গোটা গ্রন্থে মু'আল্লাক হাদীসের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র ১২টিতে।[৫৯]

---

৫৮. খাতীব বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২১।

৫৯. ***শারহ্ সহীহ মুসলিম***, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬-১৯ ,

মূল 'আবরী ঃ

أَوَّلاً : كَوْنُه اَسهلُ مُتَناولاً مِنْ حَيثُ اَنَّهُ جَعلَ لِكُلِّ حَدِيثٍ مَوضِعًا واحِدًا يَلِيقُ بِه جَمْعُ فِيه طُرُقِه الَّتِى ارْتَضَاهَا

ثَانِيًا : ومِمَّا يَمتَازُ بِه صَحِيحُ مسلمٍ عَنْ صَحيحِ البُخَارِيِّ اَنَّ مُسْلِمًا رَحمهُ اللهُ تَعالىٰ يَسُوقُ الحدَ.........-

ثَالِثًا : ومِمَّا يَمتَازُ بِه صَحِيحُ مُسلمٍ أنه لَيسَ فِيه بَعْدَ الخُطْبَةِ الا الحَدِيثُ السَّردُ وَلَم يُمازِجْه غيرُ الصحيح ....-

رَابِعًا : إِنَّ الامامَ مُسلمًا رَحِمَهُ اللهُ تَعالىٰ صَنَّفَ كِتَابَه فِى بَلْدةٍ بِحُضُورِ أُصولِه فِى حَيَاةِ كثيرٍ مِّن مَشَايِخِه ....-

خَامِسًا : إِنَّ الإمامَ مسلمًا رَحِمهُ اللهُ تَعالىٰ لم يُكثِرْ مِنَ المُعلَّقاتِ فِى صَحِيحِه وإنَّما هِى اِثنَا عَشَرَ حَدِيثًا فَقَطْ -

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষান্তরে সহীহ বুখারীতে মু'আল্লাক হাদীস বিপুল পরিমাণে বিদ্যমান। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি مُعَلَّقَاتٌ গুলোকে মূল হাদীসের সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করেছেন এবং এগুলো হাদীস বিজ্ঞানীগণের নিকট সুপরিচিত হওয়ার কারণে তিনি তার ওপরই নির্ভর করেছেন। তা ছাড়া এর অধিকাংশই তিনি মুতাবি'আত ও শাওয়াহিদের বেলায় এনেছেন।

ছয়. সহীহ বুখারীর ওপর সহীহ মুসলিমের শ্রেষ্ঠত্ব কতগুলো সূক্ষ্ম গবেষণার ওপর ভিত্তি করে নিরূপিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১. ইমাম মুসলিম (রহঃ) حَدَّثَنَا ও اَخْبَرَنَا শব্দাবলীর মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণে অধিক গুরুত্বারোপ করেন। এ শব্দগুলোকে তিনি তাঁর শায়খ ও রিওয়ায়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেন। যেমন তিনি তাঁর মাযহাব মতে এ শব্দদ্বয়ের মধ্যে নিম্নরূপে পার্থক্য করেন।

ক. শায়খ যখন ছাত্রকে পাঠ করে শুনাবে, তখন সে ক্ষেত্রে حَدَّثَنَا শব্দের প্রয়োগ হবে।

খ. আর ছাত্র যখন শায়খের সামনে পাঠ করে শুনাবে, তখন সে ক্ষেত্রে اَخْبَرَنَا পরিভাষার প্রয়োগ হবে। ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) তাঁর অনুসারী, প্রাচ্যের জমহুর আহ্লে 'ইলম ও অধিকাংশ হাদীস বিজ্ঞানীর অভিমতও অনুরূপ।

২. হাম্মাম ইব্ন মুনাব্বিহ (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রহঃ) সূত্রে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইমাম মুসলিম (রহঃ) তা গ্রহণে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেছেন। যেমন তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ'আবদুর রায্যাক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ মা'মার হুমাম থেকে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। হুমাম বলেন ঃ এ হল সেসব হাদীস যা আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূলে করীম (সাঃ) থেকে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি তন্মধ্য থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করে বলেন ঃ মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ اِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ তোমাদের মধ্য হতে যখন কেউ ওযূ করবে, তখন সে যেন নাকে পানি দেয়।

এরূপ সতর্কতার কারণ হল, যেসব পুস্তিকা, ছোট বই ও গ্রন্থাবলীতে একই সনদে বর্ণিত একাধিক হাদীস লিপিবদ্ধ থাকে, সেখানে বর্ণনাকারীর শ্রবণকৃত প্রথম হাদীসের সনদ বর্ণনা করার ওপর রচয়িতা ক্ষান্ত হন। তারপর বাকী হাদীস বর্ণনা করার সময় তিনি আর সে সনদের পুনরাবৃত্তি করেন না। এমতাবস্থায়, যারা এরূপ হাদীস শ্রবণ করেছেন, তাদের কেউ যদি প্রথমে বর্ণিত হাদীস ব্যতীত অন্যান্য হাদীসের ক্ষেত্রে প্রথম হাদীসের জন্য ব্যক্ত সনদের পুনরাবৃত্তি করতে চান, তাহলে অধিকাংশ হাদীস বিজ্ঞানীগণের মতে তা জায়েয। কেননা, সমুদয় সনদই প্রথমটির ওপর 'আত্ফ হয়েছে। তবে আবূ ইস্হাক ইস্ফিরাইনী (রহঃ) এ পদ্ধতিকে নাজায়েয মনে করেন।

অধিক সতর্কতা, বস্তুনিষ্ঠতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও তাকওয়া পরহেযগারীর কারণেই ইমাম মুসলিম (রহঃ) প্রতিটি হাদীসের শুরুতে সনদ উল্লেখ করার এ পদ্ধতিটিই গ্রহণ করেছেন।

৩. গভীর সতর্কতা ও উত্তম বস্তুটি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাঁর আরেকটি উদাহরণ হল ঃ যেমন তিনি বলেছেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ

এরূপ সনদ বর্ণনার ক্ষেত্রে سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْدٍ এভাবে বলা ইমাম মুসলিম (রহঃ) জায়েয মনে করেন না। কারণ তাঁর সনদে পিতার দিকে সম্বন্ধ করে বিলাল (রহঃ)-এর পুত্র সুলাইমান এবং সা'দ (রহঃ)-এর পুত্র ইয়াহ্ইয়া এভাবে বলা হয় নি। এখন যদি তিনি এরূপ বলেন, তাহলে তার অর্থ হবে, তাঁর উস্তায তাঁর কাছে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথচ, তাঁর শায়খ এভাবে বর্ণনা করেন নি। এমন সূক্ষ্ম বিষয়ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর দৃষ্টি এড়ায় নি।

৪. ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর সতর্কতার আরেকটি উদাহরণ হল, তিনি খুব সংক্ষেপে সূত্র বর্ণনা করতেন এবং সনদগুলোর পুনরাবৃত্তি করতেন। অথচ তার 'ইবারত ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত, সাবলীল ও চমৎকার।

সাত. ইমাম মুসলিম (রহঃ) অত্যন্ত সুন্দর ও সুশৃংখল পদ্ধতিতে তাঁর গ্রন্থটিকে বিন্যস্ত করেছেন, যেমনটি হওয়াই ছিল বাঞ্ছনীয়। হাদীসগুলোকে চমৎকার ও ধারাবাহিক পদ্ধতিতে সংকলন করেছেন। সম্বোধনের ক্ষেত্রগুলোকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করণ, সূক্ষ্ম জ্ঞান, নিয়মাবলীর ভিত্তি, সনদবিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত বিষয় ও বর্ণনাকারীগণের স্তর বিন্যাসের জ্ঞান ইত্যাদি যথাযথভাবে ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর মধ্যে বিদ্যমান থাকার কারণে তাঁর গ্রন্থটি হয়েছে অনন্য বৈশিষ্ট্যে ভরপুর।

আট. সহীহ মুসলিম যেসব কারণে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছে তন্মধ্যে একটি কারণ হল, তিনি রাবীগণের শব্দগত পার্থক্যের সংরক্ষণে ছিলেন অত্যন্ত সাবধানী। যেমন তিনি বর্ণনা করেছেন এভাবে--

حَدَّثَنَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، وَاللَّفْظُ لِفُلَانٍ ، قَالَ اَوْ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَانٌ

অমুক এবং অমুক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ; কিন্তু হাদীসের শব্দটি অমুকের। তিনি বলেন অথবা উভয়ে বলেন, আমাদের কাছে অমুক বর্ণনা করেছেন।

আর হাদীসের মূল মতনের কোন হরফে অথবা বর্ণনাকারীর কোন গুণের ক্ষেত্রে অথবা তার বংশধারায় অথবা এরূপ অন্য কোন বিষয়ে যদি কোন মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তখন তিনি তা বর্ণনা করে দিয়েছেন। অনেক সময় দেখা গেছে, তিনি এমন সব ইখতিলাফ বর্ণনা করেছেন, যাতে অর্থের মধ্যে তেমন কোন ব্যবধান সৃষ্টি হয় না বা হলেও তা এত সূক্ষ্ম যে, হাদীস বিজ্ঞানে চরম পারদর্শী ছাড়া তা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তাও এমন পারদর্শী, যিনি ফকীহ্গণের বিভিন্ন মাযহাব ও ফিক্হ শাস্ত্রীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় উপলব্ধি করতে সক্ষম।[৬০]

---

৬০. *শারহ্ সহীহ মুসলিম,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১-২৩ ; হাফিয ইরাকী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৩ ; *তাদরীবুর রাবী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৪-৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপভাবে সহীহ মুসলিমের চরম সত্য ও অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হল, শুধু বিশুদ্ধ হাদীস নিয়ে যেসব গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে; তন্মধ্যে সহীহ মুসলিমের অবস্থান দ্বিতীয় পর্যায়ে। কারণ, সহীহ বুখারী হল এ বিষয়ে সংকলিত প্রথম গ্রন্থ। এ ছাড়াও সহীহ মুসলিমের আরও বহু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পরিসরের স্বল্পতার কারণে তা আর দীর্ঘায়িত করা হল না। বাকী মহান আল্লাহ্-ই সর্বজ্ঞ।

মূল 'আরবী ঃ

سَادِسًا : وَمِمَّا امتَازَ بِه الامَامُ مُسلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تعالىٰ فِى صَحِيحِهِ هُو التَّحَرِّى الدقيقُ فَمِن ذٰلك

(١) اِعتِنَاؤُه بالتَّمييز بَيـنَ حُدَّثنَا وُ اُخْبَرنَـا وتَقيِيْدُه ذٰلك عَلَـى مَشَـايِخِه وفِـى رِوَايَتِهِ.......-

(٢) تَحرِّيه فِى رِوَايَتِه مِنْ صَحِيْفَةِ هَمَّام بنِ مُنَبّهٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ، كَقَولِـهِ حَدَّثنَا مُحمدُ بنُ رَافِعٍ قالَ : حَدَّثنا عبدُ الرَّزَّاق : حَدَّثنَا عبدُ الرَّزَّاق : حَدَّثنا مَعْمَرٌ ....-

(٣) ومِنْ تَحرِّيه قَولُه : حدثنا عبدُ اللهِ بنُ مَسلمَةَ : حَدَّثنَا سُلَيْمَانُ يعنِى ابنَ بِلالٍ عَنْ يَحْيىٰ .... -

(٤) ومِنْ ذُلك اِحتِيَاطُه فِى تَلخِيصِ الطُرُقِ وتَحوّلِ الاَسَانِيدِ مَع ايجازِ العِبَارَةِ وكَمَا حسنها -

سَابِعًا : ومِنْ ذٰلك حُسْنُ تَرتِيبه وتَرصِيفه الاَحاديثَ عَلىٰ نسق يَقتَضِيْه تَحقيقُه ...-

ثَامِنًا : ومِمَّا امتَازَ بِه صحيحُ مُسلِمٍ اعتِنَاؤُه بِضَبطِ اختِلاَفِ لفظِ الرُّوَاةِ كقولِه : حَدَّثنا فُلانٌ وَفُلانٌ واللَّفظُ لِفُلانٍ قالَ أو قَالاَ : حَدَّثنا فُلانٌ واِذا كَانَ بَينَهُمَا اختِلافٌ فِى حَـرْفٍ مِن مَتنِ الحَدِيثِ أو صِفَةِ الرَّاوِى ، او نسبِه او نحوِ ذٰلك فَاِنَّه يُبَيِّنُه ....-

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সহীহাইনের হাদীসের প্রকারভেদ, উভয়ের অকাট্যতা ও জ্ঞান অর্জন

- সহীহাইনের হাদীসের প্রকারভেদ
- সহীহাইনের হাদীসের অকাট্যতা
- সহীহাইনের হাদীস দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জন

Dhaka University Institutional Repository

সহীহাইনের হাদীসের প্রকারভেদ, উভয়ের অকাট্যতা ও জ্ঞান অর্জন

সহীহাইনের হাদীসের প্রকারভেদ

সহীহাইনের হাদীসের প্রকারভেদ সংক্রান্ত কিছু আলোচনা ইতোপূর্বে করা হয়েছে। তারই আলোকে এখানে সহীহাইনের হাদীসগুলোকে নিম্নোক্ত তিন প্রকারে বিভক্ত করা যেতে পারে।

প্রথম প্রকার ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) যেসব হাদীসের ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর মধ্য হতে কেবল একজন যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তাঁদের পরে আগত হাফিযুল হাদীসের কেউ এর সমালোচনা করেন নি।

তৃতীয় প্রকার ঃ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের যেসব হাদীসের ওপর সমালোচনা করা হয়েছে, চাই তা উভয়ই বা তাঁদের একজন কর্তৃক বর্ণিত হোক।

ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ্র কালামের পর সর্বাধিক সহীহ গ্রন্থ হচ্ছে সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিম। ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা সবই অকাট্যরূপে বিশুদ্ধ। হাদীসবিজ্ঞানীগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

হাদীসবিজ্ঞানীগণ বলেন ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়ে অথবা তাঁদের একজন যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, বিশুদ্ধতার দিক থেকে তা সর্বোচ্চ স্তরে বিদ্যমান। আর তাঁদের উভয়ে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা উভয়ের মধ্যকার একজন কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা উত্তম। আর তাঁদের কোন একজন কর্তৃক বর্ণিত হাদীস তাঁরা ব্যতীত অন্য কারও বর্ণনাভুক্ত হাদীস অপেক্ষা উত্তম।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) একত্রে যা বর্ণনা করেছেন অথবা তাঁদের কোন একজন যা বর্ণনা করেছেন, তা বিশুদ্ধ হাদীস সমূহের তুলনায় অধিক বিশুদ্ধ বা أَصَحُّ الصَّحِيْحِ।

ইমাম ইব্নুস্ সালাহ্ (রহঃ) বলেন ঃ সহীহ হাদীসের প্রকারভেদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে প্রথম প্রকার। যে সব হাদীসের ক্ষেত্রে হাদীস বিশারদগণ সাধারণত صَحِيْحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ পরিভাষা ব্যবহার করেন, তা-ই- হল প্রথম প্রকারভুক্ত হাদীস। তবে তাঁরা مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ দ্বারা ইমাম

Dhaka University Institutional Repository

বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর ঐকমত্যকে উদ্দেশ্য করেছেন। উম্মতে মুসলিমার ঐকমত্য উদ্দেশ্য নয়। অবশ্য অনিবার্যরূপে তাঁদের ঐকমত্যের সাথে সাথে উম্মতের ঐকমত্যও ঘটে যায়। কারণ, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) একত্রে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, গোটা উম্মত তা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে একমত হয়েছেন। কেননা, সে সমস্ত হাদীস অকাট্যরূপে বিশুদ্ধ।[১]

ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীস শাস্ত্রে ইমাম মুসলিম (রহঃ) অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ও নৈপুণ্যের অধিকারী। এ কারণেই যে হাদীসের বিশুদ্ধতায় কোন প্রকার সন্দেহ নেই, এমন হাদীস ছাড়া তাঁরা উভয়ে একমত হতে পারেন না। আর এ জন্যই সে হাদীসের বিশুদ্ধতায় পণ্ডিতগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন।[২]

মিয়ানাজী (রহঃ) বলেন ঃ রাসূলে করীম (সাঃ)-এর সহীহ হাদীসগুলো কয়েক প্রকারে বিভক্ত। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হাদীস হল, শায়খাইন যা বর্ণনা করেছেন। তার পরের স্তর হল ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) পৃথক পৃথকভাবে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার পরের স্তরে ঐ সব হাদীস, যা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্ত মুতাবেক বর্ণিত হয়েছে, যদিও বা তা কোন কারণে সহীহাইনে নেই। তার পরের স্তরে রয়েছে সেসব হাদীস যার সনদ উত্তম।[৩]

---

১. সুবহী সালিহ, *'উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহূ,* ১ম সং (দারুল 'ইলম, বৈরুত, লেবানন, ১৪০৪/১৯৮৪), পৃঃ ২৪।

মূল 'আরবী ঃ

قالَ الإمامُ ابنُ الصَّلاحِ رَحِمهُ اللهُ تعالىٰ : وأعلاها أى اقْسام الحديثِ الصحيح ، الأوّلُ وهو الّذِى يقولُ أهلُ الحديثِ كثيرًا ، صَحيحٌ متفقٌ عليهِ ، يُطلِقُونَ ذلِكَ ، ويعنُونَ به اتفاقَ البُخَارِىِّ ومُسلمٍ ، لَا اِتفاقَ الأئمّةِ عليهِ ، لٰكن اتفاقَ الأئمّةِ عليهِ لازمٌ مِنْ ذلك ، وَحَاصلٌ مَعهُ ، لاتفَاقِ الأئمّةِ علىٰ تلقّى مَا اتّفقَا عليهِ بالقَبُولِ ، وهٰذا القِسْمُ جَميعُه مقطوعٌ بِصِحّتِه ....-

২. ইব্‌ন তাইমিয়াহ, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া,* ১৮শ খণ্ড (মক্কা ঃ মাকতাবা নাহ্‌যাতুল হাদীসাহ, মুদ্রণ কায়রো, ১৪০৪/১৯৮৪), পৃ ঃ ১৯-২০।

মূল 'আরবী ঃ

قالَ ابنُ تيْمِيَةَ رَحمهُ اللهُ تعالىٰ : والبُخَارِىُّ أخذُ وأخْبرُ بِهٰذا الفَنِّ من مسلِمٍ ، ولِهٰذا لايَتّفِقَانِ علىٰ حديثٍ إلاّ يكونُ صَحيحًا لَاريبَ فِيه قد اتّفَقَ اهلُ العِلمِ علىٰ صِحّتِه ....-

৩. মিয়ানাজী, *মা লা ইয়াসা'উল মুহাদ্দিসু জাহ্‌লুহূ,* (বাগদাদ, 'ইরাক, তা. বি.), পৃঃ ৮।

মূল 'আরবী ঃ

قالَ المِيَانجِى رَحِمهُ اللهُ تعالىٰ : الصحيحُ مِن أحَاديثِ رَسولِ الله صَلىَّ اللهُ عيله وسَلمَ علىٰ مرَاتِبَ ، اعْلاها : مَا اتفقَ علىٰ تخريْجِه الشّيخان ، البُخارِىُّ ومُسلِمٌ ، ويَتلوهُ ما انفَرَدَ بِه كلٌّ وَاحِدٍ مِنهُمَا ، ويَتلوه ما كانَ علىٰ شرطِهمَا ، وانْ لمْ يُخرجَاه فِى صحيحَيْهمَا ، لِعِلّةٍ وقعتْ ، ثم دونَ ذٰلكَ فى الصّحّةِ ما كانَ اسنادُهُ حسَنًا ....-

Dhaka University Institutional Repository

হাফিয 'ইরাকী (রহঃ) তাঁর একটি কাব্যাংশে বলেন ঃ

وأرفعُ الصحيحِ مرويهما * ثُمَّ البُخاريِّ فمُسلِمٍ فمَا
شرطهُمَا حوَى ، فشرطُ الجُعفِيّ * فمُسْلِمٍ ، فشرط غير يكفى

হাফিয সুয়ূতী (রহঃ)-ও তাঁর 'আলফিয়্যাহ' গ্রন্থে অনুরূপ একটি কবিতায় বলেন ঃ

وَلَيسَ فِى الكتُبِ اَصَح منهُمَا * بعْدَ القُرْانِ ولهذا قدمَا
مَروىُّ ذَين ، فالبُخارِيُّ فَمَا * لِمُسْلِمٍ ، فمَا حَوَى شَرْطهُمَا
فَشرَط اوَّلٍ ، فَثَانٍ ، ثمَّ مَا * كانَ عَلٰى شَرطِ فتىً غَيرِهمَا -[৪]

ইমাম ইব্‌নুস সালাহ (রহঃ) বলেন ঃ যেমনটি ইমাম নববী (রহঃ) বলেছেন ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) যে হাদীস গ্রহণে ঐকমত্য পোষণ করেন, সে হাদীসটি অকাট্য এবং তার বিষয়বস্তু সঠিক ও নিশ্চিতরূপেই প্রমাণিত। কারণ গোটা উম্মত সে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন। আর এ কারণে তা علم نظرى -এর জ্ঞান প্রদান করে। সে হাদীস মুতাওয়াতির হাদীসের উপকারিতা প্রদান করে। আর মুসলিম উম্মাহ্ এক বাক্যে তা গ্রহণ করার কারণে এর দ্বারা علم نظرى অর্জিত হয়। তাই আমরা দেখতে পাই যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) যে হাদীসের ওপর একমত হয়েছেন, গোটা মুসলিম উম্মাহ্ ঐক্যবদ্ধভাবে সে হাদীসকে সত্য ও সঠিক হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন[৫]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন ঃ সহীহ্ হাদীসের কয়েকটি প্রকার রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম গণ্য করা হয় সে হাদীসকে, যা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়েই গ্রহণ করেছেন। তার পরের স্তরে রয়েছে সেসব হাদীস, যা ইমাম বুখারী (রহঃ) এককভাবে গ্রহণ করেছেন। তার পরের স্তরে রয়েছে সেসব হাদীস, যা ইমাম মুসলিম (রহঃ) এককভাবে গ্রহণ করেছেন এবং তার পরের স্তরে রয়েছে সেসব হাদীস, যা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্ত মুতাবেক হয়েছে।[৬]

---

৪. সুয়ূতী, *আলফিয়্যাতুল হাদীস* (কায়রো, মিসর), পৃঃ ৬।

৫. নববী, *শারহ্ সহীহ মুসলিম* (দারু ইহ্ইয়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, বৈরুত, লেবানন, ১৩৯২/১৯৭২), পৃঃ ২০।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ الإمامُ ابنُ الصَّلاح رَحمهُ الله تعالىٰ : فِى جُزءٍ لَهُ ، كَمَا نقلَه الإمامُ النَّووِىُّ رحمهُ الله تعالىٰ : ما اتفقَ البُخارِىّ ومسلِمٌ على إخراجِه فهُو مَقطوعٌ بِصدقِ مُخبِره ، ثَابتٌ يَقيناً لِتلَقِّى الأئمّةِ ذٰلِكَ بالقبُولِ ، وذٰلك يُفيدُ العِلمُ النظرِىَّ ....-

৬. সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী শারহু তাকরীবিন নববী,* (আল্-মাতবা'আতুল খায়রিয়্যাহ্, মিসর, ১৩৫৭/১৯৩৮), পৃঃ ১২২।

Dhaka University Institutional Repository

'আল্লামা হাফিয 'ইরাকী (রহঃ) বলেন ঃ প্রকাশ থাকে যে, বিশুদ্ধতার শর্তাবলী ও দুর্বলতার ভিত্তিতে সহীহ হাদীসের মধ্যে স্তরভেদ ঘটে থাকে। আর এ কথাও স্বীকৃত সত্য যে, হাদীসের কিতাবাদির মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ কিতাব হচ্ছে সহীহ বুখারী, তারপর সহীহ মুসলিম। যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, এ কিতাবগুলো বিশুদ্ধ। সে দৃষ্টিকোণ থেকে বিশুদ্ধ হাদীস মোট সাতভাগে বিভক্ত।

১. ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়েই যে হাদীস গ্রহণ করেছেন সে হাদীসটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ। হাদীস বিশারদগণ সে হাদীসকে مُتَفَقٌ عَلَيْهِ নামে অভিহিত করেছেন।

২. কেবল ইমাম বুখারী (রহঃ) যেসব হাদীস গ্রহণ করেছেন।

৩. কেবল ইমাম মুসলিম (রহঃ) যেসব হাদীস গ্রহণ করেছেন।

৪. যে হাদীস ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্ত মুতাবেক বর্ণিত হয়েছে। তবে উভয়ের কেউ-ই সে হাদীস তাঁর গ্রন্থে সংকলন করেন নি।

৫. যে হাদীস কেবল ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর শর্ত মুতাবেক হয়।

৬. যে হাদীস কেবল ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্ত মুতাবেক হয়।

যে হাদীস ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) ব্যতীত অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদীসের ইমামগণের নিকট সহীহ, তবে সে হাদীস ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর মধ্য হতে কারও শর্ত মুতাবেক হয় না।[৭]

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ النَوَوِىُّ رَحمهُ اللهُ تعالىٰ : الصحيحُ أقسامٌ أعلاهَا ما اتَّفَقَ عَليه البُخَارِىُّ ومُسلمٌ ، ثمّ مَا انفَرَدَ بِه البُخَارِىّ ثم مُسلِمٌ ثُمَّ علىٰ شَرطِهِمَا ....-

৭. হাফিয 'ইরাকী, *আত্ তাবসিরাতু ওয়াত্ তাযকিরাহ্,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৪-৬৫।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ العِرَاقِيُّ : اِعلَمْ اَنَّ دَرَجَاتِ الصَّحِيحِ تَتَفَاوَتُ بِحَسَبِ تَمَكُّنِ الحَدِيثِ مِن شَرطِ الصِّحَةِ وعَدمِ تمكنه ، وأن أصَحَّ كُتُبِ الحَديثِ البُخَارِىُّ ثُمَّ مُسلمٌ ، كمَا تقَدَّمَ أنهُ الصَّحِيحُ ، وعلىٰ هٰذا فالصحيحُ يَنقَسِمُ إلىٰ سَبعةِ أقسامٍ :

أحدُها - وَهُو أصَحُّهَا : ما اَخرجَه البُخَارِىُّ ومُسلِمٌ وهو الَّذِى يُعَبِّرُه عنه أهلُ الحَديث بقولِهم : مُتفقٌ عَليهِ -

والثانى : مَا انفَرَدَ بِه البُخَارِىُّ - والثالثُ : مَا انفَرَدَ به مُسلمٌ ، والرَّابعُ : مَا هُوَ علىٰ شَرطِهِمَا ولَمْ يُخرِجه واحدٌ مِنهُمَا - والخَامِسُ : مَا هُوَ علىٰ شَرطِ البُخَارِىِّ وَحدَه - والسَّادسُ : ما هُوَ علىٰ شَرطِ مُسلِمٍ وَحدَه - والسَابعُ : مُا هُوَ صحيحٌ عِند غيرِهمَا مِنَ الأئمَّةِ المُعتَمَدِينَ وليسَ علىٰ شَرطِ وَاحِدٍ مِنهُمَا -

Dhaka University Institutional Repository

হাফিয সাখাভী (রহঃ) হাফিয 'ইরাকী (রহঃ)-এর কবিতার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

وَأَرْفَعُ الصَّحِيحِ مَرْوِيُّهُمَا -এর অর্থ হচ্ছে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, সে হাদীস বিশুদ্ধতার শীর্ষে অবস্থিত। কারণ, কোন হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য যেসব গুণাবলী বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন, তা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর বর্ণনাকৃত হাদীসে পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান রয়েছে। আর সে হাদীসগুলোকে مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ নামে আখ্যায়িত করা হয়। উপরন্তু, সে হাদীসও বিশুদ্ধতার শীর্ষ পর্যায়ে অবস্থিত এবং তাকেও مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ নামে আখ্যায়িত করা হয়, যে হাদীসের মতন বা মূল পাঠ ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) একই সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। যেমনটি আমাদের শায়খ শর্তারোপ করেছেন। তবে ইমাম সাখাভী (রহঃ) বলেন ঃ যে হাদীসের মতন একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) গ্রহণ করেছেন, সে হাদীসকে مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ রূপে গণ্য করার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসীনে কিরামের আপত্তি রয়েছে।[৮]

'আল্লামা আবুল ফয়েয আল- হারুভী (রহঃ) বলেন ঃ বিশুদ্ধ হাদীস সাত প্রকার। সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর ঐকমত্য প্রাপ্ত হাদীস। তার পরের স্তরে রয়েছে কেবল ইমাম বুখারী (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। তার পরের পর্যায়ে রয়েছে কেবল ইমাম মুসলিম (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। তারপর ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর শর্তভুক্ত হাদীস। তারপর ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্তভুক্ত হাদীস। তার পরের পর্যায়ে রয়েছে যা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) ব্যতীত অন্যান্য নির্ভরযোগ্য ইমামগণ বিশুদ্ধ বলে সাব্যস্ত করেছেন।[৯]

---

৮. সাখাভী, *ফাতহুল মুগীস শারহু আলফিয়াতিল হাদীস,* ১ম খণ্ড (সালাফিয়া, কায়রো, মিসর), পৃঃ ৩৮।

মূল 'আরবী ঃ

قال الحَافِظُ السَّخَاوِىُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالىٰ مُعلقًا علىٰ أَبياتِ العِرَاقِىِّ : وأَرفَعُ الصَحِيح مَروِيُّهُمَا ، أى البُخَارِىِّ ومُسلم لاشتِمَالِهمَا علىٰ أَعْلىٰ الأَوْصَافِ المُقتَضِيَةِ لِلصِّحَّةِ ، وَهُوَ المُسَمَّىٰ بِالمُتَفِق عَليهِ ، وبِالَّذِى أَخرَجَه الشَيْخَانِ ، إِذَا كانَ المَتنُ عَنْ صَحَابِىٍّ وَاحِدٍ ، كمَا قَيَّدَهُ شيخُنا ، وقالَ : إِنَّ فِى عَدِّ المَتنِ الَّذِى يُخرِجُه كُلٌّ مَنهمُا عَنْ صَحَابِىٍّ مِّنَ المُتفِق عَلَيهِ ، نَظرًا عَلىٰ طَرِيقةِ المُحَدِّثِينَ -

৯. আবুল ফায়েয হারুভী, *জাওয়াহিরুল উসূল ফী 'ইলমি হাদীসির রাসূল* (আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়াহ বিল মাদীনাতিল মুনাওওয়ারাহ), পৃঃ ১৯।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ العَلامةُ ابُو الفَيضِ الهروىُّ رَحِمهُ اللهُ تَعالىٰ : الصَّحِيحُ سَبعةُ أقسَامٍ ، اعلاهَا ما اتفقَ عَليهِ البُخَارِىُّ وَمُسلِمُ ثُمَّ مَا تفرَّدَ بِهِ البخَارِىُّ ، ثمَّ ما تَفرَّد بِهِ مسلمُ ....-

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম সুয়ূতী (রহঃ)-এর মতে, বিশুদ্ধতার শর্তাবলীর শক্তিমত্তা ও দুর্বলতার ভিত্তিতে সহীহ হাদীসের প্রকারভেদ নিরূপিত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে সেসব হাদীস যা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়েই গ্রহণ করেছেন। তার পরের স্তরে রয়েছে সেসব হাদীস, যা ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ হাদীসের পর ইমাম বুখারী (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের স্থান হওয়ার কারণ হলো, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে কোন গ্রন্থটি শীর্ষ পর্যায়ে অবস্থিত তা নিয়ে 'উলামায়ে কিরাম মতভেদ করেছেন। তারপর তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে কেবল ইমাম মুসলিম (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। চতুর্থ পর্যায়ে রয়েছে সেসব হাদীস, যা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্ত মুতাবেক হয়। তবে উভয়ের কেউই সে হাদীস গ্রহণ করেন নি। কেবল ইমাম বুখারী (রহঃ) বা কেবল ইমাম মুসলিম (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের পরই এ প্রকারকে স্থান দেয়ার কারণ হল--এ প্রকার হাদীসকে মুসলিম উম্মাহ্ গ্রহণ করে নিয়েছেন। পঞ্চম পর্যায়ে রয়েছে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর শর্তাবলীর আওতায় পড়ে এমন সব হাদীস। ষষ্ঠ পর্যায়ে রয়েছে ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্তাবলীর আওতায় পড়ে এমন হাদীস এবং সপ্তম পর্যায়ে রয়েছে সেসব হাদীস, যা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) ব্যতীত হাদীসের অন্যান্য ইমামগণের নিকট সহীহ, তবে পূর্বোক্ত শর্তাবলীও তাতে বিদ্যমান।[১০]

শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারী (রহঃ) হাফিয 'ইরাকী (রহঃ)-এর কাব্যাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ وَأَرْفَعُ الصَّحِيحِ مَرْوِيُّهُمَا-এর অর্থ হল, বিশুদ্ধতার শীর্ষ পর্যায়ে রয়েছে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর গ্রহণকৃত হাদীস। কেননা, উভয়ের হাদীস বিশুদ্ধতার দাবী ও চাহিদার শীর্ষ পর্যায়ের বিষয়াদি ও শর্তাবলীকে অর্ন্তভুক্ত রাখে। এমন হাদীসকেই مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ নামে আখ্যায়িত করা হয়। অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়ই সে হাদীস গ্রহণ করেছেন।

আর مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-এর অর্থ এই নয় যে, মুসলিম উম্মাহ্ একমত হয়ে এ হাদীস গ্রহণ করেছেন। তবে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়ই যে হাদীস গ্রহণ করেছেন, সে হাদীসের ব্যাপারে অনিবার্যরূপেই মুসলিম উম্মাহ্ একমত। তারপর কেবল ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর বর্ণনাকৃত হাদীসের স্তর। কেননা, তাঁর শর্তাবলী অধিক সংকীর্ণ যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। তারপর কেবল ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর বর্ণনাকৃত হাদীসের পর্যায়। কেননা, ইমাম

---

১০. *তাদরীবুর রাবী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২২-১২৩।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ الْإِمَامُ السُّيُوطِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : الصَّحِيحُ أَقْسَامٌ مُتَفَاوِتَةٌ ، بِحَسَبِ تَمَكُّنِهِ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ ، وَعَدَمِهِ ، أَعْلَاهَا ، مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ....-

Dhaka University Institutional Repository

বুখারী (রহঃ)-এর কিতাবকে যে মুসলিম উম্মাহ্ সর্ব সম্মতরূপে গ্রহণ করেছেন, তার সাথে ইমাম মুসলিম (রহঃ) ও অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সাথে ইমাম মুসলিম (রহঃ)-কেও মুসলিম উম্মাহ্ নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। তারপর সে হাদীসের পর্যায় যার মধ্যে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্তাবলী বিদ্যমান রয়েছে। তারপর যে হাদীস شَرْطُ الْجُعْفِيِّ অর্থাৎ- ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর শর্ত মুতাবেক হয়। তারপর যে হাদীস ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্তানুকূল হয়। তারপর সে স্তরের হাদীস যা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত উম্মতের শর্তানুকূল। স্তরভেদের বিন্যাস অনুযায়ী এ হল মোট সাত প্রকার হাদীস।[১১]

হাফিয ইব্ন হাজার ‘আসকালানী (রহঃ) তাঁর নুখবাতুল ফিক্র গ্রন্থে- صَحِيْحٌ لِذَاتِهِ -এর সংজ্ঞা প্রদান করার পর বলেন ঃ এ সব গুণাবলীর ব্যবধানের কারণে বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রেও ব্যবধান রচিত হয়। আর এ কারণেই সহীহ্ বুখারী অগ্রগণ্য। তারপর সহীহ্ মুসলিম। তারপর যে হাদীস ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্ত মুতাবেক হয়, বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে সে হাদীসই অগ্রগণ্য।

হাফিয ইব্ন হাজার (রহঃ) তাঁর নুখবাতুল ফিক্র গ্রন্থে আরও বলেন ঃ মর্যাদাগত এ পার্থক্যটি নিরূপিত হয় তুলনামূলকভাবে। যথা, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) যে হাদীসের ক্ষেত্রে একমত হয়েছেন, সে হাদীস উভয়ের মধ্যকার কোন একজন কর্তৃক গৃহীত হাদীস অপেক্ষা উত্তম। এমনিভাবে যে হাদীস ইমাম বুখারী (রহঃ) গ্রহণ করেছেন, সে হাদীস কেবল ইমাম মুসলিম (রহঃ) কর্তৃক গৃহীত হাদীস অপেক্ষা উত্তম। এর মূল কারণ হলো, মুসলিম উম্মাহ্ ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর গ্রন্থদ্বয়কে স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে প্রশ্ন হল, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টি অগ্রগণ্য ? সে ক্ষেত্রে কেউ কেউ মতভেদ করেছেন। তাই সে দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) যে হাদীসের ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করেছেন সে হাদীস ঐ হাদীস অপেক্ষা উত্তম, যে হাদীসের ক্ষেত্রে উভয়ের ইত্তেফাক হয় নি।

---

১১. যাকারিয়া আল আনসারী, *ফাতহুল বাকী শারহু আলফিয়্যাতিল ‘ইরাকী,* ১ম খণ্ড (মাগরিব সংস্করণ তা.বি.), পৃঃ ৬৪।

মূল ‘আরবী ঃ

قالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ زَكَرِيا الانْصَارِيُّ رحمهُ اللهُ تعالىٰ : شارِحًا ابياتِ العِرَاقِى رحمَهُ اللهُ تعالىٰ : وأرفعُ الصَّحِيح مَرويُّهمَا ، أىْ البُخارِيِّ ومُسلِم لاشتِمالِهِمَا عَلىٰ أعلىٰ مُقتضيَاتِ الصِّحَّةِ ، ويُعبرُ عنه " المُتفقُ عليهِ " أى بمَا اتّفقا عليهِ لا بما اتّفقَ عليهِ الائمَّةُ.........................-

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষান্তরে, জমহুর 'উলামায়ে কিরাম বিশুদ্ধতার দিক থেকে সহীহ বুখারীর অগ্রগণ্যতার কথা সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করেছেন। আর জমহুরের এ অভিমতের বিপক্ষে সরাসরি কোন মন্তব্য পাওয়া যায় নি। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকেই ইমাম বুখারী (রহঃ) কর্তৃক স্থিরীকৃত শর্তাবলী অপরাপর গ্রন্থকার থেকে বিশুদ্ধ হাদীস নিরূপণে অধিক কার্যকরী। সে হিসাবে হাদীসের ক্ষেত্রে সংকলিত বা প্রণীত অপরাপর কিতাবাদি অপেক্ষা সহীহ বুখারী অগ্রগণ্য। তারপর সহীহ মুসলিম। কেননা, 'উলামায়ে কিরাম কর্তৃক বরণকৃত গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সথে তিনিও অংশীদার হয়েছেন। তবে তাঁর মু'আল্লাল[১২] হাদীসগুলো সে আওতার বাইরে। অতঃপর সে দৃষ্টিকোণ থেকে বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া হবে সেসব হাদীসকে যা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্ত মুতাবেক হবে। কেননা, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্ত মুতাবেক হওয়ার অর্থ হচ্ছে বর্ণনাকারীগণের মধ্যে উভয়ের শর্ত মুতাবেক গুণাবলী বিদ্যমান থাকতে হবে। উপরন্তু, সহীহ হাদীসের অন্যান্য শর্তাবলী তো থাকবেই। আর সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের রাবীগণের ক্ষেত্রে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, অনিবার্যরূপেই তাঁরা عَادِل বা ন্যায়নিষ্ঠ। সুতরাং তাঁরা তাঁদের রিওয়ায়াতের বিশুদ্ধতায় অন্যান্যদের তুলনায় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। আর এ আলোচনাটি এমন একটি মূল বিষয় যে, কোন শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য দলীল ছাড়া এর বিরোধিতা করা সম্ভব নয়। এখন যদি কোন হাদীস একত্রে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়ের শর্ত মুতাবেক হয়, তাহলে সে হাদীস ইমাম মুসলিম কর্তৃক গৃহীত হাদীস অপেক্ষা নিম্নস্তরে বা নিম্ন পর্যায়ে বিদ্যমান থাকবে। পক্ষান্তরে যদি কোন হাদীস উভয়ের মধ্যকার কোন একজনের শর্ত মুতাবেক হয়, তাহলে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর শর্ত সাপেক্ষ হাদীসকে ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্ত সাপেক্ষ হাদীস অপেক্ষা অগ্রগণ্য করা হবে। কেননা, উভয় গ্রন্থের মধ্যে মূল গ্রন্থের অনুসরণ করবে অপর গ্রন্থটি। অতএব, এ আলোচনা থেকে আমরা এ পর্যায়ে বিশুদ্ধতার ছয়টি স্তরের সন্ধান পেলাম।

---

১২. মু'আল্লাল (مُعَلَّل)-এর আভিধানিক অর্থ যার মধ্যে অসুস্থতা বা রোগ রয়েছে। আর মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় এর অর্থ যার মধ্যে اِرْسَال -এর ন্যায় সূক্ষ্ম ক্ষতিকর ক্রুটি বিদ্যমান। যার ফলে مَوْصُوْل -এর মধ্যে اِرْسَال এবং مَرْفُوْع -এর মধ্যে وَقْف করা ; অথবা এক হাদীসকে অপর হাদীসের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটানো ইত্যাদি ক্ষতিকর ক্রুটি বা এমন ওলট-পালট হওয়া যার অর্থ বের করা দুরূহ ব্যাপার। তাই রাবীর মধ্যে, বর্ণনার মধ্যে বা সনদের মধ্যে এরূপ কোন ক্রুটি পাওয়া গেলে সে হাদীসকে مُعَلَّل বলা হয়। হাদীস দু'ভাবে مُعَلَّل হতে পারে ঃ ১. সনদের ভিত্তিতে ও ২. মতন বা মূল কথার (عِبَارَة) ভিত্তিতে।

ডঃ শামীম আরা চৌধুরী, *হাদীস বিজ্ঞান,* ১ম সং (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১৪২২/২০০১), পৃঃ ৫২।

Dhaka University Institutional Repository

তাই সপ্তম প্রকারটি হল, সে হাদীস, যা একত্রে হোক বা পৃথক পৃথকই হোক কোনভাবেই ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্তাবলীর আওতায় পড়ে না।[১৩]

শায়খ 'আবদুল্লাহ খাতির আল্-'আদুবী (রহঃ) হাফিয ইব্ন হাজার (রহঃ)-এর বক্তব্য وَيلتَحقُ بِـهٰذَا التَفَاضُل -এর ব্যাখ্যায় বলেন أَىْ الَّذِىْ عَلَيْهِ مَدَارُ عُلُوِّ الاِسْنَادِ অর্থাৎ সনদ সূত্রের উন্নত ও নিম্নমানের ওপর ভিত্তি করে যে হাদীসের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হয়। তবে এ বক্তব্য প্রমাণ করে যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) যা রিওয়ায়াত করেছেন, তা নিম্নমানের হাদীস এবং তা সর্বাধিক বিশুদ্ধ নয়। অথচ, ইজমায়ে' উম্মতের দ্বারা এ কথা স্বীকৃত যে, গ্রন্থদ্বয় সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ। তবে হ্যাঁ এ কথা বলা যায় যে, يلتَحقُ أَىْ بِالمَرَاتِبِ المُتقدمَةِ اى تُقَاسُ عَلَيْهَا বাক্যটি এরূপ বিন্যস্ত হলে তার অর্থ হবে পূর্ববর্তী স্তর বিন্যাসের সাথে সম্পৃক্ত হবে পরবর্তী স্তর বিন্যাসের বিষয়গুলো। অর্থাৎ পূর্ববর্তী স্তর বিন্যাসের ওপর পরবর্তী স্তরগুলোকে কিয়াস করা হবে। ফলে তা সর্বাধিক বিশুদ্ধরূপে গণ্য হবে। সুতরাং তিনটি স্তর বিন্যাস এ সর্বাধিক বিশুদ্ধতার সাথে সম্পৃক্ত হবে। অতএব, বলা যাবে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়ই যে হাদীস গ্রহণ করেছেন, সে হাদীসটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ। তার পরের স্তরে গণ্য হবে যে হাদীস কেবল ইমাম বুখারী (রহঃ) গ্রহণ করেছেন। তার পরের স্তরে গণ্য হবে সে হাদীস, যে হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহঃ) কেবল গ্রহণ করেছেন। بِالنِسْبَةِ اِلىٰ مَا اَنفَرَدَ بِه দ্বারা ব্যাখ্যাকার এ অর্থটিই গ্রহণ করতে চেয়েছেন।[১৪]

---

১৩. ইব্ন হাজার, *শারহু নুখবাতিল ফিকর* (মাকতাবা থানবী, দেওবন্দ, তা.বি.), পৃঃ ১২-১৫।

মূল 'আরবী ঃ

قالَ الحافظُ ابنُ حَجَرَ رَحِمهُ اللهُ تعالىٰ فِى النُّخْبَة بعدَ ذِكْرِه لِتَعْرِيفِ الصحيح لِذَاتِه : وتَتَفَاوَتُ رُتَبُهُ بِسَبَبِ تَفاوُتِ هٰذِه الأَوْصَافِ ، ومِنْ ثَمَّ قَدِّمَ صحيحُ البخَارِىِّ ثُمَّ مُسلِمُ ، ثُمَّ شَرطُهما ....-

وقالَ فِى الشَّرحِ : ويلتَحقُ بِهٰذِهِ التَفاضُل ، مَا اتَّفقَ الشَيْخَانِ علىٰ تَخرِيجِه بِالنِسْبَةِ إلىٰ مَا انفرَدَ بِه أحدُهمَا ، ومَا انفرَدَ بِه البُخَارِى بِالنِسْبَةِ إلىٰ مَا انفرَدَ بِه مُسلمُ لاتفَاقِ العُلمَاءِ كِتابَيهِمَا بِالقَبُولِ، اخْتِلَافِ بَعضِهِمْ فِى أيهُمَا ارجح فَما اتفقَا عَلَيهِ أرجَح مِن هٰذه الْحَيْثية مِمَّا لَم يتفقَا عَلَيهِ ....-

১৪. 'আবদুল্লাহ হুসাইন খাতির আল-'আদুবী, *হাশিয়াতু লুকাতিদ্ দুরার* (কায়রো, মিসর, তা.বি.), পৃঃ ৪৩।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ الشيخُ عَبدُ اللهِ خَاطِرُ العدوىُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالىٰ مُعلقًا علىٰ قَولِ الحَافِظِ ابن حَجر : ويلتحقُ بِهٰذا التفَاضُلِ أىْ الذِى عَليه مَدَارُ عُلُوِّ الإسْنَادِ ، هٰذا يُفيدُ أنَّ مَا رَوَاهُ ا لشَّيْخَان مَرْتَبَةٌ دَنِيَّةٌ ، وَلَيْسَ بأَصَحِّ الصَّحِيحِ ....-

Dhaka University Institutional Repository

তবে হাফিয ইব্ন হাজার (রহঃ)-এর মূল বক্তব্য দ্বারাই এ অর্থ বুঝা যায়। কেননা, তিনি যখন বিশুদ্ধ হাদীস নিয়ে কথা বলেন, তখনই তিনি সনদ সূত্রের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে আলোকপাত করেন। তারপর তিনি বলেছেন وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الإِطْلَاقِ لِتَرْجَمَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِّنْهَا নির্ভরযোগ্য কথা হচ্ছে রাবীর জীবনীর সাথে শর্তযুক্ত হওয়া, যা বিশুদ্ধতা নির্ণয়ে সহায়ক হয়। সুতরাং কিভাবে তিনি مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -এর মর্যাদা أَصَحُّ الأَسَانِيْدِ -এর ওপর পুনরায় প্রদান করবেন ? অথচ, তিনি তা নিষেধ করেছেন।

দ্বিতীয় আরেকটি বিষয়, যা হাফিয ইব্ন হাজার (রহঃ)-এর উদ্দেশ্য প্রমাণ করে, যা তাঁর সর্বশেষ কথায় অনুমিত হয় যে, প্রথম স্তর হচ্ছে مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -এর। তার পরের স্তর কেবল ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর গৃহীত হাদীসের। তার পরের স্তর সেসব হাদীসের, যা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্ত মুতাবেক হয়।

তারপর ইব্ন হাজার (রহঃ) সুদৃঢ়ভাবে বলেন ঃ গোটা উম্মত গ্রন্থদ্বয়কে গ্রহণ করেছেন এবং গ্রন্থ দু'টির বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে ইজমা' সংঘটিত হয়েছে। তিনি এর পূর্বে বলেন, "হাদীস বিজ্ঞানীগণ এ ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, বিশুদ্ধ যে কোন হাদীসের ওপর 'আমল করা ওয়াজিব যদিও তা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) কর্তৃক গৃহীত না হয় ।"

এমতাবস্থায় সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের আর কোন বৈশিষ্ট্য বাকী থাকে না। অথচ এ কথায় ইজমা' সংঘটিত হয়েছে যে, বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের আলাদা একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ তবে এ কথা বলা যেতে পারে যে, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের যে আলাদা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়, সে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীস সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

মোটকথা উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, হাফিয ইব্ন হাজার (রহঃ)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) যে হাদীস গ্রহণ করেছেন, সে হাদীস পৃথক পৃথকভাবে উভয়ের গৃহীত হাদীস অপেক্ষা উত্তম বলে সাব্যস্ত করা। এমনিভাবে কেবল ইমাম বুখারী (রহঃ) যে হাদীস গ্রহণ করেছেন, সে হাদীস একা ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর গৃহীত হাদীস অপেক্ষা উত্তম। আর এ ব্যবধানটি أَصَحُّ الأَسَانِيْدِ বা বিশুদ্ধ সনদের ব্যবধানের সাথে মিলে যায়। এর অর্থ এই নয় যে, এর সনদসূত্রটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ। অন্যথায় ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়েই যে হাদীস গ্রহণ করেছেন, সে হাদীস নিম্নোক্ত সনদ অপেক্ষা নিম্নমানের। আর সনদটি হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ এবং مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جَابِرٍ

অথচ, স্বয়ং হাফিয ইব্ন হাজার এরূপ বলেছেন ঃ এসব রিওয়ায়াত হচ্ছে مَرْجُوْحَةٌ বা অপ্রাধান্য যখন তা পৃথকভাবে বর্ণিত হয়।

অতঃপর তিনি সপ্তম প্রকার সম্পর্কে বলেন ঃ এ প্রকারটি অগ্রগণ্য সে রিওয়ায়াতের ওপর, "যে রিওয়ায়াতটি مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ -এর ন্যায় সনদ সূত্রে একা বর্ণিত হয়েছে।" অথচ এরূপ কেউই

Dhaka University Institutional Repository

বলেন নি। হাফিয ইব্ন হাজার তা প্রত্যাখান করেন নি ; বরং এসব সূত্রে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও কোন বর্ণনা নেই, যার দ্বারা তাদের ওপর অন্যগুলো প্রাধান্য পেতে পারে।

মোল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) তাঁর شَرْحُ النُّخْبَة -এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন ঃ 'আল্লামা ইব্ন হাজার (রহঃ) তাঁর يَتَفَاوَتُ বাক্য দ্বারা যা বলতে চেয়েছেন তাতে আমাদের কাছে বিশুদ্ধ হাদীসের ছয়টি প্রকার স্পষ্ট হয়ে উঠে। তন্মধ্যে প্রথম প্রকারকে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) গ্রহণ করেছেন। যাকে مُتفق عليه নামে আখ্যায়িত করা হয়। দ্বিতীয় প্রকার কেবল ইমাম বুখারী (রহঃ) গ্রহণ করেছেন। তৃতীয় প্রকার কেবল ইমাম মুসলিম (রহঃ) গ্রহণ করেছেন। চতুর্থ প্রকার ইমাম বুখারী (রহঃ) 'ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্তানুকূল। পঞ্চম প্রকার কেবল ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর শর্তানুকূল। ষষ্ঠ প্রকার কেবল ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্তানুকূল। তন্মধ্যে তিনটি হচ্ছে মূল এবং তিনটি হচ্ছে শাখা। বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে এর মধ্যে স্তর বিন্যাস হবে ক্রমানুসারে ও অবস্থানগত দিক থেকে।

ঠিক এখান থেকেই বিশুদ্ধ হাদীসের সপ্তম আরেকটি স্তর বের হয়ে আসে, আর তা হল সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম ব্যতীত সিহাহ সিত্তাহ্-এর বাকী চারটি সুনানের মধ্যে বিদ্যমান হাদীস। বিশুদ্ধ হাদীস নির্ণয়কারী অথবা সুনান চতুষ্ঠয় প্রণেতার কেউ সে হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে রায় দিবেন। অথচ, তা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর একত্রিত বা পৃথক পৃথক শর্ত মুতাবেক হবে না।[১৫]

মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম আল্-ওয়াযীর تَنْقِيحُ الأَنْظَار নামক গ্রন্থে বলেন ঃ প্রকাশ থাকে যে, বিশুদ্ধতার শর্তাবলীর দিক থেকে হাদীসের অবস্থানগত ব্যবধান থাকার কারণে সহীহ হাদীসের মধ্যে স্তরভেদ ঘটে। তাই হাদীস বিজ্ঞানীগণের মতে বিশুদ্ধ হাদীস সাত প্রকারে বিভক্ত।

প্রথম প্রকার ঃ যা শীর্ষে বিদ্যমান, যে হাদীস ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়ই গ্রহণ করেছেন। সে হাদীসকে হাদীস বিশারদগণ مُتَّفَق عَلَيْه নামে আখ্যায়িত করেছেন।

দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে-- যে হাদীস ইমাম বুখারী (রহঃ) গ্রহণ করেছেন।

তৃতীয় প্রকার হচ্ছে-- যে হাদীস ইমাম মুসলিম (রহঃ) গ্রহণ করেছেন।

---

১৫. মোল্লা 'আলী ক্বারী, *শারহু মোল্লা 'আলী আল-কারী লি শারহিন নুখবাহ* (ইস্তাম্বুলে মুদ্রিত কপি হতে বৈরুত অফসেট সংস্করণ), পৃঃ ৬৯ ।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ مُلَّا عَلِى القَارِى رَحِمَهُ اللهُ تعالىٰ فِى شَرْحِهِ لِشَرْحِ النُّخْبَةِ : ظَهَرَ لَنا مِنْ هٰذا ، أَىْ الَّذِى ذكرَ مِنْ قَوْلِه ، يَتفَاوَتُ ، اِلىٰ هُنَا ستةُ أقسامٍ : أحدُهَا ما أَخرَجَه البُخَارِىُّ وَمُسلِمٌ............-

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ প্রকার হচ্ছে-- যে হাদীস ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্ত মুতাবেক হবে।

পঞ্চম প্রকার হচ্ছে-- যে হাদীস ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর শর্ত মুতাবেক হবে।

ষষ্ঠ প্রকার হচ্ছে-- যে হাদীস ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্ত মুতাবেক হবে।

সপ্তম প্রকার হচ্ছে-- যে হাদীস ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) ছাড়া হাদীসের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য ইমামের কাছে সহীহ, তবে সে হাদীস ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্ত মুতাবেক হবে না।

উপসংহারে বলা যায় যে, হাদীস বিজ্ঞানীগণের নিকট হাদীসের এরূপ প্রকারভেদের কারণ হচ্ছে ঃ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে গোটা উম্মত গ্রহণ করে নিয়েছেন। আর নিঃসন্দেহে প্রাধান্য লাভ করার ক্ষেত্রে এটি একটি গ্রহণযোগ্য কারণ।[১৬]

ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন ঃ সহীহ হাদীসের প্রকারগুলোর মধ্যে শীর্ষ পর্যায়ে রয়েছে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর একত্রে গৃহীত হাদীস। তার পরের স্তরে রয়েছে, যা ইমাম বুখারী (রহঃ) একা গ্রহণ করেছেন। এর পরের স্তরে রয়েছে সে হাদীস যা ইমাম মুসলিম (রহঃ) একা গ্রহণ করেছেন।[১৭]

---

১৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল্ ওয়াযীর, *তান্‌কীহুল আনযার বি শারহি তাওযীহিল আফকার,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৬-৯৪।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ مُحَمَّد بنُ ابرَاهِيمَ الوَزِيرُ فى تَنقِيحِ الانظَار : اعلَمْ أنَّ مَرَاتِبَ الصَّحِيحِ مُتفاوتةٌ بِحَسَبِ تَمَكُّنِ الحَدِيثِ مِن شرُوطِ االصِّحَّةِ وَعَدَمِ تمكُّنِه ، وَقَدْ ذكرَ أهلُ علومِ الحَدِيثِ أنَّ الصحيحَ يَنقسِمُ إلىٰ سَبعةِ اقسَامٍ : الاوَّلُ - اعلاهَا وهُو مَا اتَّفقَ علىٰ اخرَاجِهِ البُخَارِىُّ ومُسلمٌ، وهوَ الذِى يُعَبِّرُ عَنه أهلُ الحَدِيثِ بِقَولِهِم ، مُفتقٌ عَلَيهِ -

والثانِى : مَا أخرَجَه البُخَارِىُّ ، والثالثُ : مَا أخرَجَهُ مُسلِمُ............-

১৭. 'আল্লামা ত্বীবী, *আল্-খুলাসাতু ফী উসূলিল হাদীস* (কায়রো, মিসর), পৃঃ ১২৩।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ الطِّيبِى رَحِمَهُ اللهُ تعالىٰ : وَاَعلىٰ اقسامِ الصَّحِيحِ : مَا اتَّفقَا عَلَيهِ ، ثمَّ مَا انفَرَدَ بِهِ البُخَارِىُّ ، ثمَّ مُسلمٌ ....

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ তাহির আল্-জাযাইরী (রহঃ)[১৮] বিশুদ্ধ হাদীসগুলোর ওপর হাদীস বিজ্ঞানীগণের ঐকমত্যের একটি সার নির্যাস সংকলন করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীস হলো مُتَفَقٌ عَلَيْهِ এর হাদীস। তারপর ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর একা গৃহীত হাদীসের স্তর। তারপর ইমাম মুসলিম (রহঃ) কর্তৃক গৃহীত হাদীসের পর্যায়। সুতরাং তিনি " الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ " শীর্ষক শিরোনামের অধীনে বলেন ঃ বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে সহীহাইনের অবস্থান সবার শীর্ষে।

---

১৮. তাঁর পুরো নাম ঃ তাহির ইব্ন সালিহ ইব্ন আহমদ ইব্ন মাওহূব ইব্ন আবিল কাসিম ইব্ন মূসা আল্-ওয়াফীসী আস-সাম'উনী আল্-ইদ্রীসী আল্-হাসানী আল-জাযাইরী, অতঃপর আদ্-দিমাশ্কী।

শায়খ তাহির দামিশকের বিভিন্ন শিক্ষাগারে প্রচলিত 'ইলম অর্জন করেন এবং স্বীয় যুগের সুযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলীর নিটক 'আরবী ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ছাড়াও পদার্থ বিদ্যা, গণিত শাস্ত্র, সৌরবিজ্ঞান, ইতিহাস ও পুরাতন নিদর্শনাবলীর জ্ঞানও অর্জন করেন। 'আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের সাথে সাথে তুর্কী ও ফারসী ভাষায়ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং হাবশী, যাওয়াবী, সুরইয়ানী ও ইব্রানী ভাষাও শিক্ষা করেন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে শায়খ 'আবদুর রহমান আল-বুশনাকী ও শায়খ 'আবদুল গনী আল-মায়দানী আল গুনায়মী আল-ফকীহ্-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শায়খ তাহিরের আঠার বছর বয়সে তাঁর পিতা ১২৮৫/১৮৬৮ সনে ইন্তিকাল করেন। কিন্তু তিনি তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা ও গবেষণা অব্যাহত রাখেন এবং ত্রিশ বছর বয়সে পদার্পণ করতেই তিনি অতীত ও বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর পাণ্ডিত্য অর্জনপূর্বক কর্মজীবনে সুনামের সাথে পদার্পণ শুরু করেন।

শায়খ তাহিরের কর্মজীবন তিনটি ধারায় বিভক্ত ঃ প্রথম ধারা কর্মজীবনে পদার্পণ হতে আরম্ভ করে ১৩২৫/১৯০৭ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত, দ্বিতীয় ধারা ১৩২৫/১৯০৭ সাল হতে ১৩৩৮/১৯২০ সাল পর্যন্ত এবং তৃতীয় সংক্ষিপ্ত ধারা ১৩৩৮/১৯২০ হতে মৃত্যু পর্যন্ত। জীবনের প্রথম ভাগে তিনি সিরিয়ায় বসবাস করেন এবং 'ইলম, আদাব (সাহিত্য) ও অধ্যাপনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। কর্মজীবনের প্রথম পর্যায়ে তিনি 'আরবী ভাষার পুরাতন অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপিরও বিরাট খিদমত আঞ্জাম দেন। দামিশ্কের সুবৃহৎ লাইব্রেরী আল-মাকতাতুয-যাহিরিয়্যাহ্-এর ভিত্তি ও উন্নতি সাধনও তাঁর কীর্তি। অনেক 'ইলমী চিঠিপত্র ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ ছাড়াও দু'ডজনের অধিক 'ইলমী ও গবেষণাধর্মী গ্রন্থসমূহও শায়খের স্মৃতি বহন করছে, তার মধ্যে অধিকাংশই মুদ্রিত, তবে কিছু কিছু অমুদ্রিতও রয়েছে। মুদ্রিত রচনাসমূহের মধ্যে বাদউত্-তালখীস ওয়া তালখীসুল বাদী', মুন্ইয়াতুল আযাকিয়া ফী কিসাসিল আম্বিয়া, তাওযীহুন-নাযার ইলা উসূলিল 'ইলমিল আসার ও আত্-তাকরীব ইলা উসূলিত-তা'রীব ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জীবনের শেষ পর্যায়ে দারুল কুতুব আয-যাহিরিয়্যা-এর পরিচালক নিযুক্ত হন। কিন্তু তিনি এ কাজে খুব বেশী সময় দিতে পারেন নি। কয়েক মাস পর ১৪ রবি'উল-উখরা ১৩৩৮/১৯২০ সালে ইন্তিকাল করেন। শায়খ তাহির একজন অভিজ্ঞ ভাষাবিদের সাথে একজন দার্শনিক ও মুক্তবুদ্ধির চিন্তাবিদও ছিলেন। তিনি গোত্র প্রীতি ও দলাদলি হতে নিরপেক্ষ থেকে শুধু সত্য ও ন্যায়ের সমর্থন করতেন ও অন্যায়-অসত্যের প্রতি আপোষহীন বিরোধিতা তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি ছিলেন উন্নতমনা, নির্ভীক ও দুঃসাহসী মানুষ।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা পূর্বেই অবগত হয়েছি যে, সহীহ হাদীসের মধ্যে অনেকগুলো স্তরভেদ রয়েছে। এ গুলোর মধ্যে শক্তিমত্তা ও দুর্বলতার তারতম্য হয় বিশুদ্ধতার গুণাবলী ও শর্তাবলী বিদ্যমান থাকা না থাকার ওপর ভিত্তি করে। পক্ষান্তরে দেখা যায়, হাদীসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ হচ্ছে-- সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম। তাই হাদীস বিজ্ঞানীগণ স্তরভেদের কারণে সহীহ হাদীসকে সাত প্রকারে বিভক্ত করেছেন।

প্রথম প্রকার ঃ যা সবগুলোর শীর্ষে আসীন। যেগুলো ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ যা ইমাম মুসলিম (রহঃ) ব্যতীত শুধু ইমাম বুখারী (রহঃ) গ্রহণ করেছেন।

তৃতীয় প্রকার ঃ যা ইমাম বুখারী (রহঃ) ব্যতীত কেবল ইমাম মুসলিম (রহঃ) গ্রহণ করেছেন।

চতুর্থ প্রকার ঃ যা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্তের আওতায় পড়ে, তবে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর মধ্যে কেউই তা গ্রহণ করেন নি।

পঞ্চম প্রকার ঃ যা ইমাম বুখারী (রহঃ) -এর শর্ত মুতাবেক হয়, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নি।

ষষ্ঠ প্রকার ঃ যা ইমাম মুসলিম (রহঃ) -এর শর্ত মুতাবেক হয়, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নি।

সপ্তম প্রকার ঃ যা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও মুসলিম (রহঃ)-এর শর্ত মুতাবেক নয় এবং উভয়ের একজনের শর্ত মুতাবেকও নয়। তবে হাদীস বিশারদগণ একে সহীহ বলেছেন।

এ প্রকারগুলোর মধ্যে প্রতিটি ওপরের প্রকার তার নিম্নের প্রকার অপেক্ষা উত্তম। তবে কখনও কখনও এমন কিছু হাদীসও পাওয়া যায় যে, বিশুদ্ধতার শর্তাবলীর দিক থেকে সে হাদীসটি এমন অবস্থানে রয়েছে, যে হাদীসের প্রকারকে তার ওপরের পর্যায়ে স্থান দেয়া হয়েছে, সে হাদীস অপেক্ষাও এ হাদীসটি অধিক প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য।[১৯] আমার মতে مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ হাদীসের পর

মুহাম্মদ কুরায 'আলী, *কুনূযুল-আযদাদ* (দামিশ্‌ক, সিরিয়া, ১৯৫০ খ্রিঃ), পৃঃ ৫-২৭ ; 'ওমর রিযা কাহ্‌হালাহ্‌, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন* (মাকতাবাতুল মাসনা, বৈরুত, লেবানন, তা.বি.), পৃঃ ৩৫-৩৭ ; আয-যিরাকলী, *আল-আ'লাম,* ২য় সং (বৈরুত, লেবানন, ১৩৯৯/১৯৯৭), পৃঃ ৩২০।

১৯. তাহির ইব্‌ন সালিহ আল-জাযা'ইরী, *কিতাবু তাওযীহিন নযর ইলা উসূলিল আসার* (আল্‌-মাতবা'আতুল জামালিয়্যাহ, মিসর, ১৩২৯/১৯১১), পৃঃ ১১৯-১২০।

মূল 'আরবী ঃ

وَقَدْ لَخَّصَ الشَّيْخُ طَاهِرُ الْجَزَائِرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالىٰ : اتفاقُ أهلِ الحَدِيثِ عَلَى هٰذِهِ الأَقْسَامِ ، وأَنَّ أَصَحَّهَا إِنَّمَا هُوَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ ثُمَّ مَا انفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ ، ثُمَّ مُسْلِمٌ.......................

Dhaka University Institutional Repository

সহীহ মুসলিমের ওপর সহীহ বুখারীকে যে প্রাধান্য দেয়া হয়, এটা হাদীস শাস্ত্রবিদ জমহুর 'আলিমগণের অভিমত। তবে আবূ 'আলী নীশাপূরী (রহঃ) ও আন্দালুসিয়ার কিছু সংখ্যক 'আলিম এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। যেমনটি পূর্বে আলোচন করা হয়েছে ।

হাদীস শাস্ত্র বিশেষজ্ঞগণের বক্তব্য ঃ

لِاشْتِمَالِهِمَا عَلٰى اَعْلٰى مُقْتَضِيَاتِ الصِّحَّةِ اَوْ عَلٰى شَرْطِ الصِّحَّةِ اَو الصِّفَاتِ الَّتِى تَبْنِى الصِّحَّةُ عَلَيهَا وَتَنْبِئُ عَنْهَا

"বিশুদ্ধ হাদীসের চাহিদার সর্বোচ্চ স্তরে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অবস্থানের কারণে, অথবা বিশুদ্ধতার শর্তাবলী পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকার কারণে, অথবা যেসব গুণাবলীর ওপর বিশুদ্ধ হাদীস নির্ভরশীল অথবা যেসব অবস্থা সহীহ হাদীসের সন্ধান দেয়।" এগুলো হল এমনসব শর্তাবলী, যা হাদীস শাস্ত্রবিদ 'আলিমগণ নির্ধারণ করেছেন এবং তাঁরা এগুলোর ওপর একমত হয়েছেন। বিশুদ্ধ হাদীসের জন্য তাঁরা যেমন কতগুলো নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করেছেন। অতএব, যে হাদীসে এ সমস্ত শর্তাবলী বিদ্যমান থাকবে, সে হাদীস অকাট্যরূপে বিশুদ্ধ। পক্ষান্তরে, যে হাদীসে বিশুদ্ধ হাদীসের শর্তাবলীর মধ্য হতে কোন শর্তে ক্রটি থাকবে, সে হাদীস সে পরিমাণই দুর্বলরূপে গণ্য হবে।

সর্ব সাধারণ হাদীস শাস্ত্রবিদগণের মতে বিশুদ্ধ হাদীসের শর্তাবলী মোট পাঁচটি।

যথা ঃ
১. اِتِّصَالُ السَّنَدِ
২. عَدَالَةُ الرُّوَاةِ
৩. ضَبْطُ الرُّوَاةِ
৪. عَدَمُ الشُّذُوْذِ
৫. عَدَمُ الْعِلَّةِ

কোন হাদীসে উপরোল্লিখিত শর্তাবলীর মধ্য হতে কোন একটিতে ক্রটি পরিলক্ষিত হলে সে হাদীসকে বিশুদ্ধ হাদীস বলে অভিহিত করা যাবে না। صَحِيْحٌ لِذَاتِهِ বা সত্তাগতভাবে বিশুদ্ধ হাদীসের সংজ্ঞা থেকে এ সব শর্তাবলী গ্রহণ করা হয়েছে। আর صَحِيْحٌ لِذَاتِهِ হাদীসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ঃ

مَا رَوَاهُ عَدْلٌ تَامُّ الضَّبْطِ ، مُتَّصِلُ السَّنَدِ ، مِنْ غَيْرِ شُذُوْذٍ وَلَا عِلَّةٍ

সহীহ লি-যাতিহি বলা হয় সে হাদীসকে, যে হাদীস বর্ণনা করেছেন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি, পরিপূর্ণ সংরক্ষণকারী, অবিচ্ছিন্ন সনদ সহকারে, যা শায এবং মু'আল্লাল হবে না।[২০]

---

২০. ডঃ শামীম আরা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫০ ; মোহাম্মদ শামসুল হক দৌলতপূরী, *হাদীস শাস্ত্র পরিচিতি,* ১ম সং (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা, ১৪১৫/১৯৯৫), পৃঃ ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

اتِّصَالُ السَّنَدِ -এর অর্থ ঃ اتِّصَالُ السَّنَدِ দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্ণনাকারীগণ প্রত্যেকেই হাদীসটি তাঁর উস্‌তায হতে সরাসরি রিওয়ায়াত বা গ্রহণ করবেন। তিনি যেভাবে গ্রহণ করেছেন সেভাবে তাঁর শিষ্যদের কাছে পৌছাবেন এবং এ অবস্থা সনদসূত্রের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এখন সে হাদীসকে বর্ণনাকারী عَنْ فُلَانٍ অথবা أَخْبَرَنَا ، سَمِعْنَا ، حَدَّثَنَا ইত্যাদি যে কোনভাবেই বর্ণনা করেন না কেন তা জায়েয। তবে শর্ত হল তিনি যেন مدلس না হন। অবশ্য যখন কোন হাদীসে সুস্পষ্টরূপে শ্রবণ অথবা সাক্ষাতের কথা উল্লেখ থাকে, তখন তা অধিক নির্ভরতা লাভ করে। এ শর্ত দ্বারা الْمُنْقَطِعُ ، الْمُعْضَلُ ، الْمُعَلَّقُ ، الْمُدلسُ، والْمُرْسَلُ বের হয়ে পড়ে।

الْعَدَالَةُ -এর অর্থ ঃ عَدَالَةٌ বা ন্যায়নিষ্ঠ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে-- বর্ণনাকারী হবেন একজন মুসলমান, প্রাপ্ত বয়স্ক, বুদ্ধিমান, ফিস্‌ক-ফজুর ও পাপাচারীরূপে সাব্যস্ত হওয়ার উপকরণ থেকে মুক্ত ও ভদ্রোচিত আচরণ বিবর্জিত নন।

হাফিজ ইব্‌ন হাজার (রহঃ) عَدل শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে ঃ

مَنْ لَهُ مَلَكَةٌ تَحْمِلُهُ عَلَى مُلَازَمَةِ التَّقْوَى وَالْمُرُوْءَةِ -

যার মধ্যে এমন শক্তি ও ক্ষমতা রয়েছে, যা তাকে ন্যায়নিষ্ঠ ও পরিণামদর্শী করে তোলে।

আর তাকওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে শিরক, ফিস্‌ক ও বিদ'আত জাতীয় বদ'আমল পরিহার করে চলা।

الْمُرُوْءَةُ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে-- এমন সব বিষয় পরিহার করে চলা যা সমাজে মন্দ বলে চিহ্নিত রয়েছে। আর তা অর্জিত হতে পারে এভাবে যে, বর্ণনাকারী স্বভার-চরিত্র, আদত অভ্যাস, পোষাক-পরিচ্ছদ ও আচার, আচরণে মোটকথা সর্বক্ষেত্রে কামালিয়াত বা পূর্ণতার গুণ অর্জন করবেন। আর এসব গুণ বা চরিত্রে ত্রুটি দেখা দেয় এমন সব বিষয় থেকে দূরে থাকবেন। আর নিম্নোক্ত গুণদ্বয়ের কোন একটি থাকলেই 'আদালাত প্রমাণিত হয়। যথা ঃ

(ক) বর্ণনাকারী সম্পর্কে ন্যায়নিষ্ঠতার ক্ষেত্রে স্বীকৃতি প্রদানকারী মনীষীবৃন্দের সরাসরি বক্তব্য প্রদান করা।

(খ) সর্বস্তরের মানুষের নিকট ন্যায়নিষ্ঠ বলে প্রসিদ্ধ থাকা। সুতরাং বর্ণনাকারী বা তৎসদৃশ আহ্‌লে 'ইলমের নিকট যার ন্যায় নিষ্ঠা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত বলে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। তার 'আদালতের ক্ষেত্রে, ন্যায়নিষ্ঠার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদানকারীগণের সরাসরি বক্তব্য প্রদানের আর কোন প্রয়োজন নেই। যেমন ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ, শো'বা, আওযা'ঈ, সুফিয়ান সাওরী ও সুফিয়ান ইব্‌ন উ'আইনা প্রমুখ মনীষীবৃন্দ। এ শর্ত দ্বারা সম্পূর্ণ অপরিচিত অথবা বিস্তারিত অবস্থাদি সম্পর্কে অনবহিত বা স্বল্প অবহিত ব্যক্তিবর্গ 'আদালতের সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে পড়েন।

Dhaka University Institutional Repository

ضَبْط -এর অর্থ ঃ যব্ত দ্বারা দু'টি বিষয় উদ্দেশ্য । যথা ঃ

১. ضَبْطُ صَدْر

২. ضَبْطُ كِتَاب

যব্তে সদর (ضَبْطُ صَدْر) বলা হয় ঃ বর্ণনাকারী তাঁর শ্রবণকৃত হাদীসগুলোকে এমনভাবে মুখস্থ ও সংরক্ষণ করে রাখবেন যে, যখনই ইচ্ছা তিনি যেন তা উপস্থাপন করতে পারেন।

যব্তে কিতাব (ضَبْطُ كِتَاب) বলা হয় ঃ বর্ণনাকারী তাঁর শ্রবণকৃত ও সংগৃহীত হাদীসগুলোকে বিশুদ্ধ আকারে ততক্ষণ পর্যন্ত সংরক্ষণ ও সযত্নে রাখবেন, যতক্ষণ না তিনি তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেন।

উপরন্তু ضَبْط শব্দের সাথে تَام বা পরিপূর্ণ শব্দের শর্ত এ জন্য আরোপ করা হয়েছে, যাতে এ দিকে ইঙ্গিত হয়ে যায় যে এটি সর্বোচ্চ পর্যায়ের সংরক্ষণ হতে হবে। আর বর্ণনাকারী যদি অর্থগত বর্ণনা (رِوَايَةُ بِالْمَعْنَى) প্রদান করেন, তাহলে এ ক্ষেত্রে আরও একটি অতিরিক্ত শর্তারোপ করা হবে যে, তাঁকে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ হতে হবে যে, কি কারণে অর্থ সঠিক থাকে এবং কি কারণে আবার তা বিগড়ে যায়।

আর ضَبْط -এর মধ্যে কোন ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে কিনা, তা জানার উপায় হল, যেসব মনীষী তাঁদের ন্যায়নিষ্ঠা, সংরক্ষণ ও নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে সু-প্রসিদ্ধ, তাঁদের রিওয়ায়াতের সাথে এ রিওয়ায়াতটি মিলিয়ে দেখতে হবে। যদি এ বর্ণনাটি তাঁদের বর্ণনার সাথে হুবহু মিলে যায় অথবা, অর্থগত বর্ণনার ক্ষেত্রে মিল থাকে কিংবা খানিকটা অমিল সত্ত্বেও অধিকাংশ বর্ণনাই মিলে, তবুও তাঁকে নির্ভরযোগ্য ও স্বীকৃত সংরক্ষক বলে ধরে নিব এবং মনে করে নিব যে, তিনি নির্ভরযোগ্য ও স্বীকৃত সংরক্ষক।

আর যদি এ বিষয়ে তার অধিকাংশ বর্ণনাই ন্যায়নিষ্ঠ এবং সংরক্ষণ ও নির্ভযোগ্যতার ক্ষেত্রে সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের বর্ণনার বিপরীত হয়, তবে তাঁর সংরক্ষণ ব্যবস্থায় ত্রুটি আছে বলে ধরে নিতে হবে। সুতরাং তার সংরক্ষণ ও স্মৃতিশক্তির ত্রুটির কারণে তার অন্য কোন হাদীস আর গ্রহণ করা যাবে না।

হাফিয মিয্যী (রহঃ)[২১] "আত্রাফ" শীর্ষক গ্রন্থে বলেন ঃ সংশয় সৃষ্টি হয় কখনও তার হিফযে, কখনও তার বাণীতে, আবার কখনও তার লিখায়--। এ শর্তের দ্বারা উদাস ও ব্যাপক ভুলকারী রাবীর বর্ণিত হাদীস বের হয়ে যায়।

---

২১. তাঁর পুরো নাম ঃ জামালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ উইনুফ ইব্নুয্ যাকী 'আবদুর রহমান ইব্ন ইউসুফ আল-কাযা'ঈ তারপর কালবী আদ্-দামিশ্কী আশ্-শাফি'ঈ। তিনি সিরিয়ার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও হাদীসের হাফিয ছিলেন। তিনি ৬৫৪/১২৫৬ সনে হালব শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং মিয্য নামক স্থানে লালিত-পালিত হন। আর এ জন্যই তাঁকে মিয্যী বলা হয়। তিনি পবিত্র কুর'আন হিফয করে ফিক্হ-

Dhaka University Institutional Repository

شُذُوْذ -এর অর্থ ঃ শুযূয বলতে আমরা বুঝি, নির্ভরযোগ্য ও সিকাহ্ রাবীর বর্ণনা অধিকতর সিকাহ্, নির্ভরযোগ্য ও প্রাধাণ্য প্রাপ্ত বর্ণনার বিপরীত হওয়া । তা সংখ্যাগত বা অবস্থানগত বা স্মৃতি-স্মরণগত যেমনই হোক।

এ শর্তের দ্বারা শায বের হয়ে পড়ে।

عِلَّة -এর অর্থ ঃ 'ইল্লত হাদীসের মধ্যে এমন একটি গোপন কারণকে বলা হয়, যার দ্বারা হাদীসটি ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে। অথচ বাহ্যিকভাবে তাতে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না। যথা اِرْسَال خَفِىّ বা গুপ্ত ইরসাল অথবা اِنْقِطَاع তথা সনদ সূত্র ধারাবাহিক না হওয়া অথচ বাহ্যিকভাবে দেখা যায় সনদটি অবিচ্ছিন্ন। এ শর্তের দ্বারা সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা থেকে مُعَلَّل হাদীস বের হয়ে যায়।[২২]

এর প্রয়োজনীয় মাসা'ঈল শিক্ষা করেন। অতঃপর তিনি বিভিন্ন শহরে গমন করে অগণিত মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রায় এক হাজার শায়খ থেকে হাদীস গ্রহণ করেন। তাঁর ছাত্রদের সংখ্যাও অনেক। তিনি প্রায় ৫০ বছর ধরে হাদীস বর্ণনা করেন। দারুল-হাদীস আল-আশরাফিয়্যাহ-এর তত্ত্বাবধানে তিনি ৩৬ বছর ৬ মাস নিয়োজিত থাকেন। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী হাদীস শাস্ত্রের হুজ্জাত, অগাধ জ্ঞানের অধিকারী এবং উত্তম চরিত্রে বিভূষিত।

যাহাবী (রহঃ) বলেন ঃ

وَنَسَخَ بِخَطِّهِ الْمَلِيحِ المتقن كَثِيْرًا لِنَفْسِهِ ولِغَيْرِهِ وَنَظَرَ فِى اللُّغَةِ وَمَهَرَ فِيهَا وَفِى التَّصْرِيفِ وَقَرَأَ الْعَرَبِيَّةَ ، وَأَمَّا مَعْرِفَةُ الرِّجَالِ فَهُوَ حَامِلُ لِوَائِهَا والقَائِمُ بِأَعْبَائِهَا لَمْ تَرَ الْعُيُونُ مِثْلَهُ-

ইব্ন কাসীর (রহঃ) ছিলেন হাফিয মিয্যী (রহঃ)-এর জামাতা। তাঁর কন্যার নাম ছিল যয়নব এবং তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল 'আয়শা বিন্ত ইব্রাহীম। রিজাল শাস্ত্রে তিনি ২০০ খণ্ডে ব্যাপ্ত 'তাহযীবুল কামাল' এবং 'আতরাফ' শাস্ত্রে ৮০ খণ্ডের অধিক 'জুয' (খণ্ড) রচনা করেন। 'ইলমুর রিজাল'-এ তিনি অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

তিনি ৭২৪ হিজরী সনের সফর মাসের ১২ তারিখে শনিবার দিবসে যুহর ও 'আসর নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে ইন্তিকাল করেন। রবিবার দিবসে সকাল বেলায় জামি' উমুবীতে তাঁর প্রথম জানাযা হয় এবং দ্বিতীয় জানাযা হয় বাবুন-নসর-এর বাইরে। এতে ইমামতি করেন কাযী তাকীউদ্দীন আস্-সুবকী। তাঁকে মাকাবিরুস্-সূফিয়ায় শায়খ ইব্ন তাইমিয়াহ্ (রহঃ)-এর কবরের পশ্চিমে দাফন করা হয়।

যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায,* ২য় খণ্ড, ৩য় সং (দা'ইরাতুল মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, ডিকান, ১৩৭৬/১৯৫৬), পৃঃ ১৪৯৮-১৫০০ ; ইব্ন কাসীর, *আল্-বিদায়াহ্ ওয়ান-নিহায়াহ্,* ১৪তম খণ্ড, নতুন সং (দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন, ১৩৯৮/১৯৭৭), পৃঃ ১৪২ ; ইব্নুল-'ইমাদ, *শাযারাতুয্ যাহাব,* ৬ষ্ঠ খণ্ড (মাকতাবাতুল-কুদসী, কায়রো, মিসর, ১৩৫০/১৯৩১), পৃঃ ১৩৬-১৩৭।

২২. ডঃ শামীম আরা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫১-৫২।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত বিশুদ্ধ হাদীসের শর্তাবলীর পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় বিশুদ্ধতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পড়ে এমন হাদীস সম্বলিত গ্রন্থ হচ্ছে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম। উপরন্তু বিশুদ্ধ হাদীসের শর্তাবলীর মানদণ্ডে শীর্ষ পর্যায়ের হাদীস তাঁরা আয়ত্ত করেছেন। তাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হচ্ছে, বিশুদ্ধ হাদীসের শর্তাবলীর সুযোগ্য নযীর হল সহীহাইন গ্রন্থদ্বয়। হাফিয 'ইরাকী কবিতার আকারে এ শর্তাবলীর সার-সংক্ষেপ এভাবে টেনেছেন ঃ

وَاهلُ هٰذا الشّانِ قسَّمُوا السُّنَنَ * الىٰ صَحِيحٍ وَضَعِيفٍ وَحَسَنٍ
فالاَوَّلُ المُتَّصِلُ الاِسنَاد * بِنَقْلِ عَدْلٍ ضَابِطِ الفُؤَادِ
عَنْ مِثْلِهِ مِنْ غَيْرِ مَا شُذوذٍ * وَعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فَتُوذِى

হাদীস শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞগণ গোটা হাদীসকে সহীহ, হাসান ও য'ঈফ এ তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম পর্যায়ে রয়েছে সেসব হাদীস যার সনদ মুত্তাসিল বা অবিচ্ছিন্ন, বর্ণনাকারী ন্যায়নিষ্ঠ, সংরক্ষণ ব্যবস্থায় পারঙ্গম হৃদয়ের অধিকারী, যাতে শায থাকবে না এবং এমন কুৎসিত 'ইল্লত থাকবে না যা কষ্ট দেয় বা বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)-ও তাঁর একটি কাব্যাংশে বিষয়টি এভাবে উপস্থাপন করেছেন ঃ

حَدُّ الصَّحِيحِ : مُسنَدٌ بِوصْلِهِ * بِنَقْلِ عَدلٍ ضَابِطٍ عَنْ مِثْلِهِ
وَلَمْ يَكُنْ شَذاً ولاَ مُعَلَّلاً * ------------------------

বিশুদ্ধ হাদীসের সংজ্ঞা ঃ যার সনদ হবে ধারাবাহিক, বর্ণনাকারী হবেন ন্যায়নিষ্ঠ, অনুরূপভাবে সংরক্ষণকারী। কিন্তু সে হাদীস শায এবং মু'আল্লাল হবে না।

এখানে শুরূত (شروط) বা শর্তাবলী দ্বারা সেসব শর্ত উদ্দেশ্য যা হাদীসের পণ্ডিতগণ নিরূপণ করেছেন, অন্যদের নিরূপিত শর্তাবলী নয়। কারণ, যে কোন শাস্ত্রের নিয়মাবলী সে শাস্ত্র বিশেষজ্ঞগণের দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়, অন্যদের দ্বারা নয়।

ইমাম ইব্‌নুস সালাহ (রহঃ) সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা প্রদানের পর বলেন ঃ এটিই হল সে হাদীস, হাদীস বিশারদগণের বিনা মতভেদে যার ওপর বিশুদ্ধতার হুকুম লাগানো যায়। তবে কেউ কেউ কিছু কিছু হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে মতভেদ করেছেন-- এসব গুণাবলী সে হাদীসে বিদ্যমান আছে কিনা, সে ক্ষেত্রে তাদের মতভেদ থাকার কারণে অথবা এসব গুণাবলীর শর্তসমূহ সেসব হাদীসে বিদ্যমান আছে কিনা, সে ক্ষেত্রে তাদের মতভেদ থাকার কারণে।[২৩]

---

২৩. ইব্‌নুস সালাহ, *'উলূমুল হাদীস* (সা'আদাহ, প্রেস, মিসর, ১৩২৬/১৯০৮), পৃঃ ১১।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়াহ বলেন ঃ হাদীসটি অকাট্য সত্য, তার ওপর 'আমল করা অপরিহার্য। যখন বলা হবে এর ওপর ইজমা' সংঘটিত হয়েছে তখন তার দ্বারা হাদীস শাস্ত্রের 'আলিমগণের ইজমা' উদ্দিষ্ট হবে। যেমন শরী'আতের হুকুমের বেলায় আদেশ-নিষেধ বিষয়ক অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের ইজমা'-এর ধর্তব্য হয়ে থাকে।[২৪]

অপর এক স্থানে তিনি বলেন ঃ হাদীস বিজ্ঞানের সমস্ত পণ্ডিত অবিচলচিত্তে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অধিকাংশ হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে রায় দিয়েছেন, আর হাদীস জানার ক্ষেত্রে গোটা উম্মত তাঁদের অনুবর্তী। অতএব হাদীসের 'আলিমগণ যখন ঐকমত্যের ভিত্তিতে বলেন যে, হাদীসটি সত্য ও সঠিক, তখন তা এরূপ হয়ে যায়, যেমন ফকীহ্‌গণ কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে বলেন এ কাজটি হালাল, অথবা হারাম অথবা ওয়াজিব। আর 'আলিমগণ যখন কোন বিষয়ে একমত হন, তখন সে বিষয়ে, গোটা উম্মত থাকেন তাঁদের অনুবর্তী বিধায়, তাঁদের ইজমা' হয় নিষ্কলুষ। কোন ভুলের ওপর তাঁদের ইজমা' সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়।[২৫]

বরং তিনি তো আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেন ঃ হাদীসের ক্ষেত্রে যাদের ঐ পরিমাণ জ্ঞান নেই, হাদীস বিজ্ঞানীগণের কথা সমর্থন করা তাদের ওপর অপরিহার্য। সুতরাং তিনি বলেন ঃ কোন হাদীস যখন কোন এক সম্প্রদায়ের নিকট মুতাওয়াতির বলে গণ্য হবে, তখন আরেক সম্প্রদায়ের নিকট তা মুতাওয়াতির হবে না। অনুরূপভাবে এক সম্প্রদায়ের নিকট কোন হাদীসের সত্যতার জ্ঞান অর্জিত হবে। আবার আরেক সম্প্রদায়ের নিকট এর সত্যতার জ্ঞান অর্জিত হবে না। তখন যে সম্প্রদায়ের নিকট হাদীসটির সত্যতার জ্ঞান অর্জিত হবে, সে সম্প্রদায়ের ওপর হাদীসটির সত্যতা স্বীকার করা এবং তার চাহিদা মত 'আমল করা অপরিহার্য, এ বিষয়ক অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন তার

---

২৪. ইব্‌ন তাইমিয়াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৫১-৩৫২।

মূল 'আরবী ঃ

قالَ ابنُ تيمِيةَ رَحمهُ اللهُ تعالىٰ : إذَا كانَ الإجْماعُ علَىٰ تصَديقِ الخَبرِ مُوجبًا لِلقَطْعِ بِـهِ ، فالإِعْتبَارُ فِـى ذَالِـكَ بِإجْمَاعِ أهلِ العِلمِ بِالحَدِيثِ ، كمَا انَّ الإعْتِبَارَ علَىٰ الأحْكَامِ الشرْعِيَّةِ بِإِ جْمَاعِ أهْلِ الْعِلمِ بالأمرِ وَالنَّهْيِ -

২৫. ইব্‌ন তাইমিয়াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৭।

মূল 'আরবী ঃ

وَقَالَ فِى مَوْطِنٍ اٰخَرَ : انَّ جَمِيعَ أهلِ العِلمِ بِالحَدِيثِ يَجْزمُونَ بِصِحَّةِ جَمْهُورِ أَحاديثِ الكِتَابَيْنِ ، وسَائرُ النَّاسِ تَبعٌ لَهُمْ فِى مَعْرِفَةِ الحَدِيثِ ، فَإِجمَاعُ أهلِ العِلْمِ بِالحَدِيثِ عَلىٰ أَنَّ هٰذا الخَبرَ صدْقٌ، كَإِجْمَاعِ الفُقَهَاءِ عَلىٰ أَنَّ هٰذَا الفِعْلَ حَلَالٌ أوْحَرامٌ أوْ وَاجِبٌ ، وَاِذَا أَجْمَعَ اهلُ العِلْمِ عَلىٰ شَيْئٍ ، فَسَائرُ الائمَّةِ تبعٌ لَهُمْ ، فإِجْمَاعُهُم مَعْصُوْمٌ لايَجُوزُ أَنْ يجْمَعُوا عَلىٰ خَطأٍ -

Dhaka University Institutional Repository

ওপর 'আমল করা ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর সে হাদীসের ক্ষেত্রে যাদের এরূপ জ্ঞান অর্জিত হয় নি, তাদের ওপরও সে হাদীসকে গ্রহণ করা অপরিহার্য। কারণ, ইজমা'-এর অধিকারী ব্যক্তিবর্গ হাদীসটির বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে একমত হয়েছেন। যেমন লোকদের ওপর শরী'আতের অহ্‌কামের ক্ষেত্রে আহ্‌লে 'ইলইমের ঐকমত্যের কারণে مُجْمَعٌ عَلَيْهِ (যার ওপর ইজমা' সংঘটিত হয়েছে) আহকামকে সমর্থন করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা এ উম্মতকে কোন ভ্রান্তির ওপর একমত হওয়া থেকে সুরক্ষা করেছেন। সুতরাং কোন বিষয়ে যখন তাঁদের ইজমা' সংঘটিত হবে, তখন অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে অনভিজ্ঞদের সমর্থন করতে হবে। কারণ, অনভিজ্ঞ বা গায়রে 'আলিম লোকের কথা গ্রহণযোগ্য নয় ; বরং 'আলিমগণ যা-ই বলেন, তা-ই গ্রহণযোগ্য'।[২৬]

অতএব, কোন হাদীস যখন উপরোক্ত পাঁচটি গুণে-গুণান্বিত হবে, তখন হাদীস বিশারদগণের বিনা মতপার্থক্যে সে হাদীসের ওপর বিশুদ্ধতার রায় প্রদান করা হবে। সুতরাং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের গ্রন্থকার তাঁদের সংকলনের ক্ষেত্রে শর্তারোপ করেছেন যে, তাঁরা তাঁদের গ্রন্থে বিশুদ্ধ হাদীস ছাড়া অন্য কোন প্রকার হাদীস সংকলন করেন নি। তাহলে তাঁদের গ্রন্থদ্বয়কে বিশুদ্ধ বলতে আপত্তি কোথায় ? অথচ, তাঁরা হলেন এ মাঠের সুদক্ষ আরোহী। এ শাস্ত্রের অভিজ্ঞ 'আলিম ও পণ্ডিত। রিওয়ায়াত ও দিরায়াত উভয় ক্ষেত্রে সমকালীন ও পরবর্তী যুগের হাদীস বিশারদগণের শিরোমণি এবং তাঁরাই হচ্ছেন এ শাস্ত্রে মর্যাদা, মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী মনীষীবৃন্দের শায়খ বা শিক্ষক।

---

২৬. ইব্‌ন তাইমিয়াহ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫১।

মূল 'আরবী ঃ

بَلْ زَادَ فِى ذٰلِكَ حَيثُ يَرٰى وُجوبَ التَّسليم لأَهلِ الْعِلْمِ بِالحَدِيْثِ ، لِمَنْ لَمْ يَبلُغْ عِلمُه مَبلَغَهُمْ ، فَيقُولُ : وَإذَا كَانَ الخَبرُ قَد تَوَاترَ عِنْدَ قَومٍ دُونَ قَوم ، وَقَد يَحصُلُ العِلمُ بِصِدْقِه لِقَومٍ دُون قَوم ، فَمَنْ حَصَلَ لَه العِلمُ به وَجَبَ عَليهِ التَّصْدِيقٌ به وَالعَمَلُ بِمُقتَضَاهُ كمَا يَجبُ ذٰلِكَ فى نَظَائِره ، وَمَنْ لَمْ يَحصُل له العِلمُ بذٰلكَ فَعَليْهِ أن يُسَلِّمَ ذٰلِكَ لأَهلِ الاَجْمَاع ، الذِى أَجمَعُوا عَلٰى صِحَّته ، كَمَا عَلَى ا لنَّاسِ انْ يُسلِّمُوا الاَحْكَامَ المجْمَع عَلَيْهَا إلٰى مَن أَجْمَعَ عَلَيهَا مِنْ اَهلِ الْعِلم فَانَّ اللهَ عَصَمَ هٰذه الأُمَّةَ انْ تَجْتَمِعَ عَلٰى ضَلالَةٍ ، وَانَّمَا يَكُوْنُ اجْمَاعُهَا: بِأَن يُسَلِّمَ غَيرُ العَالِمِ لِلْعالمِ ، إذْ غَيرُ العَالِمِ لَايكونُ له قَولٌ ، وَانَّمَا القَولُ لِلعَالِمِ ،

Dhaka University Institutional Repository

আর ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) যে হাদীসের ওপর একমত হয়েছেন, তা অগ্রগণ্য ও সর্বাধিক বিশুদ্ধ হওয়া পূর্ববর্তী ও পরবর্তী হাদীস বিজ্ঞানীগণের নিকট সর্বজন স্বীকৃত ও মতৈক্যপূর্ণ কথা। তারপর এর বিপরীতে মত পোষণকারীও কেউ নেই। অনন্তর ইমাম বুখারী (রহঃ) যা একা রিওয়ায়াত করেছেন, তা অগ্রগণ্য হওয়া। অতঃপর ইমাম মুসলিম (রহঃ) বর্ণিত হাদীসের স্তর। এ অভিমত জমহুর আহ্‌লে 'ইলম-এর এবং 'ইলমি হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে তা বিদ্যমান রয়েছে। আর এটিই তাঁদের নিকট নির্ভরযোগ্য।

হাফিয সুয়ূতী (রহঃ) তাঁর একটি কাব্যাংশে বলেন ঃ

وَلَيسَ فِى الْكُتُبِ اَصَحُّ مِنْهُمَا * بَعْدَ الْقُرْاٰنِ وَلِهٰذَا قَدِّمَا
مَرْوِىُّ ذَيْنِ فَالْبُخَارِىِّ فَمَا * لِمُسْلِمٍ ، فَمَا حَوَى شَرْطُهُمَا
فَشَرْطُ اَوَّلٍ ، فَثَانٍ ، ثُمَّ مَا * كَانَ عَلٰى شَرْطِ فَتًى غَيرِهِمَا - [২৭]

---

২৭. *আলফিয়াতুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬।

Dhaka University Institutional Repository

সহীহাইনের হাদীসের অকাট্যতা

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে যে সমস্ত হাদীস সংকলন করা হয়েছে তা সবই অকাট্য ও নির্ভরযোগ্য। কেননা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের গ্রন্থকারদ্বয় অত্যন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে একমাত্র সহীহ হাদীসগুলোকেই তাঁদের গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। এ জন্য আমরা এ কথা বলতে পারি যে সহীহাইনের হাদীসসমূহের অকাট্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা সর্বজন বিদিত। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ ইসহাক ইসফিরা'ইনী (রহঃ)-এর উদ্বৃতি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ হাদীস বিজ্ঞানের বিজ্ঞবর্গ এ বিষয়ে একমত যে, সহীহাইনে যেসব হাদীস বিদ্যমান রয়েছে, তার মূল হাদীস ও মতন বা পাঠ যে বিশুদ্ধতায় প্রশ্নাতীত, তাতে কোন প্রকার মতবিরোধের অবকাশ নেই। কখনও যদি মতানৈক্য ঘটেই তাহলে মনে করতে হবে যে, হাদীসের সূত্র ও বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। মূল হাদীসের ক্ষেত্রে নয়।

তিনি আরও বলেন ঃ সুতরাং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বিবৃত কোন হাদীসের বিরুদ্ধে যদি কেউ অশুদ্ধতার অভিযোগ আনে ; অথচ এর প্রমাণে তার নিকট নির্ভরযোগ্য কোন তা'বীল বা বিশ্লেষণ নেই, তাহলে আমরা তার রায়কে প্রত্যাখ্যান করব। কেননা মুসলিম উম্মাহ্ একযোগে সহীহাইনের সমস্ত হাদীস গ্রহণ করে নিয়েছেন।[২৮]

আমি বলব ঃ স্বয়ং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়ই স্ব-স্ব কিতাবে সংকলিত প্রতিটি হাদীস সম্পর্কে রায় প্রদান করেছেন যে, তাঁদের সমস্ত হাদীস বিশুদ্ধ। অথচ, উভয়ই স্ব-স্ব জ্ঞান, মর্যাদা ও অভিজ্ঞতায় এমন অনন্য আসনে অধিষ্ঠিত, যেখানে তাঁদের উপমা তাঁরা নিজেই।

---

২৮. হাফিয 'ইরাকী, *ফাতহুল মুগীস শারহু আলফিয়াতিল হাদীস* (কায়রো, মিসর), পৃঃ ৪৭ ; তাহির ইব্ন সালিহ আল্-জাযা'ইরী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১২৫।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ الإِمَامُ أبو اِسْحاقَ الاِسْفَرايِيْنِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالىٰ : اهلُ الصنْعَةِ مُجْمِعُوْنَ علىٰ
اَنَّ الاَخبارَ التى اشْتَمَلَ عَلَيْهَا الصَّحِيحَانِ ، مَقطُوْعٌ بِصِحَّةِ أُصُولِهَا وَمُتُونِهَا ، ولا يَحصُلُ
الخِلافُ فِيهَا بِحالٍ ، وَاِنْ حصَلَ فَذالِكَ اختِلافٌ فِى طُرُقِها وَرُوَاتِها -
وقال : فَمَنْ خَالفَ حُكمَه خبرًا مِّنْها ، وَلَيْسَ لَه تَاوِيْلٌ سَائِغٌ لِلْخَبَرِ ، نَقَضْنَا حُكمَه،
لِأَنَّ هٰذِه الاَخبارَ تَلَقَّتْها الأَئِمَّةُ بِالقُبُولِ -

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম বুখারী (রহঃ) এরশাদ করেন ঃ আমি আমার জামি' সহীহ বুখারী গ্রন্থে বিশুদ্ধ হাদীস ব্যতীত অন্য কোন ধরনের হাদীস অর্ন্তভুক্ত করি নি। পক্ষান্তরে দীর্ঘসূত্রিতার ভয়ে বহু বিশুদ্ধ হাদীস ছেড়ে দিয়েছি।[২৯]

তিনি আরও বলেন ঃ আমি আমার জামি' গ্রন্থটি পবিত্র মসজিদুল হারামে বসে সংকলন করেছি। আর তাতে আমি একটি হাদীসও অন্তর্ভুক্ত করি নি যতক্ষণ না আমি দু'রাক'আত নামায আদায় করে ইস্তিখারা করে হাদীসটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়েছি।[৩০]

আবূ জা'ফর 'উকাইলী (রহঃ) বলেন ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থ সহীহ বুখারী সংকলনের পর তৎকালীন শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ 'আলী ইব্নুল মাদীনী, আহ্মদ ইব্ন হাম্বল ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মু'ঈন প্রমুখ মনীষীবৃন্দের নিকট পেশ করেন। তাঁরা সকলে গ্রন্থটিকে পছন্দ করেন এবং কেবল চারটি হাদীস ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেন।

'উকাইলী (রহঃ) বলেন ঃ তবে এ ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর কথাই গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ এ চারটি হাদীসও সহীহ।[৩১]

ইমাম হাকিম আবূ আহ্মদ (রহঃ) বলেন ঃ ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল (রহঃ)-এর ওপর মহান আল্লাহ্ রহম করুন ! কেননা তিনি উসূল বা মৌলিক বিষয় প্রণয়ন করে লোকদের সম্মুখে তা সুস্পষ্টরূপে পেশ করেছেন। তাই যাঁরাই তারপর এ বিষয়ে হাত ধরেছেন, তাঁরা তাঁর গ্রন্থ থেকে দিক নির্দেশনা লাভ করেছেন।[৩২]

---

২৯. ইব্নুস সালাহ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৫-১৬ ; হাফিয আবূ বকর আল্ হাযিমী, *শুরূতুল আ'য়িম্মাতিল খামসা,* পৃঃ ৪৯।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ الإِمَامُ البُخَارِىُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعالىٰ : مَا أَدْخَلْتُ فِى كِتَابِ الجَامِعِ إِلاَّ مَا صَحَّ ، وتَرَكتُ مِن الصِّحَاحِ لِحَالِ الطُّولِ -

৩০. ইব্ন হাজার, *হুদা আস্-সারী* (দারু ইহ্ইয়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, বৈরুত, লেবানন, ১৪০২/১৯৮২), পৃঃ ৭ ও ৪৮ ।

মূল 'আরবী ঃ

وقال ايضًا : صَنَّفتُ كتَابِى الجَامِعَ فِى المَسجِدِ الحَرَامِ وَمَا اَدخَلتُ فِيه حَدِيثًا حَتّٰى استَخَرتُ اللهَ تعالىٰ وصَلَّيتُ رَكعَتَينِ وَتَيَقَّنتُ صِحَّتَهُ -

৩১. *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৯ ।

মূল 'আরবী ঃ

قال ابُو جَعفَرَ العُقَيلِىَّ رَحِمَهُ اللهُ تَعالى : لَمَّا صَنَّفَ البُخَارِىُّ كِتَابَ الصَّحِيحِ عرَضَهُ عَلىٰ : عَلِىِّ بنِ المَدِينِىِّ وأحمدَ بنِ حَنبَلٍ وَيَحيٰى بنِ مَعِينٍ وَغَيرِهِم فاستَحسَنُوهُ وشَهِدُوا لَهُ بالصِّحَّةِ إلا أربعةَ أحادِيثَ - وَقَالَ العُقَيلِىُّ والقولُ فيها قولُ البُخَارِىِّ وَهِىَ صَحِيحَةٌ -

৩২. *হুদা আস্-সারী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৯-৪৯০।

মূল 'আরবী ঃ

قالَ الامامُ الحَاكِمُ -- أبُو أحمدَ -- رحمه الله تعالىٰ : رَحِمَ اللهُ مُحمدَ بنَ اسماعيلَ الامامَ فإنهُ الذِى ألَّفَ الأُصُولَ وَبَيَّنَ للنَّاسِ وكُلُ مَنْ عَمِلَ بعدَه فإنَّما أخَذَه مِن كِتَابِه............ -

Dhaka University Institutional Repository

মোটকথা সহীহ বুখারীতে বিন্যস্ত ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সমুদয় হাদীস সম্পর্কে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও ইমামগণ হিফয, রিওয়ায়াত, জারহ্, তা'দীল, একত্রীকরণ ও ফিক্হ তথা সার্বিক দিক থেকে বিশুদ্ধ বলে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। মহান আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি করুণা বর্ষণ করুন ! অপরদিকে ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন ঃ আমার নিকট বিশুদ্ধ এমন প্রত্যেক হাদীসই আমি এ গ্রন্থে স্থাপন করি নি ; বরং এ গ্রন্থে সে সমস্ত হাদীসকে আমি বিন্যস্ত করেছি, যার বিশুদ্ধতায় 'আলিমগণ একমত হয়েছেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) এ কথাটি আবূ বকর ইব্ন উখতে আবূ নযর (রহঃ)-এর এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন। আবূ বকর একবার ইমাম মুসলিম (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত "وَاِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا" হাদীসটি কি বিশুদ্ধ ? জবাবে ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন ঃ হাদীসটি আমার নিকট বিশুদ্ধ। আবূ বকর পাল্টা প্রশ্ন করেন, তাহলে হাদীসটি আপনার কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন নি কেন ? এর জবাবে তিনি উপরোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন।[৩৩]

নীশাপূরের অন্যতম হাফিযুল হাদীস মাক্কী ইব্ন 'আবদান (রহঃ) বলেন ঃ আমি মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, হাদীস বিশারদগণ যদি দু'শ বছর পর্যন্তও হাদীস সংকলন করতে থাকেন, তবে তাদেরকে এ মুসনাদ তথা সহীহ গ্রন্থের ওপর নির্ভর করেই তা করতে হবে।

তিনি আরও বলেন ঃ আমি ইমাম মুসলিম (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ সংকলন সমাপ্ত হবার পর আমি আমার এ গ্রন্থটিকে ইমাম আবূ যুর'আহ্ আর রাযী (রহঃ)-এর নিকট পেশ করি। যে হাদীস সম্পর্কেই তিনি কিছুটা দোষের ইঙ্গিত দিয়েছেন, আমি সে হাদীসই বাদ দিয়েছি। আর যে হাদীসকে তিনি সহীহ বলে মত প্রদান করেছেন তা বহাল রেখেছি ।[৩৪]

---

৩৩. মুসলিম, *সহীহ মুসলিম,* ২য় খণ্ড (আল-মাকতাবাতুল আশ্‌রাফিয়া, দেওবন্দ, ইউ. পি. ভারত, তা.বি.), পৃঃ ১৭৪।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ الاِمَامُ مُسْلِم رَحِمَهُ اللهُ تعالىٰ : لَيْسَ كُلُّ شَيْئٍ عِندِى صَحِيحٌ وَضَعْتُهُ هٰهُنَا ، اِنَّمَا وَضَعْتُ هٰهُنَا مَا اَجْمَعُوا عَلَيه ، قَاله جَوابًا لِاَبِى بَكر ابنِ اُختِ اَبِى النَّضْر عِندَمَا سَألَه عَنْ حَدِيثِ اَبِى هُرَيْرَةَ وَهُوَ صَحِيحٌ ؟ يَعْنِى "وَاذَا قرأَ فَانصِتُوا" فقَالَ هُوَ عِندِىْ صَحِيحٌ فقَالَ لِمَ لَمْ تَضَعْه هٰهُنَا ؟ فأجابه بِمَا ذكرَ -

৩৪. নববী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৫।

মূল 'আরবী ঃ

عَنْ مكِّىّ بن عَبْدَانَ -- أَحَد -- حُفَّاظِ نَيْسَابُور -- أَنَّه قَالَ : سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ الحَجَّاج رَحِمَه اللهُ تعالى يقولُ لو انَّ اهلَ الحَدِيثِ يَكتُبُونَ مِائَتَى سَنةً الحديثَ فَمدَارُهم علىٰ هٰذا المُسْنَد يَعْنى صَحِيحَه ، وقَالَ : وسَمِعْتُ مسلمًا يقولُ عَرَضْتُ كِتَابِى هٰذا عَلىٰ اَبِى زُرْعَةَ الرَّازِى فكلُّ مَا اَشَارَ أَنَّ لَه عِلةً تركتُه وكُلُّ مَا قَالَ : اَنَّه صحيحٌ وليْسَ له عِلَّة خرَّجْتُه.........-

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর বক্তব্য, " إِنَّمَا وَضَعْتُ هٰهُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ "-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইমাম ইব্‌নুস্ সালাহ (রহঃ) বলেন ঃ তিনি এ বক্তব্য দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন যে, ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁর সহীহ মুসলিমে কেবল সে সব হাদীসই স্থান দিয়েছেন, যার ওপর বিশুদ্ধতার শর্ত বিদ্যমান।[৩৫]

অন্যভাবে বলতে গেলে, ইমাম মুসলিম (রহঃ) বিশুদ্ধ হাদীসের সর্বসম্মত শর্তাবলীযুক্ত এবং আপন যুগের সেরা 'আলিমগণের ঐকমত্য ভিত্তিক হাদীসই তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ ব্যাখ্যার তাৎপর্যও সুস্পষ্ট। কারও কারও মতে ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁর বক্তব্য "مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ" -এর দ্বারা ইমাম আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্বল, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মু'ঈন (রহঃ), [৩৬]

---

৩৫. ইব্‌নুস সালাহ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৬।

মূল 'আরবী ঃ

وَأَمَّا مَعْنَىٰ قَوْلِهِ : إِنَّمَا وَضَعْتُ هٰهُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فَقَدْ بَيَّنَهَا ابْنُ الصَّلَاحِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ بِقَوْلِهِ أَرَادَ أَنَّهُ لَمْ يَضَعْ فِي كِتَابِهِ إِلَّا الْأَحَادِيثَ الَّتِي وَجَدَ عِنْدَهُ فِيهَا شَرَائِطَ الصَّحِيحِ ، الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ اجْتِمَاعُهَا فِي بَعْضِهَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ -

৩৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মু'ঈন 'ইলমি হাদীসে এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পরই তিনি হাদীস শিক্ষার দিকে মনোযোগ দেন এবং সে জন্য তিনি স্বীয় জান ও মাল সব কিছু অকাতরে উৎসর্গ করেন। তাঁর পিতার নিকট হতে প্রাপ্ত একলক্ষ মুদ্রা তিনি এই হাদীস শিক্ষার কাজে ব্যয় করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি এতই দরিদ্র ও নিঃস্ব হয়ে পড়েন যে, পায়ের জুতা সংগ্রহ করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি নিম্নলিখিত শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। ১. 'আবদুস সালাম ইব্‌ন হারব ২. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নুল মুবারক ৩. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদুল কাত্তান ৪. ওয়াকী' ইব্‌নুল জাররাহ্ ৫. 'আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহ্‌দী ৬. সুফিয়ান ইব্‌ন 'উ'আইনাহ্ ৭. 'আবদুর রাযযাক ৮. হিশাম ইব্‌ন ইউসুফ এবং আরও অনেকে। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মু'ঈন শুধুমাত্র হাদীস শ্রবণ করেই ক্ষান্ত হতেন না সাথে সাথে তা লিখেও রাখতেন। 'আলী ইব্‌নুল মাদীনী (রহঃ) বলেন ঃ ইব্‌ন মু'ঈন যত হাদীস লিখেছেন তত আর কেউ লিখেন নি। ইব্‌ন মু'ঈন নিজেই বলেন, 'আমি লক্ষ লক্ষ হাদীস শ্রবণ করে নিজ হাতে লিপিবদ্ধ করেছি।' তিনি যে কেবল লিখেছেন তা-ই নয় ; বরং প্রত্যেকটি হাদীস লিপিবদ্ধ করে সে সম্পর্কে গভীর চিন্তা ও গবেষণা করতেন এবং এর যথার্থতা যাচাই ও পরীক্ষা করতেন। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (রহঃ) বলেন, كُلُّ حَدِيثٍ لَايَعْرِفُهُ يَحْيَىٰ لَيْسَ بِحَدِيثٍ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মু'ঈন যেটিকে হাদীস মনে করেন না, তা মূলত হাদীসই নয়। তিনি ২৩৩/৮৪৭ সনে মদীনা মুনাওওয়ারায় ইন্‌তিকাল করেন।

তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২৯-৪৩১ ; ইব্‌ন হাজার, *তাহ্‌যীবুত্ তাহ্‌যীব,* ১১ খণ্ড, ১ম সং (দা'ইরাতুল মা'আরিফ আন্-নিযামিয়াহ্, হায়দারাবাদ, ডিকান, ১৩২৬/১৯০৮), পৃঃ ২৮২ ; নববী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩৫ ; মাওলানা 'আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস,* ৫ম সং (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৪১২/১৯৯২), পৃঃ ৪৫৫-৪৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

'উসমান ইব্‌ন আবী শায়বা,[৩৭] সা'ঈদ ইব্‌ন মানসূর (রহঃ)[৩৮] প্রমুখ মনীষীকে উদ্দেশ্য করেছেন।[৩৯]

---

৩৭. তাঁর পুরো নাম ঃ আবুল হাসান 'উসমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন 'উসমান আল্-কূফী। তিনি ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের একজন ইমাম ও হাফিয। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণেতাও ছিলেন। তিনি শারীক, হুশাইম, ইসমা'ঈল ইব্‌ন 'ইয়াশ এবং 'আবদুল্লাহ ইব্‌নুল মুবারক (রহঃ) প্রমুখ বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর কাছ থেকে ইমাম তিরমিযী, আবূ ইয়া'লা, আহমদ ইব্‌ন হাসান প্রমুখের ন্যায় একদল বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হাদীস বর্ণনা করেন। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মু'ঈন তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ ثِقَةٌ مَامُوْنٌ وَسُئِلَ عَنْهُ اَحمدُ بنُ حَنبلٍ فَقَالَ مَا عَلِمتُ اِلا خَيْرًا

'উসমান ইব্‌ন আবী শায়বা একজন সিকাহ্ ও মা'মুন রাবী ছিলেন। আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (রহঃ)-কে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ আমি তাঁর সম্পর্কে ভাল ছাড়া অন্য কিছুই জানি না। তিনি ২৩৯/৮৫৩ সনে ইন্‌তিকাল করেন।

যাহাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৪৪৪।

৩৮. তাঁর পুরো নাম ঃ সা'ঈদ ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন শু'বাহ আবূ 'উসমান আল-মিরওয়াযী আল-বালখী। তিনি হাদীস শাস্ত্রের হাফিয, ইমাম, হুজ্জাত এবং সুনান গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। তিনি মালিক, ফালীহ ইব্‌ন সুলায়মান, লাইস ইব্‌ন সা'দ, 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াদ, আবূ মা'শার, আবূ 'আওয়ানাহ (রহঃ) প্রমুখ অনেক মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আহমদ, আবূ বকর, মুসলিম, আবূ দাঊদ বিশর ইব্‌ন মূসা, আবূ শু'আইব আল হাররানী, মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী আস্-সা'ইগ (রহঃ) প্রমুখ হাদীসের হাফিযগণ হাদীস অধ্যয়ন করেন।

সালামাহ ইব্‌ন শু'আইব (রহঃ) বলেন ঃ

ذَكَرْتُ سَعِيدَ بنَ مَنْصُوْرٍ لِاحمدَ بنِ حَنبلٍ فَاَحسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيهِ وَفَخمَ اَمرَهُ -

আমি ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বাল (রহঃ)-এর নিকট সা'ঈদ ইব্‌ন মানসূর সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁকে খুব বড় মাপের একজন রাবী বলে আখ্যায়িত করেন।

আবূ হাতিম (রহঃ) বলেন ঃ

ثِقَةٌ مِنَ المُتْقِنِيْنَ الاَثْبَاتِ مِمَّنْ جَمَعَ وَصَنَّفَ

যাঁরা হাদীসের গ্রন্থ সংকলন ও রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে তিনি একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি।

হারব আল-কিরমানী (রহঃ) বলেন ঃ

اَمْلٰى عَلَينَا نَحْوًا مِنْ عَشَرَةِ الاٰلفِ حَدِيثٍ مِن حِفظِهِ

তিনি আমাদের সামনে তাঁর মুখস্থ হাদীস থেকে প্রায় দশ সহস্র হাদীস একাধারে উপস্থাপন করেন।

সা'ঈদ ইব্‌ন মানসূর ২২৭/৮৪১ সনে রামাযানুল মুবারকে মক্কা মুকাররমায় ইন্‌তিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

যাহাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৪১৬।

৩৯. সিরাজুদ্দীন বালকীনী, *মাহাসিনুল ইসতিলাহ ওয়া তাযমীনু কিতাবি ইব্‌নিস্ সালাহ* (কায়রো, মিসর, তা. বি.), পৃ ঃ ৯১।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু যেহেতু জারহ্ ও তা'দীল, রিওয়ায়াতের বিশুদ্ধতা, দৃঢ়তা, দোষগুণ বের করা ইত্যাদি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের প্রেক্ষিতে পৃথক পৃথক হয়ে থাকে, তাই কেউ কেউ আপত্তি উত্থাপন করেছেন যে, ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর বক্তব্য " اِنَّمَا وَضَعْتُ هٰهُنَا مَا اَجْمَعُوْا عَلَيْهِ " সত্ত্বেও তাতে কিছু কিছু ক্রটিযুক্ত হাদীস পাওয়া যায়।

শায়খ ইব্নুস্ সালাহ (রহঃ) দু'টি পদ্ধতিতে এর জবাব দিয়েছেন। যেমনটি ইমাম নববী (রহঃ)-তাঁর থেকে উদ্ধৃত করেছেন ঃ

১. এ বক্তব্য দ্বারা ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সহীহ মুসলিমে কেবল সে সব হাদীসই তিনি সংকলন করেছেন, যাতে বিশুদ্ধ হাদীসের সর্বসম্মত শর্তাবলী বিদ্যমান। যদিও কিছু সংখ্যক হাদীসে বিশুদ্ধতার শর্ত বিদ্যমান থাকার ব্যাপারটি কারও কারও নিকট অস্পষ্ট।

২. ইমাম মুসলিম (রহঃ) এ বক্তব্যের দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন--তিনি সহীহ মুসলিমে এমন কোন হাদীস লিপিবদ্ধ করেন নি, যাতে মূল হাদীসের সনদ বা পাঠ কোন ক্ষেত্রেই সিকাহ্ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস শাস্ত্রবিদগণ মতপার্থক্য করেছেন। তাঁর বক্তব্যের উদ্দেশ্য এ নয় যে, তাঁর হাদীসে বিদ্যমান রাবীগণের মধ্য হতে কোন কোন রাবীর নির্ভরশীলতা সম্পর্কে কেউই কোন ভিন্নমত পোষণ করেন নি। তাঁর বক্তব্য দ্বারা বাহ্যত এ অর্থই অনুমিত হয়।[৪০]

উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) যেসব হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, সেগুলো বিশুদ্ধতার সর্বগুণে গুণান্বিত। হাদীস বিশারদ, ফকীহ্ প্রমুখ বিদূষীগণ এরূপই বলে থাকেন।

হাফিয 'ইরাকী (রহঃ) তাঁর এক কবিতায় বলেন ঃ

وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَّا قَدْ اَسْنَدَ -- كَذَا له ، وَقِيْلَ ظَنًّا وَلَدَا

مُحَقِّقِيْهِمْ قَدْ عَزَاهُ النَّوَوِىُّ -- ....

অতঃপর কবিতার ব্যাখ্যায় তিনি নিজেই বলেন ঃ

مَا اَسْنَدَهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ

---

৪০. নববী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৬।

মূল 'আরবী ঃ

وَقَدْ أَجَابَ الشَّيْخُ ابنُ الصلاحِ رَحِمه اللهُ تعالىٰ : عَلىٰ هٰذا الإِشْكَالِ كَمَا نَقَلَهُ عَنه النَّوَوِيُّ رَحِمَه اللهُ تعالىٰ حَيْثُ قالَ : وجوَابُه مِن وَجْهَيْنِ :

أحدُهما : أنَّ مُرَادَه أَنَّه لم يَضَعْ فِيهِ الا مَا وجدَ عندَه فِيه شُرُوط الصَّحِيحِ المُجْمَع عَليه وإنْ لم يَظْهَر اجتِمَاعُها فِى بَعْضِ الأَحَادِيثِ عِندَ بَعْضِهِمْ .

والثانى : إِنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ لم يضَعْ فِيهِ ما اختلَفَ الثِّقَاتُ فِيهِ فِى نَفْسِ الحَدِيثِ متنًا او إِسناداً ولم يَرِدْ ما كانَ اختلافُهم إنّما هُوَ فى تَوْثِيق بعضِ رُوَاتِه وَهٰذا هو الظاهِرُ مِنْ كَلامِهِ ....

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) মুত্তাসিল সনদ সহকারে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেগুলো সর্ববিচারেই বিশুদ্ধ। ইমাম ইব্‌নুস্ সালাহ্ (রহঃ) অনুরূপ কথাই বলেন। তিনি বলেন ঃ স্বভাবতই এর দ্বারা সুনিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়। তাঁর এ বক্তব্যটি সেসব লোকের বিপরীত, যারা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বিদ্যমান হাদীসের দ্বারা يقيني বা সুনিশ্চিত জ্ঞান হবার কথা অস্বীকার করেন। তারা বির্তকের সূত্রপাত করে বলেন ঃ এ সব হাদীস দ্বারা মূলত ظني বা অনিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়। আর মুসলিম উম্মাহ এগুলো এ কারণেই গ্রহণ করে নিয়েছেন যে, তাঁরা অনিশ্চিত বিষয়ের ওপর 'আমল করাকেই অপরিহার্য বলে মনে করেন। আর ظني বা ধারণা প্রসূত ও অনিশ্চিত জ্ঞান ভুলও হতে পারে। হাফিয যায়নুদ্দীন 'ইরাকী (রহঃ) বলেন ঃ আমি প্রথমে এ বিপরীত মতের প্রতিই ঝুঁকে পড়ি এবং একে শক্তিশালী অভিমত বলে ধরে নিই। তারপর আমার নিকট স্পষ্ট হয় যে, আমি প্রথমে যে মাযহাব অবলম্বন করেছিলাম সেটাই শুদ্ধ। কেননা, যে সম্প্রদায়কে ভুল হতে সুরক্ষা করা হয়েছে তাঁদের ধারণা ভুল হতে পারে না।

অতঃপর হাফিয 'ইরাকী (রহঃ) বলেন ঃ অনুরূপ মত প্রকাশ করেন মুহাম্মদ ইব্‌ন তাহির আল মাকদিসী, আবূ নসর 'আবদুর রহীম ইব্‌ন 'আবদুল মালিক ইব্‌ন ইউসুফ (রহঃ) প্রমুখ।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন ঃ ইমাম ইব্‌নুস সালাহ (রহঃ) হাদীসের অভিজ্ঞ পণ্ডিত ও অধিকাংশ লোকের মতের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছেন। তাঁরা বলেন ঃ যেসব হাদীস মুতাওয়াতির নয়, সেসব হাদীস দ্বারা ধারণা প্রসূত জ্ঞান লাভ হয় না।[৪১]

তবে ইমাম নববী (রহঃ)-এর বক্তব্য " أَنَّ الْمُحَقِّقِيْنَ خَالَفُوْا ابْنَ الصَّلَاحِ " সর্বাংশে ঠিক নয়। কারণ অনেক গবেষককে আমরা দেখি ইমাম ইব্‌নুস্ সালাহ (রহঃ)-এর সাথে একমত পোষণ করেছেন। কিছুক্ষণ পরে এ বিষয়ে আমরা আলোকপাত করব ইন্‌শা'আল্লাহ্।

শায়খ যাকারিয়া আনসারী (রহঃ) হাফিয ইরাকী (রহঃ)-এর কবিতাংশের ওপর আলোকপাত করে বলেন ঃ

وَاَقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَّا قَدْ اَسْنَدَا -- كَذَا له وَقِيْلَ ظَنًّا وَلَدَا -

مُحَقِّقِيْهِمْ قَدْ عَزَاهُ النَّوَوِيُّ -- ....

এ কথার অর্থ এই যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) একত্রে ও পৃথক পৃথকভাবে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেগুলো নিশ্চিতই বিশুদ্ধ। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ لَا تَجْمَعُ اُمَّتِى عَلٰى ضَلَالَةٍ আমার উম্মত কোন ভুলের ওপর একমত হতে পারে না। এতেই প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম উম্মাহ কোন বিষয়ে একমত হলে তাঁরা ভুল থেকে সুরক্ষিত থাকেন। আর এ সুরক্ষিত উম্মাহ একমত হয়ে সহীহাইনে বিন্যস্ত সমস্ত হাদীস গ্রহণ

---

৪১. *আত্-তাবসিরাতু ওয়াত্ তাযকিরাহ,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। এটাই স্বাভাবিক জ্ঞানের উপকার প্রদান করে। কেননা, যাঁরা ভুল হতে সুরক্ষিত তাঁদের ধারণা ভুল হতে পারে না। ইমাম ইব্‌নুস্ সালাহ্ (রহঃ) একটি জামা'আতের অনুসরণ করেই এ বক্তব্য প্রদান করেছেন।

সারকথা, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বিদ্যমান সমুদয় হাদীস অকাট্যরূপে বিশুদ্ধ এবং এটি জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান করে ।[৪২]

ইমাম ইব্‌নুস্ সালাহ (রহঃ) তাঁর মুকাদ্দিমায় বলেন ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁদের গ্রন্থদ্বয়ে 'মুত্তাসিল' সনদ সহকারে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন, নিঃসন্দেহে সে সব হাদীসের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতার হুকুম প্রদান করা হয়েছে।[৪৩]

তিনি আরও বলেন ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর কিতাবটি রচনা করেছেন, তার বিপরীতে বিশুদ্ধ হাদীস ছাড়া অন্য কোন প্রকার হাদীস " তারাজিমুল আব্‌ওয়াবে" অথবা বিশুদ্ধ হাদীসের চেয়ে নিম্নমান সম্পন্ন কোন হাদীস তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন, এমনটি খুব কমই পাওয়া যাবে। আর এ বিষয়টি তিনি যে তাঁর গ্রন্থের নাম রেখেছেন তা থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। তিনি গ্রন্থের নাম দিয়েছেন ঃ

الجَامِعُ المُسْنَدُ الصَّحِيحُ المُخْتَصَرُ مِنْ اُمُوْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَنِهِ وَاَيَّامِهِ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যাবতীয় ব্যাপার --- কাজকর্ম, সুন্নত ও সমকালীন অবস্থা সম্পর্কে নির্ভুল সনদযুক্ত হাদীসসমূহের সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ সংকলন।

বিশেষত যে বিষয়টি আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি- ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর বক্তব্য-- " مَا اَدْخَلْتُ فِىْ كِتَابِ الجَامِعِ اِلاَّ مَا صَحَّ " থেকেও বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে। হাফিয আবূ নসর আল ওয়াইলী আস্-সাজযী (রহঃ)-এর বক্তব্য থেকেও এ কথা প্রমাণিত হয়।[৪৪]

---

৪২. যাকারিয়া আল আনসারী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬৯ ।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ الشَيخُ زَكَرِيَّا الاَنْصَارِىُّ رَحِمَهُ اللهُ مُعلقاً عَلىٰ نَظمِ العِرَاقِىِّ " وأَقطَعُ بِصِحَّةِ لِمَّا قَدْ أَسنَدَا " اى البُخَارِىُّ ومُسلِمُ مُجتَمِعِيْنَ وَمُنفَرِدِيْنَ لِتَلَقِّىْ الاُمَّةِ المَعصُومَةِ فِى اِجمَاعِها بِخَبَرِ -

" لاتَجْمَعُ أُمَّتِى عَلىٰ ضَلاَلَةٍ " لِذٰلِكَ بِالقَبُوْل ، وَهٰذا يُفِيدُ عِلمًا نَظَرِيًّا . لِأَنَّ ظَنَّ مَنْ هُوَ مَعصُومٌ مِنَ الخَطَاِ لايُخطِئُ كَذَا قاله ابنُ الصَّلاحِ تَبعًا لِجَمَاعَةٍ - وحَاصِلُه أَنَّ ذَالِكَ صَحِيحٌ قَطعًا وأنَّه يُفِيدُ عِلمًا -

৪৩. ইব্‌নুস সালাহ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২০।

৪৪. ইব্‌নুস সালাহ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২২।

Dhaka University Institutional Repository

'আল্লামা ইব্নুল আহ্দাল সহীহ বুখারী সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার পর বলেন ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সহীহ বুখারীর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সকলেই একমত। এমন কি যদি কেউ এরূপ শপথ করে বলে যে, 'সহীহ্ বুখারীতে মহানবী (সাঃ) থেকে বর্ণিত সমুদয় হাদীস যদি বিশুদ্ধ না হয় তবে আমার স্ত্রী তালাক', তবুও তার স্ত্রীর ওপর তালাকের হুকুম প্রযোজ্য হবে না। একাধিক ফকীহ্ এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন এবং সমর্থন করেছেন।[৪৫]

ইমাম ইব্নুস্ সালাহ (রহঃ) আরও বলেন ঃ অবশেষে যখন আমরা অবগত হলাম যে, ইমামগণ তাঁদের গ্রন্থাবলীতে যেসব হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে গ্রহণ করেছেন, সেসব হাদীসই বিশুদ্ধ। যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। সুতরাং সে মতে সহীহ হাদীসের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

অতএব প্রথম পর্যায়ে পড়ে সে সব হাদীস, যা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়ই বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে সে সব হাদীস, যা কেবল ইমাম বুখারী (রহঃ) লিপিবদ্ধ করেছেন। তৃতীয় পর্যায়ে পড়ে সে সব হাদীস, যা কেবল ইমাম মুসলিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। আর এই প্রকার তিনটিই হচ্ছে সমস্ত প্রকারগুলোর মূল মাতৃকা।

তন্মধ্যে সর্বোচ্চ অবস্থান হচ্ছে সে সব হাদীসের, যে সব হাদীস সম্পর্কে হাদীস শাস্ত্রবিদগণ প্রায়শই বলে থাকেন ঃ " صَحِيحٌ مُتفقٌ عَلَيهِ " সাধারণত তাঁরা এ কথা বলে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর ঐকমত্যকেই বুঝিয়ে থাকেন। গোটা উম্মতের ঐকমত্যকে বুঝান না। তবে তাতে অবশ্য উম্মতের ঐকমত্যও সাব্যস্ত হয়। কেননা, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়ে একমত হয়ে যে হাদীস গ্রহণ করেছেন, গোটা উম্মতও সে হাদীসকে গ্রহণ করেছেন।

ওপরে বর্ণিত প্রকারগুলোর অন্তর্ভুক্ত হাদীসের সবই নিশ্চিতরূপে বিশুদ্ধ। এবং এর ওপর স্বভাবতই নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়। যারা এ হুকুমটি অস্বীকার করেন, তারা এর বিপরীত মত পোষণ করেন। বির্তকের অবতারণা করে তারা বলেন ঃ ওপরে বিবৃত হাদীসের প্রকারগুলো ظَن বা ধারণা প্রসূত জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান করে। তাই এমন হাদীসের ওপর 'আমল করা ওয়াজিব। কিন্তু

---

৪৫. ইব্নুল 'ইমাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩৫-১৩৬।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ ابنُ الأَهدَلِ بَعدَ الأَطنَابِ فِي ذِكرِ البُخَارِى رَحِمَهُ اللهُ تَعالىٰ " أَجمَعَ النَاسُ عَلىٰ صِحَّةِ كِتَابِهِ ، حَتّىٰ لَوْ حَلَفَ حَالِفٌ بِطَلاَقِ زَوْجَتِهِ مَا فِى صَحِيحِ البُخَارِيِّ حَدِيثٌ مُسنَدٌ إِلىٰ رَسُولِ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ إِلاَّ وَهُوَ صَحِيحٌ عَنه كَمَا نَقَلَه ، مَا حَكَمَ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ نَقَلَ ذَلِكَ غَيرُ وَاحِدٍ مِّنَ الفُقَهَاءِ وَقَرَّرُوهُ -

Dhaka University Institutional Repository

ধারণা কখনও কখনও ভুল প্রমাণিত হয়। ফলে আমিও প্রথমত সে দিকে ঝুঁকে পড়ি এবং সে বিষয়টিকে শক্তিশালী অভিমত বলে মনে করি। তারপর আমি বুঝতে পারি যে, প্রথমে আমরা যে মতটি গ্রহণ করেছি, সেটাই সহীহ। কেননা, ভুল হতে সুরক্ষিত লোকদের ধারণা ভুল হতে পারে না। আর উম্মত যখন কোন বিষয়ে একমত, তখন তাঁরা ভুল হতে সুরক্ষিত। এ জন্যই কোন উদ্ভাবিত বিষয়ের ওপর উম্মতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলে তা অনিবার্যরূপে দলীল হিসেবে গৃহীত হবে। আর 'আলিমগণের অধিকাংশ ইজমা'-ই এরূপ। প্রকৃতপক্ষে এ সূক্ষ্ম বিষয়টিই উপকারী।

এ আলোচনার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে-- ইমাম বুখারী (রহঃ) ও মুসলিম (রহঃ) পৃথক পৃথকভাবে যে সব হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন, এর সবগুলোই অকাট্যরূপে বিশুদ্ধতার বিচারে উত্তীর্ণ। কারণ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থদ্বয় গোটা উম্মত গ্রহণ করেছেন। সামান্য কিছু শাব্দিক ও আক্ষরিক পরিবর্তন ছাড়া হাদীসের হাফিযগণের মধ্য হতে ইমাম দারা কুতনী (রহঃ) প্রমুখ হাদীস শাস্ত্রের পরখকারীগণ এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আর হাদীসের যাচাই-বাছাই-এর বিষয়টি খুবই প্রসিদ্ধ।[৪৬] বাকী মহান আল্লাহ্ই সর্বাধিক অবগত।

শায়খ ইব্নুস্ সালাহ্ (রহঃ) তাঁর সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন যেমনটি ইমাম নববী (রহঃ) তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। "ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁর কিতাবে যে সব হাদীস বিশুদ্ধ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তা সন্দেহাতীতরূপে বিশুদ্ধ। এ বিশুদ্ধতার কারণেই এর মাধ্যমে عِلْمٌ نَظَرِىٌّ অর্জিত হয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) যে সব হাদীসকে বিশুদ্ধ বলেছেন, সে সব হাদীসের হুকুমও তাই । এটা এ কারণে যে, সমস্ত উম্মত সে সব হাদীস গ্রহণ করেছেন। কিছু সংখ্যক লোক অবশ্য এর সাথে একমত নন ; বরং সর্বসম্মত বিষয়ের সাথে দ্বিমত পোষণ করে থাকেন। তবে এদেরকে হিসাবেই ধরা হয় না।"

শায়খ ইব্নুস্ সালাহ (রহঃ) আরও বলেন ঃ অবশ্য যে সব হাদীস মুতাওয়াতিরের স্তর হতে কিছুটা নিম্ন পর্যায়ের, সে সব হাদীস সম্পর্কে 'উম্মাহ্ তা গ্রহণ করে নিয়েছেন' বলে আমাদের দাবী এবং এর সত্যতা 'ইলমি নযরী (عِلْمٌ نَظَرِىٌّ)-কে অপরিহার্যরূপে সাব্যস্ত করে। উসূলবিদগণের মধ্য হতে কিছু কিছু গবেষক তা অস্বীকার করেন। তবে সে সব হাদীসকে তারা এ জন্য গ্রহণ করেন যে, ধারণা প্রসূত জ্ঞান লাভ হয় এমন হাদীসের ওপর'আমল করাও অপরিহার্য এ বিষয় তাঁরা স্বীকার করেন তবে বলেন যে, ধারণা প্রসূত জ্ঞান কখনও কখনও ভুল হতে পারে। শায়খ ইব্নুস্ সালাহ আরও বলেন ঃ ধারণা প্রসূত উপায়ে অর্জিত জ্ঞান যে কখনও ভুল হতে পারে-- এ বিষয়টির এখন আর কোন অস্তিত্ব নেই ; বরং তা তিরোহিত হয়ে গেছে। কারণ, যাঁরা ভুল হতে সুরক্ষিত তাঁদের ধারণা ভুল হতে পারে না। আর মুসলিম উম্মাহ্র ঐকমত্য ভুল হতে সুরক্ষিত হয়েছে।[৪৭]

---

৪৬. ইব্নুস সালাহ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৩-২৫।

৪৭. নববী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৯-২০।

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য ইমাম ইব্নুস্ সালাহ্ (রহঃ)-ই সর্ব প্রথম ব্যক্তি নন যিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) কর্তৃক সংকলিত হাদীস সম্পর্কে নিশ্চিত বিশুদ্ধতার অভিমত ব্যক্ত করেছেন ; বরং তাঁর পূর্বে হাদীস, ফিক্হ ও কালাম শাস্তবিদগণের মধ্য হতে অনেক আহ্লে 'ইলমই তাঁর অগ্রগামী।

হাফিয 'ইরাকী (রহঃ) বলেন ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) কর্তৃক সংকলিত হাদীস অকাট্যরূপে বিশুদ্ধ এ বিষয়ে যারা জোর দাবী তুলেছেন, তাঁদের অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছেন, (ক) হাফিয আবুল ফযল মুহাম্মদ ইব্ন তাহির আল্ মাকদিসী, (খ) আবূ নসর 'আবদুর রহীম ইব্ন 'আবদুল খালিক ইব্ন ইউসুফ প্রমুখ মনীষীগণ। তাঁরা বলেন এসব হাদীস অকাট্যরূপেই বিশুদ্ধ।[৪৮]

আমার মতে উক্ত মনীষীদ্বয় ছাড়া আরও অনেক সুধীই রয়েছেন, যাঁরা এ বিষয়ে অভিমত দিয়েছেন যে, সহীহাইনে যে সমস্ত হাদীস রয়েছে তা সবই অকাট্যরূপে বিশুদ্ধ। পূর্বসূরী সর্বসাধারণ ও হাদীস বিজ্ঞানীগণের অভিমতও তাই।

'আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন ঃ তারপর সহীহ বুখরী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে জমহুর 'আলিমগণের মতে সহীহ বুখারী-ই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। জামি' বুখারীতে স্বয়ং ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ ছয় লক্ষ হাদীসের সমাহার থেকে যাচাই-বাছাই করে এই সহীহ গ্রন্থটি সংকলন করেছি এবং প্রতিটি হাদীস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে আমি দু'রাক'আত করে নামায আদায় করেছি।

সুতরাং বিশুদ্ধ হাদীসের প্রকারভেদের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম। যার ওপর হাদীস বিশারদগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তার পরের স্তর হচ্ছে কেবল ইমাম বুখারী (রহঃ) যা গ্রহণ করেছেন। তার পরের স্তরে রয়েছে কেবল ইমাম মুসলিম (রহঃ) কর্তৃক গৃহীত হাদীস।[৪৯]

---

৪৮. হাফিয 'ইরাকী, *আত্ তাকয়ীদু ওয়াল ঈযাহ শারহু মুকাদ্দামাতি ইব্নিস সালাহ* (কায়রো, মিসর, তা.বি.), পৃঃ ৪১।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ الحَافِظُ العِرَاقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالىٰ : إِنَّ مَا ادَّعَاهُ مَنْ أَنَّ مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهِ قَدْ سَبَقَهُ إِلَيْهِ الحَافِظُ أَبُو الفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرِ المَقْدِسِيُّ وَأَبُو نَصْرٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الخَالِقِ بْنِ يُوسُفَ فَقَالاَ إِنَّهُ مَقْطُوعٌ بِهِ -

৪৯. ত্বীবী, *আল্-খুলাসাতু ফী উসূলিল হাদীস* (কায়রো, মিসর, তা.বি.), পৃঃ ৩৬ ।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ الاِمَامُ الطِّيبِى رَحِمَهُ اللهُ تَعَالىٰ : ثُمَّ البُخَارِيُّ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الجُمْهُورِ وَفِى الجَامِعِ قَالَ البُخَارِىُّ خَرَّجْتُ الصحيحَ مِنْ زُهَاءِ سِتِّمِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ وَمَا وَضَعْتُ فِيهِ حَدِيثًا إِلاَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ - وَأَعْلىٰ اقسامِ الصَّحِيحِ : ما اتَّفَقَا عَلَيْهِ ثُمَّ مَا انفرَدَ بِهِ البُخَارِيُّ ثُمَّ مُسلِمٌ ....

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন ঃ বিশুদ্ধ হাদীস কয়েক প্রকারে বিভক্ত। সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও মুসলিম (রহঃ) কর্তৃক ঐকমত্যরূপে সংকলিত হাদীস। তার পরের স্তরে রয়েছে ইমাম বুখারী (রহঃ) কর্তৃক সংকলিত হাদীস। তার পরের স্তরে রযেছে ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর হাদীস এবং তার পরের স্তরে রয়েছে সেসব হাদীস, যা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্তসাপেক্ষ হয়।[৫০]

তিনি আরও বলেন ঃ হাদীস বিজ্ঞানীগণ যেমন বলেন ঃ " صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ " অথবা " صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ " তখন এর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর ঐকমত্য প্রকাশিত হয়। অপরদিকে শায়খ ইব্নুস্ সালাহ্ (রহঃ) উল্লেখ করেছেন যে, যেসব হাদীস ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) অথবা তাঁদের কোন একজনও রিওয়ায়াত করেছেন, সেসব হাদীস অবশ্যই বিশুদ্ধ। আর এর মাধ্যমে অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয়।[৫১]

শায়খ ইব্নুস্ সালাহ (রহঃ) তাঁর আলোচনার এক পর্যায়ে বলেন ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়ই যে হাদীস গ্রহণ করেছেন, সে হাদীসের বর্ণনাকারী অকাট্যরূপে নির্ভরযোগ্য। নিঃসন্দেহে সেটি প্রমাণিত। কারণ, গোটা উম্মত তা গ্রহণ করে নিয়েছেন। তবে এর দ্বারা নযরী জ্ঞান অর্জিত হয়। আর তা মুতাওয়াতির হাদীসের ন্যায়ই। অবশ্য মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা জরুরী বা অপরিহার্য জ্ঞান অর্জিত হয়। আর উম্মাহ্ যে সব হাদীস গ্রহণ করে নিয়েছেন সেটি নযরী জ্ঞান প্রদান করে। উপরন্ত গোটা মুসলিম উম্মাহ্ এ বিষয়ে একমত যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) যে হাদীসের বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে একমত সে হাদীস সত্য ও সঠিক।[৫২]

ইমাম হাকিম আবূ 'আবদুল্লাহ নীশাপূরী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থ "لمَدْخَلُ إِلَى كِتَابِ الإكليل" -এর মধ্যে বলেন ঃ বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ মোট দশ ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে পাঁচ প্রকার হাদীস হচ্ছে "মুত্তাফাকুন 'আলাইহি" তথা মতৈক্যপূর্ণ। (خَمْسَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا) আর বাকী পাঁচ প্রকার হচ্ছে - মুখতালাফ ফীহ বা মতপার্থক্যপূর্ণ।

'মুত্তাফাকুন 'আলাইহি'-এর প্রথম পাঁচ প্রকার হাদীসের মধ্যে প্রথম প্রকার ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) কর্তৃক গৃহীত। বিশুদ্ধ হাদীসের মধ্যে এটি হচ্ছে প্রথম পর্যায়ের। নিম্নোক্ত গুণাবলী বিদ্যমান না থাকলে তাঁরা সেসব হাদীস তাঁদের গ্রন্থাবলীতে অন্তর্ভুক্ত করেন নি। আর তা হল ঃ হাদীসটি কোন প্রসিদ্ধ সাহাবী কর্তৃক রাসূলে করীম (সাঃ) থেকে বর্ণিত হতে হবে এবং তাঁর সাথে কমপক্ষে আরও দু'জন বা ততোধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বর্ণনা থাকবে। অতঃপর কোন প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ সে হাদীস সাহাবী থেকে বর্ণনা করবেন। তাঁর সাথেও আবার দুই বা

---

৫০. *তাদরীবুর বারী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২২-১২৩ ।

৫১. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩২।

৫২. নববী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২০।

Dhaka University Institutional Repository

ততোধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনা থাকতে হবে। তারপর তাঁর নিকট থেকে রিওয়ায়াত করবেন তাবি' তাবি'ঈগণের মধ্য হতে নির্ভরযোগ্য, প্রসিদ্ধ বা সে যুগের হাফিযুল হাদীসগণের মধ্য হতে কোন রাবী এবং তার সাথেও চতুর্থ পর্যায়ের কিছু সংখ্যক রাবী হাদীসটি বর্ণনা করবেন। তার পরের স্তরে বিদ্যমান থাকবেন ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শায়খ। তিনি হবেন হাফিযুল হাদীস, নির্ভরযোগ্য এবং রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠরূপে প্রসিদ্ধ। এসব গুণে গুণান্বিত হাদীসগুলোই বিশুদ্ধতার শীর্ষ পর্যায়ে অবস্থিত।

'আল্লামা হাকিম (রহঃ) বলেন ঃ এ সব শর্তে উত্তীর্ণ হাদীসের সংখ্যা দশ হাজারের অধিক নয়।

দ্বিতীয় প্রকারভুক্ত হাদীসও প্রথম প্রকারের ন্যায়। তবে সাহাবীগণের মধ্য হতে মাত্র একজন রাবী সে হাদীসের মূল বর্ণনাকারীর সাথে থাকবেন।

তৃতীয় প্রকারভুক্ত হাদীসও প্রথম প্রকার হাদীসের ন্যায়। তবে মূল রাবীর সাথে তাবি'ঈগণের মধ্য হতে কেবল একজন বর্ণনাকারী থাকবেন।

হাকিম আবূ 'আব্দুল্লাহ ও ইবনুল আসীর (রহঃ)[৫৩] বলেন ঃ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে এ প্রকার কোন রিওয়ায়াত বিদ্যমান নেই। আর তাতে সমস্ত হাদীসই বিশুদ্ধ। এসব হাদীস ন্যায়পরায়ণ রাবীগণ হতে ন্যায়পরায়ণ রাবীগণ বর্ণনা করে থাকেন। এসব হাদীস সব যুগের ফকীহ্গণের মধ্যেই গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে আসছে এবং এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়েছে। তবে হাফিয ইব্ন হাজার (রহঃ) তাঁর সূক্ষ্ম আলোচনায় বলেন ঃ অবশ্য সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে অল্প কিছু রিওয়ায়াত আছে, যা এই তৃতীয় প্রকারভুক্ত।

---

৫৩. তাঁর পুরো নাম ঃ 'ইয্যুদ্দীন আবুল হাসান 'আলী ইব্নুল আসীর আবুল কারাম মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল করীম ইব্ন 'আবদুল ওয়াহিদ আশ-শায়বানী। তিনি হাদীসের প্রখ্যাত হাফিয ও ইমাম ছিলেন। তিনি ৫৫৫/১১৬০ সনে জাযীরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আবুল ফযল আত্‌তূসী, ইয়াহ্ইয়া আস্-সাকাফী, 'আবদুল মুন'ঈম ইব্ন কুলাইব, ইয়া'ঈয়াশ ইব্ন সাদাকাহ, ইব্ন সাকীনাহ ও আবুল কাসিম ইব্ন সারসারী (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দিস হতে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর থেকে ইব্নুদ্ দুরাইসী, কাওসী, মাজদুদ্-দীন আল-'উকায়লী, শারফুদ্দীন ইব্ন 'আসাকির (রহঃ) প্রমুখ বহু মুহাদ্দিস হাদীস শ্রবণ করেন।

كَانَتْ دَارُه مَجمَعَ الفُضَلَاءِ ، وَكَانَ مُكملاً فِى الفَضَائِلِ عَلَّامَةً نَسَابَةً اَخبارِيًّا عَارِفًا بِالرِّجَالِ وَ اَنسَابِهِمْ لَا سَيِّمَا الصَّحَابَةِ مَعَ الاَمَانَةِ وَالتَّوَاضُعِ وَ الكَرَمِ -

ইব্নুল আসীর বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ আত্-তারীখ, মা'রিফাতুস্-সাহাবা, আল-আনসাব, আল-কামিল ইত্যাদি। তিনি ৬৩০/১২৩২ সনে শা'বান মাসের শেষ দিন ইন্তিকাল করেন।

যাহাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৩৯৯-১৪০০।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ প্রকারের মধ্যে মুফরাদ ও গরীব হাদীস লিপিবদ্ধ রয়েছে, যা নির্ভরযোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ রাবী কর্তৃক বর্ণিত। ফলে ইমাম বুখারী (রহঃ) তন্মধ্য হতে কোন হাদীসই গ্রহণ করেন নি। তবে ইমাম মুসলিম (রহঃ) কিছু কিছু গ্রহণ করেছেন।

পঞ্চম প্রকার হচ্ছে সেসব হাদীস যা ইমামগণের একটি সম্প্রদায় রিওয়ায়াত করেছেন। আর এ হাদীসগুলো ইমামগণ তাঁদের পিতার মাধ্যমে তাঁদের দাদা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। পক্ষান্তরে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া পিতার মাধ্যমে দাদাদের থেকে মুতাওয়াতির পদ্ধতিতে রিওয়ায়াতের আর কোন নযীর নেই। যেমন 'আমর ইব্ন শু'আইব (রহঃ) কর্তৃক তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণিত হাদীসের ছোট গ্রন্থ রচনা । এমনিভাবে বাহয ইব্ন হাকীম (রহঃ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণিত হাদীসের সহীফা। যেমন

عَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ، بَهْزُبنُ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ,.............

তাঁদের পিতামহগণ ছিলেন সাহাবী। পক্ষান্তরে প্রপৌত্রগণও ছিলেন নির্ভরযোগ্য। এ জন্যই এসব হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়। ফলে হাদীসের গ্রন্থাবলীতে ইমামগণ এসব হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এসব হাদীস গ্রহণ করা হয় নি।

হাকিম নীশাপূরী (রহঃ) বলেন ঃ ইমামগণের গ্রন্থাবলীতে এ পাঁচ প্রকার হাদীসের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যদিও বা প্রথম প্রকার ব্যতীত সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বাকী চার প্রকারের কোন প্রকার হাদীস গ্রহণ করা হয় নি।

তারপর তিনি দ্বিতীয় প্রকারভুক্ত হাদীসের আলোচনা করেন। আর সেগুলো হলো মুরসাল ও মুদাল্লাস হাদীস। যখন সে হাদীসের শ্রবণের বিষয়টি উল্লেখ থাকবে না। আর যেসব হাদীস নির্ভরযোগ্য রাবীগণ মুসনাদরূপে এবং মুরসালরূপেও বর্ণনা করেছেন। আর এগুলো হল সেসব রাবীগণের রিওয়ায়াত যাঁরা হাফিযুল হাদীসরূপে প্রসিদ্ধ নন। আবার সেসব مبتدع বা বিদ'আতীদের রিওয়ায়াতও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যারা ছিলেন সত্যনিষ্ঠ।[৫৪]

এখানে বলা যায় যে, হাকিম নীশাপূরী (রহঃ) প্রথম প্রকারের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, প্রথমে প্রসিদ্ধ সাহাবী যে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন, সে হাদীসের আরও দু'জন নির্ভরযোগ্য রাবী সাহাবীগণের মধ্য হতে থাকতে হবে, বাহ্যত হাকিম (রহঃ) তাঁর শর্ত থেকে সরে এসেছেন। কারণ, সহীহাইন তথা বুখারী ও মুসলিম পর্যালোচনা করলে অল্প কিছু হাদীস এমনও পাওয়া যায়, যা সাহাবী থেকে মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করেছেন। ইমাম সাখাভী (রহঃ) বলেন ঃ আমি হাকিম নীশাপূরীর বক্তব্য থেকে সাহাবীগণের কথা আলাদা হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে দেখতে পেয়েছি। অবশ্য তা প্রথমোক্ত বক্তব্যের বিপরীত হতে পারে। আর সম্ভবত তিনি তার প্রথমোক্ত বক্তব্য থেকে সরে এসেছেন।

---

৫৪. 'আবদুল কাদির আরনাভূত, *জামি'উল উসূল ফী আহাদিসির রাসূল,* ১ম খণ্ড (দামিশ্ক, সিরিয়া), পৃঃ ১৬০-১৭২।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং তিনি বলেন ঃ একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী থেকে যখন আমরা একজন প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ ছাড়া আর কোন বর্ণনাকারীর সন্ধান পাব না, তখন আমরা সে হাদীস দ্বারাই দলীল গ্রহণ করব এবং আমরা তাঁর হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে ঘোষণা করব। কেননা, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়ের শর্ত মুতাবেকেই হাদীসটি বিশুদ্ধ। কারণ, ইমাম বুখারী (রহঃ) মিরদাসুল আসলামী ও 'আদী ইব্ন 'উমায়রাহ্ (রহঃ)-এর হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। যে হাদীসটি তাঁদের থেকে কায়স ইব্ন আবী হাযিম (রহঃ) ছাড়া আর কেউ রিওয়ায়াত করেন নি। অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিম (রহঃ) "মালিক আশ্‌জা'য়ী তাঁর পিতার নিকট থেকে" এবং "মিজযাত ইব্ন যাহির আসলামী তাঁর পিতার নিকট থেকে" যে সব হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন, সে সব হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন।

ইমাম সাখাভী (রহঃ) বলেন ঃ এমতাবস্থায় হাকিম নীশাপূরী (রহঃ)-এর বক্তব্যটি যথার্থ বিবেচিত হয় এবং তাঁর ওপর আরোপিত সমালোচনাও অপসারিত হয়ে যায়। 'আদী ইব্ন 'উমায়রার হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহঃ) গ্রহণ করেন নি ; বরং ইমাম মুসলিম (রহঃ) গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে কায়স ইব্ন আবূ হাযিম তাঁর থেকে একা হাদীস গ্রহণ করেন নি ; বরং অন্যরাও গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী (রহঃ) মিজযাত ইব্ন যাহির আসলামী (রহঃ)-এর হাদীস গ্রহণ করেছেন কিন্তু ইমাম মুসলিম (রহঃ) করেন নি। তবে হ্যাঁ, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়ই মুসাইয়্যেব ইব্ন হাযন থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মুসাইয়্যাব ইব্ন হাযন থেকে কেবল তাঁর ছেলে সা'ঈদ বর্ণনা করেছেন। তবে সিয়ার-এর মধ্যে তার আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে।[৫৫]

অতএব ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) যেসব হাদীস নির্বাচন করেছেন সেগুলো সর্বসম্মতরূপে বিশুদ্ধতার শীর্ষ পর্যায়ে রয়েছে।

ইমাম নববী (রহঃ) নিশ্চিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদীস লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাতে হাসান ও য'ঈফ জাতীয় কোন হাদীস বিদ্যমান নেই। তবে অন্যান্য গ্রন্থাবলীতে এই জাতীয় হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। ইমাম নববী (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল "সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম প্রমুখ প্রসিদ্ধ মুসনাদ গ্রন্থাবলী এবং সুনানে আবূ দাউদ, জামি' তিরমিযী ও নাসা'ঈতে কি অশুদ্ধ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে ? অথবা বাতিল হাদীস রয়েছে ? অথবা কোন্ কোন্‌টিতে এ জাতীয় হাদীস রয়েছে ? "

---

৫৫. সাখাভী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

জবাবে তিনি বলেন ঃ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বিশুদ্ধ হাদীস ব্যতীত কোন প্রকার হাদীস নেই। তবে অন্যান্য সুনান ও অধিকাংশ সুনান গ্রন্থেই সহীহ, হাসান, য'ঈফ, মুনকার ও বাতিল হাদীস রয়েছে। বাকী আল্লাহ্ই ভাল জানেন।[৫৬]

ইমাম নববী (রহঃ) এ কথার ওপর মুসলিম উম্মাহর ইজমা' পেশ করেছেন যে, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বিদ্যমান সমস্ত হাদীস বিশুদ্ধ এবং গ্রন্থদ্বয়ে বিদ্যমান সমস্ত হাদীসের ওপর 'আমল করা অপরিহার্য। যেমন তিনি তাঁর "তাহ্যীবুল আসমা'য়ি ওয়াল লুগাত" গ্রন্থে বলেছেন যে, সমস্ত 'আলিম 'উলামা এ বিষয়ে একমত যে, সংকলিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। তারপর তিনি বলেন- গোটা উম্মত এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন যে, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম এ গ্রন্থ দু'টি বিশুদ্ধ ও সহীহ এবং এদের হাদীসের ওপর 'আমল করা অপরিহার্য।[৫৭]

ইমাম ফসীহ হারুভী (রহঃ) বলেন ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) বা উভয়ের মধ্য হতে কোন একজন যা রিওয়ায়াত করেছেন, তা অবশ্যই বিশুদ্ধ এবং এর দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয়। তবে তা নযরী জ্ঞান, যরূরী বা আবশ্যিকরূপে অপরিহার্য জ্ঞান নয়।[৫৮]

---

৫৬. নববী, *ফাতাওয়া* (কায়রো, মিসর), পৃ ঃ ১১৯ ।

মূল 'আরবী ঃ

كَمَا جَزَمَ الإِمَامُ النَّبَوِى رَحِمَهُ اللهُ تعالىٰ : بِأُصَحِّيَةِ الصَّحِيحَيْنِ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيْهِمَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَوْ حَسَنٌ كَمَا هُوَ الحَالُ فِى الكُتُبِ الأُخْرٰى وَقَد سُئِلَ رَحِمَهُ اللهُ تعالىٰ هَلْ فِى صَحِيحِ البُخَارِى وَمُسْلِمٍ وَالمَسَانِيدِ المَشْهُورَةِ وَسُنَنِ أَبِى دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيّ والنَّسَائِيّ غَيْرُ صَحِيحٍ ؟ أَوْ أَحَادِيثُ بَاطِلَةٌ ؟ أَوْ فِى بَعْضِهَا دُونَ بَعضٍ ؟ فَأَجَابَ رَضِىَ اللهُ عَنهُ - أَمَّا البُخَارِى وَمُسْلِمٌ فَأَحَادِيْثُهُمَا صَحِيحَةٌ وَأَمَّا بَاقِى السُّنَنِ المَذكُورَةِ وأَكثَرُ المَسَانِيدِ فَفِيْهَا الصَحِيحُ والحَسَنُ والضَّعِيفُ والمُنكَرُ والبَاطِلُ، واللهُ أَعْلَمُ -

৫৭. নববী, ***তাহযীবুল আসমা'য়ি ওয়াল লুগাত***, ১ম খণ্ড (মিসর), পৃঃ ৭৩-৭৪ ।

৫৮. আবুল ফায়েয হারুভী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২০-২১ ।

মূল 'আরবী ঃ

قال الإِمَامُ فَصِيحُ الهَرَوِىُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالىٰ مَا رَوَيَاهُ أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَهُوَ مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِه أَىْ يُفِيدُ العِلْمَ القَطعِىَّ نَظَرًا لَا ضَرُورَةً -

Dhaka University Institutional Repository

অতএব, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর ঐকমত্য ভিত্তিক সংকলিত হাদীস, হাদীস বিজ্ঞানী 'উলামা এবং সর্বসাধারণ ও পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণের নিকট অকাট্যরূপে বিশুদ্ধ-- যেমনটি 'আল্লামা সিরাজুদ্দীন বালকীনী (রহঃ)[৫৯] উল্লেখ করেছেন। শীঘ্রই তার বাণী উল্লেখ করা হবে ইন্‌শাআল্লাহ্। কোন বিষয়ে যখন ইজমা'[৬০] সংঘটিত হয়, তখন সে বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত মনীষীবৃন্দের ইজমা'ই হয় অধিক নির্ভরযোগ্য। যেমন ফিক্‌হ সম্পর্কিত কোন মাস'আলার ক্ষেত্রে ফিক্‌হ শাস্ত্রীয় পণ্ডিতগণের ইজমা'ই সংঘটিত হয়ে থাকে। এমনিভাবে নাহ্‌ব বিষয়ে নাহ্‌ব শাস্ত্রজ্ঞ ও হাদীসের ক্ষেত্রে হাদীস শাস্ত্রবিদগণের ইজমা'ই গ্রহণ করা হয়।

---

৫৯. তাঁর পুরো নাম ঃ আবূ হাফস সিরাজুদ্দীন 'ওমর ইব্‌ন রাসলান ইব্‌ন নাসীর ইব্‌ন সালিহ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন শিহাব ইব্‌ন 'আবদুল হক অথবা 'আবদুল খালিক ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসাফির আল-কিনানী আল-'আসকালানী আশ্‌-শাফি'ঈ। তিনি ৭২৪/১৩২৩ সনে শা'বান মাসের ১২ তারিখে মিসরের বালকিন নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। মাত্র ৭ বছর বয়য়েই তিনি পবিত্র কুর'আন হিফয করেন। এছাড়া তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি তাঁর যুগের একজন প্রখ্যাত 'আলিম, হাফিয, ফকীহ্‌, মুজতাহিদ ও শায়খুল ইসলাম ছিলেন। তিনি 'আলী আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, তাকী উদ্দীন আস-সুবকী, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন কুমাহ্‌, আবী হাইয়্যান, ইসমা'ঈল ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, ইব্‌ন শাহিদ আল-জায়শ, শামসুদ্দীন ইসবাহানী, 'আবদুর রহমান ইব্‌ন ইউসুফ (রহঃ) প্রমুখ প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ থেকে হাদীস, ফিক্‌হ, উসূলে ফিক্‌হ, ফারা'য়িয ও নাহ্‌ব ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর কাছ থেকেও অনেক লোক বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করেন। ৮০৫/১৪০২ সনে যুলকা'আদাহ মাসের ১০ তারিখে সিরাজুদ্দীন বালকিনী ইন্‌তিকাল করেন।

যাহাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২০৬-২০৮।

৬০. ইজ্‌মা' অর্থ একমত হওয়া। রাসূলে করীম (সাঃ)-এর ইন্‌তিকালের পর ধর্মীয় যে কোন ব্যাপারে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মুজতাহিদগণের একমত হওয়াকে পরিভাষাগতভাবে ইজ্‌মা' বলা হয়। যে চারটি উসূল বা মূলনীতি অনুযায়ী ইসলামের বিধানসমূহ স্থিরীকৃত, ইজমা' তন্মধ্যে অন্যতম। কুর'আন এবং সুন্নাহর পরেই এর স্থান। পবিত্র কুর'আনের বিভিন্ন স্থানে পরোক্ষভাবে ইজমা'-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতগণ কখনও কোন ভ্রান্ত বিষয়ে একমত হবে না। সাধারণত যে বিষয়ে মতভেদের সৃষ্টি হয় এর কোন কোনটিতে ইজমা' হয়ে থাকে। ইজমা' প্রধানত কোন নির্দিষ্ট পরিষদ বা কাউন্সিলে স্থাপিত হয় নি। স্বাভাবিকভাবে এবং ক্রমান্বয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মুজতাহিদগণের মতের সমন্বয়ে এটা সাধিত হয়ে থাকে। উল্লিখিত শর্তানুসারে কোন ইজমা' সাধিত হলে তা দলীল (হুজ্জাত) রূপে স্বীকৃতি লাভ করে। যে ইজ্‌মা' দলীল (হুজ্জাত)-এ পরিণত হয়, তা মেনে চলা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। অধিকন্তু কোন ইজমা' দলীলে পরিণত হলে তা পরবর্তী সব যুগের জন্যই গ্রহণীয় হবে।

ইজ্‌মা' প্রধানত দু' প্রকার। ১. ইজমা' আস্‌-সাহাবা বা সাহাবীগণের ইজমা' ২. ইজ্‌মা' আল-উম্মাহ বা মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজ্‌মা'। সাহাবীগণের মধ্যে বিশিষ্ট মুজতাহিদগণ যে সকল বিষয়ে

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম ইবন তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন ঃ কোন হাদীসের সত্যতার ওপর যখন অবিসংবাদিত ইজমা' সংঘটিত হয়, তখন সে ক্ষেত্রে হাদীস শাস্ত্রবিদ 'আলিমগণের ইজমা'ই গ্রহণযোগ্য। যেমন শর'ঈ আহ্কামের ক্ষেত্রে আদেশ নিষেধমূলক জ্ঞানের অধিকারী 'আলিমগণের ইজমা' গ্রহণযোগ্য।[৬১]

অপর এক স্থানে তিনি বলেন ঃ ফিক্হ শাস্ত্রবিদ মনীষীবৃন্দ যখন কোন হুকুমের ক্ষেত্রে একমত হন তখন তা সঠিকই হয়ে থাকে। আর হাদীস শাস্ত্রবিদগণ যখন কোন হাদীসের বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে একমত হন তখন তা সত্য ও সঠিক হয়ে থাকে। আর এ উভয় সম্প্রদায়েরই স্ব-স্ব উদ্দিষ্ট বক্তব্যের সপক্ষে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট দলীল প্রমাণ রয়েছে--যা এ বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিবর্গ উপলব্ধি করতে পারেন।[৬২]

একমত হয়েছেন তাকে ইজ্মা' আস্-সাহাবা বলা হয়। পক্ষান্তরে সাহাবীগণের পরবর্তী যুগে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মুজতাহিদগণ যে সকল বিষয়ে একমত হয়েছেন তাকে ইজ্মা' আল-উম্মাহ্ বলা হয়। ইজ্মা' আস্-সাহাবা দলীলরূপে গৃহীত হওয়া সম্পর্কে অধিকাংশ 'আলিম একমত হলেও ইজ্মা' আল-উম্মতের দলীল হওয়া সম্পর্কে 'আলিমগণের বিশেষ মতভেদ রয়েছে। কোন কোন 'আলিমের মতে সাহাবীগণের যুগে ইজ্মা' সম্ভবপর হয়ে থাকলেও পরবর্তী যুগে মুসলিম জাহানের বিস্তৃতির দরুন এবং বিভিন্ন মাযহাব ও মতবাদের সৃষ্টি হওয়ায় কোন ইজমা' সম্ভবপর হয় নি। আহ্লে হাদীসের মতে উক্ত কারণে সাহাবীগণের ইজ্মা' ব্যতীত অন্য কোন ইজ্মা' দলীলরূপে গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে শী'আ সম্প্রদায় কখনও সুন্নী সম্প্রদায়ের ইজ্মা' স্বীকার করে না। অপর পক্ষে সুন্নী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মুজতাহিদগণ যে সকল ব্যাপারে একমত হয়েছেন, সেটাকে তাঁরা ইজ্মা' আল-উম্মতের গুরুত্ব

দান করেন না।

ইজ্‌মা' সাধারণত তিন প্রকারে সাধিত হয়ে থাকে। ১. কাওল বা কথায়, ২. ফি'ল বা কাজে, ৩. তাকরীর বা সমর্থনে এবং তা যথাক্রমে আল-ইজ্‌মা' আল-কাওলী, আল-ইজ্‌মা' আল-ফি'লী এবং আল্-ইজমা' আত্-তাক্‌রীরী নামে অভিহিত হয়ে থাকে ।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৯-১১।

৬১. ইব্‌ন তাইমিয়াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৫১-৩৫২।

মূল 'আরবী

قَالَ ابنُ تَيمِيَةَ رَحِمَهُ اللهُ تعالىٰ إِذَا كَانَ الإِجْمَاعُ عَلىٰ تَصدِيق الخَبَرِ مُوجِباً لِلْقَطْعِ بِهِ فالأِعْتِبَارُ فِى ذٰلك بِإجْماعِ اَهْلِ العِلمِ بِالحَدِيثِ كَمَا أَنَّ الإِعْتِبَارَ عَلىٰ ا لأَحْكَامِ الشَرعِيَّةِ بِإِجْمَاعِ اَهْلِ العِلْمِ بِالأَمْرِ وَالنَّهْىِ -

৬২. ইব্‌ন তাইমিয়াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯-১০ ।

মূল 'আরবী ঃ

وَيَقُولُ فِى مَوطِنٍ أٰخَرَ : فَإِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ الفِقهِ عَلىٰ القَوْلِ بِحُكْمٍ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ حَقاًّ وَإِذَا اجتَمَعَ اهلُ الحَدِيثِ عَلىٰ تَصْحِيحِ حَدِيثٍ لَمْ يَكنْ إلاَ صِدْقاً وَلكِنْ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الاِسْتِدْلاَلِ عَلىٰ مَطلُوبِهِمْ بِالجَلِىِّ وَالخَفِىِّ مَا يعرفُ بِهِ مَنْ هُوَ بِهٰذَا الأَمرِ خفى -

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

এ জন্যই তাঁর মতে সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের অধিকাংশ হাদীস নিশ্চিতরূপে বিশুদ্ধ। আর তা এ কারণে যে, সে হাদীসগুলো মুতাওয়াতির ও বিশুদ্ধতার নিদর্শনাবলীতে পরিপূর্ণ। তিনি বলেন ঃ কিন্তু সহীহাইনের অধিকাংশ হাদীসই হাদীসের ইমামগণের নিকট মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, যা উম্মাহ্ গ্রহণ করেছেন এবং এর ওপর ঐকমত্য স্থাপন করেছেন। আর তাঁরা নিশ্চিতরূপে জানেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিঃসন্দেহেই তা বলেছেন।[৬৩]

অপর এক স্থানে তিনি বলেন ঃ হাদীস শাস্ত্রবিদ ‘আলিমগণ কর্তৃক সত্য বলে ঘোষিত হাদীস বিশুদ্ধ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত, যেমন সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের অধিকাংশ হাদীস। কেননা, হাদীস বিজ্ঞানের সমস্ত আহ্লে ‘ইলম সুদৃঢ়রূপে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অধিকাংশ হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে মত দিয়েছেন। আর বিশুদ্ধ হাদীসের পরিচয়ের ক্ষেত্রে সমস্ত লোক তাঁদেরই অনুবর্তী।

অতএব কোন হাদীসের সত্যতার ব্যাপারে হাদীস শাস্ত্রজ্ঞ ‘আলিমগণের ইজমা’ ঠিক তেমনি--যেমন কোন কাজ হালাল, হারাম বা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ফকীহ্গণ একমত হয়ে থাকেন। আর আহ্লে ‘ইলম বা জ্ঞানীগণ যখন কোন বিষয়ে একমত হয়ে পড়েন, তখন গোটা উম্মতকেই তাঁদের অনুসরণ করতে হয়। সুতরাং তাঁদের ইজমা’ নিরাপদ, কোন ভুলের ওপর তাঁরা একমত হতে পারেন না।[৬৪]

অবশ্য ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়াহ (রহঃ) যে সহীহাইনের অধিকাংশ হাদীস সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেছেন সে কথা আলাদা। অন্যথায় তিনিও বলেন বা মনে করেন যে, সহীহ বুখারীতে বিদ্যমান সমস্ত হাদীস বিশুদ্ধ। অবশ্য কিছু সংখ্যক আহ্লে ‘ইলম সহীহ বুখারীতে বিদ্যমান দু’টি বা তিনটি হাদীস সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তাতে ইমাম বুখারী(রহঃ)-এর বক্তব্যই গ্রহণ যোগ্য বিবেচিত হয়েছে। ‘আল্লামা ‘উকাইলীও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। আর সহীহ মুসলিমের

---

৬৩. ইব্‌ন তাইমিয়াহ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৫৭।

মূল ‘আরবী ঃ

وَلِهٰذَا يرى أَنَّ جُمْهُوْرَ الصَّحِيْحَيْنِ مقْطُوْعٌ بِصِحَّتِهَا ....

৬৪. ইব্‌ন তাইমিয়াহ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৭।

মূল ‘আরবী ঃ

ويقولُ رَحِمَهُ اللهُ تَعالىٰ : فِى مَوْطِنٍ آخَرَ : وَمِنَ الصحيحِ مَا تلقَّاهُ بِالقَبُولِ والتَّصدِيقِ اَهلُ العِلْمِ بِالحَدِيثِ كَجُمْهُورِ احَاديثِ البُخَارِى ومسلِمٍ فَإنَّ جَمِيعَ اَهلِ العِلمِ بِالحَديثِ يَجْزِمُونَ بِصِحَّةِ جُمْهُورِ أحَاديثِ الكِتابَيْنِ وسَائِرُ الناسِ تَبعٌ لَهُمْ فى مَعرِفَةِ الحَديثِ فاجْمَاعُ اَهلِ العِلْمِ بالحَديثِ عَلىٰ أنَّ هٰذا الخَبَرَ صِدْقٌ كَاجْمَاعِ الفُقَهَاءِ عَلى اَنَّ هٰذا الفِعْلَ حَلالٌ اَوْ حَرَامٌ او وَاجِبٌ وَاذا أَجْمَعَ اَهلُ العِلْمِ عَلىٰ شَيْئٍ فَسَائِرُ الأُمَّةِ تَبَعٌ لَهُمْ فَاجماعُهُمْ مَعصُومٌ لا يَجوزُ اَنْ يَجمَعُوا عَلىٰ خَطَأٍ.........................

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে দু'টি বা তিনটি হাদীস সম্পর্কে وَهم বা সংশয় সৃষ্টি হয়। এ জন্যই বলা হয়েছে جُمْهُوْرُ الصَّحِيْحَيْنِ বা সহীহাইনের অধিকাংশ হাদীস। আর সহীহাইনের অধিকাংশ মতন বা মূল পাঠ সম্পর্কে ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়াহ যে মুতাওয়াতির হওয়ার দাবী করেছেন এবং গোটা উম্মত গ্রন্থদ্বয়কে গ্রহণ করে নিয়েছেন শীঘ্রই তা আলোচনা করা হচ্ছে। এমনিভাবে এসব হাদীসে যে সংশয়ের কথা বলা হয়েছে সে বিষয়টিও আলোচনায় আসবে।

ইব্‌ন হাজার (রহঃ) মনে করেন যে, মুসনাদ হাদীসগুলোর অন্তর্গত সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীস গুলোর মধ্যে যেমন শ্রেণী বিন্যাস রয়েছে, তেমনি ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) যে হাদীসের ওপর একমত হয়েছেন সেসব হাদীস ঐ সব হাদীস হতে উত্তম যেগুলোর ক্ষেত্রে উভয়ে একমত হন নি। যেমন তিনি বলেন ঃ এই ব্যবধান ও মর্যাদায় তারতম্য পরিলক্ষিত হয় ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়ের একত্রে গৃহীত হাদীস ও পৃথক পৃথকরূপে গৃহীত হাদীসের ক্ষেত্রে । এমনিভাবে ইমাম বুখারী (রহঃ) একা যে হাদীস গ্রহণ করেছেন, ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর একা গৃহীত হাদীসের তুলনায় সে হাদীস অধিক মর্যাদাপূর্ণ। কারণ, 'উলামায়ে কিরাম সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে ঐকমত্যের ওপর গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং উভয়ের মধ্যে অধিক প্রণিধানযোগ্য কোন্‌টি তা নিয়ে মতপার্থক্য করেছেন।

অতএব, এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) যে হাদীসের ক্ষেত্রে একমত হয়েছেন সে হাদীস, তাঁদের একমত না হওয়া হাদীস অপেক্ষা উত্তম । অপরদিকে জমহুর সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা 'দিয়েছেন যে, বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে সহীহ বুখারী অপরাপর সমুদয় গ্রন্থ অপেক্ষা উত্তম। জমহুরের মতের বিপরীত কোন বক্তব্য কারও পক্ষ থেকে সুস্পষ্টরূপে এ যাবৎ পাওয়া যায় নি।[৬৫]

গোটা উম্মত, বিশেষত হাদীস বিজ্ঞানীগণ যখন এই গ্রন্থ দু'টোকে সর্বসম্মতরূপে সত্য ও সঠিক বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন, এর অন্তর্ভুক্ত সব কিছুর ওপর 'আমল করা অপরিহার্যরূপে ঘোষণা দিয়েছেন এবং উম্মাহ এই গ্রহণ করার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, সুতরাং এই ইজমা' নির্ভরযোগ্য। কারণ, কোন ভুল বিষয়ের ওপর মুসলিম উম্মাহ -এর ঐকমত্য হতে পারে না। আর স্বয়ং মহানবী (সাঃ) এ সংবাদ আমাদেরকে প্রদান করেছেন।

ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়াহ (রহঃ)-এর বক্তব্য দ্বারা ইমাম ইব্‌নুস সালাহ্ (রহঃ) দলীল পেশ করেন। তাঁর সাথে আরও যাঁরা রয়েছেন তাঁদের নামও সামনে উল্লেখ করা হবে। ইব্‌ন তাইমিয়াহ (রহঃ) মহানবী (সাঃ)-এর مُجْمَعٌ عَلَيْهِ বাণী "আমার উম্মত কোন ভুলের ওপর একমত হতে পারে না" -এর ওপর ভিত্তি করে বলেন ঃ গোটা উম্মাহ সহীহাইনকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়ে গ্রহণ করে নিয়েছেন। আর উম্মাহর ইজমা' ভুল হতে সুরক্ষিত এবং তাঁরা সহীহাইনের বিশুদ্ধতায় পরিপূর্ণ আস্থাশীল।

---

৬৫. *শারহু নুখবাতিল ফিকর,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

এমন কি ইমামুল হারামাইন এ কথা বলাও বৈধ মনে করেন যে, "কেউ যদি শপথ করে বলে যে, নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণিত সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বিদ্যমান হাদীসসমূহ যে গুলো সম্পর্কে গ্রন্থকারদ্বয় বিশুদ্ধতার হুকুম প্রদান করেছেন, তা যদি বিশুদ্ধ ও সহীহ না হয়, তাহলে আমার স্ত্রী তালাক, তবে তার স্ত্রীর ওপর তালাক কার্যকর হবে না।" অপরদিকে হাফিয সাজযী (রহঃ) বলেন ঃ ফকীহ্ 'আলিম প্রমুখ এ কথার ওপর একমত হয়েছেন যে, কেউ যদি এই শর্তে তালাকের শপথ করে বলে যে, সহীহ বুখারীতে রাসূলে করীম (সাঃ) হতে বর্ণিত যে সব হাদীস রয়েছে তা সত্যই নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণিত এবং নিঃসন্দেহে মহানবী (সাঃ) তা বলেছেন, তাহলে তার স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হবে না এবং সে শপথ ভঙ্গকারী বলে বিবেচিত হবে না।

বরং ইব্নুস্ সালাহ (রহঃ) উম্মত যে তা গ্রহণ করেছে তার ওপর আরও একধাপ এগিয়ে অধিক নির্ভরশীল হয়ে বলেন ঃ মুসলিম উম্মাহ্ যখন কোন বিষয়ে সংঘটিত হন বা তাঁদের ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তা ভুল হতে সুরক্ষিত থাকে। অতএব এই ইজতিহাদের ওপর ভিত্তি করে যে ইজমা' সংঘটিত হয়েছে, তার দ্বারা অবশ্যম্ভাবীরূপে দলীল গ্রহণ করা যায়। আর 'উলামায়ে কিরামের অধিকাংশ ইজমা'ই এইরূপ। এটি একটি চমৎকার ও পছন্দনীয় সূক্ষ্ম বিষয়ও বটে। আর এ কথা বলা যায় যে, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম পৃথক পৃথকরূপে বিশুদ্ধ। কেননা গোটা উম্মত দু'টি গ্রন্থকেই গ্রহণ করে নিয়েছেন। পূর্বে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তবে হ্যাঁ দারা-কুতনী প্রমুখ হাফিযুল হাদীস-এর ন্যায় কোন কোন হাদীসের বিশুদ্ধতা পরখকারীগণ অল্প ক'টি শব্দ এ ক্ষেত্রে ব্যয় করেছেন, যা এ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ সকলেই অবগত আছেন।[৬৬] মহান আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

অপরদিকে ইব্নুস্ সালাহ্ (রহঃ) বলেছেন যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) একত্রে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, সে হাদীসের ন্যায় উভয়ে পৃথক পৃথকরূপে যে সব হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলোও অকাট্যরূপে বিশুদ্ধ। এ বিষয়টি ইনশা'আল্লাহ্ প্রমাণ করা যাবে এবং তার ওপর দলীল প্রমাণও পেশ করা যাবে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর পরবর্তী হাদীস বিশারদগণ যে সহীহইনের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন ও অভিমত দিয়েছেন, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) পূর্বেই সে সম্পর্কে অভিমত দিয়েছেন। কেননা, তাঁরা তাঁদের গ্রন্থে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন হাদীসই লিপিবদ্ধ করেন নি, যতক্ষণ না তারা স্ব-স্ব শায়খগণকে দেখিয়ে এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তাঁদের সর্বসম্মত অভিমত লাভ করেন নি, ইতোপূর্বে এ সম্পর্কিত মুহাদ্দিস দেহ্লভী (রহঃ)-এর উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এ মর্মার্থের প্রতি ইঙ্গিত করেই ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেছেন "আমি আমার গ্রন্থে এমন কোন হাদীসই অন্তর্ভুক্ত করি নি, যার বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে আমার শায়খগণ মতৈক্যে পৌছেন নি।

---

৬৬. ইব্নুস সালাহ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৪-২৫।

Dhaka University Institutional Repository

আর তিনি সহীহ মুসলিমে সরাসরি বলেন-- আমার নিকট বিশুদ্ধ হলেই কেবল সে হাদীস আমি সহীহ মুসলিমে স্থান দেই নি ; বরং শায়খগণ এর বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে একমত হওয়ার পরই তা লিপিবদ্ধ করেছি। পূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এমনিভাবে ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ আমি আমার জামি' গ্রন্থে বিশুদ্ধ হাদীস ছাড়া অন্য কোন প্রকার হাদীস অন্তর্ভুক্ত করি নি। উপরন্তু দীর্ঘ সূত্রিতার ভয়ে আমি বহু সংখ্যক বিশুদ্ধ হাদীস ছেড়ে দিয়েছি।

এ ছাড়া ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) প্রত্যেকেই স্ব-স্ব কিতাব সংকলনের পর হাদীসের রিওয়ায়াত, দিরায়াত ও রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে অভিজ্ঞ পর্যায়ের 'আলিমগণের নিকট পেশ করেন। তাঁরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গ্রন্থগুলো পাঠ করেন এবং এর প্রশংসা করেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে যা রয়েছে, তৎকালীন 'উলামায়ে কিরাম এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে একমত ছিলেন এবং শায়খাইনের ওপর তাঁদের পূর্ণ আস্থা ছিল। অতএব গোটা উম্মত ও হাদীস বিশারদগণ স্বয়ং ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-কে সত্য বলে স্বীকার করে নেয়া ও তাঁদের গ্রহণ করে ফেলাই সহীহাইনের অকাট্য বিশুদ্ধতা সম্পর্কে প্রমাণ উপস্থাপন করার জন্য যথেষ্ট।

শেষ যুগে এমন কিছু অনভিজ্ঞ ও অদূরদর্শী লোক, যারা এ শাস্ত্রের বিন্দু বিসর্গও জানে না তারা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর প্রতি দৃষ্টতা প্রদর্শন করে সমালোচনায় মেতে উঠেছে। যা কখনও তাঁদের পছন্দনীয় নয় এমন কি আশাও করা যায় না। এসব সমালোচনা করে তারা বরং নিজেদের ওপরই অপবাদ আরোপ করেছে। অথচ, এদিকে তাদের আদৌ খেয়াল নেই। কেননা, তারা এই কিতাবদ্বয়ের ওপর অপবাদ আরোপ করে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম উম্মাহ্‌র ইজমা'-এর ওপরেই অপবাদ আরোপ করেছে। আর তারা নিজেরাও এর অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু শায়খাইন যখন নিজেরাই স্পষ্টরূপে বলে দিয়েছেন যে, তাঁরা গ্রন্থদ্বয়কে সমালোচনা ও ভুলত্রুটি হতে সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে বিশুদ্ধ হাদীস ছাড়া তাঁদের কিতাবে অন্য কোন প্রকার হাদীসকে অন্তর্ভুক্ত করেন নি। তাঁরা উভয়ে এমন মধ্যবিন্দুতে অবস্থান করছিলেন যেখানে তাঁদের যুগের শীর্ষস্থানীয় 'আলিম 'উলামা ও মাশায়িখগণ তাঁদের কিতাবাদির ওপর আলোচনা পর্যালোচনা করে সেগুলোকে ঘষে-মেজে পূত-পবিত্র করে কারুকার্য খচিত করেছেন, সেখানে আমরা কি করে তাঁদের পরবর্তী লোকদের কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করি ? অথচ, আম্বিয়া 'আলাইহিমুস্সালাম-এর পর কোন ব্যক্তির নিস্পাপ হওয়ার কথা আমরা দাবীও করতে পারি না।

এ জন্যই শায়খ আহমদ শাকির (রহঃ) " الْبَاعِثُ الْحَثِيْثُ " (আল্-বা'ইসুল হাসীস) গ্রন্থে বলেন ঃ সত্য বিষয়টি হল হাদীস শাস্ত্রের গবেষক, 'আলিম, তাঁদের প্রদর্শিত পথে যারা চলে এবং হাদীস বিজ্ঞানের কিছুটা খবর রাখে, তাদের এমন পদাংক অনুসারীদের মধ্যে যে বিষয়ে কোন বিরোধ নেই তা হল ঃ

Dhaka University Institutional Repository

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বিদ্যমান সমস্ত হাদীস বিশুদ্ধ। গ্রন্থদ্বয়ের কোনটিতেই দুর্বল অথবা ত্রুটিপূর্ণ কোন হাদীস নেই। তবে হ্যাঁ, হাদীসের হাফিযগণের মধ্য হতে ইমাম দারা কুতনী প্রমুখ যে কিছু হাদীসের ক্ষেত্রে ত্রুটির কথা বলেছেন, তার অর্থ হল ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁদের গ্রন্থাবলীতে যে উচ্চ স্তরের হাদীস অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি নিজেদের ওপর অপরিহার্য করে নিয়েছিলেন, সে পর্যায়ের মধ্যে এ কয়টি হাদীস পড়ে না। নতুবা মূল হাদীস যে বিশুদ্ধ তাতে তো কারও কোন দ্বিমত নেই। তাই রটনাকারীদের রটনা ও সমালোচকদের সমালোচনা যেন কাউকে এ সংশয়ে নিপতিত না করে দেয় যে, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও অবিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে। ফলে এ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে সেসব হাদীস খুঁজে বের করায় প্রবৃত্ত হয়ে যায়-- যে গুলোর ব্যাপারে সমালোচনাকারীরা সমালোচনা করেছে এবং ত্রুটি আরোপ করেছে--এমন সূক্ষ্ম নিয়মাবলীর ওপর ভিত্তি করে, যেগুলোর ওপর আহ্‌লে 'ইলম-এর ইমামগণ গবেষণা করে সেসব হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে রায় দিয়েছেন।[৬৭] আর মূলত মহান আল্লাহ্‌-ই দিতে পারেন কাউকে সঠিক পথের দিশা।

---

৬৭. আহমদ শাকির, *আল্‌-বা'ইসুল হাসীস, শারহু ইখতিসারি 'উলূমিল হাদীস* (দারুল ফিক্‌র, বৈরুত, লেবানন, ১৪০৩/১৯৮৩), পৃঃ ৩৫।

মূল 'আরবী ঃ

وَلِهٰذَا قَالَ الشيخُ أَحمَدُ شَاكِر رَحِمَهُ اللهُ تَعالىٰ فِى " البَاعِث الحَثِيث " الحَقُّ الَّذِى لامرية فِيهِ عِنْدَ أهلِ العِلْمِ بِالحَدِيثِ مِنَ المُحَقِّقِينَ وَمِمَّن اهتَدىٰ بِهَدِيهِم وتَبِعهِمْ عَلىٰ بَصِيرَةٍ مِّنَ الأَمرِ: أنَّ أحَادِيثَ الصَّحِيحَيْنِ صَحِيحَةٌ كُلُّهَا لَيسَ فِـى وَاحِدٍ مِّنـها مَطعَنٌ أَوْ ضُعفٌ - وإنَّمَا انتَقَدَ الدَّارَ قُطنِى وَغَيرُه مِنَ الحُفَّاظِ بَعضَ الأَحَادِيثِ عَلىٰ مَعْنىٰ أَنَّ مَا انتَقَدُوهُ لَم يَبْلُغْ فِى الصِّحَّةِ الدَّرَجَةَ العُليَا التِى التَزَمَها كُلٌّ واحدٍ مِّنْهُمَا فِى كِتَابِهِ - وأَمَّا صِحَّةُ الحَدِيثِ فِى نَفسِهِ فَلَمْ يُخَالِفْ أَحَدٌ فِيهَا فَلَا يُهَوِّلنكَ إِرْجَافُ المُرْجِفِينَ ، وزَعمُ الزَّاعِمِينَ ، أَنَّ فِى الصَّحِيحَيْنِ أحَادِيثَ غَيرَ صَحِيحةٍ وتَتبعُ الأَحَادِيث الَّتِى تَكَلَّمُوا فِيهَا وانقدهَا عَلىٰ القَوَاعِدِ الدَّقِيقَةِ التى سَارَ عَلَيْهَا أَئِمَّة اهلِ العِلمِ وأحكم عَن بينة واللهُ الهَادِى إِلىٰ سَوَاءِ السَّبِيلِ -

Dhaka University Institutional Repository

সহীহাইনের হাদীস দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জন

বর্ণনাকারীদের আধিক্য ও অনাধিক্যের ভিত্তিতে হাদীস বা খবর প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত। যথা ঃ

১. মুতাওয়াতির।

২. আহাদ।

মুতাওয়াতির হাদীসের সংজ্ঞা ঃ হাদীস বিজ্ঞানীগণ মুতাওয়াতির-এর সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেন ঃ যে হাদীসের সনদে বিদ্যমান বর্ণনাকারীগণের সংখ্যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এত বেশী যে, এই পরিমাণ লোক একত্র হয়ে একটি মিথ্যা কথাকে হাদীস নামে আখ্যায়িত করবে এমনটি কল্পনাও করা যায় না। উপরন্তু তাদের বর্ণনাসমূহের ভিত্তি হল সুনিশ্চিত জ্ঞান। অর্থাৎ কোন হাদীসের ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভের পরই তারা হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৬৮]

আহাদ হাদীসের সংজ্ঞা ঃ যে হাদীসের সনদ, রাবী ইত্যাকার বিষয় মুতাওয়াতির-এর মধ্যে বিদ্যমান শর্তাবলীর পর্যায়ে পৌছতে পারে না, তাকে খবরে আহাদ বা খবরে ওয়াহিদ বলে।[৬৯]

মুতাওয়াতির হাদীসের শর্তাবলী ঃ মুতাওয়াতির হাদীসের শর্তাবলী চারটি। যথা ঃ

১. বর্ণনাকারীগণের সংখ্যা বিপুল হতে হবে।

২. সনদের সকল স্তরেই বর্ণনাকারীগণের সংখ্যাধিক্য থাকতে হবে।

৩. এত সংখ্যক লোক একত্র হয়ে কোন মিথ্যা কথা রচনা করেছে, স্বভাবত এরূপ ধারণা অসম্ভব বলে বিবেচিত হতে হবে।

৪. পূর্ণ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

৫. হাদীসের বর্ণনা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে হতে হবে। যথা ঃ তাদেরকে বলতে হবে سَمِعْنَا (আমি শ্রবণ করেছি) اَخْبَرَنَا (আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে) ইত্যাদি। পক্ষান্তরে তাদের বর্ণনার ভিত্তি জ্ঞান নির্ভর হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং হাদীসের বর্ণনাকারীগণের সংখ্যা যখন সনদের পূর্ণস্তরের যে কোন স্তরেই কাংখিত সংখ্যা থেকে কম হবে, তখন আর তাকে মুতাওয়াতির বলা যাবে না ; বরং সেটি তখন আহাদ হয়ে যাবে।[৭০] আহাদ বা ওয়াহিদ সূত্র-সংখ্যা বর্ণনাকারীগণের আধিক্য ও স্বল্পতার ভিত্তিতে আবার তিনভাগে বিভক্ত। যথা ঃ (ক) মাশহুর (খ) 'আযীয ও (গ) গারীব।

---

৬৮. ডঃ শামীম আরা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩৯ ; মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, ***হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস,*** ৪র্থ সং (এমদাদিয়া লাইব্রেরী চকবাজার, ঢাকা, ১৯৯২), পৃঃ ৮।

৬৯. ডঃ শামীম আরা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৪৪।

৭০. ডঃ শামীম আরা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

মাশহুর ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা সকল স্তরেই দু'-এর অধিক, তবে তা মুতাওয়াতির এর স্তরে গিয়ে পৌঁছে নি, তাকে খবরে মাশহুর বলে।

'আযীয ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণের সংখ্যা কোন স্তরেই দু'-এর কম নয় এবং ক্রমান্বয়ে দু'জন দু'জন থেকে বর্ণনা করেন তাকে ইবন হাজারের মতে খবরে 'আযীয বলে।

গারীব ঃ সনদের কোন স্তরে যদি বর্ণনাকারীর সংখ্যা একজনে গিয়ে দাঁড়ায় তখন তা খবরে গারীব।[৭১]

অপরদিকে সনদের শক্তিমত্তা ও দুর্বলতার দিক থেকে হাদীসকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা ঃ (ক) সহীহ (খ) হাসান ও (গ) য'ঈফ।

সহীহ ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণ ও পূর্ণ সংরক্ষণের অধিকারী, যার সনদ অবিচ্ছিন্ন, কিন্তু তার মধ্যে কোন ত্রুটি থাকবে না এবং সেটি শায এবং মু'য়াল্লাল হবে না, তাকে সহীহ বলে।

হাসান ঃ যে হাদীসের সনদ অবিচ্ছিন্ন, বর্ণনাকারীগণ ন্যায়পরায়ণ, তবে পূর্ণ সংরক্ষণের মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। এই দুর্বলতা যদি দূর করা সম্ভব হয় তাকে হাসান বলে।

য'ঈফ ঃ যে হাদীসের মধ্যে দুর্বলতা বিদ্ধমান, তাকে য'ঈফ বলে।[৭২]

অনন্তর যখন য'ঈফ হাদীসের সূত্র একাধিক হয়ে পড়ে তখন সে দুর্বলতা কেটে যায় এবং তা হাসান হাদীসের মর্যাদায় উন্নীত হয়। তখন সে হাদীসটি হয় হাসান লিগাইরীহী।

অনুরূপ হাসান হাদীসের সূত্র যখন একাধিক হয়, তখন তার দুর্বলতা কেটে গিয়ে সহীহ হাদীসের স্তরে উন্নীত হয়, আর তখন হাদীসটি সহীহ লিগাইরীহী-এর মর্যাদা লাভ করে।

হাদীসের উপরোক্ত বিভাজন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের পর মুতাওয়াতির হাদীসের অবস্থান সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়।

মুতাওয়াতির হাদীসের অবস্থান সম্পর্কে মুসলিম মিল্লাতের সমস্ত 'আলিম একমত যে, মুতাওয়াতির হাদীস অকাট্যরূপে বিশুদ্ধতা নির্দেশ করে এবং তার দ্বারা স্বতঃস্ফূর্ত আবশ্যিক ও সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা যায়। যার ওপর 'আমল করা আবশ্যিক। আর মুতাওয়াতির হাদীস অস্বীকারকারী কাফির। আর তার দ্বারা প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে কোন বিতর্ক চলবে না। কেননা মুতাওয়াতির হাদীস অকাট্যরূপে প্রমাণিত।

ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন ঃ মুতাওয়াতির হাদীস অকাট্য জ্ঞান দান করে, তা প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় না। কারণ তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সামানিয়্যাহ সম্প্রদায় এর বিপরীত মত পোষণ করে বলেন, অকাট্য জ্ঞান কেবল প্রত্যক্ষ করার দ্বারাই অর্জিত হতে পারে, তবে তাদের এ বিশ্লেষণ

---

৭১. ডঃ শামীম আরা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩৫ ; মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৮।
৭২. ডঃ শামীম আরা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩৪ ; মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৭।

Dhaka University Institutional Repository

ভুল। যেমন তার মতে মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা নযরী জ্ঞান[৭৩] অর্জিত হয়। আর নযরী জ্ঞান বলতে আমরা বুঝি এমন জ্ঞান, 'আমল করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে --এমন বিষয়ের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। অতএব, নযরী হল এমন জ্ঞান, যার ক্ষেত্রে সংশয় সন্দেহ দেখা দেয়ার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে এবং তাতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থা দেখা দেয়। ফলে কারও মতে অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হবে, কারও মতে হবে না।

অথচ মক্কা শরীফের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের কোন সংশয় নেই, ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিলেন, তাতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই ....।[৭৪]

ইমাম কুদামাহ (রহঃ) বলেন ঃ মুতাওয়াতির হাদীসের দ্বারা সুনিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয় এবং অন্য কোন প্রমাণ না থাকলেও তা বিশ্বাস করা ওয়াজিব। তা ছাড়া খবর বা হাদীসের মধ্যে মুতাওয়াতির ছাড়া আর কোন হাদীসই এমন নেই যার সত্যতার ওপর সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা যায়। পক্ষান্তরে মুতাওয়াতির ছাড়া অপরাপর সমস্ত হাদীসের বিশ্বস্ততা অন্যান্য দলীল প্রমাণ দ্বারা জানা যায়, তবে মূল হাদীসের কথা ভিন্ন। সামানিয়্যাহ সম্প্রদায়[৭৫] এর

---

৭৩. যে জ্ঞান দলীল-প্রমাণ ও চিন্তা-ভাবনা এবং যুক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয়, তাকে عِلْمٌ نَظَرِىٌّ বা যুক্তিভিত্তিক জ্ঞান বলা হয়। এ জ্ঞানকে 'ইলমি কাসাবী (عِلْمٌ كَسْبِىٌّ)-ও বলা হয়ে থাকে। যেমন ঃ পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তি ও পরকাল সম্পর্কিত জ্ঞান। এসব বুঝার জন্য বিশেষ যুক্তি-প্রমাণের প্রয়োজন হয়। তাই এ ধরনের জ্ঞানকে عِلْمٌ نَظَرِىٌّ বা যুক্তিভিত্তিক জ্ঞান বলা হয়।

ডঃ শামীম আরা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৪৩ ।

৭৪. ইমাম গাযালী, *আল্-মুস্তাফা মিন 'ইলমিল উসূল,* ১ম খণ্ড (বৈরুত, লেবানন), পৃঃ ১৩২-১৩৩।

৭৫. মূর্তিপুজারীদের পূর্বপুরুষদের একটি সম্প্রদায় ভারতের সীমান্ত এলাকায় 'সুমনাত' নামক একটি শহরে বসবাস করত। এ শহরটি তাদের ধারণায় তাদের উপাসনার একটি উল্লেখযোগ্য স্থান হিসেবে গণ্য ছিল। দূর দূরান্ত থেকে তারা ভ্রমণ করে সেখানে উপস্থিত হত। আর সেখানে কতগুলো মূর্তি ছিল তারা সেগুলোর উপসনা করত এবং তারা ধারণা পোষণ করত যে, সুমনাতের মূর্তিগুলো স্বেচ্ছায় নড়াচড়া করার ক্ষমতা রাখে এবং তাদের এও বিশ্বাস ছিল যে, মানুষের আত্মা পৃথিবীতে বার বার আগমন করে। যারা এর যিয়ারতে ধন্য হয় তাদের আত্মা দুনিয়াতে পুনরায় মানবরূপে ফিরে আসে। আর যদি কেউ যিয়ারত করতে না পারে তাহলে তাদের আত্মা শৃগাল-কুকুররূপে দুনিয়াতে ফিরে আসে। এ ধরনের আকীদায় বিশ্বাসীদেরকে সামানিয়্যাহ্ সম্প্রদায় বলা হয়।

মাওলানা মুহাম্মদ 'আলী, *ইকদুল ফারা'ইদ শারহু শারহিল 'আকা'ঈদ নসফী,* ৩য় সং (আল্-মাকতাবাতুয্ যামীরিয়্যাহ্, শাহী জামি' মসজিদ, আন্দর কিল্লা, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ, ১৪০৬/১৯৮৫), পৃঃ ২৪, টিকা নম্বর-২।

Dhaka University Institutional Repository

বিপরীত মত পোষণ করেন।[৭৬]

আমাদী (রহঃ)[৭৭] বলেন ঃ বিশুদ্ধ কথা হলো শরী'আতের অনুসারীদের পরিভাষায় মুতাওয়াতির হল এমন এক সম্প্রদায় কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের নাম, যার কেবল বর্ণনাকারীর বর্ণনার সাহায্যেই সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা যায়।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ গোটা উম্মত একমত যে, মুতাওয়াতির হাদীস কেবল তার বর্ণনাকারীগণের বর্ণনা দ্বারাই অকাট্য জ্ঞান লাভের নিশ্চয়তা প্রদান করে। পক্ষান্তরে সামানিয়্যাহ ও বারাহিমাহ সম্প্রদায়[৭৮] ভিন্ন মত পোষণ করে বলেন ঃ খবর বা হাদীস ভিন্ন অন্যান্য অনাবশ্যিক বর্ণনা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য না হলে তার দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় না। জমহূরের বক্তব্যের প্রমাণ হল, প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তির কোন চিন্তা ভাবনা ছাড়াই যে বিষয়ের জ্ঞান অর্জিত হয়, এর থেকে

মূল 'আরবী

وقَدْ تَسكُنُ قَومٌ مِن قُدَمَاءِ عَبَدَةِ الاَصْنَامِ يَنسبُونَ اِلىٰ سُومَنَاة بَلدة فِى الهِنْدِ طُولُهَا مِائَةٌ وسِتٌّ دَرَجات وعَرْضُهَا سَبْعَ عَشْرَةَ دَرَجَةً وَهِيَ مُعَظَّمَةٌ عِندَ الهُنُود ويُسَافِرُونَ اِلَيْهَا مِن مُسَافَاةٍ بَعِيدَةٍ وَيَزعمُونَ اَنَّ صَنَمَ سُومنَات يَتَحَرَّكُ الحَرَكَاتِ الاختِيَارِيَّة واَنَّ مَنْ زَارَهُ لَمْ يَتَنَاسَخْ رُوحُه اِلاَّ فِى قَالَبِ بَشَرٍ -

৭৬. ইব্‌ন কুদামাহ্‌ আল্‌-মাকদিসী, *রাওযাতুন্‌ নাযির* (রিয়ায, সৌদি 'আরব), পৃঃ ৯৩।

মূল 'আরবী ঃ

قال ابنُ قُدَامَةَ رَحِمهُ اللهُ تعالىٰ : فالمُتَوَاتِرُ يُفِيدُ العِلْمَ : ويَجِبُ تَصدِيقُه وإنْ لَم يَدُل دَلِيلٌ آخَرُ، ولَيسَ فِى الأَخبَارِ مَا يُعلمُ صِدْقُه بِمُجَرَّده إلاَّ المُتَوَاتِرُ، وَمَا عَدَاهُ إنَّمَا يُعْلَمُ صدقُه بدَلِيلٍ آخَرَ يَدُلُّ عَلَيهِ سِوىٰ نَفسِ الخَبَرِ، خِلافًا لِلسَّمنِيةِ.........-

৭৭. তাঁর পুরো নাম ঃ সায়ফুদ্দীন আবুল হাসান 'আলী ইব্‌ন আবূ 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ হাম্বলী শাফি'ঈ সিরিয়ার 'আমিদ' শহরে ৫৫১/১১৫৬ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৬৩১/১২৩৩ সনে দামিশ্‌কে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর প্রণীত সর্বমোট ২০ খানা মূল্যবান গ্রন্থের মধ্যে আল-ইহ্‌কাম সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থ।

ডঃ আসাদুল্লাহ্‌ আল-গালিব, *আহ্‌লে হাদীস আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ,* ১ম সং (হাদীস ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, কাজলা, রাজশাহী, বাংলাদেশ ১৪১৬/১৯৯৬), পৃঃ ৪৪।

৭৮. ভারতে কাফিরদের মধ্য থেকে নেতৃত্বদানকারী একটি সম্প্রদায়ের নাম বারাহিমাহ। তাদের নেতা বারহামান-এর দিকে সম্বোধন করে তাদেরকে বারাহিমাহ বলা হয়। কেউ কেউ তাদের নেতার নাম বারহাম বলেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন বারহাম একটি মূর্তির নাম, যার দিকে সম্বোধন করে তাদের বারাহিমাহ্‌ বলা হয়।

মাওলানা মুহাম্মদ 'আলী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৪, টিকা নম্বর-২।

Dhaka University Institutional Repository

নিজেই তিনি 'ইলমি যরূরী[৭৯] উপলব্ধি করতে পারেন। যেমন দূরবর্তী দেশগুলোর জ্ঞান, পূর্ববর্তী উম্মত ও সম্প্রদায় এবং বিগত যুগের জ্ঞান ইত্যাদি অকাট্যরূপেই অর্জিত হয়ে থাকে। যারা এ বিষয়টি অস্বীকার করে তারা আলোচনার টেবিলেই আসতে পারে না। হয়তো তাদের সুস্থ জ্ঞান লোপ পেয়েছে। অথবা তারা বিনা কারণেই কেবল অস্বীকার করে যাচ্ছে।[৮০]

ইবনুল লিহাম (রহঃ) বলেন ঃ মুতাওয়াতির-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে অনুসরণ। পারিভাষিক অর্থ হল ঃ এমন এক ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত খবর বা হাদীস, যা স্বয়ং অকাট্য জ্ঞানের নিশ্চয়তা প্রদান করে। সামানিয়্যাহ সম্প্রদায় এ কথার বিরোধী যে, মুতাওয়াতির হাদীস অকাট্য জ্ঞানের নিশ্চয়তা প্রদান করে। তবে তাদের এ বিরোধিতা সুস্পষ্ট নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক।[৮১]

মূল আবরী ঃ

وَالبَرَاهِمَةُ قَوَمٌ مِّن رُؤَسَاءِ كُفَّارِ الهِنْدِ يُنْسَبُوْنَ اِلىٰ رَئِيسٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهُ بَرْهَمَن وَقِيلَ بَرْهَمْ وَقِيلَ هُوَ اِسمُ صَنَمٍ نَسَبُوا اِلَيْهِ -

৭৯. যে জ্ঞান কোন দলীল-প্রমাণ ও চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে লাভ করা যায়, তাকে عِلْمٌ ضَرُوْرِيٌّ বা স্বাভাবিক জ্ঞান বলা হয়। এ জ্ঞানকে 'ইলমি বাদিহী (عِلْمٌ بِدِيْهِيٌّ) -ও বলা হয়ে থাকে। যেমন ঃ আগুন গরম, পানি তরল ও পাথর কঠিন। আগুনের উষ্ণতা, পানির তরলতা ও পাথরের কঠিনতার জ্ঞান স্বাভাবিকভাবেই অর্জিত হয় ; কোন দলীল-প্রমাণের দরকার হয় না। তাই এ ধরনের জ্ঞানকে عِلْمٌ ضَرُورِىٌّ বা স্বাভাবিক জ্ঞান বলা হয়।

عِلْمٌ ضَرُوْرِىٌّ -এর ব্যাপারে সবার একই ধরনের বিশ্বাস থাকে। عِلْمٌ نَظْرِىٌّ -কে عِلْمٌ ضَرُورِىٌّ -এর উর্ধ্বে স্থান দেয়া হয়। কেননা, عِلْمٌ نَظْرِىٌّ -এর ওপর সবার পূর্ণ বিশ্বাস নাও আসতে পারে।

ডঃ শামীম আরা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৩।

৮০. আমাদী, *আল্-আহ্কাম ফী উসূলিল আহ্কাম*, ২য় খণ্ড (কায়রো, মিসর), পৃঃ ১৫।

মূল আরবী ঃ

قَالَ الآمِدِىُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعالىٰ : والحَقُّ أَنَّ المُتَواتِرَ فِى اصْطِلاَحِ المُتَشرِعَةِ ، عِبَارَةٌ عَنْ خَبَرِ جَمَاعَةٍ مُفِيدٍ بِنَفْسِه العِلمَ بِمُخْبِرِهِ ....-

৮১. ইব্নুল লিহাম আল হাম্বলী, *আল মুখতাসারু ফী উসূলিল ফিক্হ্* (মারকাযুল বাহ্সিল 'ইলমী, মক্কা, সৌদী 'আরব, পৃঃ ৮১।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ ابنُ اللحَامِ رَحِمَهُ اللهُ تَعالىٰ : فالمُتَوَاتِرُ لُغَةً المُتَتَابِعُ ، واصْطِلاَحًا خَبَرُ جَمَاعَةٍ مُفِيد لِلعِلْمِ بِنَفسِهِ - وَخَالفتِ السَّمنِيَّةُ فِى اِفَادَةِ المُتَوَاتِرِ العِلْمَ وهُوَ بهْتٌ ....-

Dhaka University Institutional Repository

'আল্লামা শাওকানী (রহঃ)[৮২] বলেন ঃ এ ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয় যে, মুতাওয়াতির হাদীসের দ্বারা যে জ্ঞান অর্জিত হয়, তা যরূরী না কি গাইর যরূরী ? জমহুরের মতে তা দ্বারা যরূরী জ্ঞান অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে ইমাম কা'বী (রহঃ) ও আবুল হুসাইন আল বসরী (রহঃ)-এর মতে তা দ্বারা নযরী জ্ঞান অর্জিত হয়। তবে জমহুরের অভিমতই অধিক বিশুদ্ধ।[৮৩]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইমাম কা'বী (রহঃ)[৮৪] ও আবুল হুসাইন আল-

---

৮২. তাঁর পুরো নাম ঃ মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ শাওকানী, পরে সান'আনী (১১৭২/১২৫০-১৭৫৮/১৮৩৫)। ইয়ামনের সান'আ শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাহ্‌রাইনের 'শাওকান' নামক শহরের দিকে পিতৃ পুরুষের সম্বন্ধ থাকায় তিনি শাওকানী নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন ইয়ামনের বিচারপতি। তাকলীদ পন্থী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি স্বাধীন চিন্তার অধিকারী সালাফী মুজতাহিদ হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। ফিক্‌হ, উসূলে ফিক্‌হ ছাড়াও সমসাময়িক কালে প্রচলিত গর্হিত 'আকীদা ও রসম-রেওয়াজের বিরুদ্ধে তাঁর বহু গ্রন্থ ও রিসালাহ্ রয়েছে। তাঁর প্রণীত তাফসীর গ্রন্থ 'ফাত্‌হুল ক্বাদীর', উসূলে ফিক্‌হের গ্রন্থ, 'ইরশাদুল ফুহূল, তাকলীদ-এর বিরুদ্ধে লিখিত আল-ক্বাওলুল মুফীদ' এবং ফিক্‌হুল হাদীস-এর ওপর লিখিত 'নায়লুল আওতার' খুবই প্রসিদ্ধ।

শাওকানী, *নায়লুল আওতার* (বাবে হালবী প্রেস, মিসর ১৩৮০/১৯৬১)-এর ভূমিকায় 'বাদরুত্ তালে' হতে সংকলিত ; মাগরীভী, *আল-মুফাস্‌সিরূন*, ২য় খণ্ড, ১ম সং (দারুত্ তাইয়িবা, রিয়ায, ১৪০৫/১৯৮৫), পৃঃ ২২৫।

৮৩. শাওকানী, ***ইরশাদুল ফুহূল ইলা তাহক্বীক্বিল হাক্বি মিন 'ইলমিল উসূল*** (বাবে হালবী প্রেস, মিসর, ১৩৫৬/১৯৩৭), পৃঃ ৪৬।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ الشَّوْكَانِى : وَقَدْ اخْتُلِفَ فِى العِلْمِ الحَاصِلِ بِالتَّوَاتُرِ هَلْ هُوَ ضَرُورِىٌّ أَوْ نَظرِىٌّ ؟ فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّه ضَرُورِىٌّ ، وَقَالَ الكَعْبِىُّ و أَبُو الحُسَينِ البَصْرِىُّ ، إِنَّه نَظَرِىٌّ............ والحَقُّ قولُ الجُمْهُورِ ....-

৮৪. তাঁর পুরো নাম ঃ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাহমূদ আল-কা'বী আল-বালখী। তিনি ছিলেন একজন যুক্তিবাদী ও 'ইলমুল কালাম শাস্ত্রে বাগদাদের মু'তাযিলী দলের প্রখ্যাত নেতা এবং বহু গ্রন্থের লেখক। তিনি জন্মসূত্রে বানূ কা'ব নামক একটি গোত্রের সাথে সম্পর্কিত। এ জন্য তাঁর বংশগত নিসবাত আল-কা'বী এবং বর্তমান আফগানিস্তানের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শহর বাল্‌খে জন্মগ্রহণ করেন। এ জন্য তাঁর জন্মভূমি নির্দেশক নিসবত আল-বাল্‌খী। তিনি আবুল কাসিম আল-কা'বী আল-মু'তাযিলী নামেই সমধিক পরিচিত। আল-কা'বীর জন্ম তারিখ অজ্ঞাত। ইব্ন খাল্লিকান ও তাঁর অনুসরণে ইব্ন কাসীর ও অন্যান্য লেখক আল্-কা'বীর মৃত্যু তারিখ শা'বান মাসের প্রারম্ভে ৩১৭/৯৩১ উল্লেখ করেছেন। তবে সম্ভবত সঠিক সন ৩১৯/৯৩৩। স্বদেশে শিক্ষালাভের পর বাগদাদে দীর্ঘকাল অবস্থান করে তিনি স্বীয় মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। শেষ জীবনে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং বাল্‌খ শহরেই ইন্‌তিকাল করেন।

Dhaka University Institutional Repository

বসরী (রহঃ)[৮৫] ছিলেন মু'তাযিলী পণ্ডিত।

'আল্লামা ইব্নুন্ নাজজার (রহঃ) বলেন ঃ মুতাওয়াতির যে অকাট্য জ্ঞান দান করে তা সমস্ত ইমামগণই এক বাক্যে অভিমত ব্যক্ত করেন।

আর মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা যরূরী জ্ঞান অর্জিত হয়। তা হাম্বলী মাযহাবের সমস্ত 'আলিম ও অন্যান্য মাযহাবের অধিকাংশ 'আলিমের অভিমত।[৮৬]

ইসলামী বিষয়সমূহ বিশেষ করে পবিত্র কুর'আন, হাদীস ও 'ইলমুল কালামে আল-কা'বী গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। 'ইলমুল কালাম ও উসূলুল ফিক্হ-এর কয়েকটি বিতর্কিত প্রশ্নে তাঁর নিজস্ব মতবাদ ছিল। তাঁর মতবাদের অনুসারীরা কালাম শাস্ত্রের ইতিহাসে আল-কা'বিয়ী নামে খ্যাত।

ইসলামী বিশ্বকোষ, সপ্তম খণ্ড (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ),পৃঃ ৬১।

৮৫. তাঁর পুরো নাম ঃ মুহাম্মদ 'আলী ইব্নুত্ তায়্যিব ইব্নিল হুসাইন মু'তাযিলী। তিনি প্রখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন। তাঁর প্রথম জীবন ও শিক্ষা জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁর জন্ম বসরাতে। সেখানেই তিনি হাদীস শিক্ষা করেন। যেহেতু তিনি কাযী 'আবদুল জব্বার (রহঃ)-এর নিকট কালাম এবং উসূলুল ফিক্হ শিক্ষা লাভ করেছিলেন, অতএব তিনি অবশ্যই কিছু সময়ের জন্য রায় সফর করেছিলেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন 'আদী-এর জনৈক খৃষ্টান ছাত্র আবূ 'আলী ইব্নুস সাম্হ-এর নিকট সম্ভবত বাগদাদে তিনি দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। এর সমর্থন পাওয়া যায় ইব্নুস সাম্হ রচিত এরিস্টটলের physics গ্রন্থের যে টীকা তিনি সম্পাদন করেছিলেন তার পাণ্ডুলিপি হতে। ইব্ন আবী 'উসায়বি'আ কর্তৃক উল্লিখিত ও আবুল ফারাজ ইব্নুত তায়্যিব-এর সমসাময়িক আবুল হুসাইন আল-বসরী (যিনি চিকিৎসক ছিলেন), (যেমন ইংগিত করা হয়েছে) যদি একই ব্যক্তি হন তবে তিনি অবশ্যই চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং কিছু কালের জন্য চিকিৎসকের পেশাও গ্রহণ করে থাকবেন। আয্-যাহাবী (রহঃ) তাঁকে আল কাযী বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি কখনও কোন সরকারী পদে নিযুক্ত ছিলেন বলে অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। জীবনের শেষভাগে তিনি বাগদাদে শিক্ষকতা ও গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর দু'খানি উসূলুল ফিক্হ গ্রন্থ, শারহুল 'উমাদ এবং কিতাবুল মু'তামাদ তার উস্তায 'আবদুল জব্বার-এর মৃত্যুর (৪১৫/১০২৪-২৫) পূর্বে রচিত হয়েছিল সেই হিসাবে ধরা যায় যে, এর পূর্বেই তিনি বাগদাদে শিক্ষাদানে ব্রতী হয়ে থাকবেন। তিনি ৫ রবি'উস সানী, ৪৩৬, ৩০ অক্টোবর, ১০৪৪ সনে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। হানাফী কাযী আবূ 'আবদিল্লাহ আস-সায়মারী তাঁর নামাযে জানাযার ইমামতি করেছিলেন। এটা হতে প্রমাণিত হয় যে, তিনিও হানাফী মায্হাবভুক্ত ছিলেন, কেউ কেউ যে তাঁকে শাফি'ঈ বলে উল্লেখ করেছেন, তা সঠিক নয়।

খাতীব বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, ১ম সং (মাকতাবাতুল খান্জী, কায়রো, মিসর, ১৩৪৯/১৯৩০), পৃঃ ১০০ ; ইব্ন খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল-আ'ইয়ান ওয়া আম্বাই আবনাইয যামান* (মায়মানিয়া প্রেস, মিসর, ১৩১০/১৮৯২), পৃঃ ২৭১ ; যাহাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬৫৪ ; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২-৫৩।

৮৬. ইব্নুন্ নাজ্জার আল্-হাম্বলী, *শারহুল কাওকাবিল মুনীর ফী উসূলিল ফিক্হ,* ২য় খণ্ড (জামি'আতু উম্মিল কুরা, মক্কা আল্ মুকাররমা, বাদশাহ্ 'আব্দুল 'আযীয ভূতপূর্ব-এর অধীনে মারকাযুল বাহ্সিল 'ইলমী থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত), পৃঃ ৩২৬।

Dhaka University Institutional Repository

অপর দিকে 'আল্লামা হাফিয ইব্ন হাজার 'আসকালানী (রহঃ) বলেন ঃ মুতাওয়াতির হল 'ইলমি ইয়াকীনী বা সুনিশ্চিত জ্ঞানের নিশ্চয়তা জ্ঞাপক । শর্তাবলীসহ নযরী জ্ঞানের বর্ণনা পরে আসছে। আর "ইয়াকীন" হল সুদৃঢ় বিশ্বাস ও সুনিশ্চিত জ্ঞান যা বাস্তব সম্মত। এটাই নির্ভরযোগ্য কথা যে খবরে মুতাওয়াতির যরূরী জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান করে। আর যরূরী জ্ঞান বলতে এমন এক জ্ঞানকে বুঝায়, যা গ্রহণ করতে মানুষ বাধ্য। তা প্রত্যাখ্যান করার উপায় নেই।

কেউ কেউ বলেন ঃ মুতাওয়াতির কেবল নযরী জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান করে। এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন বক্তব্য নয়। কারণ মুতাওয়াতির দ্বারা যরুরী জ্ঞান কেবল সেসব লোকেরই অর্জিত হয় যাদের চিন্তা ভাবনার যোগ্যতা নেই। যেমন সাধারণ মানুষ ।

কেননা, নযর " نظر " হল কতিপয় জানা অথবা অনুমানকৃত বিষয়ের মধ্যে বিন্যাস সাধন করা এবং এর মাধ্যমে অপর কোন জ্ঞান বা ধারণা লাভ করা । মুতাওয়াতির দ্বারা যদি নযরী জ্ঞান অর্জিত হয়, তবে সর্বসাধারণ তা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে 'ইলমি যরূরী ও 'ইলমি নযরী বা যরুরী জ্ঞান ও নযরী জ্ঞান-এর মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। যরূরী জ্ঞান কোন প্রমাণ ব্যতিরেকেই অকাট্য জ্ঞান প্রদান করে। পক্ষান্তরে নযরী জ্ঞান দ্বারাও অকাট্য জ্ঞান লাভ করা হয়, তবে তা প্রমাণ সাপেক্ষে। তাই বলা যায় যে, যে কোন ধরনের শ্রোতাই যরূরী জ্ঞান লাভ করতে পারে। পক্ষান্তরে নযরী জ্ঞান কেবল উপযুক্ত ব্যক্তিই অর্জন করতে পারে।[৮৭]

বক্ষ্যমান আলোচনার আলোকে এ কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সাধারণ মুসলমানের মতে বা গোটা উম্মতে মুসলিমার মতে মুতাওয়াতির যরূরী, অকাট্য ও সুনিশ্চিত জ্ঞানের নিশ্চয়তা প্রদান করে। তবে কতিপয় মু'তাযিলী 'আলিম এবং একদা ভারতবর্ষের অধিবাসী গুটি কতক বিভ্রান্ত কাফির সামানিয়্যাহ ও বারাহিমাহ এ অভিমতের সাথে দ্বিমত পোষণ করে।

মোটকথা, মুতাওয়াতির হাদীস যে অকাট্য ও সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভের জন্য উপকারী সে ব্যাপারে গোটা হাদীস বিজ্ঞানী, ফিক্‌হ শাস্ত্রকার ও উসূল শাস্ত্রবিদগণ একমত।

পক্ষান্তরে খবরে ওয়াহিদ যদি সহীহ হাদীস হয়, তবে তার দ্বারা সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়। এ জ্ঞান 'আমলের মধ্য দিয়ে নাকি প্রবল ধারণার মাধ্যমে লাভ হবে কিংবা তার ওপর 'আমল করা অত্যাবশ্যক কিনা-- এ ব্যাপারে ফুকাহা, হাদীস বিজ্ঞানী ও উসূলবিদগণের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

মূল 'আরবী ঃ

قالَ ابنُ النَّجارِ رَحِمَهُ اللهُ تعالىٰ : وكونُ خَبرِ التَوَاتُرِ مُفيدًا لِلعِلمِ هُوَ قَولُ أَئِمَّةِ المُسلِمِينَ - والعِلمُ الحَاصِلُ بِخَبَرِ التَّوَاتُرِ ضَرُورِيٌّ عِندَ أَصْحَابِنَا (الحَنَابِلَةِ) والأكثر........-

৮৭. *শারহু নুখবাতিল ফিকর*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫-৬।

Dhaka University Institutional Repository

১. শায়খ মুহাম্মদ সামাহী (রহঃ) বলেনঃ আমার জানা মতে, যে খবরে ওয়াহিদ পূর্ণ ন্যায়পরায়ণ ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হবে, তার দ্বারা সাধারণ জ্ঞান অর্জিত হবে, তবে ধারাবাহিকভাবে যখনই কোন খবরে ওয়াহিদ সামনে আসবে এবং তন্মধ্যে বিবৃত গুণাবলী বিদ্যমান থাকবে তখনই কেবল তার দ্বারা হুকুম প্রদান করা হবে। এ অভিমতটি ইমাম ইব্ন 'আব্দুল বার কারাবীসী সূত্রে ও ইব্ন হাযম দাউদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

২. ইমাম সুহায়লী কোন কোন শাফি'ঈ 'আলিম হতে বর্ণনা করেনঃ খবরে ওয়াহিদ অকাট্য জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান করে। তবে শর্ত হল, সে হাদীসের সূত্রে বা সনদে ইমাম মালিক, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী প্রমুখের ন্যায় খ্যাতিমান রাবী বিদ্যমান থাকতে হবে। অন্যথায় নয়।

৩. কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিস বলেনঃ কারীনা বা নিদর্শন বিদ্যমান না থাকা সত্ত্বেও কখনও তা সাধারণ জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান করে। আবার কখনও তার দ্বারা কোন জ্ঞানই অর্জিত হয় না। অর্থাৎ বিষয়টি এমন নয় যে, ধারাবাহিকভাবে যখনই কোন খবরে ওয়াহিদ সামনে আসবে তখনই তার দ্বারা কোন জ্ঞান লাভ করা যাবে।

৪. আত্ তাবসিরাহ্ শীর্ষক গ্রন্থে শায়খ আবূ ইসহাক কিছু সংখ্যক হাদীস বিশারদ হতে বর্ণনা করেন ঃ "মালিক ইব্ন 'উমর" এবং এ জাতীয় সনদে যদি হাদীস বর্ণিত হয়, তবে তার দ্বারা অকাট্য জ্ঞান লাভ করা যায়।

৫. ইমাম ইব্নুস সালাহ অপরাপর পণ্ডিতের সঙ্গে এ অভিমত পেশ করেন যে, সহীহাইন-এর মধ্যে যেসব হাদীস এসেছে এবং যার সম্পর্কে কোন হাফিযুল হাদীস সমালোচনা করেন নি এমন হাদীস দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয়।

৬. উস্তায ইসফিরা'ঈনী ও ইব্ন ফাওরাক (রহঃ) খবরে ওয়াহিদ-এর মধ্যকার মুস্তাফীযভুক্ত হাদীসকে মুতাওয়াতির ও খবরে ওয়াহিদ-এর মধ্যে সেতু বন্ধনরূপে আখ্যায়িত করে বলেন ঃ মুস্তাফীয হাদীস দ্বারা নযরী জ্ঞান অর্জিত হবে, আর মুতাওয়াতির দ্বারা যরূরী জ্ঞান লাভ করা যায়। অপরদিকে হানাফী মাযহাবের দিক্পাল ইমাম জাস্সাস (রহঃ) বলেনঃ মাশহুর হাদীসও মুস্তাফীয হাদীসের ন্যায়। তারপর উস্তায ইসফিরা'ঈনী ও ইব্ন ফাওরাক-এর সাথে সুর মিলিয়ে বলেন ঃ মাশহুর হাদীস দ্বারা নযরী জ্ঞান লাভ করা যায় এবং যারা এর অস্বীকার করে, তাদের ওপর কুফরীর হুকুম প্রদান করা হবে।

৭. ইমামুল হারামাইন, ইমাম গাযালী, আমাদী, রাযী, ইব্ন হাজিব ও ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর এক মতানুযায়ী তাঁদের গ্রহণযোগ্য অভিমত হল ঃ খবরে ওয়াহিদের গ্রহণযোগ্যতার নিদর্শনাবলী বিদ্যমান থাকলে কখনও সাধারণ জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান করে যদিও বা বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণ নন। অবশ্য তা আবশ্যিক নয় যে, তার দ্বারা কোন জ্ঞান অর্জিত হতেই হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৮. অধিকাংশ ফকীহ্ ও হাদীস বিজ্ঞানীর মতে কোন নিদর্শন বিদ্যমান থাকুক বা না-ই থাকুক সাধারণত খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কোন জ্ঞান অর্জিত হয় না।[৮৮]

'আল্লামা সান'আনী (রহঃ) বলেন ঃ খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কোন জ্ঞান অর্জিত হয় কি না ? এ বিষয়ে প্রধানত তিনটি অভিমত লক্ষ করা যায়। যেমনটি ইব্ন হাজিব ও আয্দ (রহঃ) প্রমুখ উল্লেখ করেছেন ।

এক. খবরে ওয়াহিদ সাধারণত তাৎক্ষণিকভাবে জ্ঞানের উপকার প্রদান করে। অর্থাৎ, যখনই খবরে ওয়াহিদ-এর কথা জানা যাবে, তখনই তার দ্বারা একটি জ্ঞান অর্জিত হবে। ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (রহঃ) এ অভিমত ব্যক্ত করেন।

দুই. খবরে ওয়াহিদ-এর দ্বারা কোন জ্ঞান অর্জিত হবে না। আর যখনই কোন খবরে ওয়াহিদ-এর অস্তিত্ব অনুভূত হবে, তখনই তার দ্বারা কোন জ্ঞান অর্জিত হতে হবে, এমনটিও হবে না ; বরং তার দ্বারা প্রবল ধারণা অর্জিত হবে।

তিন. কোন কারীনা বা নিদর্শন বিদ্যমান না থাকলে খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কোন জ্ঞান অর্জিত হবে না।[৮৯]

উপরোক্ত আলোচনায় তিনটি সুস্পষ্ট অভিমত প্রতিভাত হয়েছে। তন্মধ্যে দু'টি দুই প্রান্তিক এবং একটি মাঝামাঝি পর্যায়ের। আর তা নিম্নরূপ ঃ

ক. খবরে ওয়াহিদ স্বয়ং সাধারণ ও নিশ্চিত জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান করে। সামানিয়্যাহ, কারাবীস ও ইমাম আহমদ-এর সংক্ষিপ্ত একটি মাযহাব এটি। ইব্ন খুওয়ায়য মুন্দাদ, ইমাম মালিক প্রমুখ হতে এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন।

খ. খবরে ওয়াহিদ নিশ্চিত কোন জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান করে না। এর দ্বারা কেবল প্রবল ধারণা প্রসূত জ্ঞান লাভ করা যায়। তবে এর হুকুমের ওপর 'আমল করা অপরিহার্য। অধিকাংশ ফকীহ্ ইমাম, ইমাম নববী ও 'আয ইব্ন 'আব্দুস সালাম প্রমুখ এ অভিমত ব্যক্ত করেন।

---

৮৮. ডঃ মুহাম্মদ আস্ সামাহী, *আল্-মিনহাজুল হাদীস ফী 'উলূমিল হাদীস,* রিওয়ায়াত অংশ (কায়রো, মিসর), পৃঃ ৭২।

৮৯. সান'আনী, *তাওযীহুল আফকার শারহু তানকীহিল আনযার,* ১ম খণ্ড (কায়রো, মিসর), পৃঃ ২৬-২৭।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ الصَّنْعَانِيُّ : واعْلَمْ أَنَّ الاقوَالَ فِى خَبَرِ الوَاحِدِ فِى إِفَادَتِهِ العِلْمَ ثَلَاثَةٌ ، كَمَا ذَكَرَ ابنُ الحَاجِب والعضدُ وغَيْرُهُمَا ، الأوَّل : أَنَّهُ يُفِيدُ العِلْمَ بِنَفْسِهِ مُطرِدًا ....- والثَّانِى : انَّهُ لايَحصُلُ العِلمُ بِه ، ولايَطرِدُ ....-

والثَّالِثُ: أنَّهُ لايَحصُلُ بِهِ العِلْمُ إلاَّ بِقَرِيْنَةٍ ....-

Dhaka University Institutional Repository

গ. তৃতীয় অভিমতটিই হচ্ছে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ন্যায়নীতির মানদণ্ডে উপযোগী। আর তা হল খবরে ওয়াহিদ-এর স্বপক্ষে যদি কোন নিদর্শন বিদ্যমান থাকে, তবে তার দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা যায়। আর এটি হচ্ছে সর্বসাধারণ হাদীস বিশারদ-এর মাযহাব। তাছাড়া পূর্বসূরী 'আলিম এবং শাফি'ঈ, মালিকী, হানাফী, হাম্বলীদের বহু সংখ্যক গবেষক পণ্ডিত-এরও এ অভিমত।

এখন দেখা যাক, সহীহাইনে বিদ্যমান খবরে ওয়াহিদের গ্রহণযোগ্যতার স্বপক্ষে কি কি নির্দশন ও প্রমাণাদি রয়েছে। নিম্নে এর প্রতি আলোকপাত করা হল।

১. ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) হলেন অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন 'আলিম। রিওয়ায়াত, দিরায়াত ও হাদীসের রোগ নির্ণয়ে তাঁরা ছিলেন স্ব-স্ব যুগের সেরা পণ্ডিত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

২. ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) স্বয়ং তাঁদের গ্রন্থদ্বয়ের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেছেন। এছাড়া ইমাম হুমাইদীর ভাষায় ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) ব্যতীত কাউকে এ কথা বলতে শুনি নি যে, আমাদের গ্রন্থে বিদ্যমান সমুদয় হাদীস একান্ত সহীহ ও বিশুদ্ধ। অথচ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের সমসাময়িক অপরাপর হাদীসের গ্রন্থাবলীতে রয়েছে সহীহ, হাসান ও য'ঈফ শ্রেণীর হাদীস এমন কি কোন গ্রন্থে মুনকার এবং কোন কোন গ্রন্থে মওযূ' হাদীস পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে।

৩. তারপর গোটা উম্মত বিশেষভাবে হাদীস শাস্ত্রে যাদেরকে উদাহরণ রূপে পেশ করা হয়, তারা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থদ্বয় গ্রহণ ও বরণ করে নিয়েছেন বিশুদ্ধরূপে। তাছাড়া এ গ্রন্থ দু'টির এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য কোন গ্রন্থের ক্ষেত্রে পাওয়া দুষ্কর। আর উম্মাহ্ কর্তৃক এ গ্রন্থটিকে বরণ করে নেয়ার এ গুণটি একাই শক্তিশালী নির্দশন বিদ্যমান থাকার ক্ষেত্রে যথেষ্ট। কারণ উম্মতের ইজমা' বা কোন বিষয়ে ঐকমত্য সঙ্গত কারণেই হয়ে থাকে ভুল-ত্রুটি হতে মুক্ত।

৪. সহীহাইনের ওপর বিপুল পরিমাণ মুস্তাখরাজাত[৯০] প্রণীত হয়েছে। এমন কি সহীহাইনের

---

৯০. মুস্তাখরাজাত, শব্দটি 'মুস্তাখরাজ' শব্দের বহুবচন। পূর্ববর্তী কোন হাদীস গ্রন্থকে সামনে রেখে সেই গ্রন্থের হাদীসগুলোর সমর্থনে, সেই সনদ ও মতনকে সামনে রেখে নিজ উস্তাযগণের সনদ, মূল গ্রন্থ প্রণেতা বা প্রণেতার উস্তায পর্যন্ত পৌঁছে দেয়াকে মুস্তাখরাজ বলে। যেমন আবী 'আওয়ানা প্রণীত মুস্তাখরাজ। এটি সহীহ মুসলিম-এর ওপর লিখা হয়েছে। আবূ না'ঈম প্রণীত মুস্তাখরাজ। এটি সহীহুল বুখারী-এর ওপর লিখা হয়েছে। মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদিল মালিকের মুস্তাখরাজ। এটি সুনানে আবী দাউদের ওপর লিখা হয়েছে। আবী 'আলী প্রণীত মুস্তাখরাজ। এটি জামি'উত্ তিরমিযীর ওপর লিখা হয়েছে।

মুফতী 'আমীমুল ইহ্‌সান, *তারীখে 'ইলমে হাদীস,* ১ম সং (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০/১৪০৭), পৃঃ ৪০-৪১।

Dhaka University Institutional Repository

যে গুটিকতক হাদীসে কিছু 'ইল্লত বা ত্রুটি রয়েছে, সেগুলো মুস্তাখরাজাত এর মধ্যে একেবারে নিষ্কলুষ আকারে উপস্থাপিত হয়েছে। ফলে সহীহাইনের হাদীসগুলোর একাধিক সূত্র হওয়ায় তা বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে বিপুল শক্তি অর্জন করেছে।

উল্লেখ্য যে, আমাদের আলোচ্য বিষয় যেহেতু হাদীস সম্পর্কিত ; আর মুহাদ্দিসীনে কিরামই হচ্ছেন এ বিষয়ে আলোচনার যোগ্য ব্যক্তি এবং তাঁরা তাঁদের শ্রম সাধনায় যে অভিমত ও বক্তব্য প্রাদান করেন গোটা উম্মত তারই অনুসরন করেন। তাই সহীহাইনের ক্ষেত্রে হাদীস শাস্ত্রে পারদর্শী কিছু সংখ্যক পণ্ডিতের অভিমত ব্যাক্ত করা সঙ্গত মনে করছি।

তবে তার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আর্কষণ করা প্রয়োজন। আর তা হল সহীহাইনের মধ্যে এমন বহু হাদীস রয়েছে, যেগুলো সরাসরি মুতাওয়াতির। এটা হাদীস বিজ্ঞানীগণ জানেন। সেগুলো স্বস্থানে আলোচনার প্রেক্ষাপটে উল্লেখ করা হবে, ইন্‌শাআল্লাহ্।

অতএব দু'টি কারণে সহীহাইনের হাদীসগুলোর মাধ্যমে সুদৃঢ় জ্ঞান অর্জিত হতে পারে।

ক. সহীহাইনের হাদীসগুলোর মধ্যে সরাসরি মুতাওয়াতির হাদীস-এর পর্যায়ভুক্ত বিপুল সংখ্যক হাদীস রয়েছে।

খ. সহীহাইনে যেসব আহাদ হাদীস রয়েছে, তা বিভিন্ন প্রকার নিদর্শনাবলীকে সমন্বিত রেখে তার গ্রহণযোগ্যতার সাক্ষ্য বহন করে।

'আল্লামা ইবনুস সালাহ (রহঃ) বলেন ঃ বিশুদ্ধ হাদীসের প্রকারগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে বিদ্যমান রয়েছে যেসব হাদীস, তন্মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে সেসব হাদীস-- হাদীস বিশারদগণ যেসব হাদীসের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে "صَحِيْحٌ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ" পরিভাষাটি ব্যবহার করে থাকেন। আর এ ঐকমত্য দ্বারা তারা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর ঐকমত্যকে বুঝে থাকেন, মুসলিম উম্মাহ্-এর ঐকমত্য নয়। তবে হ্যাঁ, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর ঐকমত্য দ্বারা গোটা উম্মাহ্-এর ঐকমত্য আবশ্যক হয়ে পড়ে। কারণ ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) যে হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে একমত পোষণ করেন, গোটা উম্মতও সর্বসম্মতরূপে সে হাদীসকে গ্রহণ করে নেন।

আর এ প্রকারের সমুদয় হাদীস অকাট্যরূপে বিশুদ্ধ। এর দ্বারা সুনিশ্চিত নযরী জ্ঞান অর্জিত হয়। কিছু সংখ্যক লোক এ অজুহাতে এ হুকুমের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করেন যে, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কেবল মূলত প্রবল ধারণাপ্রসূত জ্ঞান লাভ করা যায়। আর গোটা উম্মত এ জন্য একে গ্রহণ করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য প্রবল ধারণা প্রসূত হাদীসের ওপর 'আমল করাই ওয়াজিব বা অপরিহার্য। অথচ প্রবল ধারণা প্রসূত জ্ঞানও কখনও ভুল বলে প্রতীয়মান হতে পারে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বিদ্যমান খবরে ওয়াহিদ দ্বারা অকাট্য জ্ঞান লাভ করা যায় এ অভিমতের সাথে ভিন্নমত পোষণকারীদের প্রতি আমি প্রথমে ঝুঁকে পড়ি এবং এ অভিমতকেই শক্তিশালী বলে মনে করি। তারপর আমার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, প্রথমে আমরা যে অভিমতটি গ্রহণ করেছিলাম সেটি অধিক বিশুদ্ধ। কারণ, যারা ভুলের উর্ধ্বে তাদের প্রবল ধারণা ভুল হতে পারে

Dhaka University Institutional Repository

না। কারণ মুসলিম উম্মাহর কোন বিষয়ে যখন ইজমা' সংঘটিত হয়ে যায়, তখন সেটা হয় ভুলক্রটি মুক্ত ।

আর এ জন্যই দেখা যায়, ইজতিহাদের মাধ্যমে উদ্ভাবিত কোন বিষয়ের ওপর যখন ইজমা' হয়, তখন তা অকাট্য প্রমাণের মর্যাদা লাভ করে। উপরন্তু 'উলামায়ে কিরাম-এর অধিকাংশ ইজমা'ই এরূপ।

এ দর্শনটি একটি ফলপ্রসূ উত্তম সূত্র। এর ব্যাপক কার্যকারিতা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হল ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) পৃথক পৃথকভাবে যেসব খবরে ওয়াহিদ গ্রহণ করেছেন, তা অকাট্যরূপেই বিশুদ্ধ হাদীসের পর্যায়ভুক্ত। কারণ গোটা উম্মত এ গ্রন্থ দু'টি সাদরে বরণ করে নিয়েছেন, যেমনটি আমরা পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলোতে সবিস্তার আলোচনা করেছি। তবে ইমাম দারা কুতনী প্রমুখ কয়েকজন হাফিযুল হাদীস যারা হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি পরখ করে থাকেন, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বিদ্যমান কয়েকটি হাদীসের ক্ষেত্রে যৎসামান্য আলোকপাত করেছেন, যা হাদীস বিজ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তি মাত্রই জানেন।[৯১]

'আল্লামা ইবনুস সালাহ (রহঃ) সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় বলেন, ইমাম নববী (রহঃ) যেমনটি উদ্ধৃত করেছেন, "ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁর সহীহ মুসলিমে বিদ্যমান যেসব হাদীসকে সহীহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, সে সমুদয় হাদীস অকাট্যরূপে বিশুদ্ধ। আর কেবল এ বিশুদ্ধতার কারণেই এর দ্বারা নযরী জ্ঞান অর্জিত হয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর গ্রন্থে যেসব হাদীসের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতার মত ব্যক্ত করেছেন, সেসব হাদীসেরও একই হুকুম।" আর তা এ কারণে যে, গোটা উম্মত সেসব হাদীসকে বরণ করে নিয়েছেন। কতিপয় লোক অবশ্য এক্ষেত্রে খানিকটা বিরোধিতা করেন, যাদের বিরোধিতা ধর্তব্য নয় এবং ইজমা'-এর ক্ষেত্রে যাদের ঐকমত্যের কোন গুরুত্ব নেই।

তিনি অবশ্য বলেন ঃ যে হাদীস মুতাওয়াতির হাদীসের নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে এবং যাকে গোটা উম্মত গ্রহণ করে নিয়েছেন, সে হাদীসের দ্বারা নযরী পর্যায়ের জ্ঞান অপরিহার্যরূপে অর্জিত হওয়ার যে কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করছি, উসূল শাস্ত্রজ্ঞ কিছু সংখ্যক মনীষী এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন ঃ সেসব হাদীস দ্বারা প্রবল ধারণা প্রসূত জ্ঞানই কেবল লাভ হয়। আর উম্মাহ্ তা গ্রহণ করে নিয়েছেন এ কারণে যে, যন্নী বা প্রবল ধারণা প্রসূত হাদীসের ওপর 'আমল করা তাদের জন্য অপরিহার্য। অথচ প্রবল ধারণায় কখনও বিভ্রান্তিও দেখা দিতে পারে।

তিনি বলেন ঃ উত্থাপিত এ প্রশ্নের জবাব পূর্বেই এসে গেছে যে, যে জাতি বা সম্প্রদায় ভুলের উর্ধ্বে, তাদের দ্বারা বিভ্রান্তি সংঘটিত হতেই পারে না। অথচ আমরা জেনেছি উম্মাহ্-এর ঐকমত্য নির্ভুল হয়ে থাকে। অনন্তর তিনি ইমামুল হারামাইন-এর অভিমত উল্লেখ করেন।

---

৯১. ইব্নুস সালাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৪-২৫।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তার এ আলোচনার এক অংশে বলেন ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) যদি ঐকমত্য পোষণ করেছেন কোন হাদীস সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে, তাহলে তখন এ কথা মেনে নিতে হবে যে হাদীসটির বর্ণনাকারী নিঃসন্দেহে সত্যবাদী, তাঁর বর্ণিত হাদীস অকাট্যরূপে সত্য এবং সুদৃঢ়রূপে বিদ্যমান। কারণ উম্মাহ্ সে হাদীস গ্রহণ করে নিয়েছেন আর এ জন্যই সে হাদীসের দ্বারা নযরী জ্ঞান অর্জিত হয়। তবে ব্যবধান হল মুতাওয়াতির যরূরী জ্ঞানের নিশ্চয়তা বিধান করে আর উম্মাহর গ্রহণযোগ্যতা নযরী জ্ঞানের নিশ্চয়তা বিধান করে।

এদিকে গোটা উম্মাহ্ এ কথায় একমত যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) যে হাদীসের বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে একমত হয়েছেন, সে হাদীস সঠিক ও বিশুদ্ধ।[৯২]

তবে ইমাম ইবনুস সালাহ (রহঃ)-ই যে এ ক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি, যিনি উপরোক্ত অভিমত পেশ করেছেন এমনটি নয়, তার পূর্বে আইম্মায়ে হাদীস ও হাদীসের হাফিযগণের মধ্যে শুদ্ধাশুদ্ধি পরখকারীগণের অনেকে এ অভিমত ব্যক্ত করে গেছেন।

হাফিয যায়নুদ্দীন 'ইরাকী (রহঃ) বলেন, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) যে হাদীস গ্রহণ করেছেন সেটি অকাট্যরূপে বিশুদ্ধ--ইমাম ইবনুস সালাহ (রহঃ)-এর এ দাবীর পূর্বে আরও অনেকে এ অভিমত পেশ করেছেন। যেমন ঃ হাফিয আবুল ফযল মুহাম্মদ ইব্ন তাহির আল-মাকদিসী ও আবূ নসর 'আব্দুর রহীম ইব্ন 'আব্দুল খালিক ইব্ন ইউসুফ (রহঃ) প্রমুখ মনীষীবৃন্দ। তারা বলেন ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) কর্তৃক গৃহীত হাদীস অকাট্যরূপে বিশুদ্ধ।[৯৩]

হাফিয ইব্ন হাজার 'আসকালানী (রহঃ) বলেন, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) কর্তৃক গৃহীত হাদীস নযরী জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান করে --এ বিষয়ে যারা রায় দিয়েছেন তাদের অগ্রভাগে রয়েছেন উস্তায আবূ ইসহাক ইসফিরা'ঈনী। আর হাদীস বিশারদগণের মধ্যে

---

৯২. *শারহ্ সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯-২০।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ ابنُ الصَّلاحِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى : فِى شَرْحِ مُسلم - كَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِىُّ - جَمِيعُ مَا حَكمَ مُسلمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى بِصِحَّته فِى هٰذَا الكِتَابِ فَهُوَ مَقْطُوْعٌ بِصِحَّتِه وَالعِلْمُ النَّظرِىُّ حَاصلٌ بِصِحَّتِه فِى نَفْسِ الأمْرِ ، وَهٰكذَا مَا حَكمَ البُخَارِىُّ بِصِحَّتِهٖ فِى كِتَابِهٖ ....-

৯৩. *আত্ তাকয়ীদু ওয়াল ইযাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছেন আবূ 'আব্দুল্লাহ আল হুমায়দী, আবুল ফযল ইব্‌ন তাহির প্রমুখ মনীষীবৃন্দ।[৯৪]

সম্ভবত এ সবই ছিল ইমাম ইবনুস সালাহ (রহঃ)-এর আলোচনার পূর্বেকার অভিমত।

ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন ঃ একটি দীর্ঘ হাদীস যখন বিচ্ছিন্ন দু'টি সূত্রে বর্ণিত হয়, তখন সঙ্গত কারণেই সেটি ভুল হতে পারে না। যেমনিভাবে সে হাদীসটি মিথ্যা হতে পারে না। যথা ঃ জাবির (রাঃ)[৯৫] থেকে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উট ক্রয় করার হাদীসটি সম্পর্কে যারা গবেষণা করবেন এবং এর সূত্র সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করবেন তারা এ নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন যে, হাদীসটি সহীহ। যদিও বা হাদীস বিশারদগণ উটের মূল্যের পরিমাণ নির্ধারণে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) আপন সহীহ গ্রন্থে তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন।

---

৯৪. *শারহু নুখবাতিল ফিকর,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ الحَافِظُ ابنُ الحَجَرِ رَحِمهُ الله تعالىٰ: وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِإِفَادَةِ مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ العِلمَ النَّظرِيَّ : الأَسْتَاذُ ابُو اِسْحَاقَ الاِسْفَرَايِيْنِى وَمِنْ ائِمَّةِ الحَدِيْثِ أبُو عَبْدِ الله الحُمَيْدِيُّ ، و ابُو الفَضْلِ بنُ طَاهِرٍ وَغيرُهُمَا .

৯৫. তাঁর পুরো নাম ঃ জাবির ইব্‌ন সামুরা ইব্‌ন জুনাদা ইব্‌ন জুনদুব ইব্‌ন হুযায়র ইব্‌ন রিসাব ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন সাওয়াদা ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন সা'সা'আতিল আমিরী আস-সুওয়াই। তাঁর উপনাম সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কেউ বলেছেন আবূ খালিদ, আবার কেউ বলেছেন আবূ 'আবদিল্লাহ্‌। তিনি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর বোন খালিদা বিনতে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর ছেলে। বনূ যুহরা গোত্রের মিত্র ছিলেন বলে জানা যায়। কূফায় কিছু দিন অবস্থানের পর তথায় বসবাস করেন এবং বিশর ইব্‌ন মারওয়ান-এর শাসনকালে কূফাতে ৭৪ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁর পিতা এবং তিনি দীর্ঘ দিন রাসূলে করীম (সাঃ)-এর সান্নিধ্য লাভ করেছেন। বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণের মতে জাবির (রাঃ) রাসূলে করীম (সাঃ) হতে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। শুরায়ক এবং সিমাক-এর সূত্রে এক স্থানে বর্ণিত হয়েছে যে, জাবির (রাঃ) নিজেই বলেন ঃ আমি রাসূলে করীম (সাঃ)-এর সান্নিধ্যে শতবারেরও অধিক বসেছি এবং তাঁর সাথে দু'হাযার রাক'আতের অধিক সালাত আদায় করেছি। জাবির (রাঃ) যে সমস্ত হাদীস রাসূলে করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল ঃ إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ অর্থাৎ কায়সার যখন ধ্বংস হয়ে যাবে পরবর্তীতে আর কখনও দ্বিতীয় কায়সার-এর উদ্ভব হবে না। ঠিক তেমনিভাবে إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ অর্থাৎ কিসরার (খসরু) ধ্বংসের পর আর কোন কিসরারও (খসরুরও) আগমন ঘটবে না। পরিশেষে মহানবী (সাঃ) বলেন, আমার এই জীবন যাঁর হাতে তাঁর শপথ করে বলছি, কায়সার এবং কিসরার সাম্রাজ্য বিজয় করার পর আমি অবশ্যই তাদের সমস্ত পুঞ্জীভূত সম্পদরাশি আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে দিব। ঐতিহাসিকগণের মতে জাবির (রাঃ) মৃত্যুকালে চারজন পুত্র সন্তান রেখে যান। তাঁরা হলেন- খালিদ, আবূ সাওরা, মুসলিম ও আবূ জা'ফর। তাঁর জানাযার সালাতের ইমামতি করেন আম্‌র ইব্‌ন হারিস (রাঃ)।

ইসলামী বিশ্বকোষ, একাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়াহ (রহঃ)-এর উপরোক্ত অভিমতের কারণ হল, সহীহাইনে যেসব হাদীস বিদ্যমান রয়েছে, সেসব হাদীস সম্পর্কে অকাট্যরূপে এ কথা বলা যায় যে, এ হাদীসগুলো মহানবী (সাঃ)-এর মুখনিঃসৃত বাণী। কেননা, সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বিদ্যমান অধিকাংশ হাদীসই এ প্রকৃতির। এছাড়া পণ্ডিত ও আহ্‌লে 'ইলমগণ এ সব হাদীস সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছেন। আর গোটা উম্মাহ্ কোন ভুলের ওপর একমত হতে পারেন না। পক্ষান্তরে হাদীসটি যদি মিথ্যা হয় আর উম্মাহ্ সত্য বলে বিশ্বাস করে তা গ্রহণ করে নেয়, তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় একটি প্রকৃত মিথ্যা হাদীসকে সত্য বলে স্বীকার করে নেয়ার ওপর উম্মাহ্ একমত হয়ে পড়ল। আর পক্ষান্তরে সেটাই হল কোন ভুলের ওপর ইজমা' সংঘটিত হওয়া। আর তা সম্ভব নয়।

অতএব উম্মাহ্ যদি কোন বিষয়ের বা কোন হুকুমের ওপর একমত হয়, তবে সুদৃঢ়রূপে আমরা ধরে নেব যে, এ হুকুমটি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত।

এ কারণে লক্ষ্য করা যায় যে, সর্ব মহলের 'আলিম ও পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন যে, কোন খবরে ওয়াহিদকে যখন গোটা উম্মাহ্ সত্য বলে গ্রহণ করে নেয় অথবা এর ওপর 'আমল করে তখন সে হাদীসটি 'আমলকে ওয়াজিব করে।

এ কথাটিই ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (রহঃ) প্রমুখ ইমামগণের অনুসারী রচয়িতাগণ উসূলে ফিক্‌হের গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ করেছেন। তবে পরবর্তী যুগের অল্প কিছু সংখ্যক লোক, যাদের মধ্যে কতিপয় দার্শনিকও রয়েছেন, তারা এ বক্তব্য অস্বীকার করেন। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, অধিকাংশ দার্শনিক বা তদপেক্ষাও অধিক লোক ফিক্‌হশাস্ত্রকার, হাদীস বিশারদ ও পূর্বসূরী পণ্ডিতগণের সাথে এ বিষয়ে একমত।

আশ'আরিয়াহ্[৯৬] সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক, আবূ ইসহাক ও ইব্‌ন ফাওরাকও এ অভিমতই ব্যক্ত করেন।

---

৯৬. আশ'আরিয়াহ একটি ধর্মতাত্ত্বিক মতগোষ্ঠী। এরা আবুল হাসান আল-আশ'আরীর অনুসারী। এদেরকে কখনও কখনও আশা'ইরাও বলা হয়। এ মতগোষ্ঠীর ইতিহাস সম্পর্কে অতি সামান্যই চর্চা করা হয়েছে। আল-আশ'আরী তাঁর জীবনের শেষ দু'দশকে অসংখ্য অনুসারীকে আকৃষ্ট করেন। এ ভাবেই একটি মতগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়। এ নতুন গোষ্ঠীর মতবাদ বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচনার সম্মুখীন হয়। মু'তাযিলা মতের অনুসারী ব্যক্তিগণ ছাড়াও কতিপয় নিষ্ঠাবান ধর্মতাত্ত্বিকও এদের সমালোচনা করেন। হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীগণের মতে ধর্মীয় ব্যাপারে আশ'আরিয়াদের যুক্তি তর্কের ব্যবহার একটি আপত্তিকর সংযোজন। অপর দিকে মাতুরীদিয়াগণ যাঁরা যুক্তিগ্রাহ্য পদ্ধতিতে গোঁড়া মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন, তাঁরাও আশ'আরিয়া মতবাদের কোন কোন বিষয়কে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল বলে বিবেচনা করতেন। কিন্তু এ সকল বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও দৃশ্যত আশ'আরিয়া মতবাদ 'আব্বাসী শাসনকালের 'আরবী ভাষা অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রাধান্য লাভ করে। সাধারণভাবে তারা ইমাম শাফি'ঈ

Dhaka University Institutional Repository

তবে ইমাম বাকিল্লানী তা অস্বীকার করেন। এ ক্ষেত্রে তার সাথে রয়েছেন আবুল মা'আলী, আবূ হামিদ, ইব্ন 'উকায়েল, ইবনুল জাওযী, ইবনুল খাতীব ও আমাদী (রহঃ) প্রমুখ।

প্রথম অভিমতটি আলোচনা করেছেন শায়খ আবূ হামিদ, আবুত তাইয়্যিব, আবূ ইসহাক প্রমুখ শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ইমামগণ।

মালিকী মাযহাবের কাযী 'আব্দুল ওয়াহ্হাব প্রমুখ মনীষীগণও তাই উল্লেখ করেছেন।

হাম্বলী মাযহাবের আবূ ই'য়ালা, আবূ খাত্তাব আবুল হাসান ইবনুয্ যাগূনী প্রমুখ বিদূষীগণও তাই আলোচনা করেছেন।

এমন কি হানাফী মাযহাবের অনুসারী শামসুদ্দীন সারাখসী প্রমুখ পণ্ডিতগণও এমনটি আলোচনা করেছেন।

অতএব ইজমা'-এর মর্যাদাই এমন যে, কোন হাদীসের ক্ষেত্রে তা সংঘটিত হয়ে গেলে সেই হাদীসটিকে অকাট্যরূপে আবশ্যকীয় করে তোলে, তাহলে প্রশ্ন হল সেই ক্ষেত্রে কেমন লোকের ইজমা' ধর্তব্য ? এ প্রসঙ্গে ইমাম ইব্ন তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন ঃ হাদীস গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রে হাদীসবিশারদগণের ইজমা'ই একমাত্র ধর্তব্য যেমন শরী'আতের আহকাম তথা আদেশ নিষেধ সংক্রান্ত বিষয়াদিতে ফিক্হ্ শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ 'আলিমগণের ইজমা' ধর্তব্য ।[৯৭]

ইমাম ইব্ন তাইমিয়াহ (রহঃ) যাদের উল্লেখ করেছেন, তারা বলেন ঃ খবরে ওয়াহিদ অকাট্য জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান করে না, এ কথায় কিছুটা গবেষণার অবকাশ রয়েছে। কেননা, তারা তাদের বক্তব্যের সাথে এ কথাও জুড়ে দিয়েছেন যে, "إِذَا احْتَفَّتْ بِهِ الْقَرَائِنُ" অর্থাৎ সে হাদীসের সাথে তার নির্ভরযোগ্যতার স্বপক্ষে অন্যান্য নির্দশনাবলী বিদ্যমান থাকলেও এর দ্বারা

(রহঃ)-এর ফিক্‌হের অনুসারী ও সমর্থক ছিলেন এবং তাদের প্রতিপক্ষ মাতুরীদিয়াগণ প্রায় নিশ্চিতভাবে হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

আশ'আরিয়া মতগোষ্ঠীর শীর্ষস্থানীয় সদস্যমণ্ডলী নিম্নরূপ ঃ আল্-বাকিল্লানী (মৃঃ ৪০৩/১০১৩), ইব্ন ফূরাক (আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌নুল হাসান, মৃঃ ৪০৬/১০১৫-৬), আল-ইসফিরা'ইনী (মৃঃ ৪১৮/১০২৭-৮), আস-সুমনানী (মৃঃ ৪৪৪/১০৫২), ফখরুদ্দীন আর-রাযী, (মৃঃ ৬০৬/১২১০), আল-জুরজানী (মৃঃ ৮১৬/১৪১৩) প্রমুখ। আশ'আরী মানুষের কৃতকর্মকে সৃষ্ট বলে দাবি করেছেন এবং এ হিসাবে তিনি মানুষের দায়িত্বকে অস্বীকার করে আল্লাহ্র সর্বশক্তিমত্তার ওপর জোর দিয়েছেন, অথচ আলজুওয়ায়নী এ বিষয়ে আশ'আরীর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, উহা একটি মধ্যবর্তী পথ (Via-Media) অর্থাৎ ইচ্ছা শক্তির ব্যাপারে.মানুষ পূর্ণ স্বাধীনও নয় আবার কর্মের ওপর তার কিছু প্রভাবও রয়েছে।

ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৯।

৯৭. ইব্ন তাইমিয়াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৫০-২৫২।

Dhaka University Institutional Repository

অকাট্যজ্ঞান অর্জিত হয় না। যথা ইমাম আমাদী (রহঃ) বলেন ঃ হাদীস বিশারদগণ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছেন, যখন কোন ন্যায়পরায়ণ রাবী কোন হাদীস বর্ণনা করেন-- সে হাদীসটি বা তাঁর বর্ণিত খবরে ওয়াহিদটি অকাট্য জ্ঞানের নিশ্চয়তা প্রদান করবে কিনা ?

একদল হাদীস বিশারদ বলেন.ঃ সে হাদীসটি দ্বারা 'ইল্ম বা জ্ঞান অর্জিত হবে। তাদের মধ্যে আবার এ ক্ষেত্রে মতদ্বৈততা দেখা দিয়েছে। একদল বলেন ঃ সে হাদীস দ্বারা যে জ্ঞান অর্জিত হবে তা ধারণা প্রসূত জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত সুনিশ্চিত জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত নয়। কেননা 'ইলম বা জ্ঞান লাভ করা বা জানা শব্দ ব্যবহার করে কখনও যন্ন (ظَن) বা ধারণা প্রসূত জ্ঞান উদ্দেশ্য করা হয়। যথা পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে ঃ

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ [৯৮]

তোমরা যদি জান যে, তারা হল মু'মিনা রমণীগণ । অর্থাৎ তোমাদের যদি ধারণা হয় বা অনুমান কর যে, তারা মু'মিনা রমণীগণ।

আরেক দল বলেন ঃ এরূপ খবরে ওয়াহিদ কোন কারণ ছাড়াই অকাট্য জ্ঞান প্রদান করে। তবে তাদের মধ্যকার আবার কিছু সংখ্যক লোক বলেন যে, "এরূপ বক্তব্য সকল খবরে ওয়াহিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়" এদের মধ্যে রয়েছেন কতিপয় যাহিরী সম্প্রদায় এবং এক রিওয়ায়াত অনুযায়ী ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের অভিমতও তাই।

অপর আরেক দল বলেন ঃ কোন কোন খবরে ওয়াহিদ নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে, সমুদয় খবরে ওয়াহিদ নয়। হাদীস বিশারদগণের কেউ কেউ এ মত সমর্থন করেন।

আবার অন্য সম্প্রদায় বলেন ঃ যখন কোন হাদীসে কারীনা বা নিদর্শনাবলী বিদ্যমান থাকে, তখনই সেই হাদীস কোন কিছুর জ্ঞান প্রদান করে।

তবে এ ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য অভিমত হল, খবরে ওয়াহিদের সাথে যখন নির্দশনাবলী বিদ্যমান থাকবে, তখন তা 'ইলম বা অকাট্যজ্ঞান প্রদান করবে।[৯৯]

ইমাম ইব্ন তাইমিয়াহ (রহঃ) আরও বলেন ঃ সেসব হাদীসও সহীহ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত, মুসলমানগণ সেসব হাদীস গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং যেসব হাদীসের ওপর 'আমল করেছেন। সুতরাং সেসব হাদীস দ্বারা জ্ঞান অর্জিত হয় এবং অকাট্যরূপে বলা যায় যে, সে হাদীসটি সত্য। কেননা, গোটা উম্মত তা গ্রহণ করে নিয়েছেন-এ মর্মে বলা যায় যে হাদীসটি সত্য এবং সে হাদীসের নির্দেশিত মর্মানুযায়ী আমল করেছেন। অথচ উম্মত তো কোন বিভ্রান্ত বিষয়ের ওপর একমত হতে পারে না।

---

৯৮. *আল্-কুর'আনুল কারীম,* সূরা মুমতাহানাহ, আয়াত ঃ ১০।
৯৯. আমাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

এখন যদি মূল হাদীসটিই মিথ্যা হয় তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায়, গোটা উম্মাহ্ ঐকমত্যের ভিত্তিতে মিথ্যাকে সত্য বলে গ্রহণ করে তার ওপর 'আমল করলেন, অথচ এমনটি হতেই পারে না।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ সহীহাইনের অধিকাংশ হাদীসের ন্যায় হাদীস শাস্ত্রবিদগণ যেসব হাদীসকে সত্য বলে স্বীকার করে গ্রহণ করে নিয়েছেন, সেসব হাদীসও সহীহ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। কেননা সমস্ত হাদীস শাস্ত্রকার সুদৃঢ়রূপে সহীহাইনের অধিকাংশ হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর বাকী সমস্ত মানুষ তো হাদীসের জ্ঞান লাভে তাদের অনুসারী মাত্র।[১০০]

অপরদিকে জ্ঞান হচ্ছে এমন একটি বিষয়, যা কেবল সংখ্যাধিক্যের বর্ণনা দ্বারাই নির্ভরযোগ্য হয় না; বরং অন্যান্য অনেক কারণে তার মধ্যে নির্ভরযোগ্যতা আসে। যথা ঃ কখনও হাদীসের বর্ণনাকারীর গুণাবলী কখনও বা স্বয়ং হাদীসের গুরুত্ব, আবার কখনও বা সে হাদীসের পারিপার্শ্বিক অবস্থা।

তিনি বলেন ঃ আর এ কারণেই লক্ষ্য করা যায় যে, হাদীস শাস্ত্রের রূপকারগণের মধ্যে যারা খুবই গভীর পাণ্ডিত্য এবং চরম ব্যুৎপত্তির অধিকারী, তাদের এমন কিছু হাদীসের দ্বারা পরিপূর্ণ ও সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়, অন্যান্য 'আলিমগণ সেসব হাদীসকে সত্য বলে স্বীকার করা তো দূরের কথা, সত্য হতে পারে এমন ধারণাও পোষণ করেন না।

এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, হাদীস দ্বারা 'ইল্ম বা জ্ঞান অর্জিত হয় বিভিন্ন কারণে। যথা ঃ

* বর্ণনাকারীগণের সংখ্যাধিক্যের কারণে।
* বর্ণনাকারীগণের গুণাবলী বিবেচনায়।
* মূল হাদীসের আবেদনের কারণে বা মূল হাদীসের গুরুত্বের কারণে।
* যে উদ্দেশ্যে বা যার জন্য হাদীসের আবির্ভাব সে কারণে।
* যে প্রসঙ্গে হাদীসটি এসেছে, সে কারণে।

সুতরাং কখনও দেখা যায় অল্প সংখ্যক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা যথার্থ জ্ঞান অর্জিত হয়। কেননা, তাদের গুণাবলীতে রয়েছে বিশ্বস্ততা, সুষ্ঠু রক্ষণশীলতা এবং যাঁরা এমন যে, তাঁরা মিথ্যা বলেছেন, অথবা তাঁরা ভুল বর্ণনা করেছেন এমন কল্পনাও করা যায় না। পক্ষান্তরে এরূপ গুণাবলীর অধিকারী নয় এমন লোকের বর্ণনা, তা সংখ্যায় বর্ণিত সংখ্যকের দ্বিগুণ, তিনগুণ হোক না কেন, সাধারণ জ্ঞানও কখনও তার দ্বারা অর্জিত হয় না। আর এটিই হচ্ছে সত্য ও বাস্তব কথা যাতে কোন প্রকার সংশয় ও সন্দেহের অবকাশ নেই। জমহুর ফকীহ্, মুহাদ্দিস ও ন্যায় শাস্ত্রকারগণের মধ্যকার এক অংশের অভিমতও তাই।[১০১]

---

১০০. ইব্ন তাইমিয়াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৬-১৭।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ ابنُ تَيْمِيَةَ : وَمِنَ الحَدِيثِ الصَّحِيح مَا تَلَقَّاهُ المُسْلِمُوْنَ بِالقَبُوْلِ فَعَمِلُوا بِه ...يُفِيْدُ العِلمَ

১০১. ইব্ন তাইমিয়াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর তিনি জোর দিয়ে বলেন ঃ যে হাদীসকে গোটা মুসলিম উম্মাহ্ গ্রহণ করে নিবেন, সে হাদীস দ্বারা জ্ঞান লাভ করা যায়। ফিক্হ শাস্ত্রকারগণের মধ্যকার জমহুরের মাযহাব হচ্ছে এটিই।

"সুতরাং প্রথম প্রকার হাদীস (অর্থাৎ যা অকাট্যরূপে দালালাত বা নির্দেশ করে) তার মর্মার্থের জ্ঞানেও কার্যত বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। আর এ ক্ষেত্রে 'আলিমগণের মধ্যে মোটামুটি কোন মতভেদ নেই ; ররং কিছু সংখ্যক হাদীসের ক্ষেত্রে 'আলিমগণ যে দ্বিমত পোষণ করেন, সেসব খবরে ওয়াহিদকে গোটা উম্মাহ্ সত্য স্বীকার করে গ্রহণ করে নিয়েছেন অথবা সেসব হাদীসের ওপর 'আমল করার ক্ষেত্রে উম্মাহ্ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। যা হোক এ ক্ষেত্রে সর্বস্তরের ফিক্হ শাস্ত্র ও অধিকাংশ ন্যায়শাস্ত্রকারগণের অভিমত হল এ সব হাদীস দ্বারা জ্ঞান লাভ করা যায়।" [১০২]

পরিশেষে বলা যায় যে, হাদীস্ শাস্ত্রে যেসব মনীষীগণকে উদাহরণরূপে পেশ করা যায়, তাঁরা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থদ্বয়কে বরণ করে নিয়েছেন এবং গ্রন্থদ্বয়ে যেসব বিধান বিবৃত হয়েছে তার ওপর 'আমল করাকে অপরিহার্য করে দিয়েছেন। 'আল্লামা ইব্ন তাইমিয়াহ (রহঃ) এ ক্ষেত্রে আরও অধিক স্পষ্ট করে বলেছেন যে, সহীহাইনের অধিকাংশ মতন বা মূল পাঠই মুতাওয়াতির হাদীস-এর পর্যায়ভুক্ত। আর গ্রন্থদ্বয়ের বেশীর ভাগ মতন সম্পর্কেই হাদীস বিজ্ঞানীগণ অকাট্যরূপে অবহিত রয়েছেন যে, মহানবী (সাঃ) অবশ্যই এ হাদীসটি ব্যক্ত করেছেন। আর এ নির্ভরশীলতাই মুতাওয়াতির-এর ন্যায় জ্ঞান প্রদান করে। এ জন্যই তিনি মুতাওয়াতির ও এর মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান. প্রসঙ্গে আলোচনা শেষে বলেন ঃ সঠিক কথা হল, খবরে ওয়াহিদ যখন এমন পর্যায়ের নির্দেশাবলী সম্বলিত হবে, যা সঠিক জ্ঞান দান করে, তখন সেই খবরে ওয়াহিদ দ্বারা 'ইলম বা জ্ঞান হাসিল করা যায়। এরই ওপর ভিত্তি করে বলা হয় ঃ সহীহাইনের অধিকাংশ মতনই হাদীস শাস্ত্রে পারদর্শীগণের নিকট শব্দগত ভাবে মুতাওয়াতির। যদিও অন্যান্যদের নিকট তা মুতাওয়াতির রূপে পরিচিত নয়।

এ কারণে হাদীস শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রই সন্দেহাতীতভাবে জানেন যে, সহীহাইনের অধিকাংশ মতনই মহানবী (সাঃ)-এর মুখ নিঃসৃত। আর তা কখনও এ কারণে যে, তাদের নিকট হাদীসগুলো মুতাওয়াতির, আর কখনও এ কারণে যে, গোটা উম্মাহ্ বিনা বাক্য ব্যয়ে তা বরণ করে নিয়েছেন।

আর যে খবরে ওয়াহিদ গোটা উম্মাহ্ গ্রহণ করে নিয়েছেন, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম মালিক এবং ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (রহঃ) প্রমুখের মধ্য হতে জমহুর 'আলিমগণের মতে তার দ্বারা অপরিহার্যরূপে জ্ঞান অর্জিত হয়। ইমাম ইসফিরা'ঈনী ও ইব্ন ফাওরাক (রহঃ)-এর ন্যায় অধিকাংশ আশ'আরী মতাবলম্বীর অভিমতও তাই।

---

১০২. ইব্ন তাইমিয়াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

কারণ স্বয়ং খবরে ওয়াহিদ দ্বারা ধারণা প্রসূত জ্ঞান অর্জিত হলেও তার সাথে হাদীস বিশারদ 'আলিমগণের ইজ্মা' এসে সংযুক্ত হলে তাঁরা সে হাদীসটিকে সত্য বলে স্বীকার করে নেয়ায় তা সেই ফিক্হী মাস'আলাহ্-এর সমপর্যায়ে এসে উন্নীত হয় যেমন ফিক্হশাস্ত্রের 'আলিমগণ কোন বাহ্যিক অবস্থা কিংবা কিয়াস অথবা খবরে ওয়াহিদ-এর ওপর ভিত্তি করে কোন হুকুমের ওপর ঐকমত্য পোষণ করলে জমহুরের মতে সে হুকুমটি অকাট্য হুকুমের মর্যাদা লাভ করে। আর যদি সে হুকুমের ওপর ইজমা' সংঘটিত না হয়, তাহলে তা আর অকাট্যরূপে বিবেচিত হয় না। কেননা, উম্মতের ইজমা' ভুলত্রুটিমুক্ত হয়।[১০৩]

তিনি আরও বলেন ঃ অধিকাংশের মতেই বিশুদ্ধ কথা হল ঃ কখনও জ্ঞান অর্জিত হয় বর্ণনাকারীগণের সংখ্যাধিক্যের কারণে, আবার কখনও সে হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত নিদর্শনাবলীর কারণে। মোটকথা এসব বিষয়ের সমন্বয়ে খবরে ওয়াহিদ দ্বারা জ্ঞান অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে কখনও কোন সম্প্রদায়ের খবরে জ্ঞান অর্জিত হয় আবার কখনও কোন সম্প্রদায়ের খবরে জ্ঞান অর্জিত হয় না। তা ছাড়া যে হাদীসের মর্মার্থের ওপর 'আমল করে অথবা বিশ্বাস স্থাপন করে গোটা উম্মত তা গ্রহণ করে নিয়েছেন, উত্তরসূরী ও পূর্বসূরী জমহূর 'আলিমগণের মতে তার দ্বারা জ্ঞান অর্জিত হয় আর তখন তা মুতাওয়াতির-এর সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে।[১০৪]

তারপর তিনি বলেন ঃ আর এ কারণেই হানাফী, শাফি'ঈ ও হাম্বলী এবং আশ'আরী সম্প্রদায়ের 'আলিমগণ সহীহাইনের অধিকাংশ মতনকে বিশুদ্ধ বলে গণ্য করেন। অবশ্য কালাম বা ন্যায় শাস্ত্রের কতিপয় লোক বা সম্প্রদায় এ ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করেন।[১০৫]

আর এ ব্যক্তব্যটি অত্যন্ত চমৎকার ও তাৎপর্যপূর্ণ যা তার দূরদর্শিতা , সনদ ও সূত্র সম্পর্কে এবং রিওয়ায়াত ও হাদীসের বিভিন্ন সূত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞানেরই পরিচায়ক।

তিনি আরও বলেন ঃ খবরে ওয়াহিদ-এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে 'উলামা সমাজের ঐকমত্য এমন, যেমন কোন কোন হুকুমের ক্ষেত্রে তাঁরা ঐকমত্য পোষণ করে থাকেন। সুতরাং তা সত্য না হয়ে পারেই না। আর সহীহাইনের মতন সে পর্যায়ের এবং এসব মতনের অধিকাংশই মহানবী (সাঃ) থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এমন ভিন্ন ভিন্ন লোক তা বর্ণনা করেছেন, যাঁদের পরস্পর একে অপরের সাথে কোন সংযোগ ছিল না। আর এ জাতীয় হাদীস হলে তার দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয়।[১০৬]

আমার মতে উপরোক্ত বক্তব্যটি মুতাওয়াতির হাদীসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাতে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) ঐকমত্য পোষণ করেছেন অথবা তাদের একজন রিওয়ায়াত করেছেন এবং অন্যান্য সূত্রের মাধ্যমে তা মুতাওয়াতিরে উন্নীত হয়েছে। যখন তা মুতাওয়াতির হবে না তখন অবশ্য অন্যান্য নিদর্শনাবলী তার সাথে বিদ্যমান থাকলে তা জ্ঞানের উপকার প্রদান করে।

---

১০৩. ইব্ন তাইমিয়াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪০-৪১।
১০৪. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৮।
১০৫. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭০।
১০৬. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২২।

Dhaka University Institutional Repository

হাফিয যায়নুদ্দীন 'ইরাকী (রহঃ) বলেন ঃ আর কখনও খবরে ওয়াহিদ-এর মধ্যে এমন কিছু হাদীস আসে, যেগুলো নযরী জ্ঞানের নিশ্চয়তা প্রদান করে। তবে যারা এ বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন, তারা তা অস্বীকার করেন।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ যে খবরে ওয়াহিদের বিশুদ্ধতার স্বপক্ষে বিভিন্ন প্রকার নিদর্শনাবলী-সংযুক্ত থাকে, তা কয়েক প্রকার ঃ

ক. মুতাওয়াতির পর্যায়ে উন্নীত, হয় নাই, এমন হাদীস যা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁদের গ্রন্থাবলীতে এনেছেন, সেসব হাদীস এ প্রকারের অর্ন্তভুক্ত। কেননা সে সব হাদীসের বিশুদ্ধতার স্বপক্ষে একাধিক নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। যথা ঃ

- সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম এ ক্ষেত্রে অনেক উন্নত পর্যায়ে অবস্থিত।
- অবিশুদ্ধ হাদীস থেকে বিশুদ্ধ হাদীস নির্ণয়ে তাঁরা অন্যান্যদের তুলনায় অগ্রগামী।
- গোটা উম্মাহ্ গ্রন্থ দু'টিকে বরণ করে নিয়েছেন। আর গোটা উম্মত গ্রন্থ দু'টিকে গ্রহণ করে নেয়ার এ নিদর্শন জ্ঞানের নিশ্চয়তা প্রদানের ক্ষেত্রে একাই মুতাওয়াতির-এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের একাধিক সূত্র হতে অনেক বেশী শক্তিশালী। তবে ঐ বক্তব্যটি কেবল সে সব খবরে ওয়াহিদ-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কোন হাফিযুল হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বিদ্যমান যেসব হাদীসের সমালোচনা করেন নি। তাছাড়া সেসব হাদীসের ক্ষেত্রেও বক্তব্যটি প্রযোজ্য, সহীহাইনে বিদ্যমান যেসব হাদীসের মর্মার্থের মধ্যে পরস্পর কোন বৈপরীত্য নেই। আর এমনটি হলে একটি হাদীসকে অপরটির ওপর প্রাধান্য দেয়া সম্ভব হয় না। কেননা দু'টি পরস্পর হাদীস যখন একত্র হয়, তখন তাদের একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্য না দিয়েই উভয় হাদীসের মর্মার্থের সত্যতার জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। এ ছাড়া বাকী সব হাদীস যে বিশুদ্ধ এ ব্যাপারে ইজমা' সংঘটিত হয়েছে। তখন যদি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, উম্মাহর কোন ইজমা' সংঘটিত হয়েছে 'আমল ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে নয়, তবে এ আপত্তি সমর্থন করা যাবে না।

উত্থাপিত আপত্তি প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে সূত্র হল ঃ মুসলিম উম্মাহ্ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, বিশুদ্ধ হাদীস মাত্রের ওপরেই 'আমল করা ওয়াজিব। যদিও তা সহীহাইনে বিদ্যমান না থাকে। তাহলে তো সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের এ ক্ষেত্রে কোন বিশেষত্ব থাকে না। অথচ ইজমা' রয়েছে যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর বিশেষত্ব হল, যেসব হাদীস তাঁরা গ্রহণ করেছেন, সেসব মূলত বিশুদ্ধ হাদীসেরই অন্তর্ভুক্ত।[১০৭]

---

১০৭. *শারহু নুখবাতিল ফিকর,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯ ; ***তাদরীবুর রারী,*** প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৩ ; ডঃ মুহাম্মদ আস্ সামাহী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে হাফিয 'ইরাকী (রহঃ)-এর - وَبِمَا لَمْ يَقَعِ التَّجَاذُبُ بَيْنَ مَدْلُوْلَيْهِ "যে সব হাদীসের মর্মার্থের মধ্যে পরস্পর কোন বৈপরীত্য নেই" বক্তব্য ঠিক নয়। কারণ ইমাম শাফি'ঈ যেমন বলেন ঃ এমন কোন সহীহ হাদীস নেই যেগুলো সর্বক্ষেত্রে পরস্পর বিপরীত। কেননা এমনটি হলে এদের একটি মানসূখ হয়ে গেছে।

সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, সহীহাইনে যে সব হাদীস বিদ্যমান রয়েছে অথচ হাফিযুল হাদীসের কেউই সে হাদীসের কোন সমালোচনা করেন নি, সেসব হাদীস দ্বারা সঠিক জ্ঞান অর্জিত হয়। তা এ কারণে যে, হয়তো হাদীসটি মুতাওয়াতির অথবা সে হাদীসের বিশুদ্ধতার স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শনাবলী রয়েছে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসগুলো মুতাওয়াতির হওয়ার কারণে এবং খবরে ওয়াহিদ-এর ক্ষেত্রে উম্মতের উহা গ্রহণ করার কারণে জ্ঞানের নিশ্চয়তা প্রদান করে। এটাই সর্বসাধারণ মুহাদ্দিস, অধিকাংশ ফকীহ্ ও ন্যায় শাস্ত্রকারগণের মাযহাব। তবে এ ক্ষেত্রে ইমাম নববী (রহঃ) কিছুটা দ্বিমত পোষণ করেন, যা শীঘ্রই আলোচনা করা হবে।

অকাট্য জ্ঞান (عِلْمٌ قَطْعِىٌّ) অর্জিত হওয়ার জন্য শর্ত হল হাদীসটি বিশুদ্ধ হতে হবে। অর্থাৎ অকাট্য জ্ঞান অর্জন বিশুদ্ধতার ওপর নির্ভরশীল । তারপর তা উম্মতের গ্রহণ করার ওপর নির্ভরশীল । আর শেষোক্ত "উম্মতের গ্রহণ করার" গুণটি একাই বিশুদ্ধতার হুকুম প্রদান ও উদ্দীষ্ট বিষয়ের ওপর নির্দেশ করার জন্য যথেষ্ট। কেননা, গোটা উম্মত কোন ভ্রান্তির ওপর একমত হতে পারে না। উম্মাহ্ যখন কোন বিষয়ের ওপর একমত হয়ে পড়েন, তখন ভুলক্রটির সম্ভাবনা থাকে না।

'আল্লামা ইব্ন কাসীর (রহঃ) তাঁর শায়খ ইব্ন তাইমিয়াহ ও উর্ধ্বতন ইমাম ইব্নুস্ সালাহ (রহঃ)-এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বলেন ঃ অল্প দু'চারটি হাদীস ছাড়া গোটা উম্মত এ গ্রন্থ দু'টিকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। আর এ কয়টি হাদীসের ক্ষেত্রেও হুফ্ফাযুল হাদীসের মধ্যে থেকে ইমাম দারা কুতনী প্রমুখ কয়েকজন মনীষী কেবল সমালোচনা করেছেন।

তারপর তিনি এ অকাট্যতার সূত্র থেকে সহীহাইনের হাদীসগুলোর বিশুদ্ধতার দিকটি উদ্ভাবন করেন। কারণ মুসলিম উম্মাহ্ ভুলক্রটি থেকে মুক্ত। সুতরাং যে হাদীসের ক্ষেত্রে ধারণা পোষণ করা হবে যে, হাদীসটি বিশুদ্ধ এবং তার ওপর 'আমল করা ওয়াজিব তখন এ কথা অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, হাদীসটি মূলত বিশুদ্ধই আর এটি একটি গবেষণা লব্দ উত্তম আবিষ্কার।

এ বিষয়ে শায়খ মহীউদ্দীন নববী (রহঃ) দ্বিমত পোষণ করে বলেন ঃ এ পদ্ধতিতে হাদীসকে বিশুদ্ধ মনে করলে তার দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় না। ইব্ন কাসীর (রহঃ) বলেন ঃ আমি ইবনুস সালাহ (রহঃ)-এর সাথে একমত, তাতে যত কষ্টই হোক না কেন এবং তাতেই আমি সরল পথের সন্ধান পাচ্ছি বাকী আল্লাহ্ই সর্বাধিক অবগত।

ইমাম ইব্ন কাসীর (রহঃ) বলেন ঃ তারপর আমি জানতে পারলাম যে, আমাদের উস্তায 'আল্লামা ইব্ন তাইমিয়াহ (রহঃ) উম্মত কর্তৃক গৃহীত হাদীস অকাট্য বলে যে বক্তব্য প্রদান

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন, তা মূলত তার একার কথা নয় ; বরং এ বক্তব্য তিনি পূর্ববর্তী এক বড় জামা'আত থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন, কাযী 'আবদুল ওয়াহ্হাব মালিকী, শায়খ আবূ হামিদ আল ইসফিরা'ঈনী, কাযী আবুত্ তাইয়্যিব আত্ তাবারী, শায়খ আবূ ইসহাক আশ্ শীরাযী আশ শাফি'ঈ, ইব্‌ন হামিদ, আবূ ইয়া'লা ইবনুল ফাররাহ, আবুল খাওাব, ইবনুয্ জাগূনী প্রমুখ হাম্বলী ইমামগণ।

তাছাড়া হানাফী মাযহাবের ইমাম শামসুল আ'য়িম্মা সারাখসী (রহঃ)[১০৮] থেকেও তিনি এ অভিমত উদ্ধৃত করেন।

---

১০৮. আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন আবী সাহ্‌ল আহমদ (যা স্বয়ং তাঁর রচনাদিতে উৎকীর্ণ হয়েছে, মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আবী সাহ্‌ল নয়, যেমনটি কোন কোন জীবনীকার লিখেছেন), আস-সারাখসী একজন প্রসিদ্ধ হানাফী ফিক্‌হবিদ। তাঁর জন্ম 'আবদুল-হাই লাখনুবীর ভাষ্যমতে ৪০০/১০০৯-১০ সনে। সম্ভবত তিনি মাশহাদ ও মার্ভের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত হারীরুদ নদীর তীরবর্তী সারাখস শহরেই জন্মগ্রহণ করেন। 'আবদুল হাই লাখনুবী আরও লিখেছেন যে, মাত্র দশ বছর বয়সে ব্যবসার উদ্দেশ্যে তিনি স্বীয় পিতার সাথে বাগদাদে আসেন। অতঃপর বুখারায় গিয়ে তিনি শামসুল আ'য়িম্মা 'আবদুল 'আযীয হালওয়াঈ (অথবা হালওয়ানী)-এর নিকট বিদ্যাভ্যাস করে বিভিন্ন শাস্ত্রে এত বিপুল পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন যে, ৪৪৮/১০৫৬ সনে তদীয় উস্‌তাযের ইন্‌তিকালের সাথে সাথে তিনি তাঁর মাদ্‌রাসা পরিচালনার দায়িত্ব এবং তাঁর উপাধি যুগপৎভাবে সর্বসম্মতিক্রমে উত্তরাধিকাররূপে লাভ করেন। ক্রুসেডের যুদ্ধের কাল হিসেবে সময়টা ছিল অত্যন্ত সংকটের। উস্‌তায হালওয়ানী أَشْرَاطُ السَّاعَةِ (কিয়ামতের নিদর্শনাবলী) বিষয়ে যে পাঠদান করেন সারাখসী তাকে গ্রন্থরূপ দান করেন।

ক্রুসেড যুদ্ধের পরিপেক্ষিতে সারাখসী যুদ্ধ সংক্রান্ত ফিক্‌হী আহকাম সম্বলিত ইমাম মুহাম্মদ আশ-শায়বানী সংকলিত বিখ্যাত 'আস-সিয়ারুল কাবীর' গ্রন্থখানার ভাষ্যও রচনা করেন। ইমাম মুহাম্মদ যুদ্ধ এবং যুদ্ধ ও সন্ধির পদ্ধতিসমূহ, অমুসলিম জাতিসমূহের সাথে সম্পর্ক, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে এই গ্রন্থে আলোকপাত করেন। মোটকথা ইসলামের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুধাবনের জন্য এই গ্রন্থখানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সারাখসীর এই ব্যাখ্যা মূল পাঠসহ হায়দরাবাদ ও মিসর হতে একাধিকবার মুদ্রিত হয়েছে। কোন এক অজ্ঞাত কারণে সারাখসী কারাগারে নীত হন। সেই কারাজীবনেই তিনি আল-মাবসূত (المَبْسُوطُ), শারহুস সিয়ারিল কাবীর এবং উসূলুল ফিক্‌হ সংকলন করেন এইভাবে যে তিনি ডিক্টেশন দেন এবং লিপিকার তা লিপিবদ্ধ করেন। এইভাবে তদীয় উক্ত প্রসিদ্ধ কিতাবগুলো গ্রন্থাবদ্ধ হয়। এই সমস্ত গ্রন্থের প্রায় সবগুলোই তাঁর কারা জীবনেরই স্মৃতি বহন করে।

এই কথাও স্পষ্ট বলা যায়, ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর সংকলিত 'আল-মাবসূত' গ্রন্থের ব্যাখ্যা সারাখসী লিখেন। এই ব্যাপারে ঐতিহাসিক তত্ত্ব এই যে, ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর কিতাব 'আল-মাবসূত'-এর কলেবর, বিভিন্ন মাস'আলার পুনরাবৃত্তি এবং দীর্ঘ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ফলে

Dhaka University Institutional Repository

তারপর তিনি বলেন ঃ আশ্'আরিয়্যাহ প্রমুখ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ন্যায় শাস্ত্রকার যথাঃ আবূ ইসহাক ইসফিরা'ঈনী ও ইব্ন ফাওরাক প্রমুখ মনীষীগণেরও অভিমত এটাই।

তিনি বলেন ঃ আহ্‌লে হাদীস বা হাদীসশাস্ত্রজ্ঞ সবার অভিমতও তো তাই এবং পূর্বসূরী ইমামগণের মধ্যকার অধিকাংশের মতও তাই। উপরন্তু পূর্বের উদ্ধৃত ইমাম ইবনুস সালাহ (রহঃ)-এর উদ্ভাবিত বক্তব্যের অর্থও তাই। সুতরাং উপরোল্লিখিত ইমামগণ সকলে এ বিষয়ে একমত।[১০৯]

এদিকে 'আল্লামা ফসীহ আল-হারুভী (রহঃ) বলেন ঃ খবরে ওয়াহিদকে জ্ঞানের নিশ্চয়তা প্রদানের মূল ভিত্তি ধরে আমাদের যে আলোচনা চলছিল, তার ষষ্ঠ ভিত্তি হল তাদের ঘোষণা--- هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُتَفَقٌ عَلَيهِ অর্থাৎ এ হাদীসটি বিশুদ্ধ ও ঐকমত্য পূর্ণ। তবে এখানে مُتفقٌ عَلَيهِ বলতে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এর ঐকমত্য বুঝায়। সকল ইমামের ঐকমত্য উদ্দেশ্য নয়। তবে তাদের ঐকমত্য অবশিষ্ট ইমামগণের ঐকমত্যেকেও অপরিহার্য করে। কেননা, গোটা উম্মত তা গ্রহণ করে নিয়েছেন।

সপ্তম মূল ভিত্তি হল ঃ সহীহ্ বুখারী ও সহীহ মুসলিম অথবা তাদের একজন যা রিওয়ায়াত করেছেন তা অকাট্যরূপে বিশুদ্ধ অর্থাৎ তা নযরী জ্ঞানের নিশ্চয়তা প্রদান করে যরুরী জ্ঞানের নয়।[১১০]

শিক্ষার্থিগণের জন্য অত্যন্ত বিব্রতকর দিক লক্ষ্য করে আল-হাকিম আশ শাহীদ আবুল ফযল মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আর-রাওযী 'আল-মাবসূত'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ 'আল-মুখতাসার' সংকলন করেন। এতে পুনরাবৃত্তিসমূহ বাদ দিয়ে শিক্ষার্থিগণের সুবিধা করে দেয়া হয়। এই 'আল-মুখতাসার'-এরই শারহ লিখেন সারাখসী এবং 'আল-মাবসূত' নামে ৩০ (ত্রিশ) খণ্ডে কায়রো হতে প্রকাশিত হয়। সারাখসী ৪৮৩/১০৯০ সনে ইন্তিকাল করেন।

ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৪শ খণ্ড (১ম ভাগ), পৃঃ ৬০৬।

১০৯. ইবনুস সালাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৫-৩৬।

১১০. ফাসীহ হারুভী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২০-২১।

মূল 'আরবী ঃ

قالَ العَلامةُ فَصيحُ الهرَوِىُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالىٰ : السَّادِسُ قَولُهم : هٰذَا حديثٌ صَحِيحٌ مُتفقٌ عليهِ اَىْ اتَّفَقَ عَليه البُخارِىُّ ومُسلِمٌ لا كُلُّ الاَئِمَّةِ لكنَّهُ يَستلزِمُ اتفَاقَ الاَئِمَّةِ اَيضًا ، لِتَلَقِّيهِم بِالقَبُولِ ،

السَّابِعُ : مَا رَوَيَاهُ اَوْ وَاحِدٌ ، وَهُو مَقطُوعٌ بِصِحَّةِ اى يُفِيدُ العِلمَ القَطعِىَّ نظرًا لا ضَرُورَةً -

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম সাখাভী (রহঃ) 'আল্লামা যায়নুদ্দীন ইরাকী (রহঃ)-এর وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়ই একত্রে অথবা পৃথক পৃথকভাবে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে যেসব হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন তা অকাট্যরূপে বিশুদ্ধ। কেননা এমন একটি উম্মাহ্ তা গ্রহণ করে নিয়েছেন, যাঁদের ঐকমত্য ভুলত্রুটি থেকে মুক্ত।[১১১]

যেমন মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেন لَا تَجْتَمِعُ اُمَّتِى عَلىٰ ضَلَالَةٍ অর্থাৎ "আমার উম্মত কোন ভ্রান্ত বিষয়ের ওপর একমত হতে পারে না।" এজন্য বিশুদ্ধরূপে সেসব হাদীসকে গ্রহণ করা হবে, অনুরূপ তার ওপর 'আমল করা হবে যতক্ষণ কোন কিছু তাতে বাধ না সাধে।

অপরদিকে যেসব হাদীস মুতাওয়াতির-এর নিম্ন পর্যায়ে, সেসব হাদীস উম্মতের গ্রহণ করার কারণে তার দ্বারা নযরী জ্ঞান অর্জিত হয়, যেমনটি 'আল্লামা ইবনুস সালাহ (রহঃ) মনে করেন, এমন কি এ অভিমতটি তার নিকট পছন্দনীয়। উপরন্ত তিনি সুদৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেন যে, এ অভিমতটি সঠিক ও বিশুদ্ধ। পক্ষান্তরে তার কথা না মানলেও আমাদের চলে যেতে হয় তার পূর্বতন জমহুর মুহাদ্দিসীন, উসূলবিদ ও সর্ব সাধারণ পূর্বসূরী মনীষীগণের কথায়, তারা ব্যাপকভাবে বলেন যে, সহীহাইনে যেসব হাদীস খবরে ওয়াহিদের অন্তর্ভুক্ত নয়, এমন হাদীসও যদি উম্মত গ্রহণ করে নেন, তবে সে সব হাদীস দ্বারা নযরী জ্ঞান অর্জিত হয়।

আর উস্তায আবূ ইসহাক ইসফিরা'ঈনী (রহঃ)-এর ভাষায় হাদীস শাস্ত্র কুশলীগণ এ কথায় একমত যে, যেসব খবরে ওয়াহিদ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বিদ্যমান, সে সব হাদীসের মূল পাঠ ও মতন বিশুদ্ধ এবং তাতে কোন মতবিরোধ নেই। যদি মতবিরোধ পরিলক্ষিতও হয় তবে তা হবে তার সূত্র ও বর্ণনাকারীগণের মধ্যে।

তিনি বলেন ঃ তন্মধ্য হতে কোন খবরের ক্ষেত্রে যদি কারও কোন হুকুম বাধ সাধে এবং গ্রহণযোগ্য ও সুষ্ঠু কোন তা'বীল বা ব্যাখ্যা খুঁজে না পাওয়া যায়, তবে আমরা সে হুকুমকে প্রত্যাখ্যান করব। কারণ, এসব খবরে ওয়াহিদকে গোটা উম্মাহ্ বরণ করে নিয়েছেন।

অতঃপর ইমাম সাখাভী (রহঃ) বলেন ঃ 'আল্লামা ইবনুস সালাহ (রহঃ)-এর গৃহীত অভিমতে তিনি একা নন ; বরং উত্তরসূরীর এক বড় জামা'আত তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। তাছাড়া গোটা উম্মাহ্ যেসব হাদীস বরণ করে নিয়েছেন, তা কেবল তিনিই উদ্ধৃত করেন নি, বরং ইমামুল হারামাইন (রহঃ)-ও এ অভিমত উদ্ধৃত করেন। যেমন তিনি বলেন ঃ মুসলিম জাতির বিদ্বানগণ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বিদ্যমান খবরে ওয়াহিদ-এর বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে ঐকমত্য ঘোষণা করেছেন। তাই আমরা সেগুলো দ্বারা অকাট্য নযরী জ্ঞানের উপকারিতার কথা ঘোষণা করি। এমনিভাবে ইবন তাহির প্রমুখের বক্তব্যেও এ কথার ইঙ্গিত মেলে। যেমন তিনি বলেন ঃ গোটা উম্মাহ্ যে হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে ঐকমত্য ঘোষণা করেন, সে হাদীস মুসনাদ বা নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে অধিক শক্তিশালী।

---

১১১. ফখরুদ্দীন আর-রাযী, *আল্-মাহ্সূল ফী 'ইলমি উসূলিল ফিক্হ*, ২য় খণ্ড (রিয়ায, সৌদি'আরব), পৃঃ ২৯৩-২৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

এমনিভাবে আমাদের শায়খ বলেন ঃ কোন খবরে ওয়াহিদ-এর যাথে যদি নিদর্শনাবলী বিদ্যমান থাকে, তবে তা জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান করবে বলে একাধিক মনীষী অভিমত ব্যক্ত করেন।

বিশেষত উম্মতের বরণ করার গুণের সাথে যখন হাদীসটির বিশুদ্ধতার পক্ষে নিদর্শনাবলী এসে যুক্ত হয়, তখন আমরা ধরে নিতে পারি যে, এ বৈশিষ্ট্য, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর গ্রন্থদ্বয়ের উচ্চ মর্যাদা, জ্ঞানের ময়দানে তাদের গভীর পদচারণা, অবিশুদ্ধ হাদীস থেকে বিশুদ্ধ হাদীসগুলো নির্বাচনে অগ্রণী ভূমিকা, শিল্প নৈপুণ্যে পরাকাষ্ঠা এবং আবিষ্কার সমকালীন যুগের নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁদের উন্নত অবস্থান ও চরম লক্ষ্যে পৌছারই পরিচায়ক।[১১২]

ইমাম সান'আনী (রহঃ) বলেন ঃ যে খবরে ওয়াহিদ প্রবল ধারণা প্রসূত জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান করে, সে হাদীসের সাথে যদি নিদর্শনাবলী এসে যুক্ত হয়, তাহলে তা নিশ্চিত জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান করে। যেমনটি হাফিয ইবন হাজার 'আসকালানী তার নুখবাতুল ফিক্র ও ব্যাখ্যা গ্রন্থের এক স্থানে বলেছেন ঃ

وَقَدْ يَقَعُ فِيهَا أَىْ اخبَارِ الآحَادِ الْمُنْقَسِمَةِ إِلىٰ مَشْهُورٍ وَغَزِيزٍ وَغَرِيبٍ -
وهِىَ اقسَامُ الأحَادِ مَا يُفِيدُ العِلمُ النَّظَرِّىَ بِالقَرَائِنِ عَلىٰ الْمُخْتَارِ -

আর কখনও কখনও খবরে ওয়াহিদ-এর প্রকারসমূহ তথা মাশহুর, 'আযীয ও গারীব-এর মধ্যে এমন কিছু হাদীসও রয়েছে, সেগুলোর সাথে নিদর্শনাবলী এসে যুক্ত হলে তা নযরী জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান করে। তাই আমরা নুখবাতুল ফিকরের ছন্দের সাথে একাত্ম হয়ে বলতে চাই ঃ

وقَدْ يُفِيدُ العِلْمَ أعْنِى النَّظَرِىَّ * اِذَا اَتَتْ قَرَائِنُ الْخَبَرِ

খবরে ওয়াহিদ-এর বিশুদ্ধতার পক্ষে যখন কিছু নিদর্শনাবলী যুক্ত হয় তখন কখনও কখনও তা নযরী জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান করে।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (সাঃ)-এর এক একজন সাহাবীকে ঈমানের দা'ওয়াত প্রদানের লক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়। আর সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন ছিল নিশ্চিত জ্ঞানের। যেখানে ধারণার কোন অবকাশ ছিল না।

---

১১২. সাখাভী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৪৬-৪৮।

মূল 'আরবী ঃ

ثُمَّ قَالَ السَّخَاوِىُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعالىٰ : لَكِنْ قَدْ وَافَقَ اخْتِيَارُ ابنِ الصَّلاحِ جماعةٌ مِّنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مَعَ كَوْنِه لَمْ يَنْفَرِدْ بِنَقْلِ الاجْمَاعِ عَلىٰ التَّلَقِّى بَلْ هُوَ فِى كَلَامِ اِمَامِ الْحَرَمَيْنِ ايضًا فَانَّه قَالَ لِاجْمَاعِ عُلَماءِ المُسْلِمِيْنَ علىٰ صِحَّتِهِمَا وَكَذا هُوَ فِى كَلامِ ابنِ طَاهِرٍ وغَيْرِه...............

Dhaka University Institutional Repository

তাই দেখা যায় একজন সাহাবীর সংবাদ প্রদানের ওপর ভিত্তি করে যে পদক্ষেপ গৃহীত হয়, তা প্রকৃতপক্ষে সুদৃঢ় জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করেই গৃহীত হয়। যেমন বনু মুস্তালিকের যুদ্ধে রাসূলে করীম (সাঃ) ওয়ালীদ ইবন 'উকবাহ (রাঃ)-এর সংবাদের ওপর ভিত্তি করে তাদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, যার ফলে পবিত্র কুর'আনের আয়াত إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ-[১১৩] অবতীর্ণ হয়।

এখানে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা 'ইলম বা জ্ঞান অর্জিত হওয়ার যে বিষয়টি আমরা আলোচনা করছি, সেই 'ইলম বা জ্ঞানের অর্থ কি ? মূলত এখানে 'ইলম বা জ্ঞান একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। একটি বিশেষ অর্থও রয়েছে। আর তা হল "الإِعْتِقَادُ الْجَازِمُ" অর্থাৎ সুদৃঢ় বিশ্বাস। আর তা এমনই সুদৃঢ় বিশ্বাস যাতে কোন প্রকার সংশয় সন্দেহের অবকাশ নেই।[১১৪]

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন ঃ লক্ষণীয় বিষয় হল খবরে ওয়াহিদ প্রবল ধারণা প্রসূত নাকি নিশ্চিত জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান করে এ বিষয়ে যে মতানৈক্যের কথা আমরা উল্লেখ্য করেছি, সে মতানৈক্য এমন খবরে ওয়াহিদ-এর সাথে সম্পৃক্ত, যা দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হওয়ার স্বপক্ষে অন্য কোন নিদর্শন এসে তাকে শক্তিশালী না করে। কিন্তু যখন কোন খবরে ওয়াহিদ-এর স্বপক্ষে অপর কোন নিদর্শন এসে তাকে শক্তিশালী করে অথবা সে খবরে ওয়াহিদটি মাশহুর বা মুস্তাফীয হাদীসের পর্যায়ভুক্ত হয়, তখন তো সে হাদীস দ্বারা সুদৃঢ় জ্ঞান অর্জিত হওয়ার ক্ষেত্রে কারও কোন মতানৈক্যের অবকাশ থাকে না। তাছাড়া এক্ষেত্রেও কোন মতানৈক্য নেই যে, কোন খবরে ওয়াহিদ-এর দাবী বা তার মর্মার্থের ওপর যখন কর্মগত ইজমা' সংঘঠিত হয়, তখন তার দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়। কেননা সে হাদীসের ওপর ইজমা' সংঘটিত হওয়া প্রমাণ করে যে, হাদীসটি সত্য।

এমনিভাবে যে খবরে ওয়াহিদকে উম্মাহ্ কবূল করে নিয়েছে, তা এ জন্যই নিয়েছে যে, উম্মাহ্ সে হাদীসটির ব্যাখ্যা প্রদান ও তার ওপর 'আমল করার মাঝামাঝি পর্যায়ে অবস্থান করছে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এর হাদীসগুলো প্রকৃতপক্ষে এ পর্যায়েরই। কারণ এ হাদীসগুলো উম্মত গ্রহণ করে নিয়েছে। আর যারা বিদ্বেষবশত তা' গ্রহণ করতে পারে নি, তারা এর একটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। আর ব্যাখ্যা প্রদান প্রকারান্তরে গ্রহণ করারই নামান্তর। অথচ দলীল প্রমাণ সহকারে আমাদের বিতর্ক অন্য ক্ষেত্রে। অর্থাৎ আমাদের বিতর্ক তাদের সাথে যারা খবরে ওয়াহিদ গ্রহণ করে না।[১১৫]

---

১১৩. *আল-কুর'আনুল কারীম*, সূরা হুজুরাত, আয়াত ঃ ৬।

১১৪. সান'আনী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৬-২৭।

১১৫. শাওকানী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৯-৫০।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ الإِمَامُ الشَّوكَانِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ الخِلَافَ الَّذِى ذَكَرْنَاهُ فِى أَوَّلِ هَذَا البَحْثِ مِنْ إِفَادَةِ خَبَرِ الآحَادِ الظَّنَّ أَوِ العِلْمَ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا كَانَ خَبَرُ وَاحِدٍ لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيهِ مَا يُقَوِّيهِ ....-

Dhaka University Institutional Repository

হানাফী মাযহারের একজন বড় ইমাম জাসসাস (রহঃ)[১১৬] ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়াহ (রহঃ)-এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বলেন ঃ যে খবরে ওয়াহিদকে গোটা উম্মত গ্রহণ করে নিয়েছেন, তা মুতাওয়াতির হাদীসের সমপর্যায়ে উন্নীত।[১১৭]

---

১১৬. তাঁর পুরো নাম ঃ আহমদ ইব্‌ন 'আলী। সাধারণত তিনি আবূ বকর আর-রাযী এবং আল- জাস্‌সাস উপনামে সমধিক পরিচিত। জিপসাম্‌ তৈয়ারী কিংবা এর ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কের কারণে তাঁর পারিবারিক উপাধি আল-জাস্‌সাস। পারস্যের "রায" নামক স্থানে তাঁর পূর্বপুরুষগণ বসবাস করতেন। এ জন্য তাঁর নিসবত আর-রাযী। সমসাময়িক লেখকগণের বর্ণনা সূত্রে প্রমাণিত হয় যে, আল-জাস্‌সাস এবং আবূ বকর আর রাযী একই ব্যক্তি। জাস্‌সাস ৩০৫/৯১৭ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠতম ফকীহ্‌, মুহাদ্দিস ও উসূল শাস্ত্রবিদরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ ও অন্যান্য ইসলামী বিষয়সমূহ শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি নীশাপূর, আহ্‌ওয়ায ও বাগদাদ গমন করেন। ফিক্‌হ শাস্ত্র তিনি বিশেষভাবে শায়খ আবুল হাসান আল-কারখী (মৃঃ ৩৪০/৯৫২)-এর নিকট অধ্যয়ন করেন। এ ছাড়া শায়খ আবূ সাহ্‌ল আয্‌-যুজাজ, আবূ সা'ঈদ আল-বুরদা'ঈ, মূসা ইব্‌ন নুসায়র আর-রাযী প্রমুখের নিকটও তিনি ফিক্‌হ্‌ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর শায়খগণের মধ্যে শায়খ আবুল 'আব্বাস আল-আসাম্ম আন্‌-নীশাপূরী, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন ফারিস ইসবাহানী, সুলায়মান ইব্‌ন আহমদ আত-তাবরানী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাগদাদেই তিনি জ্ঞান সাধনা, অধ্যাপনা, গ্রন্থরচনা ও 'ইবাদত-বন্দেগীতে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন, এ জন্য বাগদাদের প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণের জন্য পুনঃ পুনঃ আহবান করা হলেও তিনি প্রত্যেকবারই তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে আহ্‌কামুল কুর'আন, শারহু মুখতাসারিল কারখী, শারহু মুখতাসারিত্‌ তাহাবী, আল-জামি'উস্‌ সাগীর, আল-জামি'উল কাবীর এবং শারহু আসমা'ইল হুসনা।

তিনি ৩৭৫/৯৮০ সনে ৬৫ বছর বয়সে বাগদাদে ইন্‌তিকাল করেন এবং তাঁর শাগির্‌দ শায়খ আবূ বকর আল-খাওয়ারিয্‌মী তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন।

ইব্‌ন কাসীর, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৯৭ ; আয-যিরাক্‌লী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫১ ; 'আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী, *আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যাহ্‌ ফী তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ্‌*, ১ম সং (মাতবা'আতুস সা'আদাহ্‌, মিসর, ১৩২৪/১৯০৬), পৃঃ ২৭-২৮ ; আবুল ওয়াফা আফগানী, *মুখতাসারুত্‌ তাহাভী-এর উপক্রমণিকা*, ১ম সং (দারু ইহ্‌ইয়াইল-'উলূম, বৈরুত, লেবানন, ১৪০৬/১৯৮৬), পৃঃ ৫।

১১৭. জাস্‌সাস, *আহ্‌কামুল কুর'আন*, ১ম খণ্ড (কায়রো, মিসর), পৃঃ ৩৮৬ ; যফর আহমদ থানবী, *কাওয়া'ঈদু ফী 'উলূমিল হাদীস* (বৈরুত, লেবানন), পৃঃ ৫৮-৬৩।

মূল 'আরবী ঃ

وَذَهَبَ الجَصَّاصُ مِن الحَنَفِيَّةِ إِلٰى نَحْوِ مَا ذَهَبَ إِلَيهِ ابنُ تَيْمِيةَ وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُ فِى
أَنَّ خَبَرَ الوَاحِدِ يُفِيدُ التَّوَاتُرَ إِذْ تَلَقَّتْهُ الأُمَّةُ بِالقَبُولِ -

Dhaka University Institutional Repository

হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) তো অত্যন্ত জোরালভাবেই বলেন যে, বিষয়টি ইমাম ইবনুস সালাহ ও ইব্ন কাসীর (রহঃ) প্রমুখ প্রবলভাবে বলেছেন। অতঃপর তিনি ইব্ন কাসীর (রহঃ)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন ঃ আর ইব্ন কাসীর (রহঃ) বলেন ঃ ইমাম ইব্নুস সালাহ (রহঃ) বিষয়টিকে পছন্দ করে যে, পথ দেখিয়েছেন আমি তাকেই সমর্থন করি।

আমি (সুয়ূতী) বলি এ মতবাদটিই ইব্ন কাসীর গ্রহণ করেছেন, সুতরাং অন্যকিছু আমি বিশ্বাস করি না।[১১৮]

উপরন্তু 'আল্লামা সুয়ূতী তাঁর এক ছন্দময় বর্ণনা ধারায় বলেন ঃ

-------------------------- * وَالحُكمُ بِالصِّحَّةِ وَالضَّعْفِ عَلٰى
ظَاهِرِهِ لَا القَطعِ اِلَّا مَا حَوَى * كِتَابُ مُسْلِمٍ اَوِ الجُعْفِيِّ سوى
مَا انْتَقَدُوا فابنُ الصَّلا حِ رَجحَا * قَطعًا بِهِ وَكَم امَامٍ جَنحَا
وَالنَّوَوِىُّ رَجَّحَ فِى التَّقرِيبِ * ظنًّا بِهِ وَالقطعُ ذُو تَصْوِيبٍ -[১১৯]

বাহ্যত খবরে ওয়াহিদ-এর ক্ষেত্রে হুকুম প্রদান করা হয় যে, হাদীসটি সহীহ অথবা য'ঈফ। অকাট্যতার হুকুম প্রদান করা হয় না। তবে ইমাম মুসলিম (রহঃ) অথবা ইমাম বুখারী (রহঃ) যেসব খবরে ওয়াহিদকে গ্রহণ করেছেন, আর সমালোচকগণ তন্মধ্য হতে যেসব হাদীসের সমালোচনা করেন নি, সে সব হাদীসের বেলায় ইমাম ইবনুস্ সালাহ অকাট্যতার হুকুমকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আর কিছু সংখ্যক ইমাম এ অভিমতের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে তাকে নন্দিত করেছেন। ইমাম নববী (রহঃ) ظَنِّى -এর হুকুমকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তবে অকাট্য জ্ঞান লাভের পক্ষে যারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাদের মতটিই সঠিক হওয়ার দাবী রাখে।

---

১১৮. *তাদরীবুর রাবী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৪।

মূল 'আরবী ঃ

وَجَزمَ الحَافِظُ السُّيوطى رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى : بِالذِى جَزمَ بِه ابنُ الصَّلَاح وابنُ كَثِيرٍ وَغيرُهُمَا فَقَالَ بَعدَ قولِه : " وَقَال ابنُ كَثِيرٍ وَانَا مَعَ ابنِ الصَّلَاحِ فِيمَا عولَ عَلَيهِ وَ اَرشَدَ اِليهِ قُلتُ (السُّيوطِى) وَ هُو الذِى اختَارَهُ ولَا اعتَقدُ سِوَاه -

১১৯. *আলফিয়াতুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।

Dhaka University Institutional Repository

যাহিরী মাযহাবের ইমাম ইবৃন হাযম (রহঃ)[১২০] তো এ ক্ষেত্রে আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেন ঃ যে খবরে ওয়াহিদ ধারাবাহিকভাবে একের পর একজন ন্যায়পরায়ণ রাবী কর্তৃক মহানবী (সাঃ) থেকে বর্ণিত হবে, সে হাদীস দ্বারা অকাট্য জ্ঞান লাভ এবং সে অনুসারে 'আমল করা উভয়টিই সমভাবে অপরিহার্য। এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এবং এ বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণে তিনি তার আলোচনাকে এমন ব্যাপক করেছেন যে, তা এখানে উদ্ধৃত করা আদৌ সম্ভব নয়। কারণ তা অত্যন্ত বিস্তৃত।

---

১২০. তাঁর পুরো নাম ঃ আবূ মুহাম্মদ 'আলী ইব্ন আহমদ ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন হায্ম। তিনি রামাযানের শেষ দিন ৩৮৪/৯৯৪ সনে কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন। (কারও কারও মতে তাঁর জন্মসন ৩৯৭ হিজরী, Brockelmann ৩৮৩ হিজরী ৩০ রামাযান তাঁর জন্ম তারিখ বলে উল্লেখ করেছেন।) তিনি আন্দালুসের বিখ্যাত 'আরব কবি, ঐতিহাসিক, আইনবিদ, দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ এবং 'আরব মুসলিম সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি যাহিরী নীতিমালা সংকলন করেন এবং সেগুলোর প্রক্রিয়া পবিত্র কুর'আনের বিভিন্ন বক্তব্য বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন।

ইব্ন হায্ম যে যুগে জীবিত ছিলেন তা ছিল, E. Gracia Gomez -এর মতে মুসলিম স্পেনের সর্বাপেক্ষা দুঃসময় এবং "আন্দালুসিয়ায় ইসলামের চরম সংকটকাল"। ইব্ন হায্মের বংশ পরিচয় অজ্ঞাত, তবে অধিকতর সম্ভাব্য মত এই যে, তাঁর পূর্বপুরুষগণ নিবলা (Niebla) এলাকার মানতা লীশাম নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর প্রপিতামহ খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পিতা নিজেকে ইয়াযীদ ইব্ন আবী সুফিয়ানের জনৈক ইরানী ক্রীতদাসের বংশধর বলে দাবী করেতেন। যা হোক, ইব্ন হাযমের পিতামহ সা'ঈদ কর্ডোভায় বসতি স্থাপন করেন। পিতা আহ্মদ প্রশাসনের উচ্চ পদে আসীন ছিলেন এবং আল্-মানসূর ও তৎপুত্র আল্-মুজাফ্ফরের উযীর ছিলেন।

ইব্ন হায্ম অত্যন্ত উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তাঁর লিখিত তাওক গ্রন্থে এবং মুসলিম স্পেনের উৎকর্ষ সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থে তাঁর শিক্ষকগণের সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর রচনাবলীর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি যথার্থ অর্থেই তাঁর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তৎকালীন প্রধান প্রধান সকল চিন্তাধারা সম্পর্কে তিনি প্রচুর জ্ঞান রাখতেন। সকল লিখিত বিষয়ের প্রতি তাঁর অদম্য উৎসাহ ছিল এবং জ্ঞান অর্জনের প্রতি আগ্রহ ছিল অপরিসীম। আবুল কাসিম 'আবদুর রহমান ইব্ন আবী ইয়াযীদ আল আয্দী আল্- মিসরীর নিকট তিনি হাদীস, ব্যাকরণ, শব্দশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। আইনবেত্তা আবুল খিয়ার আল্-লুগাবী তাঁর ফিক্হ শাস্ত্রের শিক্ষক ছিলেন। আবূ সা'ঈদ আল্-ফাতা আল্-জা'ফারী কর্ডোভার বড় মসজিদে প্রাথমিক যুগের কবিতার যে ব্যাখ্যা দান করতেন ইব্ন হায্ম উহার উৎসাহী শ্রোতা ছিলেন। তিনি আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্নিল-জাসূরের নিকট হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

হাদীস সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত কঠোর মানদণ্ড প্রয়োগ করেন এবং আইনগত বিতর্কে সেই সকল বিষয়ের অধিকাংশই নাকচ করে দেন যার ওপর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিগণ নির্ভর করেন। অধিকন্তু তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

অনন্তর "ন্যায়পরায়ণ রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস 'আমল সহকারে জ্ঞান, নাকি জ্ঞান ভিন্ন 'আমলকে অপরিহার্য করে" শীর্ষক অধ্যায়ে তিনি বলেন ঃ আবূ মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন ঃ আবূ সুলায়মান (দাঊদ যাহিরী), হুসাইন ইব্ন 'আলী আল কারাবীসী ও হারিস ইব্ন আসাদ আল মুহাসিবী (রহঃ) প্রমুখ মনীষীগণ বলেন ঃ যে খবরে ওয়াহিদ মহানবী (সাঃ) থেকে ধারাবাহিকভাবে এক একজন ন্যায়পরায়ণ রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে সেটি জ্ঞান ও 'আমল উভয়টিকেই অপরিহার্য করে। আর এটিই আমাদের বক্তব্য।

আহমদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) যিনি ইব্ন খুওয়ায মান্দাদ নামে প্রসিদ্ধ, ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রহঃ) থেকেও এ অভিমতই উল্লেখ করেছেন।[১২১]

সুতরাং খবরে ওয়াহিদ-এর বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণ রাবী হলে, তার সাথে কোন নিদর্শন বিদ্যমান না থাকলেও সে হাদীসের ওপর 'আমল করা ও তার দ্বারা জ্ঞান অর্জিত হওয়ায় বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। সুতরাং সাধারণ হাদীসের মর্যাদাই যখন এমন, তখন أَصَحُّ الصَّحِيْح বা সর্বাধিক বিশুদ্ধ যে হাদীস লক্ষ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করা হয়েছে, সে সব হাদীসের হুকুম এমনটি হলে সমস্যা কোথায় ? অথচ এ গ্রন্থকারদ্বয় ব্যতীত অন্য কেউই তাঁদের গ্রন্থের বিশুদ্ধতার

কিতাবুল আহ্কাম গ্রন্থে স্বয়ং যে সমালোচনার অবতারণা করেছেন। উহার সাধারণ নীতিমালার প্রয়োগ করেন এবং উহা হতে তাঁর অনস্বীকার্য ইতিহাসবোধেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি শাফি'ঈগণের বিপরীতক্রমে কিয়াস প্রয়োগের ঘোর বিরোধী ছিলেন। একদিকে কিয়াসের ধারণার অস্পষ্টতার কারণে এবং অপরদিকে নযীরের কোন নির্দিষ্ট বিষয় নিরূপণের ইচ্ছাতে যে স্বেচ্ছাচারী উপাদান নিহিত থাকে তার কারণে তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর আইন সম্পর্কিত গ্রন্থ কিতাবুল মুহাল্লায় কিয়াস দ্বারা সৃষ্ট অসঙ্গতির ওপর জোর দিয়ে তা প্রয়োগের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি প্রশ্ন রাখেন ঃ কেন এক ক্ষেত্রে নযীরের ব্যবহার করা হবে এবং অন্য ক্ষেত্রে হবে না ? তিনি ইজমা'-এর পরিধিও হ্রাস করেন। তাঁর মতে একমাত্র সাহাবীগণের মধ্যেই মতৈক্য সম্ভব এবং নিশ্চিত, সুতরাং তাঁদের মতৈক্য ব্যতীত অন্য কারও মতৈক্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ইজমা' গ্রহণযোগ্য নয়।

ইব্ন হায্ম একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ধর্মীয় 'আলিম হিসেবে নিজের অধিকাংশ সাহিত্যিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। প্রথম প্রথম তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের একজন অত্যুৎসাহী অনুসারী ছিলেন, কিন্তু পরে যাহিরী সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হন এবং মনে-প্রাণে উহার পক্ষে কাজ করেন। ইব্ন হায্ম ৪৫৬/১০৬৪ সনে মানতা লীশাম (Manta Lisham)-এ ইন্তিকাল করেন।

যাহাবী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩৪১ ; আল্-ইয়াফি'ঈ, *মিরআতুয্ যামান ওয়া ইবরাতুল ইয়াকযান* (ক্রমিক নং ২২২৭, প্রগেস নং ২৪২৮, খোদা বখশ্ ওয়ারিইন্টাল পাবলিক লাইব্রেরী, পাটনা, ভারত), পৃঃ ৭৯-৮১ ; ইব্নুল 'ইমাদ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৯৯ ; *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২২-২২৩।

১২১. ইবন হাযম, *আল্ আহকাম ফী উসূলিল আহকাম,* ১ম খণ্ড (কায়রো, মিসর), পৃঃ ১১৯ ; *তাকমিলাহ,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৯-১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

দাবী করেন নি। তাছাড়া গ্রন্থকারদ্বয় জ্ঞান-বুদ্ধি ও দক্ষতা-অভিজ্ঞতার শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত। অনন্তর হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সে সব হাদীসকে বিশুদ্ধরূপে গ্রহণ করে তদনুযায়ী 'আমল করেছেন। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, এসব হাদীস হারিয়ে যাওয়ার পূর্বেই এগুলোর ওপর 'আমল করা অপরিহার্য।

বাকী ইমাম নববী (রহঃ)-এর বক্তব্যের চুলচেরা বিশ্লেষণের পূর্বে একথা বলা সমীচীন যে মুসলিম উম্মাহ্-এর শরী'আতের 'আলিমগণ তিন ভাগে বিভক্ত ঃ

ক. মুতাকাল্লিমীন (দার্শনিক বা ন্যায় শাস্ত্রকারগণ)।

খ. ফুকাহা (ফিক্হ শাস্ত্রজ্ঞ মনীষীবৃন্দ)।

গ. মুহাদ্দিসীন (হাদীস শাস্ত্র বিশারদগণ)।

প্রথমে আসা যাক মুতাকাল্লিমীনদের কথায় ঃ তাদের কথায় জানা যায় যে, তারা তাদের মতের বিপরীত হলে যন্নী বা ধারণামূলক বিষয়ের হাদীসকেও প্রত্যাখ্যান করেন। অনন্তর মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট বিশুদ্ধ কোন হাদীস পেশ করা হলে তারা তার গ্রহণযোগ্য কোন ব্যাখ্যা পেলে তারা বলেন যে, এ সব হাদীস খবরে ওয়াহিদ-এর অন্তর্ভুক্ত। আর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রবল ধারণা প্রসূত জ্ঞান ছাড়া কিছুই অর্জিত হয় না। কালাম বা তর্ক বিদ্যায় যন্নী বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে কোন বক্তব্য প্রদান করা বা প্রমাণ পেশ করা যায় না।

এ কারণেই লক্ষ্য করা যায় যে, মুতাকাল্লিমীন ও মুহাদ্দিসীন-এর মধ্যে চরম বিরোধ ইতিহাসের পাঠক মাত্রেরই জানা। এমন কি অনেক মুহাদ্দিসকে মুতাকাল্লিমগণ মুশাব্বিহা নামে আখ্যায়িত করেন। পক্ষান্তরে মুহাদ্দিসগণ মুতাকাল্লিমগণকে মু'আত্তালাহ্ নামে আখ্যা দেন।

বাকী রইল ফুকাহাগণের কথা ঃ তাদের কথা অনেকেই জানেন। ফিক্হ শাস্ত্রবিদগণ বা তাদের ইমামগণ-এর মতের বিপরীত কোন হাদীস এলে সেসব হাদীসের কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেন অথবা তারা এর বিপরীত অপর কোন হাদীস এনে পেশ করেন যদিও তা হাদীসের ইমামগণের নিকট অখ্যাত। আর তারা যেসব হাদীসের বিরোধিতা করেন, সে সব হাদীস সহীহাইনে বিদ্যমান রয়েছে অথবা সিহাহ সিত্তাহ-এর কোন গ্রন্থকার সেসব হাদীস গ্রহণ করেছেন।

যারা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থ দেখেছেন এবং সহীহাইনের ওপর ভিত্তি করে লিখিত শাখা গ্রন্থের প্রতি লক্ষ্য করেছেন, তারা এর অনেকটা অনুধাবন করতে পারেন।[১২২]

এবার আসা যাক মুহাদ্দিসগণের কথায় ঃ তারা সেসব হাদীসেরই অনুসরণ করেন, যেগুলো হাদীসের সূত্র পরম্পরা বা সনদের ভিত্তিতে সহীহ। মুহাদ্দিস কয়েক প্রকার। তন্মধ্যে এক প্রকার রয়েছেন এমন, যারা হাদীসের হিফ্য ও সুষ্ঠু সংরক্ষণের পাশাপাশি ঐসব হাদীসের মাধ্যমে নূতন নূতন মাস'আলা উদ্ভাবনের ক্ষমতা, হাদীসে একাধিক সূত্রের সমাহার, হাদীসের রোগ ব্যাধি-সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেছেন এবং হাদীসের পূর্বাপর অবস্থাবলী সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তারা অনেকটা ফিক্হ শাস্ত্রকারগণের কাছাকাছি চলে গেছেন। কেননা এরা হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন।

---

১২২. তাহির ইব্ন সালিহ আল্ জাযা'ইরী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১২৯-১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

আরেক সম্প্রদায় আছেন যারা হাদীস একত্রিত করা ছাড়া আর কিছুই জানেন না। তাদের একমাত্র ব্যস্ততা হল হাদীসের সূত্রগুলোকে একত্রিত করণ ও অধিক রিওয়ায়াতের সমন্বয় সাধন। দিরায়াত বা হাদীসের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের কোন জ্ঞান নেই। আবার যদি সে সব মুহাদ্দিস সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন হন, তবে তো তাদের সাথে এবং উম্মতের 'আলিমগণের মধ্যে বিরোধ বাঁধার ক্ষেত্রে আর কোন সংশয়ই নেই। এ সম্প্রদায়কে আমরা হিসেব থেকে বাদ দিয়েছি। হাদীস শাস্ত্রকারগণ সেটি খুব ভালভাবেই জানেন। ইমাম খাতীব বাগদাদী ও শামসুদ্দীন যাহাবী (রহঃ) সে বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন।

এবার ইমাম নববী (রহঃ)-এর বক্তব্যে আসা যাক, আমরা তাঁর আলোচনা থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, সহীহাইনে যে সব হাদীস বিদ্যমান রয়েছে, যারা সেগুলোর মাধ্যমে অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হওয়ার বিরোধী, তারা অধিকাংশই ফকীহ্ ও উসূল শাস্ত্রকার। পক্ষান্তরে হাদীসবেত্তাগণের কথা পূর্বে জানা গেছে যে, তারা সে সব হাদীসের বিশুদ্ধতায় একমত এবং সে সব হাদীসের ওপর তাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। কারণ হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদি তাদের সাথে নির্দিষ্ট। ফকীহ্ বা ন্যায় শাস্ত্রকারগণের সাথে নয়। তবে এ কথাও সত্য যে, অধিকাংশ ন্যায় শাস্ত্রকার এ ক্ষেত্রে হাদীস শাস্ত্রকারগণের সাথে একমত যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। অনেক ফকীহ্কে লক্ষ্য করা যায়, তাঁরা মাস'আলার ক্ষেত্রে হাদীস শাসন্ত্রকারগণের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন।

ইমাম নববী (রহঃ) তাকরীব গ্রন্থে বলেন ঃ যখন মুহাদ্দিসগণ বলেন ঃ صَحِيحٌ مُتفقٌ عَلَيهِ (সহীহুন মুত্তাফাকুন 'আলাইহি) اَوْ عَلىٰ صِحَّتِه (আও 'আলা সিহ্হাতিহী) তখন এর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর ঐকমত্য তাদের উদ্দেশ্য নয়। এ দিকে শায়খ ইব্নুস সালাহ (রহঃ) উল্লেখ করেন যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) অথবা তাদের একজন যে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, সেগুলো অকাট্যরূপে বিশুদ্ধ। এর দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয়।

তবে মুহাক্কিক ও অধিকাংশ গবেষক বলেন ঃ যতক্ষণ হাদীসটি মুতাওয়াতির প্রমাণিত না হবে, ততক্ষণ সে হাদীস দ্বারা প্রবল ধারণা প্রসূত জ্ঞানই অর্জিত হয়।[১২৩]

অপরদিকে তিনি সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থে লিখেন ঃ শায়খ ইব্নুস সালাহ (রহঃ) এ ক্ষেত্রে যে সব আলোচনা করেছেন, অধিকাংশ হাদীস বিশারদ ও গবেষকের সাথে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। কেননা তাঁরা বলেন ঃ সহীহাইনে যে সব হাদীস মুতাওয়াতির নয় সেগুলো দ্বারা যন্নী

---

১২৩. *তাদরীবুর রাবী*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩২ ।

মূল 'আরবী ঃ

وَاَمَّا المُحَدِّثُونَ : فَمِنهُم الَّذِين يَلتَزِمُونَ بِمَا صَحَّ عِندَهُم بناءً عَلىٰ دِرَاسَةِ الاَسَانِيد
والنَّظر فِى طُرُقِ الحدَيثِ وَهُم طَبَقَاتٌ - فمِنهُم مَن جَمَعَ مَعَ الحِفظِ مَلَكَةَ
الاِستِنبَاطِ.........-

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞান অর্জিত হয়। কেননা সেগুলো খবরে ওয়াহিদ-এর অন্তর্ভুক্ত । আর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কেবল যন্নী বা ধারণা প্রসূত জ্ঞানই অর্জিত হয় যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই।

আর সহীহাইনে বিদ্যমান হাদীসগুলো উম্মতের বরণ করে নেয়ার দ্বারা 'আমল আবশ্যিক হওয়ার উপকারিতা লাভ করা যায়। আর এটি সহীহাইনে বিদ্যমান হাদীসগুলোর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেননা, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বাইরে যেসব খবরে ওয়াহিদ বিদ্যমান রয়েছে, সেসব হাদীসের ওপর কেবল তখনই 'আমল করা অপরিহার্য, যখন সেগুলোর সনদ বিশুদ্ধ হবে। আর সেগুলো দ্বারা কেবল যন্নী জ্ঞানই অর্জিত হবে। যেমনটি সহীহাইনের হাদীস দ্বারা অর্জিত হয়।

আর এখানেই সহীহাইন ও অন্যান্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে পার্থক্য। কেননা সহীহাইনে যেসব বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে, কোন প্রকার দ্বিধা ছাড়াই সেগুলোর ওপর 'আমল অপরিহার্য। পক্ষান্তরে যেসব হাদীস এ গ্রন্থদ্বয়ের বাইরে পাওয়া যায়, সেসব হাদীসকে যাচাই-বাছাই না করে 'আমল করা যাবে না যদিও তাতে বিশুদ্ধতার শর্তাবলী বিদ্যমান থাকে। তা ছাড়া সহীহাইনে বিদ্যমান হাদীসগুলোর ওপর 'আমল করা অপরিহার্য এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা' সংঘটিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, এ বিষয়েও উম্মাহ-এর ইজমা' সংঘটিত হয়েছে যে, নিঃসন্দেহে এসব হাদীস অকাট্যরূপেই মহানবী (সাঃ)-এর বাণী বা তাঁর কালাম।

ইমাম ইব্ন বুরহান তো শায়খ ইব্নুস সালাহ্ (রহঃ) কর্তৃক প্রদত্ত এ বিষয়ক বক্তব্যের বিরোধিতাকারীদের কথা অত্যন্ত জোরালোভাবে অস্বীকার করেছেন। অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সে গুলোকে ভুল বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১২৪]

ইমাম নববী (রহঃ) ইব্ন 'আবদুস সালাম-এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। তাই সুয়ূতী (রহঃ) বলেন ঃ এমনিভাবে এ বিষয়ে ইব্ন 'আবদুস সালাম ইমাম ইবনুস সালাহ-এর সমালোচনা করেছেন। এ পর্যায়ে তিনি বলেন ঃ কোন কোন মু'তাযিলা মনে করেন যে, মুসলিম উম্মাহ্ যখন কোন হাদীসের ওপর 'আমল করেন তখন হাদীসটি অকাট্য বিশুদ্ধতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বলেন ঃ এটি অত্যন্ত নিম্নমানের একটি ধ্যান ধারণা।[১২৫]

---

১২৪. *শারহু সহীহ মুসলিম,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।

১২৫. *তাদরীবুর রাবী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩২।

মূল 'আরবী ঃ

وَوَافقَ النَّوَوِى ابنُ عبدِ السَّلامِ فَقد قالَ السّيوطىُّ رَحِمَه الله تَعالىٰ : وكذَا عَابَ ابنُ عبدِ السَّلام علىٰ ابنِ الصلاحِ هٰذا القول وقالَ إنّ بعضَ المُعتزِلَة يرَونَ انّ الأمّة إذا عَملت بحديثٍ اقتضىٰ ذلك القَطعَ بِصِحَّتِهِ ، قالَ : وهوَ مَذهبٌ ردىٌّ _

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম নববীও তাই বলেছেন। কেননা তাঁর বক্তব্যের ভিত্তি হল খবরে ওয়াহিদটি যখন ন্যায়পরায়ণ কোন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হবে, তখনই তাঁর বক্তব্য প্রযোজ্য হবে। কারণ মুহাদ্দিসীন, ফুকাহা ও উসূলবিদগণের মধ্যকার জমহুরের মতে ন্যায়পরায়ণ রাবী কর্তৃক বর্ণিত খবরে ওয়াহিদ প্রবল ধারণা প্রসূত জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান করে। যাহিরী সম্প্রদায় এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। ইমাম মালিক (রহঃ) এবং ইমাম আহমদ (রহঃ) থেকে এ মতের স্বপক্ষে একটি রিওয়ায়াত পাওয়া যায়। কারাবীসী ও মুহাসিবী প্রমুখও মতটিকে সমর্থন করেন।

পক্ষান্তরে খবরে ওয়াহিদটির বিশুদ্ধতার পক্ষে কিছু নিদর্শনাবলী বিদ্যমান থাকবে এবং সে গুলো হবে এমন শক্তিশালী যে, যে ব্যক্তিই তা শুনবে সে-ই সে হাদীসটিকে সুদৃঢ়রূপে সত্য বলে স্বীকার করে নিবে। তখনই সে হাদীস প্রবল ধারণা প্রসূত জ্ঞান দানের স্তর থেকে অকাট্য জ্ঞান দানের স্তরে উন্নীত হবে। আর এটিই হল সর্বসাধারণ মুহাদ্দিস ও পূর্বসূরী 'উলামা এবং জমহুর ফুকাহা ও উসূলবিদগণের মাযহাব।

আলোচ্য বিষয়ের ওপর একটি উপমা টানার প্রয়োজন, যাতে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ন্যায়পরায়ণ রাবী কর্তৃক বর্ণিত খবরে ওয়াহিদ যখন নিদর্শনাবলী দ্বারা সমৃদ্ধ হবে, তখন তার দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হবে।

উপমাটি হল ঃ যদি কোন রাষ্ট্র প্রধান তার মুমূর্ষ সন্তানের মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করেন এবং এর সত্যতার কিছু নিদর্শন যথা, গৃহে ক্রন্দন রোল, জানাযার নামায আদায়-- কারও এরূপ মৃত্যু না হলে পর্দানশীনদের এমন অস্বাভাবিক উপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসা, এমনিভাবে রাষ্ট্র প্রধান এবং রাষ্ট্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের বের হয়ে আসা ইত্যাদি প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়, তাহলে অকাট্যরূপে রাষ্ট্রপ্রধানের এ সংবাদকে আমরা সত্যরূপে গ্রহণ করে নেব এবং অকাট্যরূপে রাষ্ট্র প্রধানের সন্তানের মৃত্যু হয়েছে বলে ধরে নেব। ফলে আমরা ব্যথিত হব যাতে কোন সন্দেহ নেই।

সুতরাং অপরাপর প্রমাণ থাকার কারণে সংবাদের দ্বারা একটি জ্ঞান অর্জিত হল। কেননা রাষ্ট্র প্রধান এ সংবাদ না দিলে আমরা অন্য কারও মৃত্যুর কথা ধরে নিতাম। আবার প্রমাণাদি সাথে না থাকলে কেবল সংবাদ প্রদানের মাধ্যমে এমন অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হত না; বরং যদি প্রমাণাদি সংবাদের বিপরীত ধারায় আসে, তাহলে সংবাদের মোড় পরিবর্তিত হয়ে রাষ্ট্র প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত সংবাদ মিথ্যা হওয়ার কারণ দেখা দেবে। আর সেসব নিদর্শন হলো রাষ্ট্রপ্রধানের কোন সন্তানই অসুস্থ নয়, কোন ডাক্তারও তার চিকিৎসার জন্য আসে নি, তার মধ্যে চিন্তার কোন চাপও নেই। স্বাভাবিক ভাবে যা হয়, তেমনি কোন কান্নার শব্দও আমরা শুনতে পাই নি। উপরন্তু কোন জানাযাও বের হয় নি। তাহলে প্রমাণিত হবে যে, রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক পরিবেশিত সংবাদটি মিথ্যা। অতঃপর উক্ত উদাহরণ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন সংবাদের সত্যতার স্বপক্ষে যখন কিছু প্রমাণ থাকবে, তখন তার দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হবে।[১২৬]

---

১২৬. মোল্লা 'আলী ক্বারী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, ইমাম নববী ও ইব্ন 'আব্দুস সালাম (রহঃ)-এর আপত্তি আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষত কোন কোন ফকীহ্ তাতে যথেষ্ট ক্রুটি পেয়েছেন। আর এমনিতেও কালাম ও ফিক্হ শাস্ত্রের অনেকে ইমাম ইবনুস সালাহ (রহঃ) ও ইমাম তাইমিয়াহ (রহঃ)-এর ন্যায় মনীষীগণের মতই রায় প্রদান করেছেন। উপরন্তু আমাদের পূর্বসূরী ও আহ্লে হাদীসগণও[১২৭] তাই বলেন।

---

১২৭. যাঁরা সর্বাবস্থায় পবিত্র কুর'আন ও সহীহ হাদীস থেকে সরাসরি অথবা তার ভিত্তিতে প্রদত্ত ফায়সালাকে সকল ব্যাপারে চূড়ান্ত সমাধান হিসাবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেন ও নিঃশর্তভাবে তা গ্রহণ করেন, তাঁদেরকে 'আহ্লে হাদীস' বলা হয়। এ প্রসংগে মহানবী (সাঃ)-এর একটি হাদীস প্রণিধান যোগ্য ঃ

عَنْ اَبِی سعیدٍ الخُدرِیِّ اَنَّهٗ کَانَ اِذا رَاَی الشبَابَ قَالَ مَرحبًا بِوصِیَّةِ رسولِ اللهِ صلیَّ اللهُ علیه وسلمَ اَمَرَنَا رسولُ اللهِ صلیَّ اللهُ علیه وسلمَ اَنْ نُوسعَ لَکُمْ فِی المَجلسِ واَنْ نُفهِمَکُمُ الحَدیثَ فَاِنَّکم خُلوفُنا واَهلُ الحَدِیثِ بَعدَنَا -

'বিখ্যাত সাহাবী আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) (মৃঃ ৭৪/৬৯৩) মুসলিম তরুণদের দেখলে খুশী হয়ে বলতেন--রাসূলে করীম (সাঃ)-এর অসিয়ত অনুযায়ী আমি তোমাদেরকে 'মারহাবা' জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে তোমাদের জন্য মজলিস প্রশস্ত করার ও তোমাদেরকে হাদীস বুঝাবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কেননা তোমরাই আমাদের পরবর্তী বংশধর ও পরবর্তী আহলুল হাদীস।' এমনিভাবে প্রখ্যাত তাবি'ঈ ইমাম শা'বী (মৃঃ ১০৪/৭২২) সাহাবায়ে কিরামের জামা'আতকে আহলুল হাদীস বলতেন। তিনি নিজেও 'আহলুল হাদীস' হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইমাম আহমদ ইব্ন তায়মিয়াহ (মৃঃ ৭২৮/১৩২৭) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা, মালিক, শাফি'ঈ, আহমদ (রহঃ)-এর জন্মের বহু পূর্ব হতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রাচীন একটি মাযহাব পরিচিত ছিল। সেটি হল সাহাবায়ে কিরামের মাযহাব, যাঁরা তাঁদের নবী করীম (সাঃ)-এর কাছ থেকে সরাসরি 'ইলম হাসিল করেছিলেন। ইমাম আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ ইবনুল হাসান লালকাঈ (মৃঃ ৪১৮/১০২৭) স্বীয় গ্রন্থের শুরুতে উম্মতের ওপর আসহাবে হাদীসের শ্রেষ্ঠত্ব (فَضلُ اصحَابِ الحَدِیثِ عَلَی الاُمَّةِ) এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দিকে আহলে হাদীসগণের সম্পর্কিত করণ (اِنتِسَابُ اَهلِ الحَدِیثِ اِلَی رَسولِ اللهِ صَلَّی اللهُ علیهِ وَسلَّمَ) নামক দু'টি অধ্যায় শেষে মহানবী (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর হতে সাহাবা, তাবি'ঈ ও তৎপরবর্তী যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও স্থানে তাঁর সময়কাল পর্যন্ত আহলে হাদীস আন্দোলনের ১৯১ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বের নামসহ লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম আবূ ইসমা'ঈল 'আবদুর রহমান ইব্ন ইসমা'ঈল সাবূনী (মৃঃ ৪৪৯/১০৫৭), ইমাম মালিক, শাফি'ঈ ও আহমদ (রহঃ) হতে তাঁর যুগ পর্যন্ত তাঁর ভাষায় اَئِمَّةُ اَهلِ الحَدِیثِ হিসাবে ৪৭ জন সেরা আহলে হাদীস নেতৃবৃন্দের নামোল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে ইব্ন নাদীম (মৃঃ ৩৭০/৯৮০) 'মুহাদ্দিস ও আসহাবে হাদীস ফকীহ্গণ' (فُقَهَاءُ المُحَدِّثِینَ وَاَصحَابُ الحَدِیثِ) শিরোনামে ৬৪ জন নেতৃবৃন্দের পরিচয় তুলে ধরেছেন। আহলে হাদীসের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপঃ

Dhaka University Institutional Repository

শায়খুল ইসলাম সিরাজুদ্দীন বালকীনী (রহঃ) বলেন ঃ ইবনুস সালাম ও ইমাম নববী (রহঃ) এবং তাদের অনুসারীগণ যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ অবৈধ। এ পর্যায়ে তিনি পরবর্তী যুগের কতিপয় হাফিযুল হাদীস (রহঃ)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন। যথা শাফি'ঈ মাযহারের ইসফিরা'ঈনী আবূ ইসহাক, আবূ হামিদ কাযী আবূ তায়্যিব ও তার ছাত্র আবূ ইসহাক শীরাযী (রহঃ) হানাফী মাযহারের শামসুল আ'য়িম্মা সারাখসী, মালিকী মাযহাবে কাযী 'আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) এবং হাম্বলী মাযহারের অনেকে যথা আবূ ই'য়ালা আল খাত্তাব, ইব্‌ন হামিদ, ইব্‌ন যাগূনী ও আশ'আরিয়্যাহ প্রমুখ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ কালাম শাস্ত্রবিদ। তন্মধ্যে ইব্‌ন ফাওরাক এবং বিশেষভাবে আহলে হাদীস ও সর্বসাধারণের পূর্বসূরীগণের মাযহাব হল মুসলিম উম্মাহ্ যে হাদীসটিকে বরণ করে নিয়েছেন, সে হাদীসটিকে তারা অকাট্যরূপে বিশুদ্ধ বলেন ।

ইব্‌ন তাহির 'আল মাকদিসী সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ মুসলমানগণ এ বিষয়ে একমত যে, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে যে সব হাদীস স্থান লাভ করেছে অথবা গ্রন্থদ্বয়ের শর্ত মোতাবেক হবে সেসব হাদীস বিশুদ্ধ ।[১২৮]

---

১. আহলে হাদীসগণ সর্বাবস্থায় পবিত্র কুর'আন ও সহীহ হাদীসকেই তাঁদের যথার্থ পথ প্রদর্শক হিসেবে গণ্য করেন।

২. সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তাঁরা বিগত কোন মুজতাহিদের রচিত নির্দিষ্ট উসূলের দিকে ফিরে যান না ; বরং সর্বাবস্থায় প্রথমে কুর'আন, তারপর হাদীস, তারপর সাহাবায়ে কিরামের আসার, অতঃপর আহ্‌লে সুন্নাতের অনুসরণীয় প্রথম যুগের মুজতাহিদগণের রায়সমূহ নিরপেক্ষভাবে যাচাই করে তার আলোকে সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন।

৩. তাঁরা 'খবরে ওয়াহিদ' পর্যায়ের সহীহ হাদীসকে কিয়াসের ওপর স্থান দিয়ে থাকেন।

৪. তাঁরা সকল যুগের সকল আহলে সুন্নাত বিদ্বানকে শ্রদ্ধা করে থাকেন, কিন্তু কোন একজন নির্দিষ্ট মুজতাহিদের মাযহাব (School of thought) -এর তাকলীদ করেন না।

৫. তাঁরা যুগ সমস্যার সমাধানে ইজতিহাদ বা শরী'আত গবেষণার দুয়ার সকল যুগের সকল শরী'আত অভিজ্ঞ যোগ্য 'আলিমের জন্য উন্মুক্ত বলে মনে করেন।

খাতীব বাগদাদী, আহ্‌লে হাদীসের মর্যাদা শীর্ষক পুস্তক *শারফু আসহাবিল হাদীস* (রিপন প্রেস, লাহোর, পাকিস্তান, তা.বি.), পৃঃ ১২ ; যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৮৩ ; ইমাম লালকাঈ, *শারহ উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস্ সুন্নাহ,*...১ম খণ্ড (তাহকীক ঃ ডঃ আহমদ সা'আদ হামাদান (দারুত্-তাইয়িবা, রিয়ায, সম্ভবত ঃ ১৪০২/১৯৮২), পৃঃ ২৯-৪৯ ; ইমাম সাবূনী, *'আকীদাতুস্-সালাফ আসহাবিল হাদীস,* তাহকীক, বদর আল-বদর, ১ম সং (দারুস সালাফিয়্যাহ, সাফাত, কুয়েত ঃ ১৪০৪/১৯৮৪), পৃঃ ১১০-১১১।

১২৮. সিরাজুদ্দীন বালকীনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ ঃ ১০১।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্‌ন তাহির তার সাথে যোগ করে বলেন ঃ যেসব হাদীস সহীহাইনে গৃহীত শর্ত মোতাবেক হবে, সে সব হাদীস দ্বারা অকাট্য জ্ঞানও অর্জিত হবে ।

হাফিয ইব্‌ন হাজার (রহঃ) বলেন ঃ সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থে ইমাম নববী (রহঃ) অধিকাংশের বরাত দিয়ে যা বলেছেন মুহাক্কিক বা গবেষকগণ তাদের অন্তর্ভুক্ত নন ; বরং তারা ইবনুস সালাহ্-এর মতামতকে সমর্থন করেন ।[১২৯]

মূলত ইব্‌ন হাজার (রহঃ) যা বলেছেন তাই সত্য। মুহাক্কিকগণ ইব্‌ন সালাহ-এরই সমর্থন করেন ; আলহামদুলিল্লাহ। অধিকাংশ মুহাক্কিকই এ মত পোষণ করেন।

হাফিয ইব্‌ন হাজার (রহঃ) বলেন, যে সব খবরে ওয়াহিদ-এর সাথে প্রমাণাবলী যুক্ত থাকে, তা আবার কয়েক প্রকার। যথা ঃ

ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁদের সহীহাইনে মুতাওয়াতির-এর পর্যায়ে পৌঁছে নি, এমন যেসব হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, সেসব হাদীসের অকাট্যতার অনেক প্রমাণ রয়েছে। যেমন ঃ

১. সহীহাইনের স্থান এ ক্ষেত্রে অনেক উর্ধ্বে।

২. অশুদ্ধ হাদীস থেকে বিশুদ্ধ হাদীস চয়নে সর্বাগ্রে তাঁদের স্থান।

৩. গোটা উম্মত গ্রন্থ দু'টিকে গ্রহণ করে নিয়েছেন।

আর শেষোক্ত এই একটি মাত্র' গুণই মুতাওয়াতির নয় অথচ কেবল অধিক সূত্রে বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা অকাট্য জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে অধিক শক্তিশালী। তবে শর্ত হল হাদীসের হাফিযগণ সহীহাইনের যেসব হাদীসের সমালোচনা করেন না এবং যে সব হাদীসের মর্মার্থে বৈপরিত্য পরিলক্ষিত হয় না, হাদীসটি সেরূপ হতে হবে।

কারণ, পরস্পর বিরোধী দু'টি হাদীসের মধ্যে একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্য না দিয়ে কোন একটিকে সত্য বলে গ্রহণ করে নেয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া বাকী যে সব হাদীস রয়েছে সেসব হাদীস সর্বসম্মতরূপে বিশুদ্ধ।

এখন যদি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, উম্মত তো হাদীসের ওপর 'আমল করার ক্ষেত্রে একমত হয়েছেন, বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে নয়, তবে আমরা তা স্বীকার করব কেন ?

---

১২৯. *তাদরীবুর রাবী,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৩।

মূল 'আরবী ঃ

فَقَدَ اَلْحَقَ ابنُ طاهِر رَحِمَهُ اللهُ تعالىٰ : مَا كَانَ عَلىٰ شَرَط الشَّيْخَيْن فى إِفادَة العِلم أَيضًا ، وقالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَر رَحِمَهُ اللهُ تعالىٰ : ما ذَكَرَه النَّوَوِىُّ فى شَرحِ مُسْلِمٍ مِّن جِهَة الاَكثَرِينَ أما المُحَقِقونَ فَلاَ ، فقدْ وَافق ابنَ الصلاحِ مُحققُونَ -

Dhaka University Institutional Repository

এ অস্বীকৃতির মূল সূত্র হল ঃ মুসলিম উম্মাহ্ তো কেবল সে সব হাদীসের ওপর 'আমল করার ক্ষেত্রেই একমত হয়েছেন যে সব হাদীস বিশুদ্ধ। আর শাইখাইন যে সব হাদীস গ্রহণ করেছেন, সে সব হাদীসকে যদি বিশুদ্ধ বলে গণ্য করা না হয়, তবে এ ক্ষেত্রে সহীহাইনের আর কোন বিশেষত্ব অবশিষ্ট থাকে না। অথচ গোটা উম্মত একমত যে, এ ক্ষেত্রে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য রয়েছে যা হাদীসের বিশুদ্ধতার ইঙ্গিত বহন করে।[১৩০]

যারা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীস দ্বারা অকাট্য জ্ঞান লাভের বিরোধিতা করেন, তাদের এ বিরোধিতার কারণকে আমরা তিনভাগে বিভক্ত করতে পারি।

১. তারা বলেন ঃ জমহুর ন্যায় শাস্ত্রকার ও উসূলবিদগণ এ কথা বলে ইমাম ইব্নুস সালাহ (রহঃ)-এর বিরোধিতা করেন যে, একজন ন্যায়পরায়ণ বর্ণনাকারীর হাদীস দ্বারা যন্নী জ্ঞান অর্জিত হয়।

২. কিছু সংখ্যক মু'তাযিলী[১৩১] 'আলিম মনে করেন, মুসলিম উম্মাহ্ যখন কোন হাদীসের ওপর 'আমল করেন, তখন তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল, হাদীসটি অকাট্যরূপে বিশুদ্ধ। এই সুবাদে ইব্নুস সালাহ (রহঃ) তার চিহ্নিত গোটা কয়েক হাদীস ছাড়া বাকী সবগুলোর ক্ষেত্রে এ হুকুম লাগিয়েছেন যে, হাদীসগুলো অকাট্যরূপে বিশুদ্ধ।

---

১৩০. *শারহু নুখবাতিল ফিকর,* প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৯।

১৩১. মু'তাযিলা (مُعْتَزِلَة) ইসলামে কালাম শাস্ত্রের একটি মতবাদ ও চিন্তাধারার প্রবক্তাদের নাম, যারা পবিত্র কুর'আন-হাদীস ও বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছে। মু'তাযিলা শব্দটি ই'তিযাল (اِعْتِزَال) এই মাসদার বা অসমাপিকা ক্রিয়া হতে গঠিত ইসমে ফা'ইল বা কর্তৃবাচ্যার্থক বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ। ই'তিযাল শব্দের অর্থ কোনও ব্যক্তি বা দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। কুর'আন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوا لِىْ فَاعْتَزِلُوْنِ "(মূসা (আঃ) তাঁর জাতিকে বলেন,) আর যদি তোমরা আমার প্রতি ঈমান না আন, তবে আমার নিকট হতে পৃথক হয়ে যাও।" (৪৪ ঃ ২১)

মু'তাযিলা সম্প্রদায়কে কেন এই নামে অভিহিত করা হয়েছে, সে বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এতদ্সম্পর্কিত বিখ্যাত ধারণা এই যে, একবার হাসান বসরী তাঁর ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে বসে তাদেরকে পাঠ দান করছিলেন। এ সময় ওয়াসিল ইব্ন 'আতা তাঁর জনৈক ছাত্র উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রশ্ন করল ঃ জনাব ! এরূপ একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে যারা এ 'আকীদা প্রচার করে যে, কোন ব্যক্তি কবীরা গুনাহ্ করলে সে কাফির হয়ে যাবে। উক্ত সম্প্রদায় খাওয়ারিজ সম্প্রদায়ের 'ওয়া'ঈদিয়্যা' নামীয় উপদল বিশেষ। অন্য এক সম্প্রদায় (যা মুরজিয়া নামে পরিচিত) এই 'আকীদা প্রচার করে যে, কবীরা গুনাহের পাপাচারী ব্যক্তিকে কাফির বলা যায় না। শেষোক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা এই 'আকীদা পোষণ করে যে, মু'মিন ব্যক্তি গোনাহ্ করলে তার গোনাহ্ দ্বারা তার ঈমান ও পরকাল কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। উক্ত দু' সম্প্রদায়ের মধ্য হতে কোন্ সম্প্রদায়

Dhaka University Institutional Repository

৩. ইমাম ইব্নুস সালাহ (রহঃ) তো সহীহাইনের হাদীসের ক্ষেত্রে গোটা উম্মতের বরণ করে নেয়ার হুকুম প্রদান করেছেন। কিন্তু উম্মত দ্বারা তার উদ্দেশ্য কি ? তা তিনি ব্যক্ত করেন নি। অপরদিকে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের কোন প্রকার হাদীসকে গোটা উম্মত গ্রহণ করে নিয়েছেন--এ ক্ষেত্রেও তিনি সুস্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেন নি।

প্রথম বক্তব্যের জবাব হল ঃ ন্যায়পরায়ণ একজন বর্ণনাকারীর হাদীস দ্বারা যন্নী জ্ঞান লাভের অর্থ হল, হাদীসটি যখন কোন প্রকার কারীনাহ শূন্য হবে।

পক্ষান্তরে ইমাম ইব্নুস সালাহ (রহঃ)-এর সাথে সর্বসাধারণ মুহাদ্দিসীনে কিরাম ও বিপুল সংখ্যক ফকীহ, উসূলবিদ ও ন্যায়পরায়ণ শাস্ত্রকারগণ সে সব হাদীসের ক্ষেত্রে অকাট্য বিশুদ্ধতার হুকুম প্রদান করেছেন, যখন হাদীসগুলোর বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে অপরাপর আরও দলীল প্রমাণ থাকবে, তখন তা নিরেট ন্যায়পরায়ণ বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস হবে না।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দুই প্রকার যথা ঃ

ক. মুতাওয়াতির হাদীস। আর এসব হাদীসের সংখ্যাই অধিক।

খ. খবরে আহাদ। সর্বসম্মত মতানুযায়ী মুতাওয়াতির হাদীস অকাট্য জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান করে। আর সহীহাইনে বিদ্যমান খবরে ওয়াহিদগুলো ইমাম ইব্নুস সালাহ (রহঃ) ও যাঁদের কথা উল্লেখ করা হল, তাঁদের মতে অকাট্য জ্ঞানের উপকারিতা প্রদানকারী। কেননা, সেসব হাদীস কারীনাযুক্ত। কিন্তু বিরুদ্ধবাদী জমহুর 'আলিমগণ যে সব হাদীসের ওপর অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হওয়ার হুকুম প্রদান করা থেকে বিরত থাকেন, তাদের উদ্দেশ্য সে সব হাদীস, যেগুলোর বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে আর কোন দলীল প্রমাণ বিদ্যমান নেই। সুতরাং উভয়ের আলোচ্য হাদীস এক হল না।

দ্বিতীয় বক্তব্যের জবাব শায়খ ইব্ন তাইমিয়াহ (রহঃ) প্রমুখের বক্তব্যে মূলত দেয়া হয়েছে যে, গোটা উম্মত যখন কোন বিভ্রান্তির ওপর একমত হতে পারেন না ; আর এমনটি হওয়াও অসম্ভব। সুতরাং উম্মত যে বিষয়ের ওপর একমত হয়েছেন, তা সঠিকই হবে। অপরদিকে হাদীস

সঠিক পথের অনুসারী ? হাসান বস্রী তার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করার পূর্বেই ওয়াসিল ইব্ন 'আতা নিজেই বললেন ঃ আমার মতে উক্ত ব্যক্তি কাফিরও নয় এবং মু'মিনও নয়, বরং সে ঈমান ও কুফ্র-এর মধ্যবর্তী একটি স্থানে অবস্থান করে। শুধু তা-ই নয়, বরং ওয়াসিল ইব্ন 'আতা হাসান বসরীর ছাত্রদের মধ্যে তাঁর উক্ত 'আকীদা প্রচার করতেও আরম্ভ করলেন। এতে হাসান বসরী (রহঃ) বললেন ঃ هٰذَا الرَّجُلُ اعْتَزَلَ عَنَّا "এই লোকটি আমাদের নিকট হতে পৃথক হয়ে গিয়েছে।" হাসান বসরীর উক্ত উক্তি হতে ওয়াসিল ইব্ন 'আতা ও তার সমমনা ব্যক্তিগণ মু'তাযিলা নামে অভিহিত হতে থাকে।

ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

শাস্ত্রের 'আলিমগণের ঐকমত্যই এ ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যায়। আর হাদীস শাস্ত্রের 'আলিমগণ সহীহাইনের বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে একমত হয়েছেন যেমনটি ওপরে বর্ণিত হয়েছে। অতএব, তাদের ঐকমত্য সঠিক বিষয় ব্যতীত হতেই পারে না এবং উম্মত যে বিষয়ে একমত হয়েছেন, তা সত্যই হবে। আর সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বিদ্যমান হাদীসগুলোর অকাট্য বিশুদ্ধতার শক্তিশালী একটি প্রমাণ হল এটি।

অপর দিকে মু'তাযিলাদের যে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে, তা গুটি কতক ব্যক্তির কথা মাত্র। আর তাতেও কোন বিপত্তি নেই। কেননা শরী'আতের কোন কোন হুকুম-আহ্কামের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি পূজারীদের দৃষ্টিভঙ্গি মিলে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। তাই বিরুদ্ধবাদীদের কথা মেনে নিলে তার অর্থ দাঁড়ায়, ইমাম ইবনুস সালাহ কিংবা প্রবৃত্তি পূজারীদের যে কথাই শরী'আতের কোন হুকুমের সাথে সাজুয্যপূর্ণ হবে, তা পরিত্যাজ্য হবে। কি অধম বিবেচনা !

তৃতীয় বক্তব্যের জবাব হল ঃ ইমাম ইবনুস সালাহ ও তদপরবর্তী মনীষী ইমাম ইব্ন তাইমিয়াহ (রহঃ) প্রমুখ হাদীস শাস্ত্রকারগণের বক্তব্য ও উদ্দেশ্যকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। আর তা হল ইবনুস সালাহ (রহঃ)-এর বক্তব্য ঃ

وَاَعْلاَهَا اَىْ اَقْسَامِ الصَّحِيْحِ ......وَالعِبْرَةُ فِى كُلِّ فَنٍّ بِأَهْلِه ، لاَ بِغَيْرِهِمْ

হাদীসের প্রকারভেদের মধ্যে সর্বপ্রথম স্তর হল, হাদীস শাস্ত্রকারগণ প্রধানত ঃ صَحِيْحٌ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (সাহীহুন মুত্তাফাকুন 'আলাইহি) পরিভাষা ব্যবহার করে অর্থ নেন ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর ঐকমত্য। গোটা উম্মতের ঐকমত্য নয়। কিন্তু তাঁদের ঐক্যমত্যের কারণে পরোক্ষভাবে অপরিহার্যরূপে গোটা উম্মতের ঐক্যমত্য অর্জিত হয়েই যায়। কেননা একমত হয়ে গৃহীত ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) হাদীসকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে গোটা উম্মত একমত। তাছাড়া সব শাস্ত্রেই সে শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণের অভিমত ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অন্যদের নয়।

এ ক্ষেত্রে ইমাম ইব্ন তাইমিয়াহ (রহঃ)-এর বক্তব্য পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। প্রয়োজনে তার স্মরণাপন্ন হওয়া যায়। কারণ তা খুবই চমৎকার ও সুস্পষ্ট।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ)[১৩২] বিষয়টিকে চমৎকার আঙ্গিকে বুঝিয়ে দিয়ে বলেন ঃ যে কোন শাস্ত্রের ক্ষেত্রেই সে শাস্ত্রে নতুন নতুন আবিষ্কারের যোগ্য ব্যক্তির উদ্ভাবনই গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

---

১৩২. তাঁর পুরো নাম ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন 'ওমর ইব্নুল হুসায়ন ফখরুদ্দীন আর-রাযী। তিনি ৫৪৩/১১৪৯ সনে 'রায' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত মুফাস্সির, অপ্রতিদ্বন্দ্বী কালাম শাস্ত্রবিদ, আশ'আরী দার্শনিক ও প্রসিদ্ধ ইসলামী ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন। তাঁর পিতা যিয়াউদ্দীন

Dhaka University Institutional Repository

المُعْتَبَرُ بِالإجْماعِ فِى كُلِّ فَنٍّ اَهلُ الاِجْتِهَادِ فِى ذٰلِكَ الفَنِّ وَاِنْ لَمْ يَكُوْنُوا مِنْ اَهلِ الاِجْتِهَادِ فِي غَيْرِهِ ٠

যে কোন শাস্ত্রেই কেবল সে সব লোকের ইজতিহাদ বা আবিস্কার গ্রহণযোগ্য ও বিবেচ্য, যারা এ শাস্ত্রে পণ্ডিত ও পারদর্শী। যদিও বা তারা অন্য শাস্ত্রে এরূপ যোগ্যতার অধিকারী নন।

যেমন ঃ তর্কশাস্ত্র বা ন্যায়শাস্ত্রের কোন বিতর্কিত বিষয়ে কেবল ন্যায় শাস্ত্রকারগণের ঐকমত্যই গ্রহণযোগ্য হবে। ফিক্‌হ শাস্ত্রের কোন মাস'আলাহ-এর ক্ষেত্রে ফিক্‌হ শাস্ত্রে পারদর্শী মুজতাহিদগণের ঐকমত্য বিবেচিত হয়। আর এ জন্যই ফিক্‌হী মাস'আলার ক্ষেত্রে ন্যায় শাস্ত্রকারগণের বক্তব্য যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি ন্যায়শাস্ত্রীয় বিষয়ে ফকীহ্‌গণের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। অনন্তর তিনি তাঁর বক্তব্য বিষয়ের ওপর প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে বলেন ঃ যাদের যে বিষয়ে পারদর্শিতা নেই, তারা সে বিষয়ে অজ্ঞ বিধায়, তাদের বক্তব্য নির্ভরযোগ্য হতে পারে না।[১৩৩] তাঁর উপস্থাপনা খুবই চমৎকার । প্রয়োজনে মূল গ্রন্থ দেখা যেতে পারে।

'ওমর ছিলেন 'রায' শহরের বিচারপতি ও খাতীব। তিনি ইসলামী কালাম শাস্ত্রেও গভীর জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন। ইমাম রাযী (রহঃ)-এর বুদ্ধিমত্তা, বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি, ন্যায়নিষ্ঠ ও পরিচ্ছন্ন অন্তর তাঁকে সমগ্র মধ্য এশিয়া অঞ্চলে একজন বিখ্যাত ও সম্মানিত শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। সর্বস্তরের মানুষ বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা ও সমাধানের জন্য তাঁর সান্নিধ্যে উপস্থিত হত। অধিকন্তু তিনি একজন বিশিষ্ট ধর্ম প্রচারক ও সুবক্তা ছিলেন। মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন, সুঠামদেহী, ঘন শ্মশ্রুপূর্ণ এই মানুষটি যখন তাঁর বলিষ্ঠ ও তেজস্বী কণ্ঠে বক্তৃতা করতেন তখন শ্রোতাগণ গভীর আবেগে আপ্লুত ও অনুপ্রাণিত হয়ে অশ্রু বর্ষণ করত। তাঁর বক্তৃতার ফলে অনেক কাররামী সুন্নী মতবাদে দীক্ষিত হয়। দর্শনশাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞান এবং অনেক বিষয়ে তাঁর সাথে মতবিরোধ সত্ত্বেও তিনি অবিসংবাদিতভাবে একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধ ধর্মীয় বক্তব্যে পূর্ণ ছিল। ইমাম রাযী (রহঃ) ৩২ খণ্ডে সমাপ্ত স্বীয় বৃহদায়তন তাফসীর গ্রন্থ 'মাফাতীহুল গায়ব বা তাফসীরুল কাবীর'-এর জন্য জগতজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। কালাম শাস্ত্রের কূটতর্কে জড়িয়ে পড়ায় শেষ জীবনে তিনি দারুণভাবে অনুতপ্ত হন এবং আশ'আরী মতবাদ ত্যাগ করে সালাফী 'আকীদায় ফিরে আসেন। ইরানের হিরাত শহরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

দাউদী, *তাবাকাতুল মুফাস্‌সিরীন*, ২য় খণ্ড (তাহকীক ঃ 'আলী মুহাম্মদ 'ওমর, মাকতাবাহ্ ওয়াহ্‌বাহ্, কায়রো, মিসর, ১৩৯২/১৯৭২), পৃঃ ২১৩-২১৭ ; মাগরীভী, *আল-মুফাস্‌সিরূন*, ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৭-৫১ ; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, চতুর্দশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩৬-৫৩৭।

১৩৩. ফখরুদ্দীন আর-রাযী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৮১-২৮২।

Dhaka University Institutional Repository

আর কোন বিষয়কে গ্রহণ করে নেয়ার গুরুত্ব সে বিষয়ের ওপর 'আমল করা অপেক্ষা অধিক ব্যাপক। সুতরাং হাদীস বিজ্ঞানীগণ যখন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসকে বরণ করে নিয়েছেন, তখন গ্রন্থদ্বয়ে বিদ্যমান হাদীসের ওপর 'আমল করার দাবী অপেক্ষা সেটি অধিক শক্তিশালী হয়ে গেল। কেননা, সহীহাইনে বিদ্যমান থাকুক বা না-ই থাকুক হাদীস বিশারদগণ একমত যে, হাদীস বিশুদ্ধ হলে তার ওপর 'আমল করা অপরিহার্য। অপরদিকে গোটা উম্মাহ্ একমত যে, সহীহাইন-এর ভিন্ন একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাই হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিতবর্গের ও গোটা উম্মতের আত্মা ও মনে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের গ্রহণযোগ্যতা সুস্পষ্টরূপে এ কথার স্বাক্ষর বহন করে যে, সহীহাইনের হাদীসের ওপর 'আমল করা অপরিহার্য। এখানেই শেষ নয়; বরং তাদের উদ্দেশ্য আরও ব্যাপক। আর তা হল তার দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হওয়া।

তবে হ্যাঁ, সহীহাইনের হাদীস যে অকাট্যরূপে বিশুদ্ধ এবং এর দ্বারা যে, আবশ্যিক জ্ঞান অর্জিত হয়, সে কথাটি কেবল একজন গভীর দূরদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তিই অনুধাবন করতে পারেন। সকলের পক্ষে তা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। আর যারা বিষয়টি অনুধাবনে অক্ষম, তাদেরকে এ বিষয়ে সক্ষম ব্যক্তির অনুসরণই করা কর্তব্য। যেমনটি ইমাম ইব্ন তাইমিয়াহ্ (রহঃ) বলেন ঃ এ কারণে সমকালীন ইমাম শায়খ মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ্ কাশমিরী (রহঃ)[১৩৪] القَوْلُ الفَصْلُ فِى اَنَّ خَبَرَ الصَّحِيْحَيْنِ يُفِيْدُ القَطْعَ শিরোনামের আওতায় বলেন ঃ

---

১৩৪. সায়্যিদ মুহাম্মদ আন্ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রহঃ) ২৭ শাওয়াল ১২৯২/১৮৭৬ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা সায়্যিদ মু'আয্যাম শাহ্। চার বছর বয়সে তিনি তাঁর পিতার নিকট কুর'আন মজীদ পাঠ করেন। প্রায় দেড় বছরে কুর'আন মজীদসহ ফারসী ভাষায় প্রাথমিক স্তরের গ্রন্থসমূহ শেষ করেন। মাওলানা গোলাম মুহাম্মদের নিকট ফারসী ভাষায় উচ্চস্তরের গ্রন্থসমূহ এবং 'আরবী ভাষার নিম্নস্তরের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেন। চৌদ্দ বছর বয়সে হাযারা কেন্দ্রীয় মাদ্রাসায় তিন বছর অবস্থান করে বিভিন্ন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ করেন। ১৩০৮/১৮৯১ সনে দারুল উলূম দেওবন্দে শায়খুলহিন্দের নিকট ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন গ্রন্থসমূহ 'সিহাহ সিত্তাহ্' হাদীসসমূহ অধ্যয়ন করে চূড়ান্ত সনদ লাভ করেন। অতঃপর তিনি তরীকতে মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর হাতে বয়'আত হয়ে খিলাফত লাভ করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি দিল্লীর মাদ্রাসা আমীনিয়াতে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। অতঃপর কাশ্মীরের ফয়যে আম মাদ্রাসায় দু'বছর শিক্ষকতা করার পর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে হাজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তথায় অবস্থান করে তথাকার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের গ্রন্থসমূহ পাঠ করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি হিজায থেকে দেওবন্দে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁকে দারুল 'উলূমে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। অতঃপর ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে উপ-সদর মুদার্‌রিস হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সদর মুদার্‌রিস ও শায়খুল হাদীস পদে বরিত হন। ১৯২৭ সনে দারুল 'উলূমের পরিচালবৃন্দের সাথে মতবিরোধের কারণে তিনি উক্ত মাদ্রাসা থেকে ইস্তিফা দিয়ে ডাভেলের ইসলামিয়া মাদ্রাসায় ১৯৩৩ সন পর্যন্ত শায়খুল হাদীস হিসেবে কাজ করেন। অতঃপর অসুস্থ হয়ে দেওবন্দ আগমন করে ১৯ মে ১৯৩৪ সনে ইন্তিকাল করেন এবং তথায় সমাহিত হন।

সায়্যিদ সুলায়মান নদভী, *ইয়াদে রফ্তেগান* (করাচী, পাকিস্তান, ১৯৫৫ খ্রিঃ), পৃঃ ১৬৯-১৭০।

Dhaka University Institutional Repository

"সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য রয়েছে যে, সেগুলো দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় কিনা ? জমহুর 'আলিমগণ বলেন ঃ অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় না। পক্ষান্তরে হাফিয ইব্ন হাজার 'আসকালানী (রহঃ) বলেন ঃ অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয়। হানাফী মাযহাবের ইমাম শামসুল আ'য়িম্মা সারাখসী (রহঃ), হাম্বলী মাযহাবের ইমাম ইব্ন তাইমিয়াহ (রহঃ) ও 'আমর ইব্ন সালাহ (রহঃ)-ও এ অভিমত সমর্থন করেন। এ সকল মনীষী সংখ্যায় কম হলেও তাদের অভিমতই হল বিবেচ্য। এমন উদাহরণ এর পূর্বেও এসেছে। যেমন কবি বলেন ঃ

تُعَيِّرُنَا اَنَا قَلِيلٌ عَدِيْدُنَا * فَقُلْتُ لَهَا اِنَّ الْكِرَامَ قَلِيلٌ

আমরা বিমর্ষ হলাম আমাদের সংখ্যা কম বলে । তারপর তাকে বললাম, অল্প সংখ্যককেই সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

হাফিয ইব্ন হাজার 'আসকালানী (রহঃ) আরও স্পষ্ট করে বলেন যে, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এর হাদীসগুলো যে অকাট্য জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান করে তা নযরী উপায়ে। যেমন পবিত্র কুর'আন-এর মু'জিয (معجز) হওয়া। কেননা, পবিত্র কুর'আন তো অকাট্যরূপেই মু'জিয, তবে তা নযরী উপায়ে, প্রমাণ দ্বারা বোধগম্য করানো যাবে না।

কেবল সে ব্যক্তিই তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, 'আরবী শাস্ত্রে যার বিপুল ব্যুৎপত্তি রয়েছে। এ জন্যই বলা হয়ে থাকে ঃ - لَم يدرِ اِعجَازَ القُرْاٰنِ الاَّ العرجَان অর্থাৎ, পবিত্র কুর'আনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির পরিচয় কেবল সে ব্যক্তিই লাভ করতে পারে, যে ব্যক্তি জ্ঞানবৃদ্ধ।

যদি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে তো অনেক খবরে ওয়াহিদ রয়েছে অথচ উসূলের বিধানে রয়েছে যে, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কেবল সম্ভাব্য জ্ঞান অর্জিত হয়।

জবাবে আমরা বলব, সমস্যা নেই । সে হুকুমটি ঐ সব হাদীসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা মূলত খবরে ওয়াহিদ। আর আমরা আলোচনা করছি সে সব খবরে ওয়াহিদের, যার সাথে বহু নির্দশন এসে যুক্ত হয়েছে, একাধিক সূত্রে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাই এ শাস্ত্রে পারদর্শী সে সব ব্যক্তিই কেবল অকাট্য জ্ঞান লাভ করতে পারেন, যাদেরকে মহানুভব আল্লাহ্ স্বর্ণ ও কংকরের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের সৌভাগ্য দান করেছেন। উপরন্তু জারহ, তা'দীল ও বর্ণনাকারীগণের সঠিক অবস্থা সম্পর্কিত জ্ঞান যাদের দান করেছেন। কেননা তাঁরা যখন কোন হাদীসের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নেন, অনন্তর তার সূত্র, রিজাল ও ইসনাদ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালান, তখন তারা সে হাদীসের অকাট্য জ্ঞান লাভ করেন। যদিও সুষ্ঠু দৃষ্টিহীন ও অদূরদর্শী লোক তা অনুধাবন করতে সক্ষম হয় না।"[১৩৫]

---

১৩৫. মুহাম্মদ বদরুদ্দীন 'আলম আল মীরাঠী, *মুকাদ্দিমাতু ফায়যিল বারী,* ১ম খণ্ড (দারুল মা'রিফাহ্, বৈরুত, লেবানন, তা.বি.), পৃঃ ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

খাতীব বাগদাদী (রহঃ) বলেন ঃ হাদীস শাস্ত্রকারগণ এ বিষয়ে একমত নন যে, কোন ন্যায়নিষ্ঠ রাবী যখন একা কোন হাদীস বর্ণনা করেন, তখন তা অকাট্য জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান করে কিনা ? তবে গ্রহণযোগ্য অভিমত হল, রিওয়ায়াতটির সাথে যখন অন্যান্য নিদর্শন বিদ্যমান থাকবে তখন তার দ্বারা অকাট্য জ্ঞান লাভ হবে। কিন্তু নিদর্শানাবলী পাওয়া না গেলে স্বভাবত তার দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় না।[১৩৬]

এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত এই হতে পারে যে, একজন ন্যায়নিষ্ঠ রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিশুদ্ধতার স্বপক্ষে যখন অন্যান্য প্রমাণাদি বিদ্যমান থাকবে, তখন তার দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হবে। এটাই সর্বস্তরের মৌলনীতির প্রবর্তক ইমামগণের অভিমত। হাম্বলী মাযহারের নির্ভরযোগ্য মাযহাবও তাই।

আবুল খাত্তাব (রহঃ) বলেন ঃ হানাফী, শাফি'ঈ ও হাম্বলী মাযহারের মৌলনীতি রচয়িতাগণের অভিমত হল, কোন খবরে ওয়াহিদকে কর্মগত ও বিশ্বাসগত উভয় দিক থেকে যখন গোটা উম্মাহ্ গ্রহণ করে নেন তখন তার দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয়। ন্যায় শাস্ত্রকারগণের কিছু সংখ্যক লোক এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেন।

প্রথমোক্ত অভিমতটি উল্লেখ করেছেন ইমাম আবূ ইসহাক, আবুত্ তাইয়্যিব, মালিকী মাযহাবের আব্দুল ওয়াহ্হাব, হানাফী মাযহাবের ইমাম শামসুল আ'য়িম্মা সারাখসী (রহঃ) প্রমুখ।

আর এটাই অধিকাংশ ফকীহ্, হাদীস বিশারদ, সালফে সালেহীন, আশ'আরিয়া ও অন্যান্যদের অভিমত।[১৩৭]

কাযী আবূ ই'য়ালা (রহঃ) বলেন ঃ এটাই মূলত একটি মাযহাব।[১৩৮]

এ গবেষকের মতে অধিকাংশ উসূলবিদগণের অভিমতই তাই। তারা স্ব স্ব গ্রন্থে বিষয়টি উল্লেখ করে একেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম রাযী (রহঃ) তাঁর মাহ্সূল (مَحصُول) গ্রন্থে বলেন, গ্রহণযোগ্য অভিমত হল 'আলামত (নিদর্শন) বিদ্যমান থাকলে তার দ্বারা অকাট্য জ্ঞান লাভ করা

---

১৩৬. খাতীব বাগদাদী, *আল-কিফায়াহ ফী 'ইলমির রিওয়ায়াহ্* (ভারত, ১৩৫৭/১৯৩৮), পৃঃ ৩২।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ الخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ : اخْتَلَفُوا فِى الوَاحِدِ العَدْلِ إِذَا أَخْبَرَ بِخَبَرٍ ، هَلْ يُفِيدُ خَبَرُه العِلْمَ ؟ .... وَالمُخْتَارُ حُصُولُ العِلْمِ بِخَبَرِه إِذَا احتَفَّتْ بِهِ القَرَائِنُ ، وَيَمْتَنِعُ ذٰلِكَ عَادَةً دُونَ القَرَائِنِ .....-

১৩৭. ইব্নুন নাজ্জার আল্ হাম্বলী, *প্রাগুক্ত,* পৃ ঃ ৩৪৯-৩৫০।

১৩৮. উল্লেখ্য, তাদের গ্রন্থসমূহের নাম নিম্নরূপ ঃ আল্ মাহ্সূল, আল মুস্তাসফী, নিহায়াতুস্ সুওয়াল, আল্ আহ্কাম, তাওযীহুল আফকার, ইরশাদুল ফুহূল, শারহুল কাওকাবিল মুনীর ও ফাওয়াতিহুর রাহমূত।

Dhaka University Institutional Repository

যায়। অবশ্য এ কথা সত্য যে, নিদর্শনাবলী মূল বক্তব্য বিষয়ের ক্ষেত্রে কোন অবদান রাখতে পারে না। অর্থাৎ মূল হাদীসের সত্যতায় নিদর্শনাবলী কোন শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে না। যা হোক কখনও কখনও আমাদের সামনেও এমন ঘটনা ঘটে যে, বাহ্যিক নিদর্শন ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝা যায়, লোকটি লজ্জিত অথবা ভীত এবং অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় তাকে দেখে যে, সে নিশ্চয়ই ভীত সন্ত্রস্ত বা লজ্জিত। তদুপরি যদি আমরা হাজারও চেষ্টা করে তা মানতে না চাই তবুও তা সম্ভব নয়। যেমন কোন লোক এসে জানাল যে, সে তৃষ্ণার্ত। স্বভাবতই তার অবয়ব ও জিহ্বায় পিপাসার ছাপ থাকবে, যা তার সত্যবাদিতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করবে।

এমনিভাবে কোন রোগী এসে তার দেহের কোন অংশে তীব্র ব্যথার কথা ডাক্তারকে অবহিত করল। তাছাড়া ব্যথার তীব্রতায় সে চিৎকার দিচ্ছে এবং তার মধ্যে ব্যথার 'আলামতও পাওয়া যাচ্ছে। তারপর ডাক্তার তার এ ব্যথা উপশমের জন্য চিকিৎসা দিলেন। এখন যদি রোগীর কথা সত্য বলে আমরা ধরে না নেই, তা হলে তো এ ঔষধ প্রয়োগ তার জীবন সংহারক বলে গণ্য হবে। তাই এখানে তার কথার সত্যতার ক্ষেত্রে অকাট্য জ্ঞান লাভ হল।

মোটকথা, পরিভাষার ওপর যিনি যত বেশী ব্যুৎপত্তি অর্জন করবেন, তিনি ততই অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন যে, কোন সংবাদের নির্ভরযোগ্যতা তার নিদর্শন ও দলীল প্রমাণের ওপরই নির্ভর করে। অতএব, প্রমাণিত হল যে, ওপরে যে রীতির কথা আলোচনা করা হল, তা সত্য।[১৩৯]

উল্লেখ্য যে, কারও কারও বক্তব্যে কেবল অকাট্য জ্ঞানের কথা আলোচিত হয়েছে, তারা খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কোন্ প্রকারের জ্ঞান অর্জিত হবে, তা শর্তযুক্ত করেন নি। কেউ বলেছেন ঃ যরূরী জ্ঞান, কেউ বলেছেন যাহিরী জ্ঞান, আবার কেউ বলেছেন নযরী জ্ঞান। আর নযরী জ্ঞান বলতে এখানে এমন জ্ঞান উদ্দেশ্য যা বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণ দ্বারা অর্জিত হয়। অবশ্য এ অভিমতগুলোর ভিন্নতা সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন জানা যাবে হাদীসটি বিশুদ্ধ এবং তার বিশুদ্ধতার স্বপক্ষে অন্যান্য সহায়ক প্রমাণাদিও রয়েছে। সুতরাং যারা বলেন খবরে ওয়াহিদ দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় না, তাদের উদ্দেশ্য হল যরূরী জ্ঞান। কেননা তা নিজে নিজেই অর্জিত হয়। আর হাদীস শাস্ত্রকার ও উসূলবিদগণ যে বলেন ঃ অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল নযরী জ্ঞান, যা যুক্তি প্রমাণ দ্বারা অর্জিত হয়। এ কারণেই হাফিয ইব্ন হাজার (রহঃ) বলেন ঃ এ মতপার্থক্যটি শাব্দিক।

---

১৩৯. ফখরুদ্দীন আর-রাযী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৪০২-৪০৩ ; তাহির ইব্ন সালিহ আল্-জাযা'ইরী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১২৮।

মূল 'আরবী ঃ

قَالَ الرَّازِى فِى المَحْصُولِ : والمُختارُ انَّ القَرِيْنةَ قدْ تُفِيدُ العلمَ ، إلاَّ انَّ القَرائِنَ
لاتفِى العِبَاراتُ بِوَصفِها ، فقد تَحصُلُ امورٌ يُعلمُ بِالضَّرُورَةِ عِندَ العِلمِ بِهَا ....-

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেন ঃ খবরে ওয়াহিদ মাশহুর, 'আযীয ও গারীব এই তিন প্রকারে বিভক্ত। এই প্রকার হাদীসেই যখন সহায়ক প্রমাণাদি বিদ্যমান থাকবে, তখন তার দ্বারা নযরী জ্ঞান অর্জিত হবে। অবশ্য যারা এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেন তাদের কথা ভিন্ন।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, মতপার্থক্য মূলত শাব্দিক। কেননা, যারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হওয়ার সমর্থক, তারা শর্তারোপ করে বলেছেন যে, নযরী জ্ঞান অর্জিত হবে। যা দলীল প্রমাণ দ্বারা অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে যারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হওয়ার বিপক্ষে, তারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হওয়ার বিষয়টি মুতাওয়াতির হাদীসের সাথে নির্দিষ্ট করে দেন। মুতাওয়াতির হাদীস ব্যতীত বাকী সমস্ত হাদীস দ্বারা তাদের মতে সম্ভাব্য জ্ঞান অর্জিত হয়। তবে যে হাদীসের বিশুদ্ধতার স্বপক্ষে সহায়ক প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে, সে হাদীস যে সহায়ক প্রমাণ বিহীন হাদীস অপেক্ষা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত, তা তারা অস্বীকার করেন না।[১৪০]

সুতরাং বলা যায় যে, সত্য ও সঠিক বিষয় সম্ভবত এটাই যে, একজন ন্যায়নিষ্ঠ রাবী যখন অপর একজন ন্যায়নিষ্ঠ রাবী থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করবেন এবং যে হাদীসের বিশুদ্ধতার স্বপক্ষে অন্যান্য প্রমাণাদি বিদ্যমান থাকবে, সে হাদীস দ্বারা প্রমাণ ভিত্তিক নযরী জ্ঞান অর্জিত হবে। আর সহীহাইনে বিদ্যমান খবরে ওয়াহিদ, যা মুতাওয়াতিরের স্তরে উন্নীত হয় নি, সে সব হাদীস দ্বারাও সে জ্ঞান অর্জিত হয়। আর এ বিষয়টি হাদীস শাস্ত্রে চরম ব্যুৎপত্তি অর্জিত হয় নি এমন লোকের দ্বারা অনুধাবন করা সম্ভব নয়, যিনি রাবীগণের বিস্তারিত অবস্থা ও হাদীসের রোগ ব্যাধি সম্পর্কে সম্যক অবগত নন।

মোটকথা, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বিদ্যমান খবরে ওয়াহিদ দ্বারা সুনিশ্চিত নযরী বা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টত কেবল সেসব লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা সে শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। নযরিয়াতের ব্যাপারে যাদের নির্ভরশীলতা রয়েছে এবং যার অন্তর এসব জ্ঞানে স্থিতিশীল। যারা এ শাস্ত্রের অতল গহ্বরে অনুপ্রবেশ করতে পারেন এবং এর গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে সম্যক অবগত।

---

১৪০. *শারহু নুখবাতিল ফিকর*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।

Dhaka University Institutional Repository

এ সমস্ত লোকের মধ্যে এমন এক শক্তির সৃষ্টি হয়, যার দ্বারা তারা দুর্বল হাদীস থেকে সুস্থ ও সঠিক-বিশুদ্ধ হাদীসকে বাছাই করতে পারেন। ফলে তারা কোন হাদীসের ওপর আস্থাশীল হলে ও তার বিশুদ্ধতায় নির্ভরশীল হলেই তা গ্রহণ করেন, অথবা প্রত্যাখান করেন। যেমন মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَاذ قَالَ ابرَاهِيمُ رَبِّ ارِنِى كَيفَ تُحْيِى المَوْتىٰ قَالَ اَوَلَم تُؤمِنْ ؟ قَالَ بَلىٰ وَلٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلبِى-[১৪১]

ইব্‌রাহীম (আঃ) একবার নিবেদন করলেন পরওয়ারদিগার ! কিভাবে আপনি মৃতকে জীবিত করবেন, আমাকে একটু দেখান। মহান আল্লাহ্ বললেন ঃ তুমি কি বিশ্বাস কর না ? ইব্‌রাহীম (আঃ) বলেন, নিশ্চয় বিশ্বাস করি, তবে মনের সান্ত্বনার জন্য একটু দেখতে চাই।

বক্তব্য বিষয়টি এখানে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও পরিস্কার। কারায়িন (قَرَائن) বা আনুষঙ্গিক বিষয়াদি দ্বারা যে অনেক কিছু সুস্পষ্ট হয়ে উঠে, তা এর মাধ্যমে দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার হয়ে গেল। তবে মহান আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত দান করেন, সে-ই কেবল তা পেতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

---

১৪১. *আল্-কুর'আনুল কারীম,* সূরা বাকারাহ, আয়াত ঃ ২৬০।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

সহীহাইনের শরূহাত ও মুস্তাখরাজাত গ্রন্থাবলী

- সহীহ বুখারীর শরূহাত
- সহীহ মুসলিমের শরূহাত
- মুস্তাখরাজাত গ্রন্থাবলী

Dhaka University Institutional Repository

সহীহাইনের শরূহাত ও মুস্তাখরাজাত গ্রন্থাবলী

সহীহ বুখারীর শরূহাত

পবিত্র কুর'আন মজীদের পরই যেমন সহীহ বুখারীর স্থান, ঠিক তেমনি সহীহ বুখারীর যতটা ভাষ্য ও টীকা-টিপ্পনী লেখা হয়েছে, একমাত্র মহান আল্লাহ্র কালাম ছাড়া অন্য কোন কিতাবের এতটা লেখা হয় নি। কেউ এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরী করেছেন, কেউ শুধু এর সনদ বা বর্ণনাকারী রাবী পরম্পরার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, কেউ এর কঠিন ও দুরূহ শব্দগুলোর অর্থ ব্যাখ্যার দিকে মনঃসংযোগ করে খাস অভিধান রচনা করেছেন। আবার কোন কোন মনীষী শুধুমাত্র ব্যাকরণগত প্রশ্নসমূহের জটিলতা মীমাংসার জন্য নযীর বা উপমা আহরণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। কোন কোন প্রসিদ্ধ লেখক এর শর্তসমূহের আলোচনা করেছেন। আবার কোন কোন সমালোচক কিছু কিছু হাদীসের সমালোচনার (তানকীদ) ওপর আলাদাভাবে বৃহদাকার গ্রন্থাবলী প্রণয়ন করেছেন। অধিকাংশ হাদীস শাস্ত্রবিদগণ সহীহ বুখারীর 'হাশিয়া' ও 'তা'লীকাত' সংকলনেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখতে প্রয়াস পেয়েছেন। কেউ বিশদ ব্যাখ্যা, কেউ সংক্ষিপ্ত আকারে আবার কেউ মধ্যমাকারে ভাষ্য রচনা করতে মনোনিবেশ করেছেন। মোটকথা প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বতন্ত্র দৃষ্টিভংগী, পৃথক মনোভাব ও পৃথক উদ্দেশ্য সামনে রেখে আপন আপন আঙ্গিকে শারহ্-শরূহাত রচনায় তৎপর হয়েছেন। উল্লেখ্য ১৯০৩ সালে ফরাসী (French) ভাষায় ৪ খণ্ডে এর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।[১] এ ছাড়া বাংলা, উর্দূ, ফারসী, ইংরেজীসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯৮৫ সালে দারুল 'আরাবিয়া বৈরুত, লেবানন হতে ইংরেজীতে সহীহ বুখারীর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ৯ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।[২]

---

১. O. Houdas and w. Marcais, ***El. Bokhari,*** Les Tradition Islamiques.

২. Dr. Muhammad Muhsin khan, ***Sahih AL-Bukhri,*** Arabic-English. Beirut, Lebanon.1985.

Dhaka University Institutional Repository

সহীহ বুখারীর শারহ্ বা ভাষ্যসমূহের সংখ্যা অনুসন্ধান করে এর কুল-কিনারা পাওয়া সত্যই দুষ্কর ও দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই বিশাল সমুদ্র মন্থন করে এর তালিকা নিরূপণ করা একরূপ অসম্ভব ও অসাধ্য বলেই প্রতীয়মান হয়।[৩]

ব্রোকেলম্যান সহীহ বুখারীর তেতাল্লিশ (৪৩) টি ব্যাখ্যা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি বলেন যে, আল-ওয়াদ-এর বর্ণনানুসারে এর ব্যাখ্যা গ্রন্থের সংখ্যা ষাট (৬০) টি। হাজী খলীফার মতে এর শারহ্ গ্রন্থের সংখ্যা বিরাশী (৮২) টি।[৪] এ গুলোর সাথে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের শারহ্সমূহ যোগ করলে প্রায় দেড় শতের অধিক হবে বলে মনে হয়। এ থেকে অতি সহজেই সহীহ বুখারীর সর্বতোমুখী জনপ্রিয়তা ও অপূর্ব গুরুত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট আঁচ করা যায়। নিম্নে এর কতিপয় প্রসিদ্ধ শারহ্ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হল।

১. ফাতহুল বারী ঃ রচয়িতা হাফিয ইব্ন হাজার 'আসকালানী (৭৭৩-১৩৭২/৮৫২-১৪৪৯)। এটি অতি উপাদেয়, জ্ঞানসমৃদ্ধ ও গবেষণাপূর্ণ শারহ্। হাফিয ইব্ন হাজারের সুদীর্ঘ ২৫ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ সাধনার অমৃতময় ফলশ্রুতি। এ পর্যন্ত সহীহ বুখারীর যতগুলো ভাষ্য রচিত হয়েছে তন্মধ্যে এটিই হচ্ছে শীর্ষস্থানীয় এবং অতুলনীয়। এর প্রণয়ন কার্য সমাপ্ত হলে হাফিয ইব্ন হাজার (রহঃ) স্বয়ং পাঁচ'শ স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে এক সুন্দর প্রীতিভোজ দ্বারা আপামর জনসাধারণকে আপ্যায়িত করেন এবং সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ 'আলিমগণের খিদমতে তা পেশ করেন। অতঃপর তদানীন্তন রাজা-বাদশাহগণ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে এই অনবদ্য গ্রন্থখানি ক্রয় করে নেন। ভারত ও মিসরের বিভিন্ন প্রেস থেকে বহুবার এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।[৫]

২. 'উমদাতুল কারী ঃ রচয়িতা 'আল্লামা বদরুদ্দীন 'আইনী (মৃঃ ৮৫৫/১৪৫১)। এটি বৈরুত থেকে দশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। কাশফুয-যুনূন প্রণেতা হাজী খলীফা বলেন, 'আল্লামা 'আইনী তাঁর এই ভাষ্য গ্রন্থে ফাতহুল বারী থেকে অকুণ্ঠ সাহায্য গ্রহণ করেছেন। এমন কি কোন কোন স্থলে সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা হুবহু উদ্ধৃত করেছেন। 'আল্লামা 'আইনীর এই ভাষ্যখানি একটি সুবিস্তৃত ও সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা

---

৩. ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *ইমাম বুখারী* (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৭৯), পৃঃ ৪৮।

৪. ব্রোকেলম্যান, *তারীখুল আদাব*, ৩য় খণ্ড, ৪র্থ সং (দারুল মা'আরিফ, মিসর), পৃঃ ১৬৩-১৭৫ ; হাজী খলীফা, *কাশফুয্ যুনূন*, ২য় খণ্ড (দারুল ফিকর, ১৪০২/১৯৮২), পৃঃ ৫৪১-৫৫৫ ; 'আবদুল 'আযীয খাওলী, *মিফতাহুস্ সুন্নাহ*, ২য় সং (আল মাতবা'আতুল 'আরাবিয়্যাহ, মিসর ১৩০৭/১৮৮৯), পৃঃ ৪২-৪৩।

৫. ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৯ ; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০২/১৯৮২), পৃঃ ১৬৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

বটে ; কিন্তু ফাতহুল বারীর ন্যায় গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় অথবা আজ পর্যন্ত তদ্রূপ প্রসিদ্ধি লাভ করতে সমর্থ হয় নি।[৬]

৩. ইরশাদুস্ সারী ফী শারহিল বুখারী ঃ রচয়িতা 'আল্লামা শিহাবুদ্দীন কাসতালানী (রহঃ)[৭] (মৃঃ ৯২৩/১৫১৭)। তিনি এ গ্রন্থটি 'ফাতহুল বারী' শারহ্ থেকে উপকরণ নিয়ে রচনা করেছেন। এ গ্রন্থটির সূচনায় একটি সুন্দর ভূমিকাও সংযোজিত হয়েছে। ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য উপকারী। এটি মুদ্রিতাকারেও প্রকাশিত হয়েছে।[৮]

৪. ফায়যুল বারী ফী শারহিল বুখারী ঃ রচয়িতা 'আল্লামা ইসমা'ঈল আজালুনী (মৃঃ ১১৬২/১৭৪৮)। তিনি ছিলেন 'আল্লামা সিন্ধীর প্রিয় ছাত্র। তিনি 'জামি' উমুবীর কোব্বা নসরে' সহীহ বুখারী শিক্ষাদান কালে ১১৪১ হিজরীতে এই ভাষ্য রচনার কাজ শুরু করেন। গ্রন্থকার এই শারহ্-এর মধ্যে এর রচনার কারণ এবং কৈফিয়তও বর্ণনা করেছেন।[৯]

---

৬. হাজী খলীফা, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩২৭-৩২৮ ; নূর মোহাম্মদ আজমী, *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস* (এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯২ খ্রিঃ), পৃঃ ৮৯।

৭. তাঁর পুরো নাম ঃ আবুল 'আব্বাস আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবী বকর আল-খাতীব শিহাবুদ্দীন আশ্-শাফি'ঈ। হাদীস সম্পর্কে তিনি একজন প্রামাণিক ও ধর্মশাস্ত্রবিদ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ৮৫১/১৪৪৮ সনে ১২ যুল কা'আদা/২০ জানুয়ারী কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন ; সেখানেই ধর্মপ্রচারক হিসেবে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। কেবল দু'বারে কিছুকাল তিনি মক্কায় অবস্থান করেন। 'আল ইরশাদুস্-সারী ফী শারহিল বুখারী' শীর্ষক বুখারীর সহীহ হাদীস গ্রন্থের বিস্তারিত ভাষ্যই প্রধানত সাহিত্যিকরূপে তাঁর খ্যাতির মূল কারণ। এর বহু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত কপি বিশ্বের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারে বিদ্যমান রয়েছে। এ ছাড়া 'আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ ফিল মানাহিল মুহাম্মদিয়্যাহ' তৎকৃত মহানবী (সাঃ)-এর জীবন-চরিত মুসলিম জগতে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এ গ্রন্থটি তিনি ৮৯৯/১৪৯৪ সনের ১৫ শা'বান/১২ মে সমাপ্ত করেন। ইমাম সুয়ূতী (রহঃ)-এর মতে তিনি এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য অন্যান্য গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করেছেন। এর বহু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান আছে এবং কয়েক বার মুদ্রিতও হয়েছে। বিখ্যাত কবি 'আবদুল বাকী তুর্কী ভাষায় এর অনুবাদ করেন। বৈরুতের বিচারালয়ের অধ্যক্ষ আন-নাবহানী, 'আল-আনওয়ারুল মুহাম্মাদিয়া মিনাল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ' নামে এর একখানা সংক্ষিপ্ত সার প্রণয়ন করেন। এতদ্ভিন্ন হাদীস, কুর'আনের পাঠক, সূফীবাদ ও অনুরূপ বিষয়েও তিনি কয়েকখানা ছোট ছোট গ্রন্থ রচনা করেন।

শিহাবুদ্দীন কাসতালানী ৯২৩/১৫১৭ সনের ৭ মহররম/৩১ জানুয়ারী ইন্তিকাল করেন।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩২।

৮. ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫০।

৯. মুহাম্মদ হানীফ গাঙ্গুহী, *যাফরুল মুহাস্‌সিলীন বি-আহ্‌ওয়ালিল্ মুসান্নিফীন মা'আ ইযাফাতে জাদিদাহ* (হানীফ বুক ডিপো, দেওবন্দ, জেলা ঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি, তা.বি.), পৃঃ ১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

৫. হাল্লু সহীহিল বুখারী ঃ রচয়িতা মির্যা হায়রাত দেহ্লভী। এতে মাওলানা হাফিয আহমদ 'আলী সাহারাণপূরীর (মৃঃ ১২৯৮/১৮৮০) অনুসৃত রীতি অবলম্বন করে মতন (Arabic taxt) ঠিক রেখে ফাতহুল বারী, কাসতালানী প্রভৃতি সুবিখ্যাত ভাষ্য গ্রন্থ থেকে অকুণ্ঠ সাহায্য গ্রহণ করে শুধুমাত্র কঠিন কঠিন স্থানসমূহের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া এতে দুরূহ শব্দমালার আভিধানিক অর্থও সংযোজিত হয়েছে। মির্যা হায়রাত দেহ্লভীর সরল উর্দূ অনুবাদ, হাশিয়া, টীকা প্রটিকাসহ এটি প্রকাশিত হয়েছে। এতে মতন (Arabic taxt) এবং তরজমা আলাদা আলাদাভাবে মুদ্রিত হয়েছে। স্থানে স্থানে বন্ধনীর সাহায্যে সুন্দর ব্যাখ্যাও দেয়া হয়েছে। শুধুমাত্র এর সূচিপত্রই ১৪৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়েছে। অনুবাদ বেশ স্বচ্ছ, সাবলীল এবং হৃদয়গ্রাহী। সহীহ বুখারীর প্রাচীনতম ও বৃহদাকার এ ভাষ্যখানি শায়খুল কুল ফিল কুল শামসুল 'উলামা মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিস দেহলভীর (মৃঃ ১৩২০/১৯০২) ব্যক্তিগত পাঠাগারে সংরক্ষিত ছিল। এই মহামূল্য ভাষ্যখানি প্রাচীন হলেও বেশ ঝকঝকে এবং অতি উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ। প্রত্যেক যুগের বড় বড় খ্যাতিমান মনীষীগণ সহীহ বুখারী শিক্ষাদান কালে এই প্রাচীন গ্রন্থটিকে সামনে রাখতেন। তাঁরা সকলেই বিভিন্ন সময়ে স্থান কাল পাত্র ও সুযোগ মত এর ওপর হাশিয়াহ এবং ফুটনোট লিখেছেন। এ জন্যই এতে কোন শৃংখলা রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। 'আল্লামা নাযীর হুসাইন দেহ্লভীর স্বহস্তে লিখিত মূল্যবান 'হাশিয়াহ'ও এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এভাবে যুগের পর যুগ ধরে খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ সাধনার অমৃত ফলশ্রুতি হিসেবে এ গ্রন্থটি সবদিক দিয়েই পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম হয়। জীবনের অন্তিম মূহূর্ত পর্যন্ত মিঞা নাযীর হুসাইন এই গ্রন্থখানিকে প্রাণাপেক্ষা অধিকতর প্রিয় মনে করে অতি যত্ন সহকারে বক্ষের ধনের ন্যায় আগলে নিয়ে থাকতেন। অবশ্য পরোপকারের কথা চিন্তা করে মাঝে মাঝে হস্তান্তরও করতেন। তাই মাওলানা আহমদ 'আলী সাহারাণপূরী (মৃঃ ১২৯৮/১৮৮০) যখন 'আরবী হাশিয়ার সাথে সর্বপ্রথম এই সহীহ বুখারীকে হিন্দুস্থান থেকে প্রকাশিত করেন, তখন তিনি সবচেয়ে বেশী এ গ্রন্থ থেকেই অকুণ্ঠ সাহায্য গ্রহণ করেন। 'আল্লামা নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিস দেহলভীর সাথে তাঁর ছিল প্রগাঢ় অকৃত্রিম বন্ধুত্ব। তাই একাধিকবার তিনি তাঁর কাছ থেকে এটি চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া মাওলানা সাহারাণপূরী[১০] স্বীয় হাশিয়ায় 'শারহ্ দাঊদী',

---

১০. আহমদ 'আলী ইব্ন লুতফুল্লাহ আনসারী সাহারাণপূরী বাল্যকাল অতিক্রম করার পর 'ইলম শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ১৭/১৮ বছর বয়সের সময় প্রথম পবিত্র কুর'আন হিফ্য করেন। তারপর দিল্লীতে মাওলানা মামলূক 'আলী নানুতবী (মৃঃ ১২৬৩/১৮৪৬) ও মাওলানা অসিউদ্দীন সাহারাণপূরীর নিকট সমস্ত ফনূনাত এবং মক্কা মু'আয্যমায় (১২৫৯-১২৬২ হিজরীর মধ্যে) মাওলানা শাহ্ ইসহাক দেহলভীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেন ও তাঁর কাছ থেকে হাদীসের সনদ লাভ করার পর হাজ্জব্রত পালন করেন। এছাড়া তিনি হারামাইনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণের কাছেও হাদীস পাঠ করেন। হিজায থেকে ফিরে আসার পর প্রথমে তিনি কিছুদিন 'ইলম শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। তারপর হাদীস,

Dhaka University Institutional Repository

কাসতালানী, ইব্ন হাজার 'আসকালানী কৃত 'হুদা আস্-সারী' এবং শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহ্লভী কৃত 'তারাজিমু আবওয়াবিল বুখারী' থেকেও বিভিন্ন স্থানে অকুণ্ঠ সাহায্য গ্রহণ করেন।[১১]

৬. তায়সীরুল বারী ঃ নওয়াব ওয়াকার জংগ বাহাদুর মাওলানা ওয়াহীদুয যামান হায়দরাবাদী অনুদিত। এটি বেশ স্বচ্ছ ও সাবলীল ভাবার্থমূলক অনুবাদ গ্রন্থ। সুযোগ্য গ্রন্থকার এর শুরুতে একটি অতি মূল্যবান ও তথ্যসমৃদ্ধ ভূমিকা সংযোজন করেছেন। নিজের 'সিলসিলায়ে সনদ' বা হাদীস বর্ণনাকারীর সূত্র পরম্পরাকে তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) পর্যন্ত দশম ধাপে মিলিয়ে দিয়েছেন। স্থানে স্থানে সুন্দর হাশিয়াহ ও সরল বোধগম্য ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। লাহোর থেকে এটি আকর্ষণীয় ও মনোরম প্রচ্ছদপটে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। অনুরূপভাবে 'ফায়যুল বারী' নামক সহীহ বুখারীর উর্দূ অনুবাদটিও লাহোর থেকেই মুদ্রিত হয়েছে।[১২]

তাফসীর প্রভৃতি দ্বীনী 'ইলম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি নিজ তত্ত্বাবধানে এবং প্রসিদ্ধ শাগির্দ মাওলানা কাসিমের সহযোগিতায় দিল্লীতে 'মাত্বা'য়ি আহমদী' নামে এক লিথগ্রাফি (Lithography) প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাপাখানাটি হাদীসের প্রামাণ্য কিতাবসমূহ প্রকাশ করে এ দেশে হাদীসের প্রচার কার্যে বেশ কয়েক বছর ধরে প্রশংসনীয় খিদমত আন্জাম দেয়। এ প্রসংগে সহীহ বুখারীর ওপর তাঁর তা'লীকাতের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এতে অতি সংক্ষেপে সহীহ বুখারীর ইসনাদ ও মতন সম্পর্কে সকল তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে, যার সম্যক জ্ঞান ছাত্রদের জন্য অত্যন্ত যরূরী। এছাড়া আহমদ 'আলী 'জামি' তিরমিযীর' ওপরও প্রান্তটীকা লিখেছেন যা ১৩২৮ হিজরীতে মুজ্তাবা'য়ী প্রেস, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের সময় মাওলানা আহমদ 'আলী তাঁর প্রেস বন্ধ করে দেন এবং দিল্লী ছেড়ে পৈতৃক শহর সাহারাণপুরে চলে যান। অতঃপর ১২৮৩/১৮৬৬ সনে 'মাযাহিরুল 'উলূম' নামে একটি 'আরবী মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন করেন এবং সেখানে হাদীসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। আহমদ 'আলী ১২৯৭/১৮৮০ সনে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ ১. 'হাশিয়ায়ে সহীহ বুখারী' যা সহীহ বুখারীর বহুল প্রচারিত ব্যাখ্যা গ্রন্থ। ২. হাশিয়ায়ে তিরমিযী, যা দিল্লীর মুজতাবা'য়ী প্রেস হতে প্রকাশিত হয়েছে। ৩. 'আদ্-দলীলুল-কাবী ফী তারকিল কিরা'আতি লিল-মুকতাদী।

ডঃ মোহাম্মদ ইসহাক, *'ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান,* অনুবাদ ঃ হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া, (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা, ১৪১৪/১৯৯৩), পৃঃ ১৭৪-১৭৫ ; মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৬৩।

১১. ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫২-৫৪।

১২. *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

৭. আত্তাজরীদুস সারীহ লি আহাদিসিল জামি'ইস সহীহ ঃ রচয়িতা শাহাবুদ্দীন আহ্মদ আল্-হানাফী আশ্-শীরাযী আয্-যুবায়দী (৮১১-১৪০৮/৮৯৩-১৪৮৭)। এটি সহীহ বুখারীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। কায়রো নগরী থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 'আল্লামা যাবিদী কৃত এই 'তাজরীদ' গ্রন্থের আবার ভাষ্য লিখেছেন 'আল্লামা শায়খ শারকাবী, 'আল্লামা শায়খুল গাযযী এবং 'আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান কন্নৌজী ভূপালী। এই শেষোক্ত মনীষীর ভাষ্যের নাম 'আওনুল বারী। এটি কায়রো থেকে নাইলুল আওতারের হাশিয়ায় (Border) মুদ্রিত হয়েছে।[১৩]

৮. আন্নিহায়াহ্ ঃ রচয়িতা 'আবদুল্লাহ ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন আবী জামরাহ আল্-আযদী[১৪] (মৃঃ ৬৭৫/১২৭৬)। এটি সহীহ বুখারীর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। এর হাশিয়াহ লিখেছেন 'আল্লামা মুহাম্মদ শানওয়াজী। হাশিয়াহ সহ এটি কায়রো নগরী থেকে ১৩০৪ হিজরীতে মুদ্রিত হয়েছে। এ ছাড়া গ্রন্থকার স্বয়ং 'আন্নিহায়াহ্' গ্রন্থের আরও একটি বিস্তৃত টীকা লিপিবদ্ধ করেছেন। এর নাম 'বাহজাতুন্নুফূস'। কনস্টান্টিনোপলের ওয়ালি উদ্দীন সুলতান বাইয়াযীদের জামি' শরীফীতে এটি সংরক্ষিত।[১৫]

৯. শারহু সুলাসিয়াতিল বুখারী ঃ রচয়িতা মোল্লা 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ সুলতান আল্-ক্বারী আল-হারাবী সুম্মাল মাক্কী (মৃঃ ১০১০/১৬০১)। এতে সহীহ বুখারীর শুধুমাত্র ঐ সমস্ত হাদীসগুলোর ব্যাখ্যা রয়েছে যেগুলোর সনদ সূত্র রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পর্যন্ত মাত্র তিনটি। সহীহ বুখারীর মধ্যে এ ধরনের হাদীসের সংখ্যা মাত্র বাইশটি। তন্মধ্যে অধিকাংশই মাক্কী ইব্ন ইব্রাহীমের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনিই ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর প্রথম স্তরের শায়খ ছিলেন। সুতরাং সাহাবীগণের পরবর্তী স্তরের তাবি'ঈগণ থেকে তিনি রিওয়ায়াত করেছেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আহমদ আল্-মুহিব্বী তাঁর 'খুলাসাতুল মা'আসির' নামক গ্রন্থে এই সুলাসিয়াতিল বুখারীর কথা উল্লেখ করেছেন।[১৬]

---

১৩. ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫২।

১৪. তাঁর পুরো নাম ঃ মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান ইব্নুল হারিস আল্-আযদী আল-বাগিন্দী আবূ বকর আল্-ওয়াসিতী (রহঃ)। তিনি বাগদাদে বসবাস করেন এবং তথায় মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ আনসারী, 'ওবায়দুল্লাহ ইব্ন মূসা আবসী প্রমুখের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। খাতীব বাগদাদী তার স্বীয় সনদের মাধ্যমে আবূ জা'ফর আরযানানী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ দাউদ সিজিস্তানীকে মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মানের নিকট নতজানু হয়ে হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে দেখেছেন। ইমাম দারা কুতনী (রহঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেন যে, তাঁর মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি নেই। ইব্ন হিব্বান (রহঃ) তাঁকে সিকাহ্ রাবীগণের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি ২৮৩/৮৯৭ সনে ইন্তিকাল করেন।

খাতীব বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ,* ৫ম খণ্ড, ১ম সং (মাকতাবাতুল খান্জী, কায়রো, মিসর ১৩৪৯/১৯৩০), পৃঃ ২৯৮-২৯৯ ; হাকীম মুহাম্মদ আইয়ূব, *তারাজিমুল আহ্বার মিন রিজালি শারহি মা'আনিল আসার,* ১ম খণ্ড, ১ম সং (মাকতাবাতুল খালীলিয়্যাহ, সাহারাণপূর, ইউ, পি, তা.বি.), পৃঃ ১-২।

১৫. ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫৩।

১৬. *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

১০. ই'লামুস সুনান ঃ রচয়িতা আবূ সুলায়মান খাত্তাবী (মৃঃ ৩০৮/৯২০)। এটি একটি সংক্ষিপ্ত অথচ উত্তম শারহ্। এর অনুলিপি কনস্টান্টিনোপলের সুপ্রসিদ্ধ আয়া সূফিয়া লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে।[১৭]

১১. আত্ তানকীহ্ ঃ রচয়িতা বদরুদ্দীন যারকাশী (মৃঃ ৭৯৪/১৩৯১)। এটিও সহীহ বুখারীর একটি সংক্ষিপ্ত ও উৎকৃষ্ট ভাষ্য গ্রন্থ। এটি পাটনার ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরীতে সযত্নে রক্ষিত আছে।[১৮]

১২. শারহুল বুখারী ঃ রচয়িতা হাসান সাগানী লাহোরী (৫৭৭-১১৮১/৬৫০-১২৫২)। এটিও সহীহ বুখারীর একটি চমৎকার ও সংক্ষিপ্ত ভাষ্য।[১৯]

১৩. আল্-কাওয়াকিবুদ্দোরারী ঃ রচয়িতা 'আল্লামা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ ইব্ন 'আলী কিরমানী (মৃঃ ৭৮৬/১৩৮৪)। গ্রন্থকার মক্কা মুয়ায্যমায় এর সম্পাদনা কার্য সম্পন্ন করেন। কনস্টান্টিনোপলের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে এটি সুরক্ষিত রয়েছে।[২০]

১৪. তাওশীহ্ এবং তারসীখ ঃ রচয়িতা 'আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃঃ ৯১১/১৫০৫)। ভাষ্যদ্বয় সংক্ষিপ্ত অথচ উৎকৃষ্ট। প্রথমোক্ত ভাষ্যটি তুরস্কের সুলতান আহ্মদ খাঁর (৩য়) কনস্টান্টিনোপলস্থিত শরীফী লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে।[২১]

১৫. আল্ খায়রুল জারী ফী শারহ্ সহীহিল বুখারী ঃ রচয়িতা 'আল্লামা ইয়া'কূব বায়ানী লাহোরী (মৃঃ ১০৯৮/১৬৮৭)। শারহ্টির অনুলিপি পাটনার প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার 'ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরী'তে সংরক্ষিত আছে।[২২]

১৬. শারহুল বুখারী ঃ রচয়িতা শায়খ তাহির ইব্ন ইউসুফ সিন্দী বুরহানপূরী (মৃঃ ১০০৪/১৫৯৫)। এটি সহীহ বুখারীর একটি ভাষ্য, যা কাস্তালানীর ইরশাদুস্ সারী ফী শারহিল বুখারীর ওপর ভিত্তি করে প্রণীত।[২৩]

---

১৭. মুহাম্মদ হানীফ গাঙ্গুহী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১৪।

১৮. ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৯।

১৯. ডঃ মুহাম্মদ এসহাক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৩২।

২০. ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৯।

২১. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫০।

২২. ডঃ মুহাম্মদ এসহাক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৬১ ; ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫০।

২৩. ডঃ মুহাম্মদ এসহাক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. El. Bokhari, les Tradition Islamiques ঃ অনুবাদক O. Houdas and W. Marcais. সহীহ বুখারীর ফরাসী ভাষায় Marcais অনুবাদ। এটি বিষয় নির্বাচন ও সূচি প্রণয়ন হরফে তাহাজ্জীর ক্রমানুসারে (Alphabetical order) প্রয়োজনীয় নোটসহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। গ্রন্থখানি ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিস থেকে মুদ্রিত এবং চার খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। প্রথম খণ্ড ৬৮২ পৃষ্টায় সমাপ্ত।[২৪]

১৮. নূরুল ক্বারী শারহ্ সহীহিল বুখারী ঃ রচয়িতা শায়খ নূরুদ্দীন ইব্ন সালেহ আহমদাবাদী (১০৬৩-১১৫৫/১৬৫৩-১৭৪২)। 'আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী এ গ্রন্থের কথাও স্বীয় "ইত্হাফুন্ নুবালা" গ্রন্থে উল্লেখ করেন।[২৫]

১৯. মাউনাতুল ক্বারী ঃ রচয়িতা 'আলী ইব্ন নাসরুদ্দীন মুহাম্মদ আল্-মালিকী। ইনি ছিলেন 'আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতীর ছাত্র। তাঁর এই ভাষ্যের কথা 'আল্লামা ইসমা'ঈল আজালূনীও (মৃঃ ১১৬২/১৭৪৮) 'ফাওয়াইদুদ্দোরারী'তে উল্লেখ করেছেন।[২৬]

২০. যু'উদ্দুরারী শারহু সহীহিল বুখারী ঃ রচয়িতা 'আল্লামা মীর গোলাম 'আলী আযাদ আল-বিলগিরামী। এতে সহীহ বুখারীর শুরু থেকে 'কিতাবুয্ যাকাত' পর্যন্ত অংশের ভাষ্য স্থান পেয়েছে। গ্রন্থকার স্বয়ং তাঁর 'সুবহাতুল মিযান' নামক অনবদ্য অবদানে এই ভাষ্যের কথা উল্লেখ করেন।[২৭]

২১. সুল্লামুল ক্বারী ঃ রচয়িতা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ আল-আহদাল ইয়ামনী আল-কাতিল। নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী তাঁর আল্-হিত্তাহ্ গ্রন্থে এ ভাষ্যের কথা এবং এর পূর্ববর্তী ভাষ্য 'যওউদদ্দোরারী'-এর কথাও উল্লেখ করেছেন। 'আল্লামা ভূপালী আরও বলেন ঃ 'যওউদদ্দোরারী' নামক ভাষ্যটি বেশ বিস্তৃতাকারে লিখা শুরু হয়েছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রন্থকর্তা 'আল্লামা বিলগিরামী তাঁর জীবদ্দশায় এটি সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি।[২৮]

২২. আন্ নূরুস্ সারী 'আলা সহীহিল বুখারী ঃ রচয়িতা 'আল্লামা শায়খ হাসান 'আদাবী (মৃঃ ১৩০৩/১৮৮৫)। এটি কায়রো থেকে ২১৭৯ হিজরীতে দশ খণ্ডে সমাপ্ত হয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।[২৯]

---

২৪. ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫০-৫১।

২৫. ডঃ মুহাম্মদ এসহাক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৬৪ ; ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫১।

২৬. ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫১।

২৭. ডঃ মুহাম্মদ এসহাক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫৮ ; ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫১।

২৮. ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫১-৫২।

২৯. মুহাম্মদ হানীফ গাঙ্গূহী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

২৩. ইরশাদুস্ সামি ওয়াল কারি'য়িল মুনতাকা ঃ রচয়িতা 'আল্লামা বদরুদ্দীন হাসান আল-হালাবী (মৃঃ ৮৭৫/১৪৭০)। এতে সহীহ বুখারীর হাদীসসমূহের সহজ, সরল এবং বোধগম্য ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[৩০]

২৪. তাইসীরুল ক্বারী ফী শারহি সহীহিল বুখারী ঃ রচয়িতা শায়খ নূরুল হক (রহঃ)[৩১] (মৃঃ ১০৭৩/১৬৬২)। তাঁর পিতা স্বনামখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা 'আবদুল হক দেহ্লভী যখন ফার্সী ভাষায় 'মিশকাতুল মাসাবীহ'-এর টীকা লিখতে শুরু করেন, ঠিক সে সময় তিনি ফার্সী ভাষায় সহীহ বুখারীর এই ভাষ্য রচনায় হাত দেন। তিনি যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তানই বটে। এ গ্রন্থটি পাঁচ খণ্ডে আলভী প্রেস, লক্ষ্ণৌ ১৩০৫/১৮৮৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।[৩২]

২৫. শারহু সহীহিল বুখারী ঃ রচয়িতা শায়খুল ইসলাম ইব্ন হাফিয ফখরুদ্দীন (মৃঃ আনুঃ ১১৮০/১৭৬৬)। তিনি মাওলানা 'আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহ্লভীর (মৃঃ ১০৫২/১৬৪২) পৌত্র। এটি সহীহ বুখারীর ফার্সী ভাষ্য। এই ভাষ্যখানি 'তাইসীরুল ক্বারীর' ভাবার্থমূলক সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। এতে বিশেষ বিশেষ স্থানে সাবলীল ভাষায় ব্যাখ্যা ও প্রয়োজনীয় টীকা টিপ্পনী সংযোজিত হয়েছে।

---

৩০. ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৩।

৩১. শায়খ নূরুল হক ইব্ন 'আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহ্লভী অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন মুহাদ্দিস, ফকীহ্ ও ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি স্বীয় পিতা শায়খ 'আবদুল হকের কাছে জ্ঞানার্জন করেন এবং বেশ খ্যাতি লাভ করেন। নূরুল হক যুবদাতুত্ তাওয়ারীখ নামে ভারতের একটি সাধারণ ইতিহাস রচনা করেছিলেন, যাতে মু'ইযুদ্দীন ইব্ন সাম 'ওরফে সুলতান মুহাম্মদ ঘোরী (৫৭০/১১৭৫-৬০২/১২০৬) থেকে আরম্ভ করে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহন (১০১৪/১৬০৫) পর্যন্ত যুগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ গ্রন্থখানার কিয়দাংশ ইলিয়ট তাঁর হিস্টরী অব ইণ্ডিয়া গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। নূরুল হক সারা জীবন হাদীস শাস্ত্রের উন্নতির জন্য কাজ করেছেন। তাঁর জ্ঞান-গরিমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে শাহ্জাহান (১০৩৭/১৬২৮-১০৬৯/১৬৫৯) তাঁকে আকবরাবাদের কাযী নিযুক্ত করেন। তিনি এ পদে দীর্ঘকাল পর্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি পাক-ভারতীয় মুহাদ্দিসগণের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থও রচনা করেন। তন্মধ্যে নিম্নের দু'টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১. তাইসীরুল ক্বারী ফী শারহি সহীহিল বুখারী, এ গ্রন্থটি সহীহ বুখারীর ফার্সী ভাষায় একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষ্য যা পাঁচ খণ্ডে আলভী প্রেস, লক্ষ্ণৌ থেকে ১৩০৫/১৮৮৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। ২. শারহু শামা'য়িলিন্নবী (রামপুর নং ১৯৪), এটি জামি' তিরমিযীর শামা'য়িলের ফার্সি ভাষ্য। নূরুল হক ১০৭৩/১৬৬২ সালে ৯০ বছর বয়সে দিল্লীতে ইন্তিকাল করেন।

ডঃ মোহাম্মদ এছহাক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫১-১৫২ ; মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫১।

৩২. ডঃ মুহাম্মদ এসহাক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫২ ; ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষ্যকার কিতাবের মুখবন্ধে হাদীসের পরিভাষা, বর্ণনাকারীগণের নির্ভরযোগ্য হওয়া বা না হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখেছেন এবং বলেছেন যে, তিনি তাঁর সহীহ কিতাবখানা কেন লিপিবদ্ধ করেছেন এবং হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে এর মর্যাদা কি ? এ ছাড়া সহীহ বুখারীর 'শিরোনাম' 'তা'লীকাত' ও অন্যান্য বিষয়ের ওপরও আলোকপাত করেছেন। এতে তিনি 'আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহ্‌লভী পর্যন্ত সনদও এভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ

شَيخُ الاِسْلاَمِ عَنْ اَبِيْهِ الحَافِظِ فَخرِ الدِّين عَنْ اَبِيه مُحبّ اللهِ بن نُورِ اللهِ عَن جَدِّهِ
نُورِ الحَقِّ عَنْ اَبِيهِ شيخِ المُحدِثِينَ الشيخ عَبدِ الحَقِّ المُحَدثِ الدِّهلوِىِّ

এ কিতাব রচনায় শায়খুল ইসলাম বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছেন, তন্মধ্যে রয়েছে নববীর শারহ্ সহীহ মুসলিম, ইব্‌ন হাজারের ফাতহুল বারী, 'আবদুল হকের মিশকাতের ভাষ্যসমূহ এবং নূরুল হকের তাইসীরুল ক্বারী।[৩৩]

২৬. মিনহাজুল বারী ঃ রচয়িতা মোল্লা হাসান সিদ্দিকী পাঞ্জাবী। তিনি 'আল্লামা দারায পেশওয়ারী নামেও সর্ব-সাধারণের কাছে সুপরিচিত। এই চমৎকার ভাষ্য গ্রন্থটিও ফার্সী ভাষায় লিপিবদ্ধ। এটি টোংকের নওয়াব সাহেবের সৌজন্যে 'আল্লামা শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্‌র 'রিজালুল বুখারী, ও 'শারহু তারাজিমি আবওয়াব'-এর সাথে লক্ষ্ণৌ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।[৩৪]

২৭. English Translation of Sahih Bukhari ঃ সহীহ বুখারীর এই ইংরেজী তরজমার অনুবাদক ক্রিজান ইউরোপিয়ান। তিনি ইউরোপের অধিবাসী ছিলেন। এটি ১২৯৬ হিজরীতে বূলাক শহর থেকে দশ খণ্ডে প্রকাশিত ও মুদ্রিত হয়।[৩৫]

২৮. আল-ইফহাম ফী ইবহামিল বুখারী বা আল্-ইফহামু লিমা ফিল বুখারী মিনাল ইবহাম ঃ রচয়িতা জালালুদ্দীন 'আবদুর রহমান আল্-বাল্‌কিনী (মৃঃ ৮২৪/১৪২১)। এটি ৮২২ হিজরীতে সংকলিত ও প্রকাশিত হয়েছে। কনস্টান্টিনোপলের ওয়ালি উদ্দীন সুলতান বায়াযীদের জামি' শরীফী এবং আয়া সূফিয়া গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থখানি সংরক্ষিত রয়েছে।[৩৬]

২৯. আসমাউ রিজালিল বুখারী ঃ রচয়িতা আবূ নসর আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌নুল হুসাইন আল্-কালাবাযী (মৃঃ ২১৮/৮৩৩)। কাশফুয্ যুনূনের লেখক হাজী খলীফা মোল্লা কাতিব চাল্পীও এই গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন।[৩৭]

---

৩৩. ডঃ মুহাম্মদ এসহাক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫২-১৫৪ ; ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৪।

৩৪. ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৫ ; মুহাম্মদ হানীফ গাঙ্গূহী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১৬।

৩৫. ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৫।

৩৬. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৫।

৩৭. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৫-৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

৩০. রাফ'উল ইলতিবাস ঃ রচয়িতা 'আল্লামা আবূ তাইয়্যেব মুহাম্মদ শামসুল হক ডয়ানবী আযীমাবাদী (মৃঃ ১৩২৯/১৯১১)। এটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং পঠনযোগ্য পুস্তক। সহীহ বুখারীতে যে সমস্ত জায়গায় 'কালা' বা'যুন্নাস উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা এতে স্থান পেয়েছে। ১৩০৯ হিজরীতে এটি দিল্লী থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।[৩৮]

৩১. রিজালুস সহীহাইন ঃ রচয়িতা আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ ইব্‌ন হাসান আত্ তাবারী (মৃঃ ৪১৮/১০২৭)। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের রুওয়াত বা বর্ণনাকারীগণের জীবন কাহিনীই এ গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য বিষয়।[৩৯]

৩২. মাসাবীহুল ইসলাম ঃ রচয়িতা 'আল্লামা ফকীরুল্লাহ । এটি ফিক্‌হী প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করে এবং মাস'আলার শৃংখলা ও ক্রমানুসারে সহীহ বুখারী থেকে নির্বাচিত হাদীসসমূহের সংকলন। সহীহ হাদীসের ওপর যাঁরা 'আমল করতে আগ্রহী, তাঁদের জন্য এ গ্রন্থটি একটি অমূল্য নি'আমত। মাদারুল মহাম মুহাম্মদ আমীন খাঁর অনুরোধ ক্রমে গ্রন্থকার 'আল্লামা ফকীরুল্লাহ মিশকাত শরীফের অনুকরণে এর পরিচ্ছেদ ও অধ্যায়সমূহকে সুবিন্যস্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। পাটনার ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরীতে এটি সংরক্ষিত রয়েছে।[৪০]

৩৩. আল্-জাম'উ বাইনাস সহীহাইন ঃ রচয়িতা 'আল্লামা হুমায়দী মুহাম্মদ ইব্‌ন আবি নসর আল কুরতুবী (মৃঃ ৪৮৮/১০৯৫)। ওয়ালি উদ্দীন আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ খাতীব তাবরীযী স্বীয় মিশকাত শরীফের ভূমিকায় এ গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন।[৪১]

৩৪. আল্ মুসতাদরাক 'আলাস সহীহাইন ঃ রচয়িতা আল্ হাকিম আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ নীশাপূরী (মৃঃ ৪০২/১০১১)। মুস্তাদরাক শব্দের অর্থ সম্পূরক ও পরিশিষ্ট। সুতরাং এটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ত্রুটিসমূহের পরিপূরক ও পরিশিষ্ট হিসেবেই লিখিত। 'আল্লামা যাহাবী ও 'আল্লামা ইব্‌নুল মুলাক্কিন (রহঃ)[৪২] এই 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থ সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা

---

৩৮. ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৬।

৩৯. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৬।

৪০. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৬।

৪১. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৬ ।

৪২. তাঁর পুরো নাম ঃ সিরাজুদ্দীন আবূ 'আলী 'ওমর ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ 'ওরফে ইব্‌নুন নাহ্‌বী (রহঃ)। তিনি মিসরের কায়রোতে ৭১৩/১৩১৩ সনে রবী'উল আউওয়াল মাসের ২৪ তারিখে শনিবার দিন জন্মগ্রহণ করেন। পিতার অসিয়ত অনুসারে জামি' ইব্‌ন তূলূনের আল-কুর'আনের শিক্ষক 'ঈসা আল-মাগরিবীর নিকট তাঁকে প্রত্যার্পণ করা হয়। 'ঈসা (রহঃ) তাঁর মাতাকে বিয়ে করেন এবং পরবর্তীতে তিনি তাঁর নিকট লালিত পালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হন এবং তাঁর উপাধি অনুসারে তিনি ইব্‌নুল মুলাক্কিন হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি বাল্যকাল থেকেই হাদীস অন্বেষণ করতে থাকেন। তাঁর সৎ পিতা এ কাজে তাঁর জন্য ৬০ হাজার দিরহাম ব্যয় করেন।

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। হাকীম সুয়ূতী এ মুস্তাদরাকের 'হাশিয়াহ' লিপিবদ্ধ করেছেন। এর নাম তাওশীহুল মুদারিক ফী তাসহীহিল মুস্তাদরাক।[৪৩]

৩৫. শারহু তারাজিমি আবওয়াবিল বুখারী ঃ রচয়িতা শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহ্লভী (রহঃ)। এ পুস্তিকাটি সহীহ বুখারীর অধ্যায়গুলোর শিরোনামসমূহের ব্যাখ্যা । দা'ইরাতুল মা'আরিফ হায়দারাবাদ (দাক্ষিণাত্য) থেকে ১৩৫৭/১৯৩৮ সালে এটি দ্বিতীয়বার পুর্ণমুদ্রণ করা হয়েছিল। এ ছাড়া এটি সহীহ বুখারীর ১৯৪০ সালে আসাহহুল মাতাবি' দিল্লীতে মুদ্রিত সংস্করণের ভূমিকা স্বরূপ সংযোজিত হয়েছিল।[৪৪]

৩৬. তাকয়ীদুল মুহ্মাল ওয়া তাময়ীযুল মুশকাল ঃ রচয়িতা আবূ 'আলী হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ আল্-গাস্সানী (মৃঃ ৪৯৮/১১০৪)। এটি দু'খণ্ডে পরিসমাপ্ত। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের যে সমস্ত বর্ণনাকারীর নামে 'শাব্দিক ভ্রম-প্রমাদ বা ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে বলে সন্দেহ পোষণ করা হয়েছে, তাদের নাম এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে।[৪৫]

৩৭. মু'আল্লিমুল ক্বারী শারহু সুলাসিয়াতিল বুখারী ঃ রচয়িতা মওলভী রাযী উদ্দীন আবুল খায়ের 'আবদুল মজীদ খান টংকী। এটি ১৩৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়ে ১২৬১ হিজরীতে আগ্রার মুফীদে আম প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়েছে। 'আল্লামা নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান সাহেব বাহাদুর ভূপালী (মৃঃ ১৩০৭/১৮৯০) সুলাসিয়াতে সহীহ বুখারীর একখানা অতি চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী উর্দূ অনুবাদ করেন। এই উর্দূ তরজমার নাম 'গুনিয়াতুল ক্বারী।'[৪৬]

৩৮. শারহু সুলাসিয়াতিল বুখারী ঃ রচয়িতা মাওলানা মুহাম্মদ শাহ্ ইব্ন আলহাজ্জ হাসান (মৃঃ ৯৩৯/১৫৩২)। অনুরূপভাবে 'আল্লামা আবূ তাইয়্যেব শামসুল হক ডয়ানবী অযিমাবাদীও (মৃঃ ১৩২৯/১৯১১) সুলাসিয়াতে বুখারীর বেশ চমৎকার ভাষ্য লিপিবদ্ধ করেন। এর নাম ফায়যুল বারী শারহু সুলাসিয়াতিল বুখারী। দুঃখের বিষয় এটি অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।[৪৭]

তিনি বিভিন্ন মাযহাবে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং বিচারক পদে অভিষিক্ত হন। তারপর তিনি এ পদ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে গ্রন্থ প্রণয়নে আত্মোনিয়োগ করেন এবং বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। হাদীস, ফিক্হ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর রচিত কিতাবের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় তিনশত। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে ২০ খণ্ডে সহীহ বুখারীর ভাষ্য, শারহু 'উমদাতিল আহকাম ইত্যাদি। তিনি ৮০৪/১৪০১ সনে রবী'উল আউওয়াল মাসের ১৬ তারিখে জুমু'আর রাতে কায়রোতে ইন্তিকাল করেন।

হাফিয আবুল মুহাসিন আল-হুসায়নী, *যায়লু তাযকিরাতিল হুফফায,* ৫ম খণ্ড (দারু ইহ্ইয়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, বৈরুত, লেবানন, তা.বি.), পৃঃ ১৯৭-২০২ ; ইব্নুল 'ইমাদ, *শাযারাতুয্ যাহাব ফী আখবারি মান-যাহাব* (মাকতাবতুল কুদসী, কায়রো, মিসর, ১৩৫০/১৯৩২), পৃঃ ৫১-৫২ ।

৪৩. ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫৭।

৪৪. ডঃ মুহাম্মদ এসহাক, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৭০।

৪৫. ডঃ মুজীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫৭।

৪৬. *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫৭।

৪৭. *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. দুরারুদ্দুরারী ফী শারহি রুবা'ইয়াতিল বুখারী ঃ রচয়িতা 'আল্লামা আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আশ্ শামী আশ্-শাফি'ঈ। সহীহ বুখারীর যে সমস্ত হাদীসের সনদ সূত্র চারজন রাবী বা বর্ণনাকারীর মধ্যবর্তিতায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে, শুধুমাত্র সেসব হাদীসগুলোকে চয়ন করে নিয়ে এ সুন্দর ভাষ্যগ্রন্থখানি সংকলন করা হয়েছে। ভাষ্যকার 'আল্লামা আহমদ আশ্-শামী এ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে 'জারকাশ', 'আত্-তানকাহ, ও 'কিরমান' প্রভৃতি ভাষ্য গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এর মূল্য ও মান মর্যাদা বহুল পরিমাণে বর্ধিত করেছেন। অধিকন্তু নিজের ব্যক্তিগত মন্তব্য প্রকাশের জন্য তিনি 'কুলতু' 'আমি বলি' বাক্যাংশ ব্যবহার করে গ্রন্থটিকে আরও আকর্ষণীয় ও মনোরম করে তুলেছেন।[৪৮]

৪০. নাযমুল লা'আলী ফী শারহি সুলাসিয়াতিল বুখারী ঃ রচয়িতা শায়খ 'আবদুল বাসেত ইব্ন মওলভী রুস্তম 'আলী ইব্ন মোল্লা আসগর 'আলী (মৃঃ ১২২৩/১৮০৮)। ভূপালের নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান (১২৪৮-১৮৩২/১৩০৭-১৮৮৯) স্বীয় ইত্হাফুন্ নুবালায় এ গ্রন্থটির ভূয়সী প্রশংসা করেন।[৪৯]

৪১. ফয়যুল বারী ফী শরহিল বুখারী ঃ রচয়িতা মীর সায়্যিদ 'আবদুল আওওয়াল হুসাইনী যায়দপূরী (মৃঃ ৯৬৮/১৫৬০)। সহীহ বুখারীর ভারতে লিখিত এ ভাষ্যখানা এ প্রকার গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম গ্রন্থ। সম্ভবত সম্পূর্ণ কিতাবখানা বর্তমানে বিদ্যমান নেই। ভাষ্যখানার প্রথম খণ্ডের কেবল কয়েকটি উদ্ধৃতি 'উসমান ইব্ন ইব্রাহীম সিন্ধীর 'গায়াতুত্তাওযীহ লিল জামি'ইস সহীহ'- তে সংরক্ষিত আছে।[৫০]

৪২. তারাজিমুল বুখারী ঃ রচয়িতা শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহ্লভী (১১১৪ ১৭০৩/১১৭৬-১৭৬২)। এটি সহীহ বুখারীর বিষয়বস্তুর আয়তন ও বর্ণনা প্রণালীর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।[৫১]

---

৪৮. ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৮।

৪৯. নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান, *ইত্হাফুন নুবালা* (তিকসারুল জুয়ূদ ভূপাল, ১২৯৮ খ্রিঃ), পৃঃ ১৬১ ; মাওলানা ইমাম খাঁ নোশাহরবী, *হিন্দুস্তান মে 'উলূমে হাদীস' শীর্ষক প্রবন্ধ*, আজমগড় থেকে প্রকাশিত মাসিক 'মা'আরিফ, ৫ম সংখ্যা ; ৫৬শ বর্ষ, পৃঃ ২৩৯ ; মাওলানা রিয়ায়ুদ্দীন ইসলাহী, *তাযকিরাতুল মুহাদ্দিসীন*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২১।

৫০. ডঃ মুহাম্মদ এসহাক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১২৭ ; মুহাম্মদ হানীফ গাঙ্গূহী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১৫।

৫১. ডঃ মুহাম্মাদ এসহাক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৭০।